শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এবার আমার একান্তই ইচ্ছা ছিল, সংস্কৃতভাষায় গ্রথিত কোন শ্রীগ্রন্থ লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হই। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না,—যাঁহার ইচ্ছায় চরাচর চালিত, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইল। তাই এবার ভক্ত কবি—বাঙ্গালী কবি শ্রীলোচনদাসের এই ভগবৎপ্রেমের মহাগীতি—এই শ্রীচৈতন্যচরিত্রের অমৃত-উচ্ছ্বাস 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গৌড়ীয় সাধুসজ্জনের শ্রীকরে অর্পণ করিলাম।

ভগবান্ কখন স্বয়ং, কখন বা ভক্তদ্বারা আপনার আদেশ-ইচ্ছা জানাইয়া থাকেন। বোধ হয় সেইজন্য আমার ভবিষ্যতের একটি কর্ত্তব্য কোন এক ভক্তের লেখনীমুখেই ব্যক্ত হইয়াছিল। আমার পরম পূজ্য ভাগবতশ্রেষ্ঠ প্যালামোর বর্ত্তমান মুনসেফ সুকবি শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এইরূপ একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন,—

"* * * যে কাজ করিতেছ, তাহাই কর। তোমার সংস্কৃতশাস্ত্র প্রচার করিয়া কাজ নাই। এইরূপ (অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যভাগবতের মত) বাঙ্গালা-ভাষার বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচার কর। তুমি যাঁহার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই পতিতপাবন নিত্যানন্দ কি করিয়াছেন? তিনি সংস্কৃতাভিজ্ঞ শাস্ত্রবিশারদ ভট্টাচার্য্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন? না, তিনি সুবর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্ত, মহাপাপী জগাইমাধাই ও নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদস্যুকে শিক্ষা দিয়াছিলেন? সংস্কৃতপুস্তক কয়জন পড়িবে? বাংলা আপামর সাধারণ সকলেই পড়িবে। তাই বলি, বাংলা পুস্তকই প্রচার কর।"

পত্রখানি পড়িয়াই আমার মনের গতি ফিরিয়া গেল। স্থির করিলাম, বাংলা বৈষ্ণবগ্রন্থই প্রচার করিতে হইবে। কিন্তু তাহার সংখ্যাও ত অল্প নহে। এখন কোন্‌খানি প্রচার করি, কোন্‌খানি প্রচার করিলে ভাল হয়? এমন-সময় কয়েকজন মহাত্মা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলেরও একখানি অভিনব বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের জন্য আমাকে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এদিকে সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'বঙ্গবাসী'র সহৃদয় স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ মহাশয়ও পুস্তক-মুদ্রাঙ্কণের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন। দেখিতে দেখিতে চারিখানি সম্পূর্ণ ও তিনখানি অসম্পূর্ণ হস্ত-লিখিত পুঁথি এবং প্রাচীন ও আধুনিক তিনখানি মুদ্রিত গ্রন্থও সংগৃহীত হইল। আর চিন্তা কি?—দয়ার সাগর শ্রীচৈতন্যের এ দয়ার আহ্বান—দয়ার এ সম্মেলন সংঘটন কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিলাম না,—তাঁহার দয়াল-নামের জয়ঘোষণা করিয়া গ্রন্থের সম্পাদন-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলাম। সে জয়ঘোষণা ত ব্যর্থ হইবার নহে।—তাই আজ সেই গ্রন্থের এই অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৭।
শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীজন্ম দিন।
৪০ নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন,
কলিকাতা।

বৈষ্ণবকৃপাকাঙ্ক্ষী
অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

সূচীপত্র।

সূত্র-খণ্ড।

আদি-খণ্ড।

মধ্য-খণ্ড।

শেষ-খণ্ড।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

সূত্রখণ্ড।

ভক্তিপ্রেমমহার্ঘরত্ননিকরত্যাগেন সংপোষয়ন্
ভক্তান্ ভক্তজনার্তিনিষ্কৃতিবিধৌ পুণ্যাবতীর্ণঃ কলৌ।
পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ন্ ত্রিজগতাং শঙ্কাম্বরজ্ঞাঙ্কুরৈঃ
শ্রীমন্ন্যাসিশিরোমণির্বিজয়তাং চৈতন্যরূপঃ প্রভুঃ ॥

পটমঞ্জরী রাগ।

নম নম সুত-হর, দেব গণেশ্বর, (১)
বিঘ্ন বিনাশন (২) মহাশয়।
একদন্ত মহাকায়, সর্ব্বকার্য্যে সহায়,
জয় জয় পার্ব্বতী-তনয়॥
হরগৌরী বন্দোঁ মাথে, জুড়িয়া যুগলহাথে,
চরণে পড়িয়া করোঁ সেবা।
ত্রিজগতে এককর্ত্তা, বিষ্ণুভক্তি-বর-দাতা,
সবে এক এই (৩) দেবী দেবা॥
সরস্বতী বন্দোঁ মুণ্ডে, কেলি কর মোর তুণ্ডে,
কহ (৪) গৌরহরি-গুণগাথা।
অবিদিত ত্রিজগতে, গৌরবর্ণ বাণীনাথে,
অদভুত অপরূপ কথা॥
কাকু করোঁ দেবগণে, আর যত গুরুজনে,
বিঘ্ন না করিহ কেহো ইথি।
না চাহোঁ (৫) সম্পদ-বর, মুঞি পাপী পামর,
নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হউ পুথি॥
বিষ্ণুভক্ত বন্দোঁ আগে, আর যত মহাভাগে,
যার গুণে পৃথিবী পবিত্র।
সর্ব্বজীবে করে দয়া, বিশেষে আরতি পাঞা,
ত্রিভুবন (১) মঙ্গল-চরিত্র॥
মুঞি অতি অভাজন, না বুঝোঁ (২) ডাহিন-বাম,
আকাশ ধরিতে চাহোঁ বাহে।
অন্ধে দিব্যরত্ন বাছে, পর্ব্বত না দেখে (৩) কাছে,
না জানি কি পরিণামে হয়ে॥
সবে এক ভরসা আছে, পহু নাহি কাহো (৪) বাছে,
গুণ গায় উত্তম অধমে।
সর্ব্বজীবে সমদয়া, সভে পায় পদছায়া,
অধিকারী নাহিক নিয়মে॥
যে পুন বৈষ্ণবজন, তার কথা কহি শুন,
অকারণে দয়া সর্ব্বলোকে।
পর লাগি জীবন, পর লাগি ভূষণ,
পর-উপকারে মানে সুখে॥
ঠাকুর শ্রীনরহরি- দাস প্রাণ (৫) অধিকারী,
যার পদপ্রতি আশে আশ (৬)।

---

(১) 'নমো নমো বন্দোঁ দেব গণেশ্বর' বা 'নমো নমো লম্বোদর, বন্দ দেব গণেশ্বর'। (২) 'নম নমো লম্বোদর, দেব গণেশ্বরবর, বিঘ্নবিনাশন'।
(৩) 'মাত্র এই'। (৪) 'কহ'। (৫) 'চাহ…

(১) 'যাঁহার মায়া ত্রিভুবনে'। (২) 'অতি অজ্ঞান, না জানোঁ'। (৩) 'দেখি' বা 'দেখো'। (৪) 'কিছু'।
(৫) 'দাস প্রেম' বা 'প্রাণের হয়'। (৬) 'প্রতি মোর আশা' বা 'প্রতি মনোআশা'।

অধমেহ সাধ করে, গোরাগুণ গাহিবারে,
সে ভরসা এ লোচনদাস ॥ (১)
তাঁর পদ-পরসাদে, গাইব অনবসাদে (২),
এই মোর ভরসা অন্তর।
সে দুখানি চরণ, ইষ্ট-সিদ্ধি-কারণ,
হৃদয়ে থুইব (৩) নিরন্তর ॥

———

কেদার রাগ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় নরহরি-গদাধর-প্রাণনাথ।
কৃপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥ (৪)
করুণা-ভবন (৫) সব হেম-গোরা-গা।
বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙ্গা পা ॥
সকল ভকত লঞা বৈসহ আসরে।
সে(৬) পদ-শীতল-বা লাগুক কলেবরে ॥
শচীর দুলাল প্রভু করোঁ পরণাম।
তিলেক করুণা-দিঠে কর অবধান ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি—দেবশিরে মণি।
যাঁর পদ-পরসাদে এ ধন্য ধরণী ॥
বন্দিয় গাইব সে সীতার প্রাণনাথ।
করুণা করহ প্রভু করোঁ যোড়হাথ ॥
অভিন্ন-চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।
নিত্যানন্দরাম বন্দোঁ রোহিণীর পুত ॥
গোরা-গুণ-গরবে গরব মাতোয়ার।
বন্দিয়া গাইব আগে (৭) চরণ তাঁহার ॥
মিশ্র পুরন্দর বন্দোঁ—বিশ্বম্ভরের পিতা ॥
শচীঠাকুরাণী বন্দোঁ ঠাকুরের মাতা ॥

পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি বন্দিব সানন্দে।
যার লাগি মহাপ্রভু (১) ফুকারিয়া কান্দে ॥
(লক্ষ্মীঠাকুরাণী বন্দোঁ বিদিত সংসারে।
প্রভুর বিরহসর্প দংশিল যাহারে ॥)
নবদ্বীপসতী (২) বন্দোঁ বিষ্ণুপ্রিয়া মা।
যার অলঙ্কার সে প্রভুর রাঙ্গা পা ॥
শ্রীপণ্ডিতগোসাঞি বন্দিব একমনে।
ঈশ্বর-মাধব-পুরীর বন্দিয়া চরণে (৩) ॥
গোসাঞি গোবিন্দ বন্দোঁ আর বক্রেশ্বর।
গৌরপদ-কমলে যে মত্ত মধুকর ॥
পুরী যে পরমানন্দ আর বিষ্ণুপুরী।
গদাধরদাস যে বন্দিব শিরোপরি ॥
গুপ্ত বেজা (৪) বন্দিব হরিষ-মনোরথে।
গোরাগুণ গাঙু—যদি দয়া কর চিত্তে ॥
শ্রীবাসঠাকুর বন্দোঁ আর হরিদাস।
বাসু দত্ত মুকুন্দ চরণে করোঁ আশ ॥
রায় রামানন্দ বন্দোঁ—পিরিতের ঘর।
পণ্ডিত জগদানন্দ বন্দোঁ নিরন্তর ॥
রূপ-সনাতন বন্দো পণ্ডিত দামোদর।
রাঘবপণ্ডিত বন্দো প্রণতি-বিস্তর ॥
শ্রীরামসুন্দর গৌরীদাস-আদি যত।
নিত্যানন্দসঙ্গী বন্দোঁ যতেক ভকত ॥
কুলের ঠাকুর (৫) বন্দোঁ—ইষ্ট যে দেবতা।
ইহলোকে পরলোকে সেই সে বান্ধব ॥
পিতা-বিনু নাহিক মোর তিন লোকে বন্ধু।
নরহরিদাস বন্দো গোরা-প্রেম (৬)-সিন্ধু ॥
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসু ঘোষ আর।
ভূমে পড়ি কর জোড়ি করোঁ নমস্কার ॥
শ্রী বৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে।
জগত মোহিত যার ভাগবতগীতে ॥
বন্দন গাইতে মোর হইব (৭) অনুক্ষণ।
ঘরের ঠাকুর বন্দো শ্রীরঘুনন্দন ॥
শ্রীমূর্ত্তিরে যে বা জন লাড়ু খাওয়াইল।
তাহারে মনুষ্যবুদ্ধি কোন জন কৈল ॥
তাঁর পিতা বন্দো শ্রীমুকুন্দ দাস।
চৈতন্য-সম্মত-পথে নির্ম্মল বিশ্বাস ॥

(১) ১৭৭৪ শকাব্দে বটতলায় মুদ্রিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-গ্রন্থের এই স্থানে পূর্ব্বোক্ত ভক্তি প্রেম প্রভৃতি মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে এবং উক্ত মঙ্গলাচরণস্থলে নিম্নলিখিত শ্লোকটি বিলুপ্ত হইয়াছে। যথা—
'ভালং যস্য প্রশস্তং শশধরবদনম্ উন্নতং চ নাসং,
শিরোর্দ্ধং কম্বুকণ্ঠং কনকগিরিনিভং ফুল্ল পঙ্কেরুহ ক্ষম।
আজানুলম্বিহস্তং কটিতটবিলসদ্ রক্তকৌপীনবাস,
বন্দে শ্রীগৌরচন্দ্রং নিখিলজনমনঃ সন্তপ মানম্।'
(২) কহিব অনেক সাধে। (৩) 'অষ্টসিদ্ধিকারণ, হৃদয়ে রহুক'। (৪) 'জগতে শ্রীমতি ... করজয়। শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥'
(৫) 'ভরণ'। (৬) '...'। (৭) 'নিতি'।

(১) 'বাপ বলি গোরাচাঁদ'। (২) 'সতী'। (৩) 'পুরী বন্দিব যতনে' (৪) একখানি পুথিতে বরাবরই 'বেজার' পরিবর্ত্তে 'রোজা' এবং আর একখানিতে "বেজা" পাঠ আছে।
(৫) "দেবতা"। (৬) 'মার গোরা গুণ' (৭) 'নীত হয়' বা 'তাই হইবে'।

কারো নাম জানি কারো নাম নাহি জানি।
সভারে বন্দিব—সভে মোর শিরোমণি॥
মহান্ত বন্দিব আর (১) মহান্তের জন।
একঠাঞি বন্দি গাই সভার চরণ॥
আগে পাছে বিচার কেহো না করিহ (২) মনে।
অক্ষরানুরোধে বন্দনা নহে (৩) ক্রমে॥
যার নাম নাহি কৈল ভ্রমেতে বন্দনা।
শত পরণাম করি অপরাধ মার্জ্জনা॥
পৃথিবীর ভকত বন্দো অন্তরীক্ষচারী।
সভার চরণে একে একে নমস্করি॥
গোরা-গুণ গাও মোর এই প্রতি আশ।
এ লোচনদাস বোলে—পুর' মোর আশ।

বরাড়ি রাগ। দিশা॥

(প্রাণভায়্যা নিবেদো নিবেদো (৪) নিজ কথা॥
মূর্চ্ছা॥ কিরে কি আরে কি ওরে প্রাণ হয়।
আগে আশীর্ব্বাদ মাগো, যতযত মহাভাগ,
তবে সে গাইব গুণ-গাথা)॥
মো ছার অধমাধম—না জানো। মো (৫) তত্ত্ব।
গোরা-গুণ-চরিত্র কি কহিব মহত্ত্ব॥
না জানিঞা প্রলাপ করিয়া কিবা কাজ।
উত্তমজনের ঠাঁই ঠেকিলে সে (৬) লাজ॥
অধিকারী নহোঁ তবু করোঁ পরমাদ (৭)।
গোরাগুণমাধুরীতে বড় লাগে সাধ॥ (৮)
শ্রীমুরারিগুপ্ত বেজ্ঞা বৈসে নবদ্বীপে।
নিরন্তর রহে গোরাচাঁদের সমীপে॥
তাহার মহিমা কে বা পারয়ে (৯) কহিতে।
'হনুমান' বলি যার খ্যাতি (১০) পৃথিবীতে॥
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া যে বা লঙ্কাপুরী দহে।
সীতার বার্ত্তা উদ্ধারিয়া শ্রীরামেরে কহে॥
বিশল্যকরণী আনি লক্ষ্মণে জীয়ায়।
সেই সে মুরারিগুপ্ত বৈসে নদীয়ায়॥

---

(১) 'আগে'। (২) 'ভাবিহ'। (৩) "আখর অনুরোধে গ্রন্থ নাহি হয়"। (৪) "প্রাণের ভায়্যা রে ভায়্যারে নিবেদ নিবেদ"। (৫) "কি জানি মু'।
(৬) 'হবে' বা 'হয়'। (৭) 'কহোঁ এই দোষে'।
(৮) "অবজ্ঞা না কর কেহ না করিহ রোষে"।
(৯) "তত্ত্ব কে পারে"।
(১০) "খ্যাতি ছিল' বা 'যশ খ্যাত"

সর্ব্ব তত্ত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ।
গৌর-পদ-অরবিন্দে ভকত প্রবীণ॥
জন্ম হৈতে বালক চরিত্র যে যে কৈল।
আদ্যোপান্তে যেই রূপে (১) প্রেম প্রচারিল॥
দামোদরপণ্ডিত সর্ব্ব পুছিল তাহারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে॥
শ্লোকবন্ধে হৈল (২) পুথি 'গৌরাঙ্গচরিত'।
দামোদর-সংবাদ—মুরারিমুখোদিত॥
শুনিঞা আমার মনে বাঢ়িল পিরিত।
পাঁচালি-প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গচরিত॥
অধিকারী নহোঁ তবু কহোঁ এই দোষে।
অবজ্ঞা না কর কেহো না করিহ রোষে॥
অমৃত দেখিয়া কার না লাগয়ে সাধে।
অজ্ঞান-বালক-ইচ্ছা আকাশের চাঁদে॥
গোরাগুণ কহিতে ঐছন মোর সাধ।
ঐছন সময়ে চাহি বৈষ্ণব-প্রসাদ॥
বৈষ্ণব-চরণে মুঞি করোঁ পরণাম।
গোরাগুণ গাও—মোর এই হিয়া-কাম॥
আমার ঠাকুর—প্রভু নরহরিদাস।
প্রণতি-বিনতি করোঁ পুর' মোর আশ॥ (৩)

মারহাটিয়া রাগ। দিশা॥

হরি রাম রাম দ্বিজচাঁদ নারে হএ॥ মোর প্রাণ॥ ধ্রু
প্রথমে কহিব কথা অপূর্ব্বকথন।
আচার্য্যগোসাঞি কৈলা গর্ভের বন্দন॥
পৃথিবী জনম লৈলা ত্রিজগতনাথ।
সাঙ্গোপাঙ্গ যত যত পারিষদ-সাথ॥
মাতা-পিতা বালক (৪) লালেন যেনমতে।
অন্নপ্রাশনে নাম থুইল হরষেতে (৫)॥
বাল্যচরিত্র-কথা কহিব বিধান।
শুন্ত-চরণে শুনি নূপুর-নিসান॥

---

(১) "আদ্য অন্তে যে যে মতে"। (২) "কৈল"।
(৩) একখানি পুঁথিতে "অধিকারী" হইতে 'আশ' পর্য্যন্ত ১০ পংক্তি এইরূপ পরিবর্ত্তিত আকারে লিখিত আছে।—"অধিকারী নহি তবু মনের হরিষে। গোরা-গুণচরিত কথা করিতে প্রকাশে॥ অমৃত দেখিয়া কার নাহি লাগে সাধে। ঐছন সময় চাহোঁ বৈষ্ণবপ্রসাদে॥ নরহরিঠাকুরপদ হৃদয়ে বিলাস। গোরাগুণ গাও সুখে এ লোচনদাস" (৪) 'প্রভুরে'।
(৫) "পরাশনে নাম থুইল যেন মতে'।

[illegible]
আপন মায়েরে স্নান করিল [illegible]
[illegible]
[illegible] নারিকেল আনি [illegible]
[illegible]
দেখিয়া সকল লোক আনন্দ প্রচুর ॥
বালকের সঙ্গে খেলা খেলে রাজপথে ।
[illegible] দেখা প্রকাশ [illegible] ॥
বালকসহিতে হরিসঙ্কীর্তনে নৃত্য
দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত [illegible]
হাতে খড়ি দিলেন [illegible]
যা শুনিলে দূর হয় অমঙ্গল [illegible] ॥
তবে ত কহিব কথা শুন সাবধানে
দেখে বিশ্বরূপ—বিশ্বরূপ জ্যেষ্ঠ [illegible]
[illegible] দেখ দুই সহোদর
[illegible]
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস [illegible] ।
বিশ্বরূপ মাতা পিতা প্রবোধে [illegible]
তবে ত কহিব বিশ্বম্ভর [illegible]
বালকসহিতে খেলা খেলে [illegible]
সকল বালক মিলি [illegible]
বালুকায় [illegible]
দেখিয়া [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] সকল [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] কহিল প্রভু [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible] (১) [illegible] ।
লক্ষ্মী-[illegible] দেখিয়াছে ॥
[illegible] পুন বিবাহ করিলা ।
[illegible] ॥
[illegible] কথা [illegible] ।
[illegible]
[illegible] বিশেষ ।
প্রেম [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible]—[illegible] ।
[illegible]—প্রেম [illegible] ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(১) [illegible] (২) [illegible]
(৩) [illegible] (৪) [illegible]
(৫) [illegible] (৬) [illegible]
(৭) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ক্রমে একে দিল সর্ব্বজনে প্রেমদান
কহিব সকল কথা (১) যেমন বিধান ॥
ভক্তকে প্রকাশ (২) আত্মবীজ-আরোপণে।
যা শুনিলে সর্ব্বজনের হিয়া জুড়ে মনে ॥
অধ্যাত্ম (৩) আচ্ছাদি প্রভু প্রেম প্রকাশয়
জ্ঞানগম্য নহে প্রভু—সভারে বুঝায় ॥
তবে ত কহিব কথা অপূর্ব্ব (৪) কথন।
যেমতে হইল নিত্যানন্দ সন্দর্শন ॥
হরিদাস প্রভুসনে মিলয়ে যেমনে।
অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দের মিলনে ॥
যেনমতে জগাই-মাধাই নিস্তারিলা।
পিতা-পুত্রে ব্রাহ্মণেরে যেন কৃপা কৈলা ॥
শিবের গায়নে কৃপা কৈল যেনমতে।
আচম্বিতে দেখি এক (৫) ব্রাহ্মণীচরিতে ॥
যেনমতে কুকুরীতে দিল প্রভু ঝাঁপ।
যা শুনিলে তিন লোক লাগে চিত্ত-কাঁপ ॥
তবে আর অপরূপ শুনিবে বিধানে।
দেবালয়মার্জ্জনা প্রভু কৈলা যেনমনে ॥
শুনিবে অনেক কথা—অতি অপরূপ
কষ্টব্যাধে (৬) নিস্তারিলা—এ বড় কৌতুক ॥
বলরাম-আবেশ-কথা কহিব বিশেষ (৭)।
যা শুনিলে সকলের আনন্দ অশেষ (৮) ॥
শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাড়ীতে প্রকাশ।
প্রেম পরকাশি হয় এ ভূমি-আকাশ ॥
অনেক রহস্য কথা কহিব তাহাতে।
বৈরাগ্য অদ্ভুত প্রভুর চিতে (৯) যেনমতে ॥
শ্রীকেশবভারতী (১০) দেখি নদীয়া-নগরে।
সন্ন্যাস করিব বলি উল্লাস অন্তরে (১১) ॥
যেনমতে সর্ব্বভক্তগণের (১২) বিলাপ।
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া শোকসাগরে দিলা ঝাঁপ ॥
সন্ন্যাস-আশয়ে নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।
সন্ন্যাস করিল প্রভু ভারতী-সহায় ॥

কহিব সন্ন্যাসের কথা যত বিবরণ। (১)
আচার্য্য প্রভুর ঘর গেলা যেমন ॥
সভা-সম্ভাষণে আর যে হইল কথা।
সভা প্রবোধিয়া প্রভু যাত্রা কৈল তথা ॥ (২)
পুরুষোত্তম দেখিব বলে (৩) চলিলা যেমতে।
কহিব রহস্যকথা গ্রাম রেমুণাতে ॥
ক্রমে ক্রমে কহিব সে পথের চরিত।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক পাইব পিরিত ॥
যাজপুর যাই প্রভুর যে হৈল রহস্য।
একাম্রনগর-কথা কহিব অবশ্য ॥
জগন্নাথসন্দর্শন কৈল যেনমতে।
সার্ব্বভৌম-প্রকাশ শুনিবে একচিতে ॥
মধ্যখণ্ডকথা তাই অমৃতের সার (৪)।
শেষখণ্ডকথা আছে কহি শুন আর ॥ (৫)
মধ্যখণ্ড সায় পুঁথি (৬) প্রেমার প্রকাশ।
আনন্দহৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥

ধানশী রাগ। তরজাবন্ধ (৭) ॥

জয় রে জয় রে জয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
আপনি অবনী অবতার।
মহৎ লোকের ভাগ্য, পৃথিবীসৌভাগ্য হে,
শ্রীপদ যাহার অলঙ্কার ॥
জগত্প্রদীপ নব,- দ্বীপেরে উদয় হে,
করুণা কিরণ পরকাশে (৮)।
অনেক দিনের মত, ভকত পিয়াসী ছিল,
যাচল প্রেম-প্রীতি আশে ॥
মধুময় কমলে যেন (৯), যতেক ভ্রমর বুলে,
যেন চন্দ্র-চকোরের মেলা।

(১) [illegible]
(২) প্রকাশ।
(৩) [illegible] (৪) [illegible]
(৫) [illegible]
(৬) [illegible]
(৮) [illegible]
(৯) [illegible] প্রভু কৈল
(১০) কেশবভারতী আইলা
(১১) 'অন্তরে' 'বাহিরে'
(১২) [illegible]

(১) [illegible]
(২) [illegible]
(৩) সভা প্রবোধিয়া প্রভু।
(৪) "হইল [illegible]"।
(৫) [illegible]
(৬) কথা আছে
(৭) [illegible]
(৮) [illegible]
(৯) [illegible]

বরিষার মেঘ দেখি, চাতক ফুকারে যেন (১),
পিউ-পিউ ডাকে মাতোয়ালি ॥
নাচয়ে ভাবক তোরা, প্রেম বরিষয়ে গোরা,
হুঙ্কার গর্জ্জন (২) সিংহনাদে ॥
অধনের ধন যেন, হারাঞা পাই ক্রোড়ে গো (৩),
অনুরাগে আর্ত্তি হৈয়া কাঁদে ॥
বনের হরিণ যেন, দব-দাবানলে পুড়ি,
অমিয়া সাগরে দিল ঝাঁপ ।
ঐছন প্রেমার রঙ্গে, অঙ্গ ডুবায়ল গো (৪),
পাসরল পূরবের তাপ ॥
ভালি এ ঠাকুর বোলে, কেহো মালসাট মারে,
প্রেমানন্দে আপনা পাসরে ।
[illegible] প্রেম পাগলী মাঝে, কত স্ফূর্ত্তি অনুরাগে,
অবিচারে বিলায় সভারে ॥
কি কহিব আর কথা, অনন্ত ভুবন যথা,
কিবা রস প্রেমার মাধুরী ।
'প্রেম' বলিয়ে যারে, [illegible] সব সংসারে,
সে আজু নিতাই-নাম ধরি ।
প্রেমরসে গরগর, না চিনে আপনা-পর,
সভারে বুঝায় এই (৫) কথা ।
পদকমল-তল-তরে, ধরণী টলমল করে,
যেন [illegible]
আর অপরূপ শুন, মহেশ অদ্বৈত নাম,
যার গুণ-[illegible] ।
চৈতন্যঠাকুর সনে, প্রেমরস-আস্বাদনে,
পাসরিল এ দেহ [illegible] ॥
রসিক সঙ্গীত সঙ্গে, প্রেম বিলাসত রঙ্গে,
সভারে বুঝায় [illegible] ।
এ দুই ঠাকুর বলি, [illegible] ঠাকুর নাহি,
যা লাগি [illegible] ॥
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, জগজনে হরি বোলে,
সতে করে প্রেম [illegible] ।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম, সভে [illegible]
ভাষ করে এ লোচনদাস ॥

---

(১) 'ফুকারে চাতক পক্ষী' বা 'চাতক ফুকারে যে'
(২) "গর্জ্জে" ।
(৩) "পাইআছেন" ।
(৪) 'ডুবাইয়া সঙ্গে' । (৫) "প্রেম"
(৬) [illegible]

বরাড়ি রাগ । দিশা ॥
জয় রে জয় । মূর্চ্ছা ॥
গোরার নিছনি লঞা মরি,
রূপের গুণের বালাই লইয়া ।
আবেশে বিলাইলা প্রেম জগত ভরিয়া

(গ্রন্থারম্ভ ।)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য পূর্ণানন্দ ॥
গদাধরপণ্ডিত জয় জয় নরহরি ।
জয় জয় শ্রীনিবাস—ভক্ত-অধিকারী ॥
চৈতন্যগোসাঞির যত প্রিয়ভক্তগণ ।
সভার চরণ হৃদে করিঞা (১) বন্দন ॥
কহিব চৈতন্য (২) কথা শুন সাবধানে । (৩)
দামোদরপণ্ডিত পুছিলা গুপ্ত-স্থানে ॥
কহ শুনি—কি লাগি গৌরাঙ্গ-অবতার ।
শুনিতে আনন্দ মনে হইছে আমার ॥
কেনে শ্যামবর্ণ ছাড়ি হৈলা গৌরাঙ্গ ।
কেনে বা কীর্ত্তনে লুঠে—সঙ্গ লাগে (৪) কেনু ॥
কেনে বা নাগর (৫) বেশ ছাড়িয়া সন্ন্যাস ।
কেনে দেশে দেশে বুলে পাইয়া হুতাশ (৬) ॥
কেনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা রাধা গোবিন্দ বলিয়া ।
ঘরে ঘরে ফিরে কেনে প্রেম যাচাইয়া ॥
কহিবা এ সব কথা পরম নিগূঢ় ।
যা শুনিলে জ্ঞান (৭) পায় অধমের মূঢ় ॥
শুনিয়া মুরারি কহে—শুনহ পণ্ডিত ।
এই সব তত্ত্ব তোমা কহিব বিদিত ॥
সত্যযুগে চারি-অংশ ধর্ম্ম আছে করে ।
[illegible]
দ্বাপরে অর্দ্ধেক ধর্ম্ম কহিএ তোমারে
কলিযুগে এক অংশ ধর্ম্মের বিচারে ॥

---

(১) 'হৃদি করিয়া' । (২) "মঙ্গল" ।
(৩) অন্যের একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—"অবতার কলিযুগে হইলা যেন মনে । মুরারি গুপত কেনো অনুভব করে ।"
(৪) "ঢলি যায় লয় ।"
(৫) "রাজ্যপাটি" (৬) "হুতাশন" ।
(৭) 'জ্ঞান' । (৮) 'করিলা আচার' ।

অধর্ম্ম বাড়িল—ধর্ম্ম হইল যে হীন।
স্বধর্ম্ম ছাড়িল—বর্ণ আশ্রম-বিহীন॥ (১)
পাপময় ঘোর আঁধিয়ার হৈল কলি।
আচ্ছন্ন সকল লোক—অহং-বিকলি॥
ধর্ম্মহীন দেখিয়া নারদ মহামুনি।
কলি হৈতে সবারে দয়া করিলা আপনি॥
ভাবিলেন—কলিসর্প গিলিল (২) সভারে।
মনে কৈল—ধর্ম্মসংস্থাপন করিবারে॥
কৃষ্ণ বিনু ধর্ম্ম কেহো না পারে স্থাপিতে।
অবশ্য আনিব কৃষ্ণ কলিতে তুষিতে॥
ভক্ত-ইচ্ছা গোবিন্দের হয় সঙ্কল্প
[illegible] যথাতে ইহা আছয়ে বিচার॥
যদি কৃষ্ণদাস [illegible] জন্ম সর্ব্বথায়।
[illegible] প্রভু যদুরায়॥
[illegible] আগে কালপুরু (৩) করে কোন বন্ধু।
হবে সে আনিব কৃষ্ণ—সর্ব্বময় বন্ধু॥
আনিব সকল দেবগণ তার সঙ্গে।
অষ্ট-পাটরাণী সকল (৪) সঙ্গোপাঙ্গে॥
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ [illegible]।
পৃথিবী জনম হৈল (৫) [illegible]
[illegible]
পৃথিবী [illegible] লইল (৬) [illegible]
[illegible] সকল [illegible]
[illegible]
সব-অবতার-সার—[illegible]
এমন করুণা কভু নাহি হয়ে আর॥
[illegible] কান্দে নারদ মহামুনি
কৃষ্ণনাম [illegible] (৭) [illegible]॥
কৃষ্ণকথালোকে [illegible]।
না শুনিল কৃষ্ণনাম—সংসার [illegible]॥
কৃষ্ণরসে [illegible]—আধ আধ ভাষ।
[illegible]—কভু হাসে॥
বীণা-যন্ত্রে গুণ (৮) গায়—[illegible]।
কৃষ্ণরসাবেশে মুনি অশ্রু-[illegible]॥

---

(১) [illegible]
(২) গিলিলেক।
(৩) লোকে।
(৪) [illegible]
(৫) হৈল (৬) [illegible]
(৭) [illegible]
(৮) [illegible]

ঐছন প্রেমার রঙ্গে আর গড়াইয়া।
না শুনিল কৃষ্ণনাম জগত চাহিয়া॥
অন্তর দুঃখিত (১) মুনি বিস্মিত হিয়ায়।
শোক-নিবারণ-হেতু না দেখি উপায়॥
দংশিল সকল লোকে কলি-কালসর্পে।
নিরন্তর দগধ মুগধ মায়া-দর্পে॥
শিশ্নোদরপরায়ণ (২) জগত ভরিয়া।
মূর্চ্ছিত সকল লোক—কৃষ্ণ পাসরিয়া॥
লোভ (৩) মোহ কাম ক্রোধ মদ অভিমানে।
নিরন্তর সিঞ্চে হিয়া—বিষয়-সিঞ্চনে॥
এ আমি আমার বলি মরে অকারণে।
কে আপনি কে আপন—কিছুই না জানে॥
(নানা দুষ্ট চেষ্টা করি সংসারেতে মজে।
কিবা বন্ধ কিবা মোক্ষ কিছুই না বুঝে॥)
ঐছন লোকের দুঃখ দেখি মহামুনি।
[illegible] মনে মনে গণি॥
ঘোর কলিকালে লোকের না দেখি নিস্তার।
[illegible] দ্বারকায় যায়॥
দ্বারকা ঠাকুর—দেব দেব শিরোমণি।
[illegible] সুখে বঞ্চয় রজনী॥
প্রভাতে উঠিয়া কৈল যে নিত্য উচিত।
রুক্মিণীর ঘর যায়—কীরণ [illegible]॥
[illegible] রুক্মিণীদেবী আপনা মঙ্গল।
[illegible] অঙ্গ করে ঢলমল (৪)॥
[illegible] করে অঙ্গের সুবেশ।
নানা বর্ণ বাদ্য বাজে—আনন্দ অশেষ॥
সুমঙ্গল পূর্ণঘট—[illegible]।
প্রভু শুভ আগমন কৈলা (৫) [illegible]॥
[illegible]
প্রভু নিরীক্ষণ করে [illegible]॥
[illegible] প্রভুকাছে আনি।
পাদপ্রক্ষালন করে দেবী রুক্মিণী॥
আপন-সম্পদ-পদ [illegible]।
অনুরাগে [illegible] দেই সুখে॥
হৃদয়ে শ্রীপদ ধরি [illegible]।
[illegible] কিছু পুছে চক্রপাণি॥

---

(১) অন্তরে চিন্তিত
(২) [illegible]
(৩) 'লোভ'
(৪) [illegible]
(৫) 'হইলা'।

কান্দনার হেতু কিছু না বুঝি তোমার।
কি লাগি কান্দহ দেবি কহ না আমার (১)॥
তুমি প্রাণাধিকা মোর—জগজনে জানি।
তোমার অধিক কে বা—কহ । আপনি॥
কিবা অবজ্ঞায় তোর আজ্ঞা না পালিল।
স্বরূপে কহ না দেবি কি দোষ করিল॥
একমাত্র পুরুষে যে পরিহাস কৈল (২)।
আজিহ অন্তরে তোর সে দুঃখ (৩) আছিল॥
কত বা মিনতি কৈল কাতর হইয়া।(৪)
তভু না ঘুচিল তোর এ কঠিন হিয়া॥
ঐছন নিঠুর বাণী প্রভুমুখে শুনি।
সরস সরোষে (৫) কিছু কহয়ে রুক্মিণী॥
অন্তর কঠিন মোর—কভু নহে আন।
এক মহাভাগ্য সবে (৬)—তুমি মোর প্রাণ॥
তোর পদ-অরবিন্দ—তোমারে অধিক।
আজিহ নাচয়ে শিব—পিবই (৭) মাধ্বীক॥
জগতে যতেক সব তোর সুগোচর।
সবে না জানহ পদপ্রেমার উত্তর॥
(যদি রাধাভাব হৃদে কর আরোপণ।
তবে সে জানিবে নিজ প্রেমার লক্ষণ॥)
এ বোল শুনিঞা প্রভু হিয়া (৮) চমৎকার।
কি বৈলে কি বৈলে দেবি—কহ আরবার॥
ভালমতে না শুনিল—যে বলিলে তুমি।
ঐছন কি আছে—যাহা নাহি জানি আমি॥
এ হেন দুর্লভ কথা শুনি মোর হিয়া।
বাঢ়য়ে আরতি (৯) কিছু বিস্ময় পাইয়া॥
হেন কি আছয়ে এ দুর্লভ ত্রিজগতে।
আশ্চর্য্য মানিয়ে যাহা দেখিতে (১০) শুনিতে॥
তোর মুখে শুনি—মোর অগোচর আছে।
আনন্দে আমার হিয়া কি জানি করিছে॥
কহ কহ কহ দেবি এহেন বিশ্বাস।
চরণ-মহিমা কহে এ লোচনদাস॥

ধানশী রাগ। দীর্ঘ ছন্দ॥

বোলে দেবী রুক্মিণী, শুন প্রভু গুণমণি,
চিত্তে কিছু না করিহ আন।
যা লাগি কান্দিয়ে আমি, সে কথা না জান তুমি,
আর যত যত সব জান॥
তুয়া-চরণ-কমলে, কি আছে কতেক বলে,
ভালে না জানহ তুমি ইহা। (১)
এ পদ আমার ঘরে, ছাড়ি যাবে অন্তরে,
তা লাগি কান্দয়ে মোর হিয়া॥
এ-পদ-পদুম-গন্ধে, যায়ে যেই দিগ-অন্তে,
সে দিগ ছাড়য়ে জরা মৃত্যু।
পদ-মকরন্দ-পানে, জিয়ে যেই যেই জনে,
তারে কিবা দিবা-নিশি-ঋতু॥
এ-পদ-পদুম-রাগে, যে ধরয়ে অনুরাগে,
তার পদ পাই পুণ্যভাগে।
কান্দিয়া কহিয়ে কথা, যত আছে মনব্যথা,
সব নিবেদিয়ে তুয়া আগে॥
তুমি ঠাকুর সভাকার, তোমার ঠাকুর আর,
কে আছয়ে সকল সংসারে।
যার পদ অনুরাগে, (২) এ-রস-সোয়াদ পাবে,
এই পহু নিবেদিল তোবে॥
রাধামাত্র জানে ইহা, ও রস-পিরিতি পাঞা,
যত সুখ (৩) যতেক সোহাগ।
ভকত বিস্ময় গুণে এই কথা রাত্রিদিনে,
কি না রস প্রেম অনুরাগ॥
ব্রহ্ম-আদি দেবা-দেবী, লাখমী-চরণ-সেবী,
সে পুনি আপনি অনুরাগে।

---

(১) 'কেহ সমাচার'।
(২) 'বৈল'।
(৩) 'তোমার চিত্তে সে কথা'।
(৪) 'পরিণতি কৈল বিনতি করিয়া'।
(৫) 'সরোষ বচনে'। (৬) 'মোর ভাগ্য বড়'।
(৭ 'না জানে শিব চরণ-'। (৮) 'হিয়া'।
(৯) 'বাড়িল আনন্দ (১০) 'কহিতে'।

(১) 'বোলে' হইতে 'ইহা' পর্য্যন্ত কয়েক পংক্তি একখানি পুঁথিতে এইরূপ পরিবর্ত্তিত আকারে আছে,—
'বামেতে রুক্মিণী করি, বোলে প্রভু নরহরি
মনে কিছু না করিহ আন।
কি কারণে কান্দ তুমি, সবিশেষ শুনি আমি,
কহ দেবি মোর বিদ্যমান।
শুনিঞা রুক্মিণী বোলে, পড়িয়া চরণ তলে,
নিবেদন করে অভিমানে।
যা লাগি কান্দিএ আমি, সে কথা জান না তুমি,
নিবেদিএ তুয়া নি চরণে॥
তোমার চরণ মনে, ভাবো বুঝি অনুক্ষণে,
ভালে না জানহ তুমি ইহা।'
(২) 'পরসাদে'।
(৩) 'সুখ'।

করকমল-(১) কমলা, অ'ত-আরতি-বিভোলা',
তুয়া-পদ-পরম-মধু মাগে (২) ॥ (৩)
সে পুন হৃদ.য় রহি, শয্যাতে শুতয়ে নাহি,
বদনে বদন রহু (৪) রম'।
এ-পদ-মাধুরী-অংশে, সেহ তাহা নাহি বাসে,
কে বা কহ চরণমহিমা ॥
লখিমী আপন সুখ, সে চাহে কাতর (৫) মুখ,
হেন পদ-পরসাদ প্রে'।।
রাধামাত্র ইহা জানে, যে ভুঞ্জিল বৃন্দাবনে,
তার ভাগ্যপথে নাহি সীমা ॥
এ পুন জগতে ধাঙ্ক', তার গুণে তুমি বান্ধা,
আজিহ না ছাড় মিঠাপ।
রাধানাম লৈতে আঁখি, ছলছল হেন (৬) দেখি,
হেন পদ-প্রেম-পরতাপ (৭) ॥
এ পদ আমার ঘরে, উল্লসিত অন্তরে,
কান্দি (৮) পুন বিচ্ছেদের ডরে।
তোমারে অধিক তোর, শ্রীপদপঙ্কজ-জোর,
অনুভবে করহ বিচারে ॥
তুমি যার ধেয়ান, তুমি সে সমাধি-স্থান,
তুমিমাত্র সম্মত্র সগায়ে (৯)।
এ হেন তোমার দাস(১০), তুয়া-পদে করে আশ(১১),
এই অপরূপ বড় মোহে ॥
যেদেহে(১২)লখিমী দাসী,সে কেনে তা(১৩)অভিলাষী,
ঐছন তোমার ঠাকুরাল।
ঠাকুর হইয়া পুন, তার ভাব (১৪) নাহি গুণ',
অবিচারে দেহ ত রে শাল।

(১) 'কর জুড়ি', 'করকমলে' বা 'করকমলা'।
(২) 'কমলা, পান করে বহু ভাগ্যযোগে' বা 'বিমলা, লক্ষ্মী যেই পদসেবা মাগে'।
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"এ পদ পদ্মগন্ধে, সে জনয় অনুবন্ধে,
প্রেম চাহে আপন ইচ্ছায়।
তোমার করুণাবলে, প্রেম পায় অনুবলে,
সদা সেই প্রেম তাহে তায় ॥"
(৪) 'বদন নেহারি রহে'।
(৫) 'চাতক'। (৬) 'করে'।
(৭) 'অনুতাপ'। (৮) 'কান্দে'।
(৯) 'সন্তাযে'।
(১০) 'দাসী'।
(১১) 'অভিলাষী'।
(১২) 'পদে'।
(১৩) 'সেবা কৈল' বা 'সেহ কেনে'।
(১৪) 'জল'।

পদ-মকরন্দ-রসে, যে ভুঞ্জয়ে (১) অভিলাষে,
অক্ষয় অব্যয় ভাণ্ডাগার।
কিবা বাণী লখিমিনী, আপনাকে ধন্য মানি,
বিনি সেবা পরবশ তার ॥
সালোক্যাদি মুক্তি চারি, তার পাছে অনুসারী,
নাহি চাহে নয়ানের কোণে।
যে পড়িল প্রেমরসে, আর কিবা তারে বাসে,
বৈকুণ্ঠাদি তুচ্ছ করি মানে ॥
কর জুড় বেদ শীর, ও-পদ-কমল-মধু-,
মধুকর কার দেহ বর।
এ-পদ-বিচ্ছেদ-ডরে, এ পাপ পরাণ ঝুরে,
বন্ধু না ছাড়হ মোর ঘর ॥
পদ-অরবিন্দ-গুণ, রুক্মিণী কহল শুন,
কেবল প্রেমের পরকাশ।
তাহে সে প্রভুর দয়, খলখল করে হিয়া,
গুণ গাহে এ লোচনদাস ॥

ধানশী রাগ। মধ্য-ছন্দ ॥

(অকি অরে আক আরে হয় ॥ মূর্চ্ছ ॥
হেন অদভুত কথা, শ্রবণ-মঙ্গল নাম,
আর শুন গোরাগুণ গাথা ॥ ধ্রু ॥)

শুনি এত রুক্মিণী-বাণী অন্তর-উল্লাসে।
অরুণ কমল-আঁখি করুণ-জলে ভাসে ॥
অঙ্গ হেলাইয়া পড়ে লহলহ (২) বোলে।
সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিণী করি কোলে ॥
চিবুকে দক্ষিণ কর—বয়ান নেহালে।
উথলল প্রেমসিন্ধু-অমিয়া-হিল্লোলে ॥
হেন অদভুত কথা কভু নাহি শুনি।
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ কাহল আপনি ॥
হেনকালে নারদ দেখিল (৩) আচম্বিত ॥
বদন বিরস মুনি (৪) অন্তর-চিন্তিত ॥
উঠিয়া সম্রমে দেবী পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া।
বসিতে আসন দিলা (৫) কুশল পুছিয়া ॥

(১) 'করয়ে'। (২) 'অঙ্গে অঙ্গে হেলাইয়া লহ লহ', 'অঙ্গ হেলাইয়া পুন কহ হাসে' বা 'অঙ্গ হেলাইয়া পড় হতাশেতে'।
(৩) 'আইলা'।
(৪) 'মুনির' (৫) 'বসাইল সিংহাসনে'।

ঠাকুর উঠিয়া কৈল নিবিড় আশ্লেষে।
সরস কথায় কৃষ্ণ (১) নারদ সম্ভাষে॥
অনুরাগে রাঙ্গা দুই আঁখি ছলছল।
গদগদ ভাব মুনি করে টলমল॥
অঙ্গ নিরখিতে আঁখি ঝাঁপে প্রেমনীরে।
কহিবারে চাহে—কিছু কহিতে না পারে॥
প্রভু সুধাইল—মুনি কহ সুনিশ্চিত।
এহেন দুর্ব্বল কেনে অন্তর-চিন্তিত॥
তুমি মোর প্রাণাধিক—মুঞি তোর প্রাণ।
তোমারে দুঃখিত দেখি হয়ল গেয়ান (২)॥
নারদ কহয়ে—আর (৩) কি কহিব আমি।
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্ব-অন্তর্যামী॥
তোর গুণগানে মোর অমিয়া আহার।
তোর গুণলোভে বুলোঁ সকল সংসার॥
কৃষ্ণনাম না শুনিল সংসার ভ্রমিয়া।
নিজ মদে মত্ত লোক তোমা পাশরিয়া॥
অহঙ্কারে মুগধ মূর্চ্ছিত সর্ব্বলোক।
কৃষ্ণহীন লোক দেখি—এই মোর শোক॥
লোকের নিস্তারহেতু না দেখি উপায়।
এই মনঃকথা মন সদাই ধেয়ায় (৪)॥
নিবেদিল অন্তরের যে ছিল মোর দুঃখ।
তোর পদ-পরসাদে আর সব সুখ॥
হাসিয়া কহেন প্রভু—শুন মহামুনি।
পুরুষের যত কথা পাশরিলে তুমি॥
কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা করিল যেনমতে।
মহেশসংবাদ মহাপ্রসাদনিমিত্তে॥
আর অপরূপ কথা রুক্মিণী কহিল।
শুনিঞা বিভোল আমি (৫) প্রতিজ্ঞা করিল—॥
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ—ভুঞ্জাইব লোকে।
দীন (৬) ভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে (৭)॥
ভকতজনের সঙ্গে ভকতি করিয়া।
নিজপ্রেম বিলসিব ঈশ্বর হইয়া॥ (৮)
নিজ-গুণ-সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশ করিব।
নবদ্বীপে শচীগৃহে জনম লভিব॥
গৌর দীর্ঘ কলেবর—বাহু জানু-সম।
সুমেরুসুন্দর তনু অতি অনুপম (৯)॥

কহিতে কহিতে প্রভু (১) গৌরতনু হৈলা।
দেখিয়া নারদ অতি আরতি বাঢ়িলা॥
সুমেরুসুন্দর তনু—প্রেমার আবাস।
কহয়ে লোচন গোরা-প্রথম-প্রকাশ॥

শ্রীরাগ। দিশা॥

(অকি গৌরাঙ্গ জয় জয়। মূর্চ্ছা।
অকি না মোর গৌরাঙ্গপ্রেম অমিয়া
কিনা মোর কি আরে জয় জয়॥ ধ্রু॥)

দেখিয়া নারদমুনি হরিষ-হিয়ায়।
বরিখয়ে আঁখি-নীর সহস্রধারায়॥
কোটি-ইন্দুজিনি (২) জ্যোতি কোটি রবি তেজে।
কোটি কাম জিনি লীলা (৩) গোবাবর রাজে॥
ঝলমল অঙ্গতেজ—চাহিতে না পারি।
আঁখি মুদে রহে মুনি কাঁপে থরহরি॥
তেজ সম্বরিয়া প্রভু নারদে নেহারে।
অবশ নারদ দেখি ডাকে উচ্চস্বরে॥
সম্বিত পাইলা মুনি সে-রূপ-ধেয়ানে।
পুন দরশন লাগি পিয়াস-নয়ানে॥
ঠাকুর কহয়ে—মুনি শুন মহাভাগ।
অব্যাহতগতি তোর সর্ব্বত্র সোহাগ॥
ঘোষণা বোলহ (৪) শিব-ব্রহ্মা-আদি-লোকে।
গৌর-অবতার মুঞি হব (৫) কলিযুগে॥
গুণসঙ্কীর্ত্তন নাম প্রকাশ করিব।
নিজ-ভক্তি-প্রেমরস-সুখ প্রচারিব॥
শতশত শাখা—ভক্তিপথে নাহি সীমা।
একমুখ হউক লোক—প্রচারিব প্রেমা॥
নিজ নিজ ভক্তজন আর পারিষদ।
পৃথিবী জনম' গিয়া প্রেমভক্তি স্বাদ'৬॥
ঐছন শ্রীমুখ-বাণী শুনিঞা নারদ।
খণ্ডিল সকল দুঃখ পদপরসাদ॥
চলিলা নারদমুনি বীণা বাজাইয়া।
এই মনঃকথারসে পরবশ হঞা॥
কি দেখিনু গোরা-রূপ অপরূপ ঠাম।
কি দেখিনু সকরুণ অরুণ (৭) নয়ান॥
কি দেখিনু অমিয়া-সাধক পরকাশ।
কি দেখিনু শ্রীমুখের মধুরিম হাস॥

---

(১) 'সরস সম্পদ কথায়'। (২) 'হৈল অগেয়ান'।
(৩) 'প্রভু'। (৪) 'মোর সদাই হিয়ায়'।
(৫) 'আমার হিয়া (৬) 'নিজ'। (৭) 'নিজ সুখে'। (৮) 'নিজলাঃপ্রবরন শিব ও মা দশা'।
(৯) মনোহর

(১) 'পুন' বা 'সং'। (২) 'সম'। (৩) 'রূপ'।
(৪) 'কহহ'। (৫) 'যো করিমু'। (৬) 'সাধ'।
(৭) 'অপরূপ করুণ'

অদ্ভুত-অবতার-কুতূহল (১) সার।
কভু নাহি দেখি হেন প্রেমার ভাণ্ডার।
সকল জনম দিন—সকল নয়ান।
কি দেখিলুঁ গোরা-রূপ প্রসন্ন বয়ান॥
এহেন করুণানিধি কভু নাহি দেখি।
পাশরিতে নারি হিয়া চিয়াইল আঁখি॥
চিন্তিতে চিন্তিতে মুনি চলি যায় পথে।
নৈমিষ-অরণ্যে দেখা উদ্ধবের সাথে॥
উদ্ধব সংভ্রমে উঠি পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া (২)।
দণ্ডবৎ করে ভূমে চরণে পড়িয়া॥
শুভদিন হেন মানে আপনাকে ধন্য।
শুভক্ষণে আইলুঁ মুঞি নৈমিষ-অরণ্য॥
নারদ তুলিয়া কৈলা গাঢ় (৩) আলিঙ্গন।
চুম্বন করিয়া লৈলা মস্তকের ঘ্রাণ॥
উদ্ধব আনিঞা দিলা আসন বসিতে।
নিজ মনঃকথা কহে হাসিতে হাসিতে॥
সকল জনম (৪) মোর দিন স্বতন্তর।
এক নিবেদেঙ চির বেদনা অন্তর॥
পূর্ব্বেত ব্যাস এই নৈমিষ-অরণ্যে।
বেদ বিচারিয় (৫) জ্ঞ তা না ঘুচিল মনে॥
তুন পরসাদে কথা নিগূঢ় শুনিল।
লোকনিস্তারণহেতু ভাগবত কৈল॥
তুমি মাত্র তত্ত্ববেত্তা—প্রভু (৬) তত্ত্ব জান।
বুঝি না (৭) ঠাকুর মন ভাবিষ্য বাখান॥
কলিযুগে লোকের নিস্তার কেন মনে।
পাপাবৃত লোক—অন্ধ হৃদয়-নয়নে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরে লোকের ধর্ম্ম জানি।
ঘোর কলিযুগে আর নাহি পাপ বিনি॥
দয়া করি কহ যদি ঘুচাহ সন্দেহ।
তোমা বিনু আর দয়াবন্ত নাহি (৮) কেহ॥ (৯)
হাসিয়া কহয়ে মুনি অন্তর-উল্লাস।
ভাল সুধাইলে হে (১০) উদ্ধব হরিদাস॥

(১) 'অবতার তার কুতুহল' বা 'অবতার তার প্রভু হল'।
(২) 'দিয়া'। (৩) 'দৃঢ়'।
(৪) 'রহিল'। (৫) 'সব বিচারিয়া'।
(৬) 'সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা তুমি সর্ব্ব'। (৭) 'শুনিঞা'।
(৮) তোমাহে অধিক আর দয়াবন্ত।
(৯) ইহার পর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"ইহা বলি নিবেদিল পড়িয়া চরণে।
কহয়ে লোচনদাস আনন্দিত মনে॥"
(১০) 'সে'।

পরম নিগূঢ় কথা কহি তোমা সনে।
ঐছন আছিল শোক বড় মোর মনে॥
এখনে জানিল মুঞি—কলিযুগ ধন্য।
কলিলোক বহি ধন্য আর নাহি অন্য॥
সত্য-আদি-যুগ-ধর্ম্ম-আচার কঠিন।
কলিযুগ ধর্ম্ম—হরিনাম পরবীণ॥
নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে মুক্তবন্ধ হঞা।
নৃত্যগীতে বুলে যমভয় এড়াইয়া॥
আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে।
দ্বারকায় দেখি যে আপন নয়ানে॥
এই-কথ-রসে প্রভু রুক্মিণীর সাথে।
নিজ প্রেম বিলাসব করি হেন (১) চিতে॥
সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিণী করি কোলে।
অন্তর-চিন্তিত—মুঞি গেলুঁ হেনকালে॥
দুঃখিত দেখিয়া প্রভু পুছিল আমারে।
এহেন দুর্ম্মন (২) কেনে দেখিয়ে তোমারে॥
এই মনঃকথা মুঞি কহিলুঁ পদ পড়িঞা।
প্রসন্ন বয়ান প্রভু কহিল হাসিয়া॥
রুক্মিণী কহিল পদপ্রেমার মহিমা।
শুনিঞা বিহ্বল প্রভু আরতি-গরিমা॥
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ—ভুঞ্জাইব লোকে।
দ নভাব প্রকাশ (৩) করিব কলিযুগে॥
ঘোর কলিযুগ—পাপময় ধর্ম্মহীন।
লোক বুঝাবার তরে হব মুঞি দীন॥
প্রেমময় গৌর বর্ণ সুবরণ (৪) তনু।
বিশাল হৃদয় - বাহুযুগ সম জানু॥
কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতনু হৈলা।
নিজ প্রেম বিলাসব—প্রতিজ্ঞা করিলা॥
যে দেখিলুঁ যে শুনিলুঁ—কহিলুঁ তোমারে।
ঘোষণা দিবারে যাব সকল সংসারে॥
পৃথিবী জনম লিয়া প্রেমভক্তি-লোভে।
হেন অপরূপ রূপ হবে কলিযুগে॥
শুনিয়া নারদবাণী উদ্ধব-বিভোল।
চরণে পড়িয়া কান্দে আগুহিবহল (৫)॥
হেন অদ্ভুত কথা কহিলে আমারে।
জীব সঞ্চারিলে যেন নির্জীব শরীরে॥
জুড়াইল দেহ মোর অমিয়া (৬) সঞ্চারে।

(১) 'নিজ পদ-ভক্তিপ্রেমা প্রকাশিব'। (২) 'দুর্ম্মতি'।
(৩) 'প্রেম-বরিষণ মোঁ'। (৪) 'সুবলিত'।
(৫) 'আনন্দ-হিল্লোল' বা 'আনন্দে বিহ্বল'।
(৬) 'তোমার'।

চলিলা নারদ বীণা বাজাঞা উল্লাসে ॥
জৈমিনিভারতে—নারদ-উদ্ধব-সংবাদ।
শুনিঞা লোচনদাসের আনন্দ-উন্মাদ ॥
আমার বচনে যে বা প্রতীত না যায়।
বিচার করুক পুথি বত্রিশ অধ্যায় ॥

ভাটিয়ারি রাগ। দিশা।

'মোর প্রাণ গোরাচাঁদ নারে হয় ॥
চলিলা নারদমুনি—বীণা গায় গুণ।
শুনিঞা বিহ্বল ভূমে (১) পড়ে পুনঃপুন।
ক্ষণয়ে রোদন—ক্ষণে অট্ট-অট্ট হাস।
ক্ষণে কাঁপে—ক্ষণে ক্ষণে আধ-আধ ভাষ ॥
ক্ষণে হুহুঙ্কার ছাড়ে—মারে মালসাট।
গোরা গোরা বলি কান্দে—অন্তর উচাট (২) ॥
পাশরিতে নারে গোরা সুমধুর প্রেম।
অঙ্গ ঝলমল তেজ—দিনকর যেন ॥
চলিতে না পারে পথে (৩) অন্তর-উল্লাস।
আঁখির নিমিখে গেলা শিবের কৈলাস ॥
মহেশ দেখিব বলি বাঢ়িল আনন্দ।
কহিব কৃষ্ণের কথা করিয়া প্রবন্ধ (৪) ॥
ঐছন আনন্দকথা নাহি তিনলোকে।
বৃন্দাবনধন প্রকাশিব (৫) কলিযুগে ॥
যে প্রেম বাঞ্ছয়ে (৬) শিব বিরিঞ্চি অনন্ত।
তাহা বিলসিব কলি (৭) অধম দুরন্ত ॥
হেন অদভুত কথা কহিব মহেশে।
শুনিঞা ঠাকুর পাবে বড়ই সন্তোষে ॥
কাত্যায়নী-প্রসাদ লইব পদধূল।
যার পদ-পরসাদে হরিনাম বল ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা মহেশের দ্বার।
সম্ভ্রমে উঠিলা দেখি (৮) নন্দী মহাকাল ॥
পরণাম করি নন্দী গেলা অভ্যন্তরে।
পার্ব্বতী-মহেশ যথা নিজ অন্তঃপুরে (৯) ॥
জানাইলা—দ্বারেতে নারদ-আগমন।
আনন্দ-হৃদয়ে দোঁহে চলিলা তখন ॥
নারদ দেখিয়া হাসি সম্ভ্রমে ঠাকুর।

(১) 'ধূলি' বা 'হিয়া'। (২) 'চলয়ে সেই বাট'।
(৩) 'প্রেমে'। (৪) 'পরম আনন্দ'।
(৫) 'রস প্রকাশিলা'।
(৬) 'বিলসে' বা 'যাচয়ে'। (৭) 'লোকে'।
(৮) 'সম্ভাষা করে'। (৯) 'কুতূহলে'।

চরণে পড়িলা মুনি—ভক্তি-সুচতুর ॥
মহেশ বিশেষ জানে বৈষ্ণবমহিমা।
নারদ-গৌরব করে প্রকাশিয়া প্রেমা ॥
গাঢ় আলিঙ্গন করি অন্তরসন্তোষে (১)।
চরণে পড়িয়া মুনি দেবীকে সম্ভাষে ॥ (২)
পুত্রস্নেহে নারদেরে পুছে কাত্যায়নী।
কুশল মঙ্গল কহ প্রিয় মহামুনি ॥
চতুর্দ্দশভুবনের তুমি তত্ত্ব জান।
আজি কোথা হৈতে তব শুভ আগমন ॥
নারদ কহয়—শুন অদভুত কথা।
জগত-নিস্তার-হেতু তুমি মাতা-পিতা ॥
পূরুব-রহস্য-কথা পাশরিলে তুমি।
চরণে ধরিয়া এবে স্মরাইব (৩) আমি ॥ (৪)
আদ্যোপান্ত যত কথা কহি তব স্থানে।
শুনিঞা প্রসাদ মোরে করিবে আপনে ॥
প্রভুরে পূরুবে কিছু পুছিল উদ্ধব।
তব অন্তর্দ্ধানে কিবা পৃথিবী রহিব ॥
ভকত রহিব কিবা এই মহীমাঝে।
শুনিঞা ঠাকুর যোগ কহে নিজ কাজে ॥
আমি জল আমি স্থল আমি মহী বৃক্ষ।
আমি দেব গন্ধর্ব্ব আমি যক্ষ রক্ষ ॥
উৎপত্তি প্রলয় আমি সর্ব্বজন (৫) প্রাণ।
আমি সর্ব্বময়—আমার কাঁহা অন্তর্দ্ধান ॥
ঐছন ঠাকুর-বাণী শুনিঞা উদ্ধব।
বুকে কর হানি কহে নিজ অনুভব ॥
তুমি সর্ব্বময় প্রভু—আমি ইহা জানি।
তোমারে অধিক তোর পদ দুইখানি ॥
যে পড়িল পদ-নখচন্দ্রিকার পাশে।
আর কি কহিব তোর বুক নাহি (৬) বাসে ॥

(তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৬।৪৬ উদ্ধববাক্যং—
"ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি।" ইতি ॥)

(১) 'পরম সন্তোষে' বা 'বসাইলা পাশে'।
(২) অতঃপর একখানি মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"করে ধরি লঞা গেলা নারদ তপোধনে।
গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসনে ॥"
(৩) '[illegible]'। 'গোচরাব'।
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"নিবেদন করে মুনি ধরিয়া চরণে।
কহয়ে লোচনদাস আনন্দিত মনে ॥"
(৫) 'জীব'।
(৬) 'তারে কিছুই নয়' বা 'তারে বুক নাহি'

মোর বল—উচ্ছিষ্ট ভুঞ্জিয়া হরিদাস।
তোর মায়া জিনি—তোর উচ্ছিষ্টের আশ।
ঐছন ঠাকুর আর উদ্ধবের কথা।
শুনিঞা হৃদয়ে মোর লাগি গেল ব্যথা॥
এতদিন ধরি (১) মোর পথ-পরিচয়।
আজিহ না জানি [illegible] উচ্ছিষ্ট (২) নিশ্চয়॥
উচ্ছিষ্টের বলে হরিদাস বল ধরে।
প্রভু-বিদ্যমানে উচ্ছিষ্টের পুরস্কারে॥
হেন মহাপ্রসাদ মুঞি না ভুঞ্জিলুঁ কভু।
অন্তরে জানিলুঁ—মোরে বঞ্চিয়াছে প্রভু।
এই মহাপ্রসাদ ভঞ্জিয়ে কোন বুদ্ধি।
কেমন উপায়ে পবসন্ন হবে বিধি॥
এই মনঃকথা-রসে বৈকুণ্ঠে গেলুঁ।
লক্ষ্মী দেবীর সেবা বহুবিধ কৈলুঁ॥
পবসন্ন হঞা দেবী পরিতোষে কৈল।
'মাগ, বর দিব' বলি প্রতিজ্ঞা করিল॥
প্রতিজ্ঞা শুনিঞা হিয়া প্রতিআশ কৈ [illegible] (৩)
সেই সে কুশল-বাণী পুন (৮) দৃঢ় [illegible]।
কাতর-পরানে কৈল করজোড় করি।
চিরদিন অন্তরে বদন বড়ি মোরি (৫)
সর্বজন জানে (৬) [illegible] পর সেবক [illegible]
না ভুঞ্জিল মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট-প্রসাদ॥
প্রভুর প্রসাদ মোরে দেহ একমুষ্টি
চরণে ধরিয়া বেগে [illegible] (৭) শুভদৃষ্টি॥
শুনিঞা লক্ষ্মীদেবী বদন-বিস্ময়।
কহিতে লাগিলা কিছু কাঁপিয়া হিয়া॥
প্রভু-আজ্ঞা নাহি [illegible] করে দিবারে উচ্ছিষ্ট।
আজ্ঞা লঙ্ঘি মুনি তোরে দিতে অনিষ্ট (৮)॥
বিলম্ব করহ কিছু আমারে চাহিয়া।
বিলম্বে সে দিতে পারি সঙ্কট (৯) বসিয়া।
ঐছন মধুর বাণী কৈল ঠাকুরাণী।
ভাল ভাল কৈল—কাজ বুঝিয়া আপনি॥ (১০)

কত থাকিল বহি একদিন পহু রসে।
কর পরশিয়া দেবী বসাইল পাশে॥
হাসিয়া কহয়ে কথা সরস সম্ভাষে।
অনুমতি (১) না দেই দেবী অন্তর-তরাসে॥
প্রণতি করি। কৈল—নিবেদন আছে।
হৃদয়-ভাবাস মোর সঙ্কট (২) সঙ্কোচে॥
সঙ্কট ঘুচাহ প্রভু রাখ নিজদাসী।
চরণে ধরি সু বোলো—শুন গুণরাশি॥
লক্ষ্মী [illegible] কহে (৩) প্রভুকে তরাস।
সুদর্শন-পানে চাহে সবিস্ময়-হাস॥
কাঁপি চক্র সুদর্শন বোলে কাহ (৪) বাণী।
লক্ষ্মী-সঙ্কট কথা কিছুই না (৫) জানি॥
লক্ষ্মী কহে—সুদর্শনের নাহি দোষ।
নারদের কথায় (৬) মোর কৈল হিয়াশোষ॥ (৭)
[illegible] মোর অজ্ঞাত-সেবা কৈল।
পরিতোষ পাঞা আমি প্রতিজ্ঞা করিল॥
মাগ বর দিব বলি কৈল সত্য সত্য।
পুন [illegible] মুঞি সেই কথা নিত্য॥
মাগিল যে বর তোর উচ্ছিষ্টের তরে।
মোর শক্তি কিবা তোর আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে॥
এ [illegible] কথা কৈল মোর প্রমাদ নিকট।
রাখ নিজ দাসী প্রভু ঘুচাও সঙ্কট॥
বুঝিয়া কহিল কথা—শুনহ লক্ষ্মী।
বড় প্রমাদ-কথা কহিলে যে তুমি॥
[illegible]—যেন আমি নাহি জানি;
[illegible] পাইল প্রভু-আজ্ঞাবাণী॥
কতোদিন রহি সেই জগতজননী।
মহাপ্রসাদ মোরে দিলা ডাক দিয়া আনি॥
লক্ষ্মীর প্রসাদে মহাপ্রসাদ পাইলুঁ।
পূর্ণ [illegible] মহাপ্রসাদ ভুঞ্জিলুঁ॥
কোটি-ইন্দু-সম (৮) জ্যোতি কোটি-কাম-রূপ।
কোটি দিবাকর-তেজ কৈল অপরূপ॥
[illegible] মহাপ্রসাদ-পরশে।
বীণা বাজাইয়া সুখে আইলুঁ কৈলাসে॥
আমারে দেখিয়া—প্রভু পুছিলা মহেশ।
[illegible]—অঙ্গ অপরূপ বেশ॥

(১) 'দিনে হৈল'। (২) 'জানি মহাপ্রসাদ'
(৩) 'শুনিঞা আমার হিয়া প্রতিজ্ঞা হৈল'
(৪) মনে' (৫) 'মুঞি' বা 'মই'।
(৬) বোলে'। (৭) 'এই বর দেহ মোরে [illegible]'।
(৮) 'মুঞি তোরে দিব ত অনর্থ'।
(৯) 'সংযোগ' বা 'সঙ্কট'।
(১০) অতঃপর একখানি পুথির অতিরিক্ত পাঠ—
"নরহরি পাছ পরা মনে করি ধ্যান।
আনন্দে চৈতন্যতত্ত্ব এ গোচর গান
বিচ্ছুটা রাগ। [illegible] পায় কি বলিব আমি।
[illegible]

(১) 'ইসর'। (২) 'ঘুচাহ'।
(৩) 'দেখি'। (৪) 'কাতর'।
(৫) 'প্রভু আমি নাহি'। (৬) 'আজ'।
(৭) 'নারদ কারণ মোর হিয়া-অসন্তোষ'।
(৮) 'জিনি'।

অতি অপরূপ তেজ—দেখিতে বিস্ময়।
আজি কেনে হেন রূপ—কহনা নিশ্চয় ॥
আদ্য-অন্ত যত কথা—সকল কহিল।
শুনিঞা মহেশ পুন আমারে গর্জ্জিল (১) ॥
ঐছন দুর্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া।
একেলা ভুঞ্জিলা মুনি আমারে না দিয়া ॥
আমা দেখিবার পুন আসিয়াছ প্রেমে।
এহেন দুর্লভ ধন নাহি আন' কেনে ॥
শুনি ঞা মহেশ-বাণী লজ্জিত হইয়া।
নখিত-বয়ানে চাহে নখে নখ দিয়া ॥
আছে মহাপ্রসাদ-কণা বলি দিল মুখে (২)।
পাছু না গণিল প্রভু দিল নিজ মুখে ॥ (৩)
আনন্দে নাচয়ে মহা মহেশঠাকুর।
পদতল-তালে মহী করে দুগডুব ॥
প্রেম-ভরে টলমল সুমেরুপর্ব্বত।
কম্পমান বসুমতী—চমক সর্ব্বত্র ॥
প্রেমে যোগেশ্বর কাঁপে—আপনা না ধর
রসাতল যায় মহী মহেশের ভরে ॥
অনন্তের ফণা ঠেকে কচ্ছপের পৃষ্ঠে।
গ্রীবা বহিষ্কৈলা (৪) কূর্ম্ম চাহে একদৃষ্টে
বক্রগ্রীবা ধরি ভয়ে যত দিগ্‌বারণ।
হুহুঙ্কার-নাদে ফাটে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ॥
মহেশের ভর দেবী (৫) সহিতে না পারি।
আস্তেব্যস্তে গেলা মহী (৬) মহেশের পুরী ॥
কাত্যায়নী স্থানে মহী কহে কর জুড়ি।
মহেশের নৃত্য-ভরে প্রাণ আমি ছাড়ি ॥
প্রতিকার কর যদি সৃষ্টি রাখিবারে।
প্রমাদ পড়িল নহে সকল সংসারে ॥
পৃথিবী-কাতরবাণী শুনি ঞা পার্ব্বতী।
সত্বরে চলিয়া গেলা যথা পশুপতি ॥

পূর্ণরসাবেশে নাচে দেবদেবরায়।
মহেশ-আবেশ ভাঙ্গে কর্কশ কথায় ॥
সঙ্কোদন বেদনা অন্তর-দুঃখী (১) কান্দা।
কর্কশহৃদয়ে বোলে পার্ব্বতী দেখিয়া ॥
কি কৈলে কি কৈলে দেবি হেন অবিধান।
এ আবেশভঙ্গ মোর মরণসমান ॥
তোরে ধিক্ ধিক্ মোর নাহি ত্রিভুবনে।
এহেন আনন্দ মোর ঘুচাইলে কেনে ॥
শুনি ঞা কাতরে দেবী বোলে আরবার (২)।
পৃথিবী দেখহ প্রভু সম্মুখে তোমার (৩) ॥
তব পদ-তল-ভরে যায় রসাতল।
সৃষ্টি নষ্ট হয়—কোঁঞা কৈল কদুরব ॥
অপরাধ কৈলু—দোষ ক্ষম মহাশয়। (৪)
হাসিয়া মহেশ দিলা পৃথিবী-বিদায় ॥ (৫)
পুনরপি পুছে দেবী বিনতি করিয়া।
এক নিবেদিও প্রভু (৬) সন্দেহ লাগিয়া ॥ (৭)
কৃষ্ণরসাবেশে তুমি নাচ প্রতিদিনে।
আজি মহী রসাতল যায় কি কারণে ॥
কোটি-দিবাকর-তেজ (৮)—কিরণ প্রচণ্ড।
অতি অপরূপ তেজ—না ধরে ব্রহ্মাণ্ড ॥
আজি কেনে অপরূপ আনন্দ অনন্ত। (৯)
সবিশেষ কহ মোরে প্রভু গুণবন্ত ॥
মহেশ কহয়ে—শুন—আনন্দ-কাহিনী।
প্রভুর প্রসাদ মোরে দিলা মহামুনি ॥
দুর্লভ এ ত্রিজগতে—বিষ্ণু-নিবেদিত।
বিশেষ অধরামৃত—বেদে অবিদিত ॥
হেন মহাপ্রসাদ যে করিল ভক্ষণ।
সফল জনম মোর (১০) আজি শুভক্ষণ ॥

---

(১) 'গর্জ্জিল'। (২) 'বলিয়া দিল মুখে
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"আনন্দে বিহ্বল মহাপ্রসাদ প্রশংসে।
কহয়ে লোচন শিব প্রেমানন্দে ভাসে
উক্তস্থলে আর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"শুন শুন দাস লোচন এই বোলে।
চৈতন্যমঙ্গলকথা অমৃতহিল্লোলে।
তথা রাগ আরে আরে অকি অরে রে গোরাচাঁদ কি না হএ ॥ ধ্রু। মুর্চ্ছা না হাবে রে রে জয় শচীর দুলাল চান্দ আরে সুন্দর গৌর হয় ॥"
(৪) 'গ্রীবায় বৈকুলো'। (৫) 'মতী'।
(৬) 'আইলা যথা'।

(১) সন্দিগ্ধ হইলা প্রভু দুঃখিত'। (২) 'ফিরি ফিরি'।
(৩) 'তোমারি'।
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"হাস্যমুখে কহ প্রভু হইয়া সদয়।
শুভদৃষ্টি করি দেখ দেবীকে সে চায় ॥"
(৫) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"শুন শুন দাস লোচনের এই কথা।
চৈতন্যমঙ্গল নাম লোচনের গাথা ॥ তুড়ি রাগ।
বড ভার হইয়া রহল রে দারুণ শেল বুকে।
পতিতপাবন ঠাকুর থাকুতে না ভজিনু সুখে ॥"
(৬) 'নিবেদন করি'।
(৭) 'দেহ সন্দেহ ঘুচাইয়া' বা 'প্রভু সসন্দেহ হঞা'।
(৮) 'অঙ্গ'। (৯) 'হেন রূপ আনন্দ প্রচণ্ড'
[১০] 'দেহ'।

নারদ-প্রসাদে মহাপ্রসাদ-পরশ।
কহিল মঙ্গল কথা সম্পদ সরস ॥
শুনি ঠাকুরের বাণী কহে মহামায়া।
এতদিনে জানিল তোমার যত দয়া ॥
অর্দ্ধ-অঙ্গে ধর মোরে—সকলি কপট।
কৈতব-পিরিতি এবে (১) হইল প্রকট ॥
এ হেন দুর্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া।
একলা ভুঞ্জিলা দেব আমারে ভাণ্ডিয়া ॥ (২)
লজ্জায় অবশ হঞা বোলে শূলপাণি।
এ ধনের অধিকারী নহ ত ভবানি ॥
শুনিঞা কাঁপিল হিয়া—রোষে আদ্যা শক্তি।
বৈষ্ণবী নাম মোর করি বিষ্ণুভক্তি ॥
প্রতিজ্ঞা করিলুঁ মুঞি (৩) সভার ভিতরে।
জানিব এ মারে দেব প্রভুর অন্তরে ॥
এই মহাপ্রসাদ মুঞি দিব জগতেরে।
মোর প্রতিজ্ঞায় পাবে শূগা নকুরে ॥
ঐছন প্রতিজ্ঞা কাত্যায়নী যবে কৈলা।
শুনিঞা (৪) বৈকুণ্ঠনাথ সত্বরে আইলা ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া দেবী কৈল প্রণাম।
নিবেদন কৈল (৫) দেবী সজল-নয়ান ॥
কাতর-অন্তরে কহে (৬) ছাড়িয়া নিশ্বাস।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥

(বিভাস রাগ। ত্রিপদী ॥)

বোলে প্রভু মধু-বোলে, নহ দেবি উহ্যবোলে,
এক হয়ে তোর ব্যবহার।
তোর মায়া-বন্ধে (৭) অন্ধ, সকল সংসারখণ্ড,
তোঁহি সৃষ্টি আছয়ে আমার ॥
তুমি মোর আদ্যা শক্তি, তুমি সে জানহ ভক্তি,
তুমি মোর প্রকৃতিস্বরূপা।
তোমা বহি আমি নাহি, তুমি আমা বহি কাহি,
যে করহ তোমারি সে কৃপা ॥ (৮)
হর-গৌরী-আরাধনে, সর্ব্বলোক আনা জানে,
হর-গৌরী মোর আত্মতনু।
তোর পরসন্ন হিয়া, ঘুচিল সকল মায়া,
ঘুচিল স্ব-পর (৯)-ভেদ ভিন্ন ॥

ঐছন প্রতিজ্ঞা তোর, এ-হেন উচ্ছিষ্ট মোর,
আর মাঝে দিবে সভাকারে।
মহাপ্রসাদের গন্ধে, সভে হবে মুক্ত বন্ধে,
ঘুচ হব নির্ব্বন্ধ-বিচারে ॥
শুনিঞা ঠাকুরবাণী, পুন কহে কাত্যায়নী,
মোরে যদি দয়া আছে চিতে।
অবশ্য উচ্ছিষ্ট দিবে, ভুঞ্জিবে সকল জীবে,
অবরোধে নাথ (১) ত্রিজগতে ॥
পুন কহে ভগবান, শুন দেবি কাত্যায়ন,
প্রতিজ্ঞা পালিব আছে কথা।
পুরুষ-রহস্য এই, তোমারে নিভৃতে কই,
ঘুচব সংসার-জ্বর চিন্তা ॥
পুরুষ-রহস্য যত, কেহো নাহি জানে তত,
সমুদ্র মথিল দেবগণে।
লক্ষ্মীর নন্দন-শুভ, রত্ন কত অনন্ত,
কৌস্তুভ অপাঙ্গ ধরিয়ে ॥
সে মোর কল্পতরু, যাচক যাচিঞা কত
যার যত সেই মনে বাসে।
যে বন যে জন চাহে, সে ধন সে জন পায়ে,
বিমুখ না হবে প্রতিআশে ॥
তাহা এক দিব্য তেজে, চারু ইন্দ্ররাজ রাজে,
সে কল্প অধিষ্ঠিত দেহে।
সে মোর সহজ রূপ, কেবল করুণা-স্বরূপ,
আর যত সমান-নিসনেহে ॥
যত অবতার তার, সেই সে অবতার,
লীলা-কলা বিলাসের তরে।
পৃথিবী বাহিব (২) আমি, জগত-উদ্ধার-স্বামী,
করুণা করিব পরচারে।
কলিযুগাবেশে রব, নন্দ-নন্দন-রূপে,
হব আমি মনুজ-মূরতি।
তত্ত্ব হব হেন গাঁর, প্রতিজ্ঞা পালিব তোর,
প্রচারিব (৩) পরম পিরিতি ॥
এ মোর অন্তর হিয়া, তোমারে কহিল ইহা,
সর্ব্বদা রাখহ নিজমনে।
সব-অবতার-সার, কলি-গোরা-অবতার,
নিস্তারিব লোক নিজগুণে ॥ (৪)
(বিষ্ণু-কাত্যায়নী-সনে, সংবাদ ব্রহ্মপুরাণে,
উৎকলখণ্ডেতে পরকাশ।

(১) 'জোর'। (২) 'খাইলা দেব আমারে না দিয়া'।
(৩) করিছি এই'। (৪) 'জানিঞা'।
(৫) 'কাতর বচন' (৬) 'কাকুতি করয়ে দেবী'
(৭) 'বন্ধ' (৮) 'কারণ'। (৯) 'ঘুচিব স্বরূপ'।

(১) 'পাবে' বা 'দিবে'।
(২) 'বাহিব'
(৩) 'প্রকাশিব' (৪) 'নিজ জনীজনে'।

রাজা সে প্রতাপরুদ্র, সর্ব্বগুণের স দ, (১)
বাক্ত কৈল অ.নক প্রকাশ ॥)
এ কথা তোমার মনে, স্মরণ ।ি ক বেটে,
হাসি হাসি বোলে মুনি রঙ্গে।
প্রভু অ জ্ঞা দিল ে রে, বোষণ দি ।' তবে
কলিযুগা-অবতার-কাজে ॥
সভে কলিযুগ পাঞা, পৃথি ী জ.ম' গয়
নাম-বি-থায় নিজ অ'শে।
সেই সব দে ক'থ, সব-পারিষদ-স থ,
জনম লভিব বিপ্রব'শে ॥
শুনিঞা নারদ-বাণী উ'সিত মন গি
উল্লসিত দেবী কাত্যায় ী।
আনন্দে ভরল পুর, সভে গোলে হরি হরি,
উঠি আন -রোল ধ্বা।॥
চলিলা নারদমুনি, উঠি । বাণ ‹ ধ্বনি,
সরস মধুর স্বর সঙ্গে।
অমিঞানদীর ধ রা, শ্রবণে পূ' ল পাণ,
ত্রিভুবন-জন-মন রঙ্গে ॥
আপনা পাশরে যাইতে, চলিতে ন পা র পথে,
অনুরাগে অরুন-বদনে।
না জানিল পথশ্রম, ভাবে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম,
উপনীত ব্রহ্মার সদনে ॥
দেখি ব্রহ্ম অহিভিতে, অ'-হবাব ম চিতে,
মুনিরে কাবল অভ্যুত্থান।
মুনি পরণাম করে, পদি । চরণতলে,
তুলি ব্রহ্মা কল অ। স্নন ॥
পুছিলা কুশলবাণী, আসি.‹ে বহু দা',
চিরদরশন-অনুরাগে।
হেন লয় মোর মন, দে'খ ‹ ‹ ব সুবদন,
রহস্য কহিবে মহাভাগে॥
তোর মুখোদিত বাণী, শ্রবণে অ।মা শুনি,
িয়া জুড়াউক কহ শুনি। (২)
কৈছন লোকের কথা, কি না (৩) বহ গুণগাথা,
কি দেখিলে কি শুনিলে তুমি (৪) ॥
কহ, কহে পারপাটী, ার দর আরভটী,
স্ফুরিত অধর দোলে অঙ্গ।
ব প-ঝলমল অঁ খি, অরুণবরণ (৫) দেখি,
কথ রঙ্গে দ্বিগুণ আনন্দ ॥

শুন অদভুত কথ, তুমি সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্ত,
'ক'র । স (১) বুলিবে (২) ব্রহ্মাণ্ড।
যুগ-অনুরূপ যুগে (৩. যুগধর্ম্ম কহে লোকে,
কলিযুগে পাপ পরচণ্ড ॥
দ্ব পর-শেষের লোকে সব দুঃখময় শোকে,
দেখি মোর কলিকে তরাসে।
কাতর দেখিয়ে মন, গেলুঁ পহুঁ ববাব য,
শুধাইলু পরম হিসে (৪) ॥
কলি । । য যুগে, নিস্তার করিব (৫) লো ক,
কহ প্রভু কেমন উপায়।
ব্রাহ্মণ সে বেদহীন, সর্ব্বলোক ধর্ম্মক্ষীণ,
মোর হিয়ায় এ বড় সংশয় ॥
শুনিঞা কাতর বাণী, বোলে পহুঁ গুণমণি
দূর কর হৃদয়ের চিন্তা।
কলি-লোক নিস্তারিব, নিজভক্তি (৬) প্রচারিব,
অবতার করিব মো তথা ॥
দান ব্রত তপ ধর্ম্ম, আর যত যত ক র্ম্ম,
সব আরোপিয়া হরিনামে।
কলি দোষময় দেখ, এক মহাগুণ লেখ,
মুক্তিপদ্ধ মোর সঙ্কীর্ত্তনে ॥
ঘোষণা বোলহ তুমি, শিব-ব্রহ্মা-আদি ভূমি,
সভে জনমহ ।লি পাঞা।
কর। বিদ ।ি, জনম ল ভব ভূমি,
্যা অনু'াবে ,া ব হঞা ॥

(তুম্বু-ছন্দ) পাহিড়া রাগ। দিশা ॥

জয় জয় রে ব মচাদ নদিয়া-উদয় কলিকালে ॥
শুন্ছ'। ।হাবে অ মাব প্রভুর কথা শুন।
এ তিন ভুবন আলো কৈল যার গুণ।
ন হারে গোবাঙ্গচা.দর কথা শুন
আরে কি আরে হয় হন। ঞ ॥
এছ. শুনি বাণী বারিংকঠ কুর।
হৃ দে কহল (৭) প্রেম-অমিয়া-অঙ্কুর ॥
দশু (৮) পুলাব ত আ খ অশ্র।রা গলে।
অ. দে বিহ্বল ব্রহ্মা মুনি (৯) কৈলা কোলে ॥

---

(১) রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়, সর্ব্ব গুণে সহায়।
(২) 'মুনি'। (৩) 'কহ'।
(৪) 'মুনি' বা বাণী'। (৫) 'বদন

(১) বলে (২) নষ্ট দুনিয়া
(৩) 'যুগ (৪) 'হ রহে' (৫) 'নাতিক।
(৬) 'ভক্তিযোগ' ব নক জু' (৭) বড়
(৮) 'অঙ্গ (৯) 'ভাবে দিং

বোলয়ে বিরিঞ্চি—শুন মহামুনিবর।
তোর পরসাদে আজি প্রসন্ন-অন্তর॥
বিষয়বিপাকে সভে মায়াবন্ধে অন্ধ।
তোর পরসাদে পুন হয় মুক্তবন্ধ॥
লোক-নিস্তারণহেতু তোর মাত্র চিন্তা।
পুরুব-বৃত্তান্ত কিছু কহোঁ নিজবার্ত্তা॥
সনকাদি মুনি যত আমার নন্দনে।
অন্তর প্রকাশি কিছু কৈল মোস্থানে (১)॥
আমারে কহিল—তুমি প্রভু-প্রিয়পুত্র।
যে কিছু পুছিয়ে তার কহ মোরে সূত্র॥
অচিন্ত্য অব্যয় (২) প্রভু নিত্যানন্দ ব্রহ্ম।
সূক্ষ্ম সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বময় ধর্ম্ম॥
অনন্ত নির্গুণ নিরঞ্জন নিরাকার।
আদ্য মধ্য অন্ত নাহি এ নুক-বিচার॥
ঐছন ঠাকুর হঞা পৃথিবীতে জন্ম।
অজ হঞা জন্ম লয় প্রকৃতির কর্ম্ম (৩)॥
বৃন্দাবনে রাস কৈল গোপবধূ-সঙ্গে।
কামিজন যেন কাম-রতি-রস-রঙ্গে॥
কি নারী পুরুষ সেই আত্ম সব জানে (৪)।
কৈছন রমণ তার অসম্ভাব কেনে॥
ঐছন সন্দেহ মোর হৃদয়ে বিশাল (৫)।
তত্ত্ব কহি চতুর্মুখ ঘুচাহ জঞ্জাল॥
ঐছন সন্দেহ কথা সনকাদি বৈল।
শুনিঞা হৃদয়ে মোর বিস্ময় হইল॥
অন্তর-চিন্তায় মোর মলিন বদন।
মোর অগোচর এই প্রভু আচরণ॥
বেদান্তের পার প্রভু—কে বা জানে তত্ত্ব।
আমা হেন কত ব্রহ্মা আছে শতশত॥
এই মনঃকথা আমি কহিবার বেলে।
হংসরূপে আসি প্রভু কৈল হেনকালে॥
চারিশ্লোকে সমাধান কহিল আমারে।
সেই সমাধান আমি দিল তা-সভারে॥
সন্তোষ পাইল সেই সব মহাশয়।
পরিতোষে গেলা সব যার যথা লয়॥
সেই চতুঃশ্লোক মোর সব রসভাণ্ড।
তার তত্ত্ব জানে হেন নাহিক ব্রহ্মাণ্ড॥ (৬)

কথোদিন রহি বা স নৈমিষ-অরণ্যে।
সব বিবরিল যত ভারতপুরাণে॥
না থুইল শেষ কিছু বলিবার তরে।
জ্ঞাতা ন ঘুচিল তভু পড়িল ফাঁপরে॥
মূর্চ্ছা পাইল ব্যাসদেব অরণ্যভিতরে।
জানি উপজিল দয়া ঠাকুর-অন্তরে॥
আমাকে ডাকিয়া দিল চারিশ্লোক এই।
এই পরধন লঞা যাহ ব্যাস-গোসাঁই॥
ব্যাস নাহি জানে মোর আচরণ-তত্ত্ব।
এই শ্লোক-অনুসারে রচ (১) ভাগবত॥
সেই ভাগবত আমি কহিল নারদ।
তার জিহ্বায় সরস্বতী কহিব শবদ॥
প্রত্যেকে বলিয়ে তুমি শুন মুনিবর।
যুগে-যুগে তুমি মাত্র জীবে দয়া কর॥
জীবের নিস্তার-হেতু তুমি মহাজন।
ভাগবত দিয়া শাস্ত্র—নাহি আর আন (৩)॥
নির্ব্বিষয় ভাগবত—স্বতন্ত্র পুরুষ।
না বুঝিঞা শাস্ত্র-জ্ঞান করয়ে মূরুখ॥
হেন ভাগবতকথা কৃষ্ণ-অবতারে।
গর্গমুনি কৈল নামকরণের কালে॥
এবে সে স্মরণ হৈল গর্গমুনি-বাণী।
চারিযুগ- অনুরূপ বরণ (৪)-কাহিনী॥

যথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩)—
"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥" ইতি

সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ লোকে পরচার।
ত্রেতায় অরুণ-কান্তি যজ্ঞ-নাম তার॥
এবে নবঘনবর্ণ (৫) এই নন্দের কুমার।
পরিশেষে পীতবর্ণ হৈব কোথা আর॥
ক্রমভঙ্গ বলি শ্লোকে সন্দেহ যাহার।
চারিযুগে তিন বর্ণ এ বুদ্ধি তাহার॥
শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ—চারি বর্ণ বলি।
চারিযুগ বহি আর এক যুগ নাহি (৬)॥
নন্দে বিবরি দেহ (৭)—গৌর কোন্ যুগে।
আস্তেব্যস্তে কহিলে সন্দেহ নাহি জাগে॥

---

(১) 'যত কৈল নিবেদনে' (২) 'অব্যক্ত'।
(৩) 'প্রাকৃতের ধর্ম্ম'। (৪) 'রসে'।
(৫) 'হৃদয়ের শল'
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথিতে অতিরিক্ত পাঠ,—
"শুন শুন দাস লোচন এই হেতু
চৈতন্যমঙ্গল অমৃত রূপে

শ্রীনাগ। অখিল জীবের মন প্রেম দিয়া বাঁধে।
ভাল অবতার প্রকাশিল গোরাচাঁদে॥"
(১) 'কার' বা 'কহ'। (২) "তুমি কহিও"।
(৩) 'বল' (৪) 'করণ'
(৫) 'শ্যাম'।
(৬) 'কহি' (৭) 'বিচারি দেখ'

ইহার বিচার কিছু কহি তাহা শুন।
অজ্ঞজনেরে ইহা বুঝাব এখন॥
একাদশে এই কথা কহে ভাগবতে।
রাজা প্রশ্ন কৈল করভাজন-মুনিতে॥

তথাহি (শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।১৯) রাজোবাচ—
"কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিংবর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্॥" ইতি।

কোন কালে ভগবান্ কোন বর্ণ ধরে।
কি নাম তাহার সেই হৈল কোন্ কালে॥
কোন্ কালে কোন্ ধর্ম্ম কেমন মানুষ।
কোন্ বিধি পূজা করে কিসে বা সন্তোষ॥

তথাহি (শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।২০-২২) শ্রীকরভাজন উবাচ—
"কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥
কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ড-কমণ্ডলূ।
মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্ব্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ॥" ইতি।

রাজাকে কহিছে মুনি—শুন সাবধানে।
সত্য-আদি-যুগে লোক পূজয়ে কেমনে॥
সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ—হংস-নাম ধরে।
চতুর্ব্বাহু তপোধর্ম্ম—জটা-বাকল পরে॥
দণ্ড কমণ্ডলু কৃষ্ণসার-উপবীত।
শান্ত নির্ব্বৈর সম লোকের চরিত॥

তত্র ত্রেতায়াং (শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।২৪।২৫)—
"ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥
তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিম্।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ॥" ইতি।

সেই প্রভু ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরে।
চারি বাহু ত্রিমেখল স্রুক্-স্রুব করে॥
তপ্ত-হাটক-কেশ শিরের উপরে।
সর্ব্বদেবময় প্রভু আপে যজ্ঞ করে॥
ত্রয়ী-বেদ আত্মা তাঁর—নাম ধরে 'যজ্ঞ'।
বেদ-বিধিমতে পূজা করে ধর্ম্মবিজ্ঞ॥

তথাহি দ্বাপরে [শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।২৭; ২৮; ৩১]
"দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥
তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ।
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু॥" ইতি।

দ্বাপরে শ্যামবর্ণ ধরে ভগবান্।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ অঙ্গে—পীত পরিধান॥
মহারাজরাজাধিপলক্ষণ বিরাজে।
ভাগ্যবান্ লোক তারে বেদ-তন্ত্রে যজে॥
এইমত প্রতিযুগে যুগ-অবতার।
যে যুগে যে ধর্ম্ম লোকে করয়ে আচার॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর—তিন যুগ গেল।
শ্বেত রক্ত আর কৃষ্ণ বরণ হইল॥
তিন যুগে তিন বর্ণ কৈয়া দিল মুনি।
সাবধান হঞা শুন কলির কাহিনী॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩২)—
"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" ইতি।

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ আছয়ে যাহাতে।
'কৃষ্ণবর্ণ' নাম তার কহে ভাগবতে॥
কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' সেই শুন সর্ব্বজন।
গোরা গোরা বলি গাই এই সে কারণ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র যত পারিষদ আর।
সভার সহিত প্রভু কৈলা অবতার॥
অঙ্গে বলরাম বলি—তেঞি কহি 'সাঙ্গ'।
উপ-অঙ্গ আভরণ—তেঞি সে 'উপাঙ্গ'॥
সুদর্শন-আদি অস্ত্র—যত পারিষদ।
সংহতি আইলা সভে প্রহ্লাদ নারদ॥
পূর্ব্ব অবতারে আর দাসদাসী যত।
সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার—নাম লৈব কত॥
এতেক বৈষ্ণব সব কহে অনুভবে।
যেন নাম আছিল তথা—যেবা নাম এবে॥
সামান্য মানুষে ইহা জানিব কেমনে।
বিশ্বাস করিতে নারে অধমের মনে॥
এই ত কারণে মুনি কহিল বচন।
সেই সে জানিব ইহ—সুমেধা যে জন॥
সঙ্কীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞ—ধর্ম্ম পরকাশ।
সুমেধা যে জন—তাতে পরম উল্লাস॥
একেকে কহিয়ে—ইহা না মানে যে জন।
চারিযুগে তিন বর্ণ তাহার বাখান॥
কান্তি কৃষ্ণ বর্ণ কৃষ্ণ—দুই হৈল এক।
আর দুই যুগের বর্ণ—ইহার না দেখ॥
কলি দ্বাপর দুইযুগে এক বর্ণ।
দুইযুগে বরণ এক—এই তার মর্ম্ম॥
সত্য ত্রেতা শ্বেত রক্ত দুই বর্ণ আছে।
কলি দ্বাপরে এক বর্ণ হৈল পাছে॥

গর্গমুনির বাক্য কেনে বোল ক্রমভঙ্গ।
ক্রমভঙ্গ নহে—শুন আছে বড় রঙ্গ॥
ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান কহি তার তরে।
তিন কাল কহে চারিযুগের ভিতরে॥
সত্য ত্রেতা বহি দ্বাপর বর্ত্তমান।
দ্বাপরে কৃষ্ণ-অবতার কৃষ্ণ-নাম॥
'ইদানী' বলিয়া তেঞি বোলে গর্গমুনি।
ভূতকাল ভিতরে ভবিষ্যকাল গণি॥
ভবিতব্যতা যাহার আছে ইহা জানি।
ভূতের ভিতরে তার ভবিষ্য বাখানি॥
ভবিষ্যৎ অর্থে ভূত প্রমাণে পণ্ডিত।
নিশ্চয়ত আছে তার—এই ত ইঙ্গিত॥
তথাপি তাহাতে 'তথা' শব্দ দিল মুনি।
শুক্ল রক্ত বলি 'তথা' কি কাজ কাহিনী॥
'তথা' শব্দে পূর্ব্ব-উক্ত শুক্ল রক্ত যথা।
কলিযুগে পীতবর্ণ হব হরি তথা॥
এবে দ্বাপরে এই কৃষ্ণতাকে গেল।
গর্গমুনি চারিযুগ তিনকাল কহিল॥
আমার বচন যেবা না লয় অবজ্ঞাতে।
'ক কারণে 'তথা' শব্দ কহুক সভাতে॥ (১)
এতেক কহিয়ে আমি—শুন মোর বোল।
কহয়ে লোচন—কথা না ঠেলিহ মোর॥ (২)

আর অপরূপ শুন শ্লোকের ব্যাখ্যান।
এই মাত্র ব্যাখ্যা ইথি নহে অপ্রমাণ॥
এই ত ব্যাখ্যাতে আছে অপূর্ব্ব পূর্ব্বপক্ষ।
যুগ-অবতার কৃষ্ণ—এ বড় অশক্য(৩)॥
আর যুগ-অবতার—অংশ কলা লখি।
আপনেই ভগবান্ ভাগবত সাখী॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে [১৷৩৷২৮]—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"

যুগ-অবতার কৃষ্ণ কহিব কেমতে।
এ বচন তবে কেনে কহে ভাগবতে॥(৪)
বৃন্দাবনচন্দ্র—যুগ-অবতার নহে।
পূর্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ—ভাগবতে কহে॥
এহি ত কারণে কিছু কহি তাহা শুন।
অল্পজ্ঞান না করিহ—কর অবধান॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥" ইতি।

গর্গমুনি কহিল গম্ভীর বড় বোধে।
কেমনে বুঝিব ইহা আমরা অবোধে॥
বুদ্ধিমান্ হয় যদি জানে ভক্তজনে।
বুদ্ধিমান্ লোক তাহা করয়ে প্রমাণে॥
চারিযুগে চারি বর্ণ কহিলেন মুনি।
ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান ত্রিকাল কাহিনী॥
চারিযুগে তিন কাল কহিবারে চাহে।
এ সব একত্রে কথা এক (১) শ্লোকে কহে।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর আর যুগ কলি।
শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ চৌযুগ-ভিতরি॥
চারি যুগ আছে চারি-কাল হয় যবে।
আর তিন অবতার ক্রমে হয় তবে॥ (২)
তবে সে কহিলে হয় যথাক্রম কথ।
যথা অবতার—কথা অনুসারে তথা॥
এতেক সে ক্রমভঙ্গ হেন শ্লোকে দেখে।
'তথা' শব্দ ভবিষ্যকাল গর্গমুনি লেখে॥
কেবা অবতার—আর চারি বর্ণ কার।
কেবা অবতারী—কেমন বিচার ইহার॥
আপনেহি ভগবান্ জন্মি যদুবংশে।
পৃথিবীতে অবতার করে আর অংশে॥
বিশেষ্য-বিশেষণ করি বাখানহ কেনে।
এই সে সন্দেহ ইথে (৩)—দ্বিধা শ্লোক-রণে॥
যতেক চৌযুগ—তাথে অংশ অবতার।
যুগ অনুরূপ বর্ণ হয়ে তা' সভার॥
ধর্ম্মসংস্থাপন-অধর্ম্মবিনাশ-নিমিত্তে।
প্রতিযুগে অংশ অবতার হয় তাথে॥
আপনেই দ্বাপরে ভগবান হরি।
অবতারশিরোমণি সভার উপরি॥

---

(১) 'এ বচন তবে কেনে হবে ভাগবতে' বা 'কি কারণে তথা শব্দ কহে ভাগবতে'।

(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'তুড়ি রাগ॥ কি আর পামর ছাড়িয়া চৈতন্যকথা
কাল পুরিয়ে লইবে কি বলিবে তা।'

(৩) 'অলক্ষ্য'।

(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'এতেক কহিএ আমি শুন মোর বোল।
কহএ লোচন কথা না ঠেলিহ মোর।'

(১) 'এ সকল কথার এক আর' বা 'এই সব কথা ব্যাস এক'।

(২) 'চারি যুগ আছে তো চারি কাল হবে তবে।
আর তেমতি অবতার ক্রমে হবে যবে॥" কিম্বা
'চারিযুগ অপে চারি কাল হয় যবে।
আর তিন অবতার ক্রমে ক্রমে হবে॥"
['আর তেমতি অবতার বা ক্রমে ক্রমে হবে'। (?)

(৩) 'কহি' বা 'তেঞি'।

এবে কৃষ্ণতাকে গেলা—গর্গমুনি কহে।
শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ—বর্ণ কৃষ্ণ নহে॥
প্রতি দ্বাপরে অংশ কৃষ্ণ নাম বর্ণ।
তদ্রূপতাকে গেল প্রভু—এই শুন মর্ম্ম॥
যেন দ্বাপরে কৃষ্ণ—তেন গোবচন্দ্র।
কলি-দ্বাপর-যুগে এ দুই স্বতন্ত্র॥
এই দুই যুগে একবর্ণ অবতার।
ব্যাস কহিলেন উদাহরণ ইহার॥

তথাহি বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে—

"শ্যামলো তথা শঙ্খো প্রতীয়াামি বয়ং সদা
দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু॥
স্বগৌরৈঃ কলিতৈস্তৈস্তৈ জনান্ অভিমুখান্ কুরু।
মাং গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥" ইতি

আর কিছু কহি শুন ভগবদগীতা।
শ্রীযুগোদিত প্রভুর নিজ নিজ কথা॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্। ৪।৮—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ইতি॥

সাধুজন-পরিত্রাণ ধর্ম্ম-সংস্থাপন।
অধর্ম্ম-বিনাশ-হেতু (১) কহিল এ মর্ম্ম।(২)
যুগে-যুগে জন্ম আমি লভিয়ে আপনি।
এই দুই যুগে জন্ম আপনেই আমি॥
এক যুগ-শব্দে কহি—আমার নাম(৩) 'যু'।
বিশেষণ-বিশেষ্য কবি বাখানয় লোক॥
যুগ বিশেষণ যুগের—তেঁই 'যুগ' বলি।
এক দ্বাপর যুগ—আর যুগ বলি॥
যুগে-যুগে চারিযুগ কবি কেনে বোল (৮)।
পূর্ণ কৃষ্ণ অবতার—অংশ কেনে কব (১)।
সে চার-যুগের কথা আর-যাই কহে।
তাহাই কহিব আমি—মন দেহ তাহে॥

তথাহি তত্রৈব (৪।৭)—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥" ইতি।

যে যে কালে যে যে যুগে ধর্ম্মের হয় হানি (৬)।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান—সে সে (৭) কালে জানি॥
সেইকালে আপনাকে করিয়ে সৃজন।
প্রতিযুগে অবতার অংশের কারণ॥

এতেকে কহিয়ে আমি—শুন মোর বোল।
কহয়ে লোচন—কথা না ঠেলিহ মোর॥ (১)
কলিযুগে গোরা রূপ জনিয়াছি আমি।
বিশেষ সন্দেহ মোর ঘুচাইলে তুমি॥
আর অপরূপ শুন কলিযুগ-মর্ম্ম।
আশ্রমে নিস্তারে লোক সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম॥
দান-ব্রত তপো-হোম-স্বাধ্যায়-সংযম।
বাসনা বিবশ যত এ বিধি নিয়ম॥
ফলভোগ শ্রুতি শুনি—সব মায়ান্ধ।
নাম-গুণ-মহিমা না জানে ছার অন্ধ॥
কর্ম্মসূত্রে বন্দী ভব (২) ভ্রমিতে ভ্রমতে।
নিবৃত্তি নাহিক কর্ম্ম নাহি সর্ব্বমতে (৩)॥
প্রলয়ের কালে সভে কর্ম্মবন্ধ ঘুচে।
হেন বন্ধ ঘুচে—কৃষ্ণকথা যার পুছে॥
হেন গুণসঙ্কীর্ত্তন—কলিযুগধর্ম্ম।
ঘোর পাপময় লোকে—না জানিল মর্ম্ম॥
যুগধর্ম্ম-সঙ্কীর্ত্তন ঘুচাবে কেমনে।
কে বা ধর্ম্মসংস্থাপন করে প্রভু বিনে॥
পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা শুন প্রভুর বচনে (৪)।
প্রভু অবতরয়ে যে যে (৫) কারণে॥

তথাহি (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ ৪।৮।)

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" ইতি

সাধুজন পরিত্রাণ অসুর বিনাশ।
ধর্ম্মসংস্থাপন প্রতিযুগে প্রকাশ॥
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম ইহা নাম।
কলিযুগের আচার কিছু নাহি আন॥
ইহা বলি কোলে করি নিল নন্দনে।
আনন্দে বিহ্বল ব্রহ্ম আপনা না জানে॥
এক কহে আর উঠে গোর গুণের প্রভাবে (৬)
সকল প্রতি সুখ করিব বেচ্ছে॥
আর কথা শুন—প্রভুর সহস্রেকনামে।
একক লে দুই নাম কৈল একঠামে॥

তথাহি মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥ ইতি

(১) হয়ে। (২) 'কারণ' (৩) 'দুই'।
(৪) 'কর' বা 'বলি'।
(৫) 'বাস' 'বৈল' বা 'পদ'
(৬) হানি (৭) সে

(১) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
শ্রীবাস প্রেমদাতা ঠাকুর মোর। সাহার
পিতৃকুল বল গোবাচাদ্র আরে হয় এথ
(২) জীব।
(৩) ধর্ম্ম নাহে সব্বতেতে এ কর্ম্ম এই কর্ম্মবিধিতে ( )।
(৪) শুন এ বিষ্ণুপুরাণে
(৫) ক এই স। (৬) প্রবাহে

হেমগৌর-কলেবর—সুবরণ-জ্যোতিঃ।
সন্ন্যাস করল সে পর। মহামতি ॥
ভবিষ্যপুরাণে শুন কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা।
কলি জনমি।—তিনবার এই আজ্ঞা ॥

তথাহি ভবিষ্যপুরাণে—
অজায়ধ্বমজায়ধ্বমজায়ধ্বং ন সংশয়ঃ (১)
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥ ইতি

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে।
কলিযুগ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম (২) বিচারহ মনে ॥
পাপময় কলিযুগ—বোলে সর্ব্বজনে
অধর্ম্ম প্রকট—ধর্ম্ম ক্ষীণ আচরণে ॥
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন এই ধর্ম্ম তার।
এই পুন হরিনাম—সর্ব্বধর্ম্মসার ॥
দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-ফ
অনায়াসে মুক্তি দেই এক নাম-বল ॥
বিষয়ী বিষয়ভোগে নাম করে চিন্তা।
আগে ভোগ দেই—পাছে হরিপদ-দাতা।
শ্রদ্ধাবন্ত জন যদি হরিগুণ গায়।
সব সুখ ছাড় প্রভু তার পাছে ধায়।
এ হেন কৃষ্ণের নামগুণসঙ্কীর্ত্তনে।
পাপময় কলিযুগে কেন কেনে ধন্যে।
যুগের স্বভাবে আর যুগধর্ম্ম বলি
পাপময় কলিযুগে পরধর্ম্ম এই ॥
যদি বা বলিবা—পাপ তমশ্ছেদ্য কারণে।
প্রকাশিল মহাযজ্ঞ—নামসঙ্কীর্ত্তন ॥
সত্য-আদি প্রজা কেনে কলিজন্ম মাগে।
হরিপরায়ণ কেনে হয় কলিযুগে ॥

তথাহি [শ্রীভাগবতে ১১।৫ ৩৮]—
"কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ইতি

কৃষ্ণ অবতারে কেনে লঞা সর্ব্বশক্তি।
পাপাশয়-জনে কেনে দেই প্রেমভক্তি।
ঐ ছন করুণা কত কোন যুগে আর।
না ভজিতে প্রেম দেই কোন অবতার (৩) ॥
পাপনাশহেতু আছে ধর্ম্ম কর্ম্ম তীর্থ।
ক জানক ধর্ম্মশীল পায় কেন অর্থ ?।
এতেকে জানিল—কলিযুগ যুগসার।
সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম বাহ ধর্ম্ম নাহি আর ॥

এতেক বিচার-কথা কহিল বিরিঞ্চি।
শুনিঞা নারদ বীণা বাজায় সুসঞ্চি ॥
এহেন অমৃত—ব্রহ্মা-নারদ-সম্বাদ।
শুনিঞা আনন্দ-হিয়া এ লোচনদাস ॥

সিন্ধুড়া রাগ ॥

(আমার প্রভুর গুণ পাশরিতে নারি রে।
ও চাঁদবদন মুখ না দেখিলে মরি রে ॥ ধ্রু ॥) (১)
নারদ কহেন—ব্রহ্মা কি কহিব আর।
যে কিছু কহিলা—এই হৃদয় আমার ॥
কল্পবন্ধে ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত কল্প।
দৈবে বৈষ্ণবসেবা ঘটয়ে অল্প (২) ॥
তার মধ্যে প্রেম কথা নিগূঢ় শুনিয়া।
প্রাণ য় পরম যত্নে সাবধান হঞা ॥
তবে মুক্তবন্ধ হঞা কৃষ্ণপদ লয়।
সালোক্যাদি মুক্তি চারি অঙ্গুলি না ছোঁয় ॥
তার পর প্রেম ভক্তি—গোপিকার ভাব।
কে আছয়ে অধিকারী সে সব (৩) আলাপ ॥
যার বশে (৪) বশ প্রভু ত্রিজগত-নাথ।
প্রাকৃতজনের যেন কুলটার সাথ ॥
তার প্রেম ভক্তিকথা কে কহিতে জানে।
উদ্ধব শাজন্ম উদ্ধা মাগে যার গুণে ॥
যে পদ্মচরণ ব্রহ্মা মহেশ ধেয়ায়।
যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র খুঁজে উদ্দেশ না পায় ॥
অশেষ-লক্ষ্মী যার করে পদসেবা।
সার-অগোচর যার পদমধু-প্রভা ॥
চারি বেদে যে হার মহত্ত্ব নিত্য গায়।
অনন্ত মহিমা গুণ—ওর নাহি পায় ॥
শেষ মহাশয় যার শয়নের শয্যা।
হেন প্রভু কৈল গোপিকার পরিচর্য্যা ॥
আর কত ভ ত আছয়ে শতশত।
হনরূপে বশ কৈল গোপী-অনুগত ॥
কোথা কৃষ্ণ পরমাত্মা—নিগূঢ় যে প্রেমা।
কোথা গোপী বনচারী ব্যভিচারী কাম।
ইহা ভক্তিতত্ত্ব বুঝিবারে চাই।
পরম নিগূঢ় ভক্তি ইহা বই নাই ॥

(১) 'দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।'
(২) 'ধর্ম্ম,' (৩) 'এ কোন বিচার'

(১) 'বড় রে গৌরাঙ্গ প্রেমদাতা।
না ভজিলে প্রেম দেই এমন নিগূঢ় কোথা ?'
(২) 'কটে যদি অল্প' (৩) 'এ রস'।
(৪) 'প্রেমে' বশ হয়'।

হেন ভক্তি প্রচারিব কলিযুগে প্রভু।
লখিমী অনন্ত যাহা নাহি ভুঞ্জে কভু॥
ঘোষণা (১) বোলহ ব্রহ্মা সব ব্রহ্মলোকে।
নিজনিজ অংশে জন্ম লভ কলিযুগে॥
ইহা বলি মহামুনি অন্তর-উল্লাস।
চলিলা নারদ—কহে এ লোচনদাস॥

মল্লার রাগ। ত্রিপদী॥

চলিলা নারদমুনি, বীণার গর্জ্জন শুনি,
শ্রবণ-মঙ্গল গীত না।
অমিয়া সিঞ্চিল যেন, ভগতজনের মন,
ত্রিভুবনে আনন্দচমকিত না॥
জয় জয় হরিবোল, আনন্দময় বোল (২),
(এই) ঘোষণা পড়িল তিন-লোকে না॥
অঙ্গ-পারিষদ-সঙ্গে, জনম লভিব রঙ্গে (৩),
গোরা-অবতার কলিযুগে না॥
ঐছন করুণা কর, দেখিব নায়ান মোর,
(প্রেম-) অমিয়া সিঞ্চিব কলেবর না।
জয় জয় জগন্নাথ, ভকতজনার সাথ,
নিজভক্তি করিব পরচার না॥
ধনি ধনি ধনি ধনি, কলিযুগের লোক ধনি,
অবনী নদিয়া তার মাঝে না। (৪)
ধনি ধনি ধনি শচী,- মিশ্র-পুরন্দর,-
ভবনে জনম গোরারাজ না॥
অহহ সঙ্গিনী সঙ্গে, হরিগুণ গাহ রঙ্গে,
বাও শঙ্খ মৃদঙ্গ করতাল না।
ভুবন চতুর্দ্দশ, প্রেম-বরিষণ-বস (৫),
গুণ-কীর্ত্তন করিব পরচার না॥
বৃন্দাবন-গুণ-রস, প্রণয়ে সে সববস,
আপনে আস্বাদি দিব সভে না।
দেব-নাগ-নরগণে, আচণ্ডাল সবজনে,
পিয়াইব মহা করি লোভে না॥

আনন্দে আনন্দ গুণ, মঙ্গলে মঙ্গল গুন,
(যদি) বৃন্দাবন-ধন-পরকাশ না।
সকল-ভুবনপতি, জনম লভিব ক্ষিতি,
(শুনিঞা) আনন্দে ভুলিল এ লোচনদাস না।

বরাড়ি রাগ।

মোর প্রভু রে প্রাণ রে আরে রে
গোরাচান্দ নাবে হয়॥ ধ্রু
যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র-ইন্দ্র-চন্দ্র-আদি লোকে।
শুনিঞা আনন্দময়—নাচয়ে কৌতুকে॥
নারদ আনন্দময় ভ্রময়ে কৌতুকে।
অঙ্কুরিত মৃতঙক যন দেখে লোকে॥
হেন মতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে আচম্বিত।
ধর্ম্মবিপর্য্যয় দেখে লোকের চরিত॥
দান ব্রত তপস্যা ছাড়িয়া সর্ব্বজন।
স্ত্রীয়ের গৌরব করে কায়-বাক্য-মন॥
হিয়া অনুমানি মুনি জানিল নিশ্চয়।
এই কলিযুগ—ইথে নাহিক সংশয়॥
যা লাগিয়া তিন লোকে ঘোষণা পড়িল।
কারে নিবেদিব এই কলিযুগ আইল॥
চিন্তিত হইয়া মুনি বসিলা ধেয়ানে।
আচম্বিতে শুভবাণী উঠিল গগনে—॥
জগন্নাথ দারুব্রহ্ম আমি নীলাচলে।
লোক-নিস্তারণ-হেতু সমুদ্রের কূলে॥
পূরুব-বৃত্তান্ত মনে স্মঙরণ (১) তোর।
কাত্যায়নী-প্রতিজ্ঞায় আজ্ঞা পাইলে (২) মোর॥
চল চল মুনি-রাজ নীলাচল-পুরী (৩)।
আচরিহ জগন্নাথ-আজ্ঞা-অনুসারি॥
চলিলা নারদ-মুনি হরিষ-হিয়ায়।
উঠিল বীণার ধ্বনি—জগত জুড়ায়॥
'হাহা জগন্নাথ' করি অনুরাগে ধায়।
দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজগতরায়॥
যত অবতার—তার আশ্রয়-সদন।
সব-কলা-রসময়—প্রসন্ন বদন॥
চরণে পড়িয়া মুনি বোলে কর যুড়ি।
কৃপা কর জগন্নাথ—আইল যুগ কলি॥
মহাঘোর-পাপেতে পড়িল সব লোকে।
শিশ্নোদর-পরায়ণ—ভ্রান্ত মহাশোকে॥

---

(১) 'সভারে'।
(২) 'আনন্দময় উতরোল' বা 'আনন্দমগন ভেল' (ভেল)।
(৩) 'অঙ্গ-পারিষদ সঙ্গোপাঙ্গে, জনম লভব রঙ্গে' বা 'অঙ্গ পারিষদ সঙ্গে, জন্ম লব সাঙ্গোপাঙ্গে'।
(৪) 'ধনি ধনি কলিযুগের, পরচার ধনি ধনি, অবনী অবতারে নদীয়া অবতরে নদীয়া মাঝে না'।
(৫) 'বশ'।

(১) 'আছি স্মরণ যে'। (২) 'হইল'। (৩) 'গিরি'।

শুনিঞা ঠাকুর কিছু হাসিয়া কহিল।
কর পরশিয়া তারে নিভৃতে কহিল॥
পরম-নিগূঢ় এই কহি তোর স্থানে।
গোলোকে চলহ তুমি আমার বচনে॥ (১)

পাহিড়া রাগ। ত্রিপদী (২) ছন্দ॥

বৈকুণ্ঠ-উপরি স্থান, গোলোক যাহার(৩) নাম,
শ্রীগৌরসুন্দর তাহে রাজা।
লখিমী-অধিক নারী, কে কহু পুরুষ তার (৪),
সুখময় সকল পরজা॥
রাধা আর রুক্মিণী, এই দুই ঠাকুরাণী,
তার অংশে যতেক নাগরী।
শত শত শাখা-ভক্তি, এ দোঁহার ধরি শক্তি,
সেবা করে হঞা অনুচরী॥
আর দেবী সত্যভামা, রূপে গুণে অনুপামা,
সব-বৈদগধী-রস-সীমা।
লীলা বিলাস লাবণ্য, সপ্ত-কলা-রস ধন্য,
ত্রিজগতে রমণী পরমা॥
সঙ্গীত বলিয়ে যারে, তাল সঞ্চারে (৫) স্বরে,
শব্দব্রহ্ম জগতে বাখানে।
বলিয়ে পঞ্চম-বেদ, যে বুঝয়ে স্বরভেদ,
বুদ্ধিরূপা সর্ব্বত্র সমানে॥
পুরুষ ঠাকুর-অংশ, সকল বৈষ্ণব-বংশ,
রসময় রঙ্গ-নামা পুরী।
ঐছন মহিমা তার, কহিতে শকতি কার,
এক-মুখে কহিতে না পারি॥
যতেক গোপিকাগণে, রাস কৈল বৃন্দাবনে,
রাধা আগে করি করে সেবা।
দ্বারকায় আছিল যত, রুক্মিণীর অনুগত,
আর যত রূপ-অনুভবা॥
ভক্তি বিনু নাহি তার, নিরবধি যশ গায়,
স্বতন্ত্র হইয়া পরাধীন।
মুক্ত পুন (১) সর্ব্বজন, প্রাকৃতজনের হেন,
ভকতি করয়ে যেন (২) দীন॥
সালোক্যাদি চারি মুক্তি, বৈকুণ্ঠনাথের শক্তি,
ভক্তিহীন আপনে স্বতন্ত্র।
লখিমীসম্পদ-ময়, দীনভাব নাহি রয়,
ভকতি কেবল(৩) পরতন্ত্র॥
শর্করা সে আপনে, নিজ স্বাদ নাহি জানে,
পর জনা করে উপভোগ।
ঐছন মুকতি-পদ, ভক্তিপথে দেই বাধ,
সব পর প্রেমভক্তিযোগ॥
বিধাতার অগোচর, সে পুরী আমার ঘর,
দয়ার কারণে আইল এথা।
চৈতন্য সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, গোর দীর্ঘ কলেবর,
দেখিয়া ঘুচাহ মনোব্যথা॥
যে রূপে দেখিবে তথা, সে রূপে আসিব হেথা,
গুণ-কীর্ত্তন করিব পরচার।
ঘুচাব সকল দুঃখ, প্রচারিব প্রেমসুখ,
কলিলোক করিব নিস্তার॥
চলিলা নারদমুনি, শুনি অপরূপ বাণী,
বেদ-অগোচর এই কথা।
বৈকুণ্ঠ-উপর আর, গোলোক দেখিব যার,
সকল ভুবনে গুণ গাথা॥
মুক্তি পরমুক্তি (৪) আর, ভাগবত-বিচার,
শুনিল নিগূঢ় যত কথা।
লোক-বেদ-অবিদিত, অবিহিত অবেকত,
বেকত দেখিব আজি তথা॥
অনুরাগে ধায় মুনি, বীণার শবদ (৫) শুনি,
বৈকুণ্ঠের প্রজা চমকিত।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া, আনন্দে বিহ্বল হঞা,
সুমঙ্গল গায় গুণগীত (৬)॥
দেখিল বৈকুণ্ঠনাথ, সব পারিষদ-সাথ,
বসিয়াছে রত্ন (৭) সিংহাসনে।
পড়িয়া চরণতলে, মুনি পরণাম করে,
তুলি প্রভু কৈল আলিঙ্গনে॥
হাসি-হাসি কহে প্রভু কি তোর অন্তরে রহু,
কহ মুনি হৃদয় সংবরে।
উৎকণ্ঠা হৃদয় মোর, পালিব বচন (৮) তোর,
অগোচর করিব গোচরে॥

---

(১) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"নরহরিপাদপদ্ম মনে করি ধ্যান।
আনন্দে চৈতন্যচাঁদ এ লোচনে গান॥"
(২) 'দীর্ঘ'। (৩) 'মহাবৈকুণ্ঠ যার'।
(৪) 'অধিক নারী, একই পুরুষ হরি'
(৫) 'সপ্তস্বর' 'সপ্ত গুণ' বা সপ্ত লয়'।

(১) 'বিন্দু'। (২) 'কেবল মাত্র'।
(৩) 'তার, ভকতি করেন'। (৪) 'ভুক্তি'।
(৫) 'গর্জন'। (৬) 'মূর্চ্ছিত' বা 'যত গীত'।
(৭) 'স্বর্ণ' (৮) 'আজ্ঞা'

কর জোড়ি বোলে মুনি, তুমি সব-অন্তর্যামী,
তোরে মুঞি কি বলিব আর।
দারুব্রহ্ম-রূপে (১) মোরে, যে কহিলে অন্তরে (২),
সেই রূপ দেখিব তোমার ॥
পুন কহে গুণমণি (৩), নিভৃতে কহিএ আমি,
সেই রূপ সত্যস্বরূপে।
তার ছায়া মায়া যত, অবতার শত শত,
আবরিয়া (৪) পবন উদ্যোগে ॥
যার ছায়া শক্তি আমি, ব্যাপিত সকল ভূমি(৫),
সর্ব্বময় বিষ্ণু—বিষ্ণু সর্ব্ব।
লক্ষ্মী মোর অনুচরী, আর যেই মুক্তি চারি,
(তাহা) আবরিয়ে কহিল সন্দর্ভ ॥ (৬)
যার ছায়া বিষ্ণু আমি, সম্পদ্ ছায়া শ্রী রুক্মিণী,
বৈকুণ্ঠের ছায়া এ বৈকুণ্ঠ।
মুক্তি-ছায়া চারি মুক্তি, সভে আবরিয়া ভক্তি,
সভে নাথ সে পদ বৈকুণ্ঠ ॥
রাধা মাত্র প্রকৃতি, প্রেমময় আকৃতি,
যার বশ পুরুষ প্রধান।
প্রকৃতি দক্ষিণ বাম, রুক্মিণী শকতি নাম,
তিন গুণ শকতি সন্ধান ॥
নিশ্চয় বচন মোরি, অমায়া সে গৌরহরি,
প্রকট করুণা-কল্পতরু।
চল মুনি চলি যাই, সেই মহাপ্রভু ঠাঁই,
সকল ভুবনে শিক্ষাগুরু ॥
চলিলা মুনীন্দ্ররাজ, বীণ হরিগুণ গায়,
আনন্দে অবশ অঙ্গ কাঁপে।
পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক ছা,
প্রেমবারি দুনয়ানে ঝাঁপে ॥
প্রেমমদে মাতোয়ার, ক্ষণে হয় চমৎকার,
ক্ষণে ডাকে গৌরাঙ্গ বলি।।
ক্ষণে আধ-পদ যায়, ক্ষণে ফিরি ফিরি চায়,
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে চলে ধাঞা ॥
আচম্বিতে বায়ু বহে, জুড়ায় সকল (৭) দেহে,
কোটি চাঁদ জিনি যেন (৮) জ্যোতি।
শ্রীপাদপদ্ম-গন্ধে, আউলায় শরীরবন্ধে,
যে দেখিয়ে তহি কাম (৯) কান্তি ॥

(১) 'ধারে'। (২) 'নীলাচলে'। (৩) 'শুন মুনি'।
(৪) 'আরোপিয়া' বা 'আরাধিয়া'
(৫) 'যার শক্তি ছায়া মায়া, আশ্রিত ব্যাপিত তাহে'
(৬) 'এই মুক্তি চারি, আবরিত পরম সন্দর্ভ'।
(৭) অন্তর। (৮) 'লাখ হিমকর জিনি'
(৯) 'সেই এক'।

অনেক মদনবধু, অনুগত কাজে ধায়,
প্রেম বিনু না দেখিয়ে লোক।
না দিবা-রজনী জানি, না দেখিয়ে ভিনাভিনি,
সর্ব্বজন হরিষ অশোক ॥
গমন নটনলীলা, বচন সঙ্গীতকলা,
নয়ানচাহনি (১) আকর্ষণ।
রঙ্গ বিনু নাহি অঙ্গ, ভাব বিনু নাহি সঙ্গ,
রসময় দেহের গঠন ॥
তনু চিদানন্দময়, ভূমি চিন্তামণি হয়,
কল্পতরু সর্ব্বতরু তথি।
যুবতি যতেক সব, কামধেনু যেন নব,
উদ্ধবাদোর অংশ গুল্ম-লতা ॥
সব তরু কল্পদ্রুম, তহি এক নিরুপম,
বস্ত্র-নদী তার দুই (২) পাশে।
স্বর্ণ-সিংহাসন তায়, বসিয়া গৌরাঙ্গরায়,
সরস মধুর মন্দ হাসে ॥
সশাখ মঙ্গল-ঘটে, সিংহাসন-সুনিকটে,
বামপদাঙ্গুষ্ঠ পরশিয়া।
রতনপ্রদীপ জ্বলে, যেন দিন দিবাকরে,
আলো করি জগত ভরিয়া ॥
রাধিকা-দক্ষিণপাশে, অনুচরী করি কাছে (৩),
রত্নকলস করি করে।
বামপাশে রুক্মিণী, কাছে করি সঙ্গিনী
স্বর্ণ-ঘটে বড় (৪) জলভরে ॥
নর্ম্মজিতা কুল ভরে, দেই মিত্রবৃন্দা-করে,
মিত্রবৃন্দা সুলক্ষণা-করে।
সে দেই রুক্মিণী-হাথে, দেবী (৫) ঢালে প্রভু-মাথে,
অভিষেক সুরনদীজলে ॥
তিলোত্তমা জল ভরে, দেই মধুপ্রিয়া-করে,
মধুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী-করে।
সে দেই রাধিকা-হাথে, রাই ঢালে প্রভু-মাথে,
অভিষেক করে গঙ্গাজলে ॥
সত্যভামা অন্তরে (৬), দিব্য গন্ধ করি করে,
দিব্য মাল্য বস্ত্র (৭) অলঙ্কার।
লক্ষ্মণা সুভদ্রা ভদ্রা, সত্যভামা-পরতন্ত্রা,
অনুক্রমে করে দেই তার ॥
আর দিব্য নারী যত, চারি-পাশে শতশত,
দিব্য রত্ন দিব্য অলঙ্কার (৮)।

(১) নাচনি। (২) বেদী তার চারি
(৩) 'করিয়া কাছে, অনুচরী চারি পাশে'
(৪) স্বর্ণ ঘট ঘড়া। (৫) 'রাই'। (৬) 'অনন্তরে'।
(৭) 'দিব্য' (৮) 'চন্দন দিব্য উপহার'

রতনস্তবক করে, বহে প্রভু-বর বরে,
জয়জয় মঙ্গল-উচ্চার ॥
গোলোক (১) নাথের স্থান, ইহঃ বহি নাহি আন,
আগমে কহিল মহাধ্যান।
হেমগৌর কলেবর, মন্ত্র চারি-অক্ষর,
সহজ বৈকুণ্ঠনাথ শ্যাম ॥
(শ্যাম-দেহে চারি হাথ, ধরয়ে বৈকুণ্ঠনাথ,
চারি হস্তে চা'র অস্ত্র তার (২)।
হেম-কিরণীয়া পঁহু, হেম-অঙ্গে বোলে লহু,
দ্বিভুজ শরীর শুন সার (৩) ॥)
ঐছন সময় মুনি, ...গান গোরাগুণমণি,
বিভোর পড়িলা ভূমিতলে।
আঁখি মিলিবারে নারে, পুন চাহে দেখিবারে (৪),
সিনাইল নয়নের জলে ॥
শুন সমাপিয় পঁহু, হাসি কহে লহুলহু,
নারদে তুলিয়া নিল কোলে।
ঘুচিল সংশয় (৫) চিন্ত, পাশরিল মনের ব্যথা,
পঁহু-প্রিয় (৬) লগন্ত বোলে ॥
মুনি বোলে মহাপ্রভু, হেন অপরূপ কভু,
না দেখিল না শুনি। আমি।
জনম সফল আজ (৭), দেখিল অমায়ারাজ (৮),
ধনি-ধনি আপনাকে মানি ॥
ব্রহ্মাদি না জানে তত্ত্ব, অবতার অবিদিত,
অচিন্ত্য বলিয়া বলি (৯) তোমা।
জ্যোতির্ম্ময় বোলে কেহো, মুখে না নির্ব্বচে সেহো,
কহিবারে নাহিক উপম ॥
কেহো বোলে পরাৎপর, প্রধান পুরুষবর,
বিচারে না করে নিরূপণ।
সর্ব্বময় তোর শক্তি, দেখিয়া না পায় মুক্তি (১০),
অগোচর তোর আচরণ ॥
সহস্রফণা অনন্ত, না পায় গুণের অন্ত,
দ্বিজিহ্বা ধরিল সব মুখে।
না পাঞা গুণের ওর, ঐছন ঠাকুর গৌর,
কৃপাবলে দেখিল মো কৌতুক ॥

(১) 'বৈকুণ্ঠ'। (২) 'পাশ'।
(৩) 'প্রেমের কারণে পঁহু, হেম অঙ্গ ধরে লহু
দ্বিভুজ শরীর গৌরবর্ণ'
(৪) 'নয়নে প্রেম ঝরে'
(৫) 'সংসার' বা 'সকল'। (৬) 'প্রেমে'
(৭) 'আজি'। (৮) 'অমিয়ারাশি'
(৯) 'অব চিন্ত্য লোকে বোলে'।
(১০) 'সে পায় মুক্তি' 'না পায় মুক্তি'।

যে পুন আরতি করে, তুয়া-পদ (১)-অনুসারে,
নানা-বুদ্ধি নহে এক-মত।
কেহো বোলে সর্ব্বব্যাপী, শূন্যবাদী সাংখ্য যোগী,
স্থূলসেবা করয়ে ভকত ॥
কেহো বেদ-অনুসারে, নিত্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে,
বর্ণাশ্রম শ্রুতি-অনুগত।
বেদান্তসিদ্ধান্ত সেই, সমাধান নাহি পাই,
না বুঝিয়া কহে নানা-মত ॥
অন্যোন্যে বিরোধ কেনে, ইহ নাহি অনুমানে,
কহে পুন একই অদ্বৈত।
না বুঝি তোমার মর্ম্ম, পক্ষ ধরি করে কর্ম্ম,
তোমার কথা সর্ব্ব-অবিদিত ॥
এবে পদ-পরসাদে, নিরবধি প্রাণ কাঁদে,
ছাড়ি ইহা প্রাকৃত-মূরতি (২)।
পুন জনমিয়ে আর, কাঁহা কৃষ্ণ-সংসার,
আচরয়ে এই প্রেমভক্তি ॥
ঐছন নারদবাণী শুনি কহে গুণমণি,
চল চল চল মুনি (৩) রাজ।
কলিলোক নিস্তারিব, নিজভক্তি প্রচারিব,
জনমিব নদিয়াসমাজ ॥
পৃথিবী চলহ তুমি, শ্বেতদ্বীপে আছি আমি,
বলরাম নাম সহোদর।
অনন্ত যাহার অংশ, একাদশ রুদ্রবংশ,
সেবা করে মহেশ ঈশ্বর ॥
রেবতী-রমণী-সঙ্গে, আছয়ে বিলাস-রঙ্গে,
ক্ষীরজলনিধি-মহী-মাঝে।
যত অবতার হয়, সেই মাত্র সহায়,
আগে করি—করি নিজ কাজে ॥
চল চল মুনিরাজ, গোচর করহ কাজ,
কহিয় করিয়া পরবন্ধ।
নিজনিজ অংশ লঞা, পৃথিবী জনম' গিয়া,
স্বনাম ধরহ নিত্যানন্দ' ॥
আনন্দে নারদমুনি, শুনিঞা ঠাকুরবাণী,
হিয়াস্থপে বোলে হরিবোল।
কহয়ে লোচনদাস, এ দোঁহার সম্বাদ,
শুনি উঠে আনন্দ হিল্লোল ॥

(১) 'পথ'
(২) 'ইহার ক্রমে মুক্তি' বা 'ইহা পরাকৃত মূর্ত্তি'।
(৩) 'মহামুনি' বা 'মুনিবর'

খর্ব্ব ছন্দ। ধানশী রাগ ॥(১)

গাঁজা চরণকমল বলি যাঙ।
চল চল প্রেম বিলাও
প্রেমে জগৎ মাতাবো হে ॥ ধ্রু ॥ (২)

নারদে বিদায় দিয়া বসিলা ঠাকুর।
আপন-অন্তর কথা তুলিলা অঙ্কুর ॥
পৃথিবীতে জনম লভিব যে কারণে।
তত্ত্ব কহি—সর্ব্বজন শুন সাবধানে ॥
নিজবৃন্দ লঞা প্রভু কহে নিজকথা।
মহামহেশ্বর করে পৃথিবীর চিন্তা ॥
ডাহিনে রাধিকা—বামে দেবী রুক্মিণী।
তাহার অন্তরে যত প্রধান রঙ্গিণী ॥
তাহার অন্তরে যত প্রিয় পারিষদ।
তাহার অন্তরে যত আর অনুগত ॥
প্রাণনাথ-প্রিয়-কথা শুনিব শ্রবণে।
লাখলাখ আঁখি এক সুন্দরবদনে ॥
অনেক চকোর যেন এক-চন্দ্র-আশে।
পিবই অমিয়া শ্রী(৩)মুখ-পরকাশে ॥
যুগে-যুগে জন্ম মোর পৃথিবীর মাঝে।
সাধুজন-প্রাণ ধর্ম্ম রাখিবার কাজে ॥
ধর্ম্মসংস্থাপন কাব—না বুঝই কেহো।
অধিকে বাঢ়য়ে পাপ—পরমাদ সেহো ॥
সত্যযুগ-অধিক ত্রেতায় বাঢ়ে পাপ।
দ্বাপরে তাহারধিক—এ বড় সন্তাপ ॥
কলি ঘোর অন্ধকার—নাহি ধর্ম্মলেশ।
করুণা বাঢ়ল দেখি সর্ব্বজনক্লেশ ॥
অধর্ম্ম-বিনাশ-হেতু মোর অবতার।
অধর্ম্ম বাঢ়য়ে পুন কি কাজ আমার ॥
ঐছন জানিঞা দয়া উপজিল চিতে।
জনম লভিব নিজ প্রেম প্রকাশিতে ॥
এমত (৪) দুর্লভ প্রেমভক্তি প্রকাশিয়া।
বুঝাইব লোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারিয়া (৫) ॥
নবদ্বীপে জন্ম মোর শচীর উদরে।
গঙ্গার সমীপে জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ॥
আর অবতার হেন অবতার নহে।
অসুর-সংহার-হেতু পৃথিবী নিন্দহে ॥

(১) 'কেদার রাগ'।
(২) জগত-জীবন গোরাচাঁদ,
অখিলজীবের মন, করাইল চেতন,
যাচল দিয়া প্রেমফাঁদ। ধ্রু।
(৩) 'রাখি'। (৪) 'এছার' (৫) 'ধর্ম্ম কর্ম্ম বুঝাইয়া'।

মহাকায় মহাসুর মহা-অস্ত্র মোর।
মহারণে সংহার করিয়া করোঁ চুর ॥
এবে সর্ব্বজন সেই হৃদয় আসুরি।
খড়্গ-ছেদ্য নহে—অস্ত্রবলে (১) কিবা করি।
নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তন—বৈকুণ্ঠের শক্তি।
প্রকাশ করিব আর নিজ প্রেমভক্তি ॥
এই মতে কলিপাপ করিব সংহার।
সভে চল—আগে-পাছে না কর বিচার ॥
এবে নাম-সঙ্কীর্ত্তন খড়্গ তীক্ষ্ণ লঞা।
অন্তর আসুর জীবের ফেলিব কাটিয়া ॥
যদি পাপী ছাড়ি ধর্ম্ম দূর দেশে যায়।
মোর সেনাপতি ভক্ত যাইব তথায় ॥
নিজপ্রেমে ভাসাইব এ ব্রহ্মাণ্ড সব।
কভুন রাখিব দুঃখ-শোক এক-লব ॥
ভাসাইব স্থাবর জঙ্গম দেবগণে।
শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে ॥

বরাড়ি রাগ।

চলিলা নারদমুনি, উঠিল বীণার ধ্বনি,
পাণি-পদ না চলয়ে আর।
যাইতে না পথ দেখে, প্রেমজলে আঁখি ঝাঁপে,
টলমল যেন মাতোয়ার ॥
পদ দুই-চারি যাই, পুন পড়ে সেই ঠাঁই,
প্রভু-নাম আধ-আধ বোলে।
অনেক শকতি উঠি, ধরিয়া ধরণী-কটি,
নদী বহে নয়নের জলে ॥
ক্ষণে মহা উনমাদ, হুহুঙ্কার সিংহনাদ,
গোর-রূপ হৃদয়ে ধেয়ান।
বাহ্য নাহি অন্তরে, না চিনে আপনা-পরে,
সভাকারে (২) গোর-গেয়ান ॥
কোটি-রবি-তেজ যেন, অঙ্গের কিরণ (৩) হেন,
নারদ চলিলা অগোচরে।
উত্তরিলা সেই ঠাম, যথা প্রভু বলরাম,
চমক লাগিল শ্বেতদ্বীপে ॥
পুরী পরিসরে রহি, চমকি চৌদিগে চাহি,
লাখ-লাখ হিমকর-জ্যোতি।
বায়ু বহে মন্দমন্দ, দিব্য কুসুম-গন্ধ,
প্রতিদ্বারে লম্বে(৪) গজমতি ॥

(১) 'রণে'। (২) 'সবে এক' বা 'সভে কহে'।
(৩) 'অঙ্গে নিকসয়ে' বা 'অঙ্গের ছটায়'। (৪) 'লাগে'।

সবগুণ সর্ব্বলোক, নাহি জরা মৃত্যু শোক (১),
সর্ব্বজন সভাকার বন্ধু।
যখন যে দেখি দিঠি, সেই সর্ব্বজন (২) মিঠি,
বলদেবময় ক্ষীরসিন্ধু॥
দেখিয়া নারদমুনি, ধনি-ধনি মনে গুণি,
ধনি-ধনি আপনাকে মানে।
ত্রিজগত-নাথ স্বামী, দেখিব নয়নে আমি,
কান্দিয়া পড়িব দু-চরণে॥
সেই বলরামময়, যুগে-যুগে সদায়,
করি কৃষ্ণ করে অবতার।
খেলায় বিবিধ খেলা, অনন্ত-বিনোদ লীলা,
করি করে অসুরসংহার॥
সেই প্রভু বলরাম, নিজ অংশে তিন ঠাম,
বহি করে কৃষ্ণের পিরিতি।
আদ্য মধ্য আর অন্ত, যার অংশ অনন্ত,
এক-ফণায় ধরি রহে ক্ষিতি॥
আপনে ঈশ্বর হঞা, শ্বেতদ্বীপ মাঝে রঞা,
বিলাস করয়ে নানারঙ্গে।
সর্ব্বোপরি পরিণাম, সেই মহাপ্রভু ঠাম,
সেবা করে অপরূপ রঙ্গে॥
গমনের কালে ছত্র, বসিতে আসনবস্ত্র,
শয়নের কালে হয় শয্যা।
প্রলয়ে সে বটপত্র, মহারণে দিব্য অস্ত্র,
নানা-রূপে করে পরিচর্য্যা॥
এক অংশে সেবা করে, আর অংশে মহী ধরে,
হেন প্রভু বলরাম মোর।
ত্রিজগত-অধিরাজ, দেখিব ক্ষীরোদ-মাঝ,
প্রভু-আজ্ঞা করিব গোচর॥
এই দুই প্রভু মাত্র, যেন রাজা মহাপাত্র,
পৃথিবী পালয়ে একযুক্তি।
আর যত রুদ্রবংশ, সেহো যার অংশাংশ,
অবতার করি রহে (৩) ক্ষিতি॥
হেন মনঃকথারসে, মুনি ভেল পরবশে,
পুরী প্রবেশিল মহানন্দে।
দেখি ত্রিজগত-নাথ, সব-পারিষদ সাথ,
অপরূপ বলরামচান্দে॥
অম্বুর-পর্ব্বত যেন, বসি শ্বেত-সিংহাসন,
অমৃত-মধুর মৃদু হাসে।

রাতা-উতপল আঁখি, ঢুলু ঢুলু হেন দেখি,
আধ-মুদিত ভাণি কিসে (১)॥
তারক ভ্রমরা আধ, আচ্ছাদিল তার সাধ,
আধ উদাস আধ দেখি (২)।
মণি মুকুতা প্রবাল, দিব্য রত্নময় হার,
অঙ্গ অলঙ্কারে নাহি লখি॥
আলিস-বালিশ করে, বাম-কর করি শিরে,
ডাহিনে রেবতীকর ধরে।
রেবতী তাম্বুল করে, দেই প্রভু-অধরে,
অনুরাগে বয়ান নেহারে॥
অনুচরী চারি-পাশে, চামর ঢুলায় হাসে,
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ধ্বনি শুনি।
কেহো বীণা বেণু বায়, কেহো বা সঙ্গীত গায়,
তাল সঙ্গে পরম-রসনি (৩)॥
তাহার অন্তরে যত, অনুগত শতশত,
যার যেই নিজ (৪) নিয়োজিত।
ঐছন সময় মুনি, করিল বীণার ধ্বনি,
ঠাকুর দেখল আচম্বিত॥
দিছল (৫) নারদমুনি, টলমল পড়ে ভূমি,
ঠাকুর তুলিয়া নিল কোলে।
চিরদিন-অনুরাগে, দেখল যো মহাভাগে,
তু মল শীত মহা (৬) বোলে॥
ভাগি সম্ভাষয়ে পহুঁ, কহ কোথা হইতে তুহু,
রহস্য কহিবে হেন বাসি।
কহনা কেমন কাজ, শুনিতে হৃদয় মাঝ,
আনন্দ উঠয়ে রাশি রাশি॥
সম্ভ্রমে কহয়ে মুনি, কি কহিতে জানি আমি,
তুমি প্রভু সর্ব্ব-অন্তর্যামী।
যে কিছু কহিতে পারি, সেই কথা অনুসারি,
যে জুয়ায় করহ আপনি॥
কলি পাপময় যুগে, না দেখি নিস্তার লোকে,
দয়া উপাজল প্রভুচিতে।
পালিব ভকতজন, আর ধর্ম্ম সংস্থাপন,
জনম লভিব পৃথিবীতে॥
অধর্ম্ম-বিনাশ-কাজে, আর কিবা মর্ম্ম (৭) আছে,
হেন বুঝি আকার ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা দিলা আমারে, ঘোষণা দিবার তরে,
শুনি লোক ভেল আনন্দিতে॥

---

(১) 'জন, নাহি কারো তিরাতির' বা 'লোক, না জানে দৈন্যত্ব শোক'। (২) 'সে অধিক'।
(৩) 'করিতেছে' 'ধরি রহে' বা 'করি রহে'।

(১) 'কেশে'।
(২) 'আর দেখি' বা 'দুই আঁখি'।
(৩) 'রমণী'। (৪) 'কর্ম্ম'। (৫) 'দেখিল'।
(৬) 'পিরীত'। (৭) 'ধর্ম্ম'।

রাধাভাব অন্তরে, রাধাবর্ণ বাহিরে,
অন্তর্ব্বাহ্য রাধাময় হঞা।
সঙ্গে সখা-সখী (১) বৃন্দ, আর ভক্ত অনন্ত,
ব্রজভাবে অখিল মাতাঞা॥
সাঙ্গোপাঙ্গে পারিষদে, জনমহ পৃথিবীতে,
জনম ধরহ নিত্যানন্দ।
তোমার অগোচর নহে, তার মর্ম্ম (২) কণ্ঠদেহে,
কহিল যে আজ্ঞা গৌরচন্দ্র॥
শুনি বলরাম-রায়, আনন্দে চৌদিগে চায়
অট্ট-অট্ট হাসে উচ্চনাদে।
ঘনঘন হুহুঙ্কার, প্রকাশয়ে চমৎকার (৩),
আপনা পাশরে প্রেমানন্দে॥
আজ্ঞা দিল নিজজনে, পৃথিবী কর গমনে,
প্রভু-আজ্ঞা পালিবার তরে।
চলহ নারদ তুমি, জনম লভিবে ভূমি,
অগোচর করিবে গোচরে॥
ঐছন অমৃত-কথা, শুন গোরা-গুণ-গাথা,
সবজন কর অবধানে।
সব-অবতার-সার বলি-গোরা-অবতার
বিচার করহ সভে মনে॥
গুণ করি দর্শনে, বোলা মো বাতুর-মনে,
গোরা-গুণে না রহিহ হেলা।
সংসারে না দিয়া মতি, কর কৃষ্ণে পিরীতি
সংসার (৪) তরিতে এই বেলা (৫)॥
কভু নাহি হয় যেই, গোরা-অবতার সেই
হইব পরম-পরকাশ।
নির্জ্জীবে জীবন পাবে, অন্ধে পন্থা বিচারিবে,
গুণ কহে এ লোচনদাস॥

—

ভাটীয়ারী রাগ। (৬)

ভাই রে গাও গাও নিতাই-চৈতন্য-গুণ-গাথা॥ ধ্রু
যেনরূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈলা।
নিজ-নিজ-অংশে সভে জনম লভিলা।
মহেশঠাকুর সর্ব্ব-আগে আওয়ান।
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম—কমলাক্ষ-নাম॥
পাঠিয়া শুনিঞা গুণে পরবীণ হৈল।
'অদ্বৈত-আচার্য্য বলি' পদবী লভিল॥
সেই মহামহেশ্বর সত্ত্বগুণ ধরে।
তমোগুণা বলি যবে ঘোষয়ে সংসারে॥
অন্তর্ব্বাহ্যে বিচার না করে কেহো পুনঃ।
বাহ্য-আচরণ দেখি বোলে তমোগুণ॥
কৃষ্ণের কেবল আত্মা নামে (১) হরিহর।
পরাকৃত তমোগুণ—গুণের ভিতর॥
পরাকৃত ভকত বলিয়ে তমোগুণী।
অধম বলিয়ে—অল্প জনে যবে (২) জানি॥
এ কেমনে হরিহর বোল তমোগুণ।
অবিজ্ঞা না কর যবে (৩) মোর বোল শুন॥
মনে অনুমান করি করহ বিচার।
একেক বলিবে—গোরা অবতার-সার॥
এ অবতারে তার খেলার সংহতি।
বলরাম জনম লভিলা এই ক্ষিতি॥
ব্রাহ্মণের কুলে যুগধর্ম্ম (৪) অনুরূপ॥
নিত্য আনন্দকন্দ সহজস্বরূপ॥
এক অংশে যাহার সহস্র ফণা ধরে।
এক কণে মহী ধরে সৃষ্টি রাখিবারে॥
পদ্মাবতী-উদরে জনম বলরাম।
পিতা হাড়ো ওঝা সে—পরমানন্দ-নাম॥ (৫)
পিতা মাতা নাম থুইল—কুবের পণ্ডিত।
সন্ন্যাস আশ্রমে (৬)—নিত্যানন্দ সুচরিত॥
শুক্লা ত্রয়োদশী শুভযোগ মাঘমাসে।
পৃথিবীতে জনম হৈলা পরম-হরিষে॥
কাত্যায়নী জনম লভিল মহী মাঝে।
সীতা-নাম ধরে বিপ্রকুলের সমাজে॥
অদ্বৈত-ঠাকুর-সঙ্গে একত্রে নিবাস। (৭)
দোঁহে মিলি প্রেমভক্তি করে পরকাশ॥
আমি অল্পবুদ্ধি—কার কিবা তত্ত্ব (৮) জানি।
অবতার কিরূপ বা কেমনে বাখানি॥
মহান্তের মুখে যত শুনিঞাছি কাণে।
তাহা ও কহিতে নারি—সঙ্কোচ পরাণে॥ (৯)
আমার শকতি নাহি করিতে নির্ণয়।
নাম লঞা যাব এই যার যেই হয়॥

(১) 'সব সখা। (২) 'ধর্ম্ম'।
(৩) 'নয়নে বহয়ে ধার (৪) 'সংসার
(৫) 'ভেলা।
(৬) 'বরাড়ী রাগ।
(৭) অবতার ভবে ভাইরে ভাই
গোরাচাঁদ বিনে দয়াল আর নাই ধ্রু

(১) পরমাত্মা। (২) 'যারে।
(৩) 'সভে বা বুঝি (৪) 'যবে জন্ম যুগ
(৫) 'ধাম (৬) 'বৈরাগ্য হৃদয়ে।
(৭) 'বিলাস (৮) কারো তত্ত্ব নাহি
(৯) 'তাহা কহিবারে নারি অনেক বদনে।

আগে-পাছে বিচার না কর কেহো মনে।
অন্তর্যামীরূপে প্রভু সবে অনু (১) ক্রমে॥
শচী দেবী জগন্নাথ-মিশ্র-পুরন্দর।
আপনে ঠাকুর জন্ম লৈলা যার ঘর॥
গোপীনাথ নাম (২) কাশীমিশ্র ঠাকুর
চৈতন্য-সম্মত-পথে আনন্দ প্রচুর॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর গদাধরদাস।
মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস॥
রায় রামানন্দ আর বাসুদেব দত্ত।
হরিদাস ঠাকুর গোবিন্দ মুরারি॥
ঈশ্বর মাধব পুরী বিষ্ণু পুরী আর।
ব্রহ্মানন্দ পরমানন্দ পুরী শুদ্ধাচার॥
পণ্ডিত জগদানন্দ আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
মাধব পণ্ডিত আদি পৃথিবী আসিয়া॥
রামদাস গৌরীদাস আর ত সুন্দর।
কৃষ্ণদাস (৩) পুরুষোত্তম এ কমলাকর॥
(কালা কৃষ্ণদাস আর উদ্ধারণ দত্ত।
দ্বাদশ গোপাল মধ্যে ইঁহার মহত্ত্ব॥)
পরমেশ্বর দাস আর বৃন্দাবন দাস।
কাশীশ্বর শ্রীরূপ সনাতন পরকাশ॥
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসু ঘোষ আর।
সভে মিলি আসি কৈল পৃথিবী প্রচার॥
মোদক পণ্ডিত মিলিয়া পাঁচ ভাই।
জনম লভিলা পৃথিবীতে একঠাঞি॥
পুরন্দর পণ্ডিত আর পরমানন্দ বৈদ্য।
পৃথিবী আইলা যত ছিলা অপ্রমাদ॥
শ্রীনরহরি দাস—ঠাকুর আমার।
বর্ণন করিব কিছু চরিত্র তাহার॥
তাহার চরিত্র আমি কি কহিতে জানি।
আপন বুদ্ধির শক্তি যেই অনুমানি॥
অজ্ঞান কেহো কিছু না করিহ মনে।
প্রতীতি করিবে নিজ-গুরুর চরণে॥
যার পদ-পরসাদে আমি হেন ছার।
তে মোর ঠাকুর গুণ (৪) কহোঁ তা (৫) সভার॥
শ্রীনরহরি-দাস—ঠাকুর আমার।
বৈদ্যকুলে মহাকুলপ্রভাব যাহার।
অনর্গল কৃষ্ণ-প্রেম—কৃষ্ণময় তনু।
অনুগত জনে না বুঝায় প্রেম বিনু॥

অসঙ্খ্য জীবেরে দয়া কাতর হৃদয়।
কৃষ্ণঅনুরাগে সদা অথির আশয়॥
রাধাকৃষ্ণরসে তনু গঢ়িয়াছে যেন।
ভাবের উদয় বাল যখন যেমন (১)॥
(ক্ষণে রাধাকৃষ্ণ-রসে নির্ম্মল কীরিতি।
শ্রীখণ্ড-ভূখণ্ড-মাঝে যার অবস্থিতি॥
'নরহরি চৈতন্য' বলিয়া প্রভুর খ্যাতি।
সে চরণ বিনু মোর আর নাহি গতি॥)
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে রাধা ভাবের আবেশে।
রাধাকৃষ্ণ-রস মূর্ত্তিমন্ত পরকাশে॥
চৈতন্য-সম্মত পথে সে শুদ্ধ বিচার।
অতুল সরস ভাব সব অবতার॥
সকল বৈষ্ণবে যোগ্য সম্মান পিরিতি।
সকল সংসারে যার নির্ম্মল কীরিতি॥
(বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যার।
রাধাপ্রিয়-সখী তিঁহো মধুর ভাণ্ডার॥
এবে কলিকালে গৌরসঙ্গে নরহরি।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-ভাণ্ডারের অধিকারী॥)
তার আত্মজ—শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।
সকল সংসারে যশ ঘোষয়ে প্রচুর॥
(শ্রীমূর্ত্তিকে লাড়ু খাওয়াইল যেই জন।
তারে অল্পবুদ্ধি করে কোন মূঢ় জন॥
সহজে বৈষ্ণব নহে বর্ণের ভিতর।
কৃষ্ণসঙ্গে যার কথা—সে কৃষ্ণ কেবল॥
শ্রীমূর্ত্তির সনে কথা যার অনুব্রত।
তাহারে কেমন জান কেমন মত॥
যাহারে চৈতন্য বৈল—মোর প্রাণ তুমি।
প্রকাশ করিল যারে অভিরাম গোস্বামী॥
মদন বলিয়া অবতার জানাইল।
চৈতন্যের কোলে সভে তেমনি দেখিল॥)
কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগ-মন মোহে।
নাহি ভিন্ন তনু—সব সনাতন-সনেহে॥
সর্ব্বদা মধুর বাণী বোলয়ে বদনে।
একবার না শুনিল উৎকট-বচনে॥
চাতুরী মাধুরী লীলা বিলাস লাবণ্য।
রসময় দেহ তার এ সংসারে ধন্য॥
পিতা যার মহামতি শ্রীমুকুন্দদাস।
চৈতন্য-সম্মত-পথে নির্ম্মল বিশ্বাস॥
(ময়ূরের পাখা দেখি রাজসন্নিধানে।
পড়িলেন কৃষ্ণরূপ আকর্ষিয়া মনে॥

---

(১) 'নাহি হয়' বা 'প্রভুর নহে'।
(২) 'গোপীনাথাচার্য্য'। (৩) 'বিষ্ণুদাস'
(৪) 'গুণ কহো কিছু'।
(৫) 'তো সভার ঠাকুর গুণ কহি তে'

(১) 'কভুবা প্রভুর'।

কে জানে কেমন রস চৈতন্যের সঙ্গী।
জ নহে অনন্ত-আদি—যারা অঙ্গসঙ্গী॥
জীবে কি দেখিতে পায় কৃষ্ণের বৈভব।
সেই জন দেখে যাতে কৃষ্ণ অনুভব॥)
কি কহিব আর অন্য-পারিষদ যত।
পৃথিবী আইলা সভে—নাম নিব কত॥
সমুদ্রের জল যবে কলসে পরিমাপি (১)।
পৃথিবীর রেণু যবে একে-এক গণি॥
আকাশের তারা যবে গণিবারে পারি।
কভু গোরা-অবতার লেখিবারে নারি॥
মুঞি অতি অল্পবুদ্ধি—কি বলিব আর।
মূরুখ হইয়া করোঁ বেদের বিচার॥
অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্য রত্ন চাহে।
খর্ব্ব যেন চাঁদ ধরিবারে মেলে বাহে॥
পঙ্গু নদী লঙ্ঘিবারে করে অহঙ্কার।
ক্ষুদ্র পিপীলিকা গিরি চাহে বহিবার॥
ঐছন আমার আশা হৃদয় বিশাল।
গোরা-অবতার-কথা করিতে প্রচার॥
করজোড় করি বোলোঁ—শুন সর্ব্বজন।
বাচাল করয়ে গোরাগুণে মূকজন॥
নির্জ্জিহ্বে কহয়ে সে প্রকট পটু বাণী।
না পড়ি মূরুখ কহে ব্রহ্মের কাহিনী॥
পড়ি বা জনমি যশ যহ ভাগবত।
কৃষ্ণের গোপত কথা করয়ে (২) বেকত॥

(১) 'যদি কলসে পুরি আনি। (২) 'করিতে।

অকারণে করুণা করয়ে সর্ব্বজীবে।
মাতা যেন দুরন্ত তনয় পালিবেবে॥
ঐছন প্রভুর দয়া দেখিয়া অবাধ (১)।
অধম হইয়া অমৃতের করোঁ সাধ॥
শ্রীনরহরিদাসের দয়াময় দেহে।
পাতকী দেখিয়া দয়া—অবাধ (২) দিনেহে॥
দুরন্ত পাতকী অন্ধ অতি দুরাচারে।
অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমারে॥
তার দয়া লে আর বৈষ্ণব-প্রসাদে।
এই ভরসায় পুথি হইবে অবাধে॥
করজোড় করি বোলোঁ কাতর-বয়ানে।
অন্তর নিবেদিএ (৩) মুঞি বৈষ্ণবচরণে॥
মোর অধিক অধম নাহিক মহী-মাঝে।
বৈষ্ণবের কৃপাবলে সিদ্ধ হউক কাজে॥
দশনে ধরিয়া তৃণ (৪) এ লোচনদাস।
প্রণতি বিনতি (৫) করোঁ—পূর' মোর আশ॥
সূত্রখণ্ড সায় পুথি—শুন সর্ব্বজন (৬)।
অবতার আদিখণ্ডে কহিব এখন॥
(সূত্রকথা সায় এবে প্রেমার বিলাস।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥)

(১০) 'অগাধ' বা 'আবাধ'।
(২) 'অবধি' বা 'বাতুল'।
(৩) 'নিবেদেঁ'।
(৪) দন্তে তৃণ ধরি কহে'
(৫) 'মিনতি' বা কাকুতি'।
(৬) 'কথা কহিল কথন।

ইতি শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে
সূত্রখণ্ড সমাপ্ত॥ * ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

আদিখণ্ড।

ধানশী রাগ। দিশা॥

জয় নরহরি-গদাধর-প্রাণনাথ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
প্রভু গোরাচান্দ নারে জয় জয়॥
(গোরাচান্দ॥)
জয় জয় গদাধর গৌরাঙ্গ নরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বশক্তিধারী॥
জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য মহেশ্বর।
জয় জয় গৌরাঙ্গের ভক্ত মহাবর॥
সভার চরণ-ধূলি মস্তকে ধরিয়া।
আদিখণ্ড-কথা কহি—শুন মন দিয়া॥ (১)
সর্ব্বাগ্রজ জন যবে জনম লভিল।
সাজ সাজ বলি শব্দ ঘোষণা পড়িল॥
পৃথিবী চলিব—আর নাহিক বিলম্ব।
আপনি ঠাকুর শচী-গর্ভে অবলম্ব॥
(জয় জয় শব্দ হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া।
দেব নাগ নর দেখে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
কেহো যারে বোলে জ্যোতির্ম্ময় সনাতন।
কেহো যারে বোলে সূক্ষ্ম স্থূল নারায়ণ॥

(১) মঙ্গলাচরণটি প্রাচীন পুঁথিতে নাই। একখানি পুঁথিতে মঙ্গলাচরণটি এইরূপ পরিবর্দ্ধিত আকারে আছে।—

"জয় জয় প্রভু বিশ্বম্ভর দ্বিজরায়।
জীবের কৃষ্ণভক্তি হয় তোমার কৃপায়॥
জয় জয় জগন্নাথ শচীঠাকুরাণী।
যার ঘরে অবতীর্ণ দেব চক্রপাণি॥
জয় জয় নিত্যানন্দ অখিলের প্রাণ।
জয় জয় কৃপার সমুদ্র বলরাম॥
জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র—প্রভুর মাতৃগুরু।
অধম মো-হেন জনে কৃপা দৃষ্টি কর॥
সূত্রখণ্ড সার কথা কহিল কথন।
অবতার আদিখণ্ডে কহিব এখন॥"

কেহো যারে বোলে স্থূল সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম।
সে জন করিল শচীগর্ভে অবলম্ব॥
তেজোময় বায়ুরূপ গর্ভ বাঢ়ে নিতি।
দেখিয়া ত সর্ব্বলোকের বড় চমৎকৃতি)॥ (১)
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে।
শচীর উদরে (১) মহানন্দ পরকাশে (২)॥
(দিনে দিনে তেজ বাঢ়ে শচীর শরীরে।
দেখিয়া সকল লোক হরিষ অন্তরে॥
না জানিয়ে কোন্ জন আইল শচীর ঘরে।
ঘরে ঘরে এই মনে সভাই বিচারে॥)
ছয়-মাস পূর্ণ হৈলে শচীর উদর।
অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ঘর॥
হেনই সময়ে এক অদ্ভুত কথা।
আচম্বিত অদ্বৈত-আচার্য্য আইলা তথা॥
ঘরে বসি আছে জগন্নাথ দ্বিজবর্য্য।
সম্ভ্রমে উঠিলা দেখি অদ্বৈত-আচার্য্য॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি-সর্ব্বগুণধাম।
ত্রিজগত ধন্য তার নাহিক উপাম॥
দেখি মিশ্র-পুরন্দর বড়ই সম্ভ্রম।
বসিতে আসন আনি দিলেন আপনে॥
চরণের ধূলি লৈল মস্তক-উপর।
সম্ভ্রমে আচার্য্যে হৈল বড় বিস্ময়॥
পাদ-প্রক্ষালনে জল দিল শচীদেবী।
শচী দেখি সম্ভ্রমে উঠিলা অদ্বৈত গোসাঞি॥
অনুরাগে রাঙ্গা দুই কমল লোচন।
বাষ্প ঝলমল (৩) আঁখি—অরুণ বদন (৪)॥
সকম্প অধরে—কণ্ঠ গদগদস্বর।
ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল॥

(১) 'জঠরে'। (২) 'পরবেশে'।
(৩) 'ছলছল'। (৪) 'বরণ'।

শচী-প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম।
চমকিত শচীদেবী দেখি অধিক ন॥
জগন্নাথ সসন্দেহ—শচী সবিস্মিতা।
কি কর কি কর বোলে—হৃদয়ে দুঃখিতা॥
জগন্নাথ বোলে—শুন আচার্য্য-গোসাঞি।
তোমার চরিত্র কেহো বুঝিবারে নাঞি॥
দয়া করি কহ যদি ঘুচাও সন্দেহ।
নহে বা এ চিন্ত-অগ্নে পোড়াইল (১) দেহ॥
আচার্য্য কহিল—শুন মিশ্র পুরন্দর।
জানিবে সকল পাছে—কহিল উত্তর॥
পুলকিত সব অঙ্গ—জানিঞা সন্দর্ভ।
গন্ধ-চন্দনেতে লেপে শচীর শ্রীগর্ভ॥
সাত-প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম।
না কিছু কহিলা—গেলা আপনার স্থান॥
এথা শচী-জগন্নাথ মনে অনুমানে।
মোর গর্ভ-বন্দনা করিলা কি কারণে॥
আচার্য্য-গোসাঞি কৈল গর্ভের বন্দনা।
শতগুণ তেজ শচী পাশরে আপনা॥
সব সুখময় দেখে—না দেখয়ে দুঃখ।
সব দেবগণ দেখে আপনা-সম্মুখ॥
ব্রহ্মা-শিব-শক্র-আদি যত দেবগণ।
উদর সম্মুখ করি করয়ে স্তবন॥
(জয় জয় অনন্ত অদ্বৈত সনাতন।
জয়াচ্যুতানন্দ নিত্যানন্দ জনার্দ্দন॥
জয় সত্ত্ব রজস্তম—প্রকৃতির পর।
জয় মহাবিষ্ণু কারণ সমুদ্র ভিতর॥
জয় পরব্যোমনাথ মহিমা বিস্তার।
জয় সত্ত্ব পরসত্ত্ব বিষ্ণুসত্ত্বাকার (২)॥
জয় গোলোকের পতি—রাধার নাগর।
জয় জয় অনন্ত বৈকুণ্ঠ অধীশ্বর॥
জয় জয় নিশ্চিন্ত ধীর-ললিত।
জয় জয় সর্ব্বমনোহর নন্দসুত॥
এবে কলিযুগে শচীগর্ভেতে প্রকাশ।
আপনে ভুঞ্জিতে আইলা আপন-বিলাস॥
জয় জয় পরানন্দ-দাতা এই প্রভু।
এ হেন করুণা আর নাহি হয় কভু॥
আপনি আপনদাতা হৈলা কলিকালে।
পাত্রাপাত্র-বিচার না হৈব গদাধরে॥
যে প্রেম যাচিঞা করে মোরা সব দেবে।
না পাইল লব-লেশ গন্ধ অনুভবে॥
সে প্রেম মধুররস আপনি খাইয়া।
ভুঞ্জাইবে আচণ্ডালে—দোষ না দেখিয়া॥
তুয়া-প্রেম-লব-লেশ মোরা যেন পাই।
তোর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণগুণ যেন গাই॥
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তনদাতা গৌরহরি।
ইহা বলি দেবগণ প্রদক্ষিণ করি॥)
চারিমুখ ব্রহ্মা করে বহুবিধ (১) স্তুতি।
তরাসিল শচীদেবী চমকিত-মতি॥
সর্ব্বজীবে দয়া ভেল শচীর অন্তরে।
আত্মজ্ঞানে দয়া করে—নাহি ভিন্ন পরে॥
দশ-মাস পূর্ণ ভেল গর্ভ দিবশ-দিনে।
আপনা পাশরে দেব মনের হরিষে॥
শুভদিন শুভক্ষণ পূর্ণিমা তিথি।
ফাল্গুনের শুভচি শশি মকরজুতি॥
রাহু চন্দ্র গরাসয়ে অদভুত বেলে।
উঠিল চৌদিগ ভরি হরি-হরি-বোলে॥
চৌদিগ ভরল আর দিব্য চারুগন্ধ।
পরসন্ন দশদিগ—বায়ু মন্দ-মন্দ॥
ষড় ঋতু উদয় হৈল গেল হেনকালে।
প্রভু-শুভজন্ম পৃথিবীতে হেন বেলে॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্য-যানে চাহে।
গৌর-অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধাএ॥
একমাত্র শুনি ধ্বনি—হরি-হরি-বোল।
জন্মমাত্র প্রকাশ করিল প্রভু মোর॥
শচীর উদরে ভেল বৈকুণ্ঠ-সম্পদ।
আনন্দে বিভোল শচী বোলে গদগদ॥
জগন্নাথ-পণ্ডিতেরে ডাকে হাথসানে।
জনম সফল—দেখ পুত্রের বয়ানে॥
পুরনারীগণ জয় জয় দেই সুখে।
আনন্দে বিভোর সবে দেখিয়া বালকে॥
(বেদ-দেব-নাগকন্যা সভাই আইলা।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ জয়-জয়-ধ্বনি কৈলা॥
গৌর-নাগরিমা-গন্ধ ভরিল ব্রহ্মাণ্ড।
প্রতি অঙ্গ রসরাশি অমিয়া অখণ্ড॥
দেখিতে দেখিতে সভার জুড়াইল নয়ান।
সভার মনেতে হৈল—এই নাগরীর প্রাণ॥)
এ হেন বালক কভু দেখি নাহি শুনি।
বালক দেখিয়া হিয়া করয়ে কি জানি॥

(১) 'কি চিন্তা-অগ্নি পোড়াইব'।
(২) 'সত্ত্ব পরসত্ত্ব বিশুদ্ধসত্ত্বাকার'।

(১) আদি করে বহু

মানুষের হেন ঠান না দেখিয়ে কিছু ।
দিব্য বিলাসিনী বোলে—জানিব ইহা পাছু ॥
জগন্নাথ বিভোল দেখিয়া পুত্র-মুখ ।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরয়ে তার অন্তর-কৌতুক ॥
কত-চান্দ-উদয় দেখিয়া মুখখানি ।
প্রফুল্ল কমলদল বয়ান বাখানি (১) ॥
উন্নত নাসিকা তিলকুসুম জিনিঞা ।
ঝলমল গোরা-অঙ্গ-কিরণ অমিঞা ॥
অধর অরুণ—আর চারু গণ্ডজ্যোতি ।
সুন্দর চিবুক দেখি উঠয়ে পিরিতি ॥
সিংহ-গ্রীব গজ-স্কন্ধ বিশাল হৃদয় ।
আজানুলম্বিত ভুজ—তনু রসময় ॥
বিশাল নিতম্ব—উরু কদলীর যেন ।
অরুণ-কমলদল দুখানি চরণ ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ সে পঙ্কজ পদতলে ।
রথ ছত্র চামর স্বস্তিক জম্বুফলে ॥
ঊর্দ্ধরেখা ত্রিকোণ কুঞ্জর কুম্ভবরে ।
সব-অপরূপ রূপ অমিয়া উগারে ॥
হেন অপরূপ রূপ পৃথিবীর মাঝে ।
মহারাজ-রাজাধিক লক্ষণ বিরাজে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেবগণ ।
পৃথিবী আইলা কিবা কৌতুক-কারণ ॥
নয়ানে লাগিল সভার (২) অমিয়া-অঞ্জন ।
চির অনুরাগে যেন প্রিয় দরশন ॥
জন্মমাত্র বালক হইল এই দেখা ।
কত কাল ছিল পুরুষের যেন সখা ॥
প্রতি-অঙ্গে অমিয়া সঞ্চরে (৩) রাশিরাশি ।
নিরখিতে নয়নে হৃদয়ে কেনে বাসি ॥
বালক দেখিয়া বুক ভরল আনন্দে ।
আলসিত আঁখি (৪) কেনে শ্লথ নীবিবন্ধে ॥
জন্মমাত্র বালক হইল যেইক্ষণে ।
কত কোটি কাম জিনি সুন্দর বদনে ॥
হেন অনুমানি সভে দেই জয় জয় ।
স্বরূপে মানুষ নহে শচীর তনয় ॥
অভিনব-কামদেব শচীর নন্দন ।
শ্রবণে অমৃত যবে করয়ে ক্রন্দন ॥
আপনে গোলোকনাথ কৈল অবতার ।
নির্দ্ধারিল নারীগণ অনুমানসার ॥
সবলোকনাথ এ অবনী-পরকাশ ।
আনন্দে বিভোল কহে এ লোচনদাস ॥ (১)

---

(১) 'বয়ান দুখানি'। (২) 'যেন'। (৩) 'সিঞ্চয়ে'।
(৪) 'অলসল আঁখি' বা 'আলস ভেল অঙ্গ'।

(১) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"কান্দিছে দুখিনী মায়, শিশু নাই দুগ্ধ খায়,
কিবা বিধি লিখিল কপালে ।
কোলে করি গোরমণি, শোকাকুলী শচীরাণী,
তিতিলেন নয়নের জলে ॥
সাতকন্যা হৈয়া মৈল, শেষে এই পুত্র হৈল,
মনে মোর অধিক উল্লাস ।
রূপে-গুণে অদভুত, দেখিএ উত্তম সুত,
দিয়া বিধি করিল নৈরাশ ॥
কত কোটি চান্দ জিনি, সুন্দর বদনখানি,
ভুরুযুগ কামের কামান ।
উন্নত নাসিকা দেখি, জুড়ায় সভার আঁখি,
রসে ডুবু কমল-নয়ান ॥
অনেক তপের ফলে, হেন শিশু মোর কোলে,
কান্দে পুত্র মনে বড় তাপ ।
যদি দুগ্ধ নাহি খায়, শিশু মোর নষ্ট হয়,
তবে মো গঙ্গায় দিমু ঝাঁপ ॥
ইহা বলি কান্দে দেবী, শুনি যত পুরনারী,
ধাইয়া আইলা শচী যথা ।
শিশুর রোদন শুনি, কান্দে সব রমণী,
অন্তরে পাইবা বড় ব্যথা ॥
সভে বোলে শচীরাণী, তুমি বড় অভাগিনী,
হেন পুত্র দুগ্ধ নাহি খায় ।
দেখিয়া শিশুর মুখ, সভার বিদরে বুক,
কেমনে এই জীবে শচীমায় ॥
তহি এক বিলাসিনী, কহিছেন হিতবাণী,
শুন শচি বলিয়ে তোমারে ।
কান্দিছে করিয়া ছলা, হৈয়াছে ষষ্ঠীর খেলা,
শিশু রাখ বৃক্ষের উপরে ॥
তাহা শুনি প্রভু হাসে, রাখিল নিম্বের গাছে,
মায়া করি করএ রোদন ।
শোকাকুলী শচীদেবী, আর যত পুরনারী,
সভে কান্দে হইয়া অচেতন ॥
গুরুভক্তি লওয়াবারে, সেই প্রভু বিশ্বম্ভরে,
প্রকট করিলা কল্পতরু ।
শুনহ সকল লোক, ঘুচিব সংসার-শোক,
ইহা জানি দৃঢ়-কর গুরু ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধমজনার বন্ধু,
গুরু বিনু গতি নাহি আর ।"
গুরুর চরণ মনে, যেবা ভাবে রাত্রদিনে,
এ ভব-সংসার হয় পার ॥
গুরু নাহি করে যেই, নিশ্চয় বঞ্চিত সেই,
অপবিত্র তাহার শরীর ।

২

মঙ্গলগুর্জ্জরী রাগ।

(মিশ্র পুরন্দর, আনন্দে গরগর,
গদগদ ভেল কণ্ঠস্বরে।
ইষ্ট কুটুম্ব, আনি অবিলম্ব,
পুত্রমহোৎসব করে॥
মঙ্গল করহ উৎসাহ।
আনন্দে শচীর মন্দিরে
গোরাগুণ গাহ মারে হারে (১)॥ ধ্রু॥)
জয় জয় জয়, চৌদিগে সুস্বর,
আনন্দে ভরল নগরী।
কুলবধূ যত, আওল শতশত,
বিলাইল সিন্দূর পিঠালি॥
পুত্র করি কোলে, আনন্দে প্রেমভরে,
গদগদ বোলে শচীদেবী।
আশীর্ব্বাদ কর, পদধূলি দেহ বর,
বালক হউ চিরজীবী॥
বালক নহে মোর, আপন বলি বর,
দেহনা সব নারীগণে।
অমিয়াধিক দেহ, পরিণাম বিপর্য্যয়,
নিমাই বলিয়া থুইল নামে॥
এ অষ্ট-দিবসে, শিশুগণ সন্তোষে,
এ অষ্ট-কলাই বিলাই।
নবরাত্রি মহোৎসব, আনন্দময় সব,
বাজএ আনন্দ-বাধাই॥
বাঢয়ে দিনে দিনে, শচীর নন্দনে,
অবনী পূর্ণিমার চান্দে।
কাজরে উজোর, নয়ানযুগল,
গোরোচনা-তিলক সুছান্দে॥
এ কর-চরণ, সঘন চালন,
ঈষত হাসয়ে মুচকি।
শচী-জগন্নাথ, দেখি অদভূত,
নিরখে অনিমিখ-আঁখি॥

নরের অধম ছার, বৃথা জন্ম যার তার,
পশুর সমান সেই জীব॥
দুঃখিত হইলা জগন্নাথ দ্বিজাচার্য্য।
শুনিল সকল কথা অদ্বৈত আচার্য্য।
বালকের কথা শুনি দুঃখ পাইল মনে।
অস্তেব্যস্তে গেলা তিহঁ শচীর ভবনে॥
বিরহে পড়িযা শচী কান্দে ভূমিতলে।
আচার্য্য দেখিয়া শচী মুখ নাহি তোলে।
কেনে কেনে শচি তোমার বিরস বদন।
তোমারে দুঃখিত দেখি পোড়ে মোর মন।
শচী বোলে—শুনহ অদ্বৈত মহাশয়।
জন্মিঞা বালক মোর দুগ্ধ নাহি খায়।
সত পাঁচ নারী আসি বলিল আমারে।
বালক রাখিল এই নিম্বতরুবরে॥
শুনিঞা আচার্য্যগোসাঞি চলিলা সত্বরে।
চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা প্রভু বরাবরে।
প্রভুর সাক্ষাতে বোলে করজোড় করি।
তোমার চরিত্র কিছু বুঝিতে না পারি।
প্রভু কহে—শুনহ অদ্বৈত দ্বিজবরে।
কেমনে খাইব দুগ্ধ অপবিত্র-শরীরে॥
প্রভু বোলে—আচার্য্য চলহ আপনে।
হরিনাম দেহ গিয়া শচীদেবীর কাণে॥
ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর মন্ত্র কইল।
অদ্বৈত-আচার্য্য তবে আপনি বলিল॥
সত্যযুগে তপোধর্ম্ম লোকের আচার।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞধর্ম্ম কৈল পরচার॥
দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিচর্য্যা ধর্ম্ম।
কলিযুগে কেহ শক্ত নহে হেন কর্ম্ম
প্রভু বোলে—অদ্বৈত কি বলিব আন
কলিযুগে মাত্র এই হরিনাম সার॥
কায়-মনে এই নাম জপে যেই জন।
তিনবারে মিলে তবে কৃষ্ণের চরণ।
শুনিঞা চলিলাচার্য্য শচীবিদ্যমানে।
কহিতে লাগিলা কিছু মধুর বচনে
শুন শুন শচীদেবি আমার বচন।
স্নান করিঞা পর উত্তম বসন॥
এক মহামন্ত্র আমি কহিতে যাব কাণে।
এখনি খাইব দুগ্ধ তোমার নন্দনে
এ বোল শুনিযা শচী হরষিত হৈয়া।
সিনান করিলা দেবী সুরধুনী গিয়া
আসিযা বসিলা শচী আচার্য্যের স্থানে।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শুনাইলা কাণে॥
বোলেন আচার্য্যগোসাঞি আনন্দ-হিয়ায়।
এখন আনহ তুমি আপন তনয়॥
এ বোল শুনিয়া শচী হরষিতে চলে।
বৃক্ষ হৈতে নাম্বাইয়া পুত্র কৈলা কোলে॥
আসিঞা বসিলা শচী আচার্য্যসম্মুখে।
করে ধরি যত্ন করি স্তন দিলা মুখে॥
দুগ্ধপান করে প্রভু শচীর নন্দন।
জয়ধ্বনি হরিধ্বনি হয় ঘনেঘন॥
হাসিঞা হাসিঞা কহে আচার্য্যগোসাঞি।
এ বালকের নাম আমি রাখিল 'নিমাই'॥
শচীজগন্নাথের হিয়া হইল উল্লাস।
কহএ লোচন হরিনাম-পরকাশ॥"

(১) 'মঙ্গল সভে করে, শচীর মন্দিরে, আনন্দে গোরাগুণ গাহরে। আরে হর।'

শ্রীঅঙ্গমার্জ্জন, করয়ে নিতি নিতি,
সুগন্ধি-তৈল হরিদ্র।
বদন চুম্বয়ে, হিয় ভরি থুয়ে,
ধন্ত শচী সুচরিতা॥
ঐছন দিনে দিনে, বাঢয়ে অনুক্ষণে,
আনন্দ নদিয়ানগরে।
কিবা দিবা-রাতি, না জানে বার-তিথি,
প্রেমায় আপনা পাশরে॥
নদীয়ানগরে, আনন্দ ঘরে ঘরে,
না জানি কি নারী-পুরুষে।
বাল বৃদ্ধ অন্ধ, প্রেম-পরবন্ধ (১),
মাতল অতুল হরিষে॥
শারদ-শশী জিনি, বদন অনুমানি,
মদন-সদন বিরাজে।
যুবতী যত ছিল, উমতি সভে ভেল,
ছাড়ল গুরু-গৃহ কাজে॥
দিনে তিন-বেরি, ধায় পুরনারী,
বালক দেখিবার তরে।
'দেখি দেখি' বলি, সভে কোলে করি, (২)
পুলক ভরল কলেবরে॥
ঐছন দিনে দিনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
আনন্দ কহিল কি যায়।
শ্রীনরহরিদাস,- পদ করি আশ,
লোচনদাস গুণ গায়॥

সিন্দুড়া রাগ।

এইমনে দিনে দিনে শচীর কুমার।
বাঢ়য়ে শরীর যেন অমৃতের ধার (৩)।
কি দিব উপমা তার (৪)—না দিলে সে নারে।
খলবল করে প্রাণ—কহিলে সে পারি॥
নিতি-ষোলকলা-পূর্ণ-ইন্দু মুখচন্দ্র।
সাধে দেখিবারে ধায় জনমের অন্ধ॥
আবেশে অধরে আধ-মুচকি হাসতে।
অমিয়ার সাগর যেন হিল্লোল-সহিতে॥
রসে ঢুলুঢুলু রাতা নয়নযুগল।
কাজর-আমিয়াপঙ্কে কে বান্ধে বাঙ্গল॥

শচী পুণ্যবতী—জগন্নাথ ভাগ্যবান্।
সাদরে নিরখে দোঁহে পুত্রের বয়ান॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে রোয়ে ক্ষণে খটি করে।
ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে॥
শচী-স্তনযুগে দুই চরণ রাখিয়া।
দোলে যেন সোণার লতিকা বায়ু পাঞা॥
অতি দীর্ঘ নয়ান—সুন্দর অট্টহাসি।
অধরে অমিয়া যেন ঢালিছেন শশী (১)॥
নাসিকা শুকের ওষ্ঠ জিনি মনোহর।
গণ্ডযুগ জ্যোতির্ম্ময়—গঠন সোসর॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে।
নামকরণ হইল অন্নপ্রাশন-দিবসে॥
পুত্রমহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর।
অলঙ্কারে ভূষিত সোণার কলেবর॥
অঙ্গদ-কঙ্কণ করে—গলে মতিহার।
কটি স্বর্ণ-শিকলি—মগরা পায়ে আর॥
মঞ্জিল-হিঙ্গুল যেন কর-পদতলে।
অধর বান্ধুলী—আঁখি (২) রাতা-উতপলে॥
বিজুরী মাজিল (৩) গা—রাতুল ঠাঞি ঠাঞি।
ঝলমল অঙ্গতেজ—চাহিতে না পাই॥
বিশ্বপালনে (৪) থুইল 'বিশ্বম্ভর' নাম।
সরস্বতীসংবাদ—এ পুরুষপ্রধান॥
ক্ষণে পিতা-মাতা-কর-অঙ্গুলি ধরিয়া।
আঁখির শরীর পড়ে পদ দুই যাঞা॥
অবেকত আধ-আধ লহুলহু বোলে।
চাঁদের সায়রে যেন অমিয়া উথলে॥
এইমনে দিনে দিনে আঙ্গিনা বেড়ায়।
ঘুচিল বিবিধ তাপ—জগত জুড়ায়॥
লাখমীলালিত পদ ধরণীর কোলে।
প্রেমায় পৃথিবী দেবী আপনা পাশরে॥
গগনে একলা চাঁদ—ভূমে দশ চাঁদ।
কিরণের তেজে সে যে আঁখি পাইল আন্ধ॥
আর দশ চাঁদ কর-অঙ্গুলির আগে।
পাতকী দেখিয়া হিয়া-আন্ধিয়ার ভাগে॥
শ্রীমুখ-চাঁদ কত কোটি চাঁদের রাজা।
ভুরু কামধনু দিয়া কাম কৈল (৫) পূজা॥
কি কহব আর তার করুণ-চন্দ্রিমা।
অন্তরে তিমির কাটে—নাহি করে ক্ষমা॥

---

(১) 'পরিবন্ধ'।
(২) 'দেখি বলি সভে কোলে করে লোভে' বা 'দেখি বুলে বুলে, সভে কোলে করে'।
(৩) 'খানি অমিয়ার সার'। (৪) 'রূপে' বা 'কিছু'।

(১) 'পড়ে খসি খসি'। (২) 'জিনি'। (৩) 'মাজিল'।
(৪) 'বিশ্বপালন হেতু'।
(৫) 'কামধনু দিয়া যার কাম করে'।

কে কহিতে পারে তার বালক-চরিত্র।
লৌকিক আচারে কৈল পৃথিবী পবিত্র ॥
(অগ্রজ তাহার বিশ্বরূপ মহাশয়।
অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞানে গুণময় ॥
তাহার মহিমা-তত্ত্ব কে কহিতে পারে।
যাহার অনুজ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভরে ॥)
দিনে দিনে করে প্রভু করুণা (১) প্রকাশ।
শুনি আনন্দিত হি । এ লোচনদাস ॥

বরাড়ি রাগ।

চান্দা চান্দা চান্দা, গগন-উপরে,
কে পাড়িয়া আনি দিব।
কলঙ্ক মুছিয়া, অ মোর গোরার,
কপালে চিত (২) লিখিব ॥
আয় আয় আয় অ মোর, সোণার সুত নিমাই,
নিন্দের লাগিয়া কান্দে।
অ.থটি করিতে, একটি বোল যেন,
অমিয়া-অধিক লাগে ॥ ধ্রু ॥

এখনি আসিব, নিম ইব ব'প,
ক্ষীর-কদলক লঞা।
হোর আসিছে বাপু, হ উ দুরন্ত বে,
নিন্দ যাহ (৩) আঁখি মুদিয়' ॥
সোণার পদ্ম মুখ, রাতা-পদ্ম আঁখি,
মুদিত আধটি (৪) তাবা।
হেন বুঝি পারা, মধুর পাথারে,
ডুবিল আধ ভ্রমরা ॥
পাটের গিলাপ (৫), তাথে ে' ‧ তু ,
রচিয়া শয্যাখানি।
কোলে করি পুত্র, পাথা ল হইয়া,
শুতিলা শচীঠাকুরাণী ॥ (৬)
এক স্তন মুখে, রহি রহি চাখে,
অঙ্গুলি নাড়যে আব।
লোচন বোলে সব,- দেব-শিরোমণি,
বালবকপ-ব্যবহার ॥

ধানশী রাগ। দিশা ॥

আরে আরে হয়।
হেন অদভুত কথা, শ্রবণমঙ্গল নাম,
শুন গোরা-গুণ-গাঁথা ॥
আকি আরে আকি আরে হয ॥ ধ্রু ॥
আরদিন এক (১) কথা শুন সাবধানে।
আপনা প্রকাশ কভু কৈল যেন মনে ॥
এক গৃহে জগন্নাথ—গৃহান্তরে শচী।
পুত্র কোলে কার শচী (২) সুখে শুতি আছি ॥
শূন্যঘরে কত সৈন্য-সামন্ত ভরিল।
ঐছন বাসএ শচী তরাসিত হৈল ॥
(যত দেবগণ আসি শচী-কোল হৈতে।
বসাইল রত্নসিংহাসনেতে ত্বরিতে ॥
অভিষেক করি নানাবিধ পূজা করি।
প্রদক্ষিণ করি পড়ে চরণেতে ধরি ॥
শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি সভে করে বারবার।
জয়-জয়-হরিধ্বনি করিছে বিস্তার ॥
জয় জয় জগন্নাথ (৩) সভার পালন।
কলিযুগে মো-সভারে করিবে পোষণ ॥
বৃন্দাবনধনরস দিবে মো-সভারে।
নিবেদন (৪) তোমার চরণে বিশ্বম্ভরে ॥
দেখি শচীমাতা বারংবার চমকিত।
পুত্র পুত্র করি শচী ভেল মহা ভীত ॥)
আপনাকে নাহি ভয়—পুত্রগত প্রাণ।
বালক পাঠাঞা দিল জগন্নাথস্থান।
তোব পিতা শুতি আছে ঐ না দেবঘরে।
তথা গিয়া সুখে নিদ্রা যাহ তাব কোলে ॥
চলিলা সে বিশ্বম্ভব মায়ের বচনে।
নূপুরের ধ্বনি শুনি শূন্য চরণে ॥
(বাহিরে আইলা য ব দেবশিরোমণি।
সকল দেবতা আইলা পাছে ে ড ি ॥

---

(১) 'অবনী'। (২) 'চিত্র'।
(৩) "ও বাপ হের আসিতেছে দুরন্ত হাউ নিন্দাহ'।
(৪) 'যেন আধ' বা 'এ আধ'।
(৫) 'গিলিপ' বা 'গেলাপ'।
৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"তবে কথোক্ষণে, শচী শুণে' মনে,
গৃহকার্য্য বহি যায়
গমন-উদ্যম, জানিঞা তখন,
জাগিলেন গোরা-রায় ॥
যবে শচী যায়, উঠিবারে চায়,
উসি-খুসি করে প্রভু।
বালক-চরিত, দেখি অদভুত,
নাহি দেখি শুনি কভু ॥"

(১) 'একদিন আর' বা 'একদিন এক'।
(২) 'শযায' বা 'ল ঞা'।
(৩) 'জয় জগন্নাথ তুমি'।
(৪) 'নিবেদিল'।

কহে—দেবগণ নাচাহ আমারে।
রাধাকৃষ্ণলীলা—কহিল সভারে (১)।
রাধাকৃষ্ণপ্রেম (২) গানেতে মিশাঞা।
ন আনন্দে গৌরচন্দ্র যে ধরিয়া।(৩)
নে কান্দেন কান্দায়েন দেবগণে।
রাধা গোবিন্দ প্রভু বলিছে প্রাঙ্গণে॥
ন্দী যমুনা বৃন্দাবন বলি ডাকে।
রাধা বলিয়া ডাকেন মহাসুখে॥
য়া পুত্রের লীলা মূর্চ্ছা শচী হইলা।
শুনি জগন্নাথ মন্দিরে জাগিলা (৪)॥)
নাথ ডাকে—শচী কিনা ধ্বনি শুনি।
স্বরে ডাকে তরাসিত শচীরাণী॥
রে আসিয়া দোঁহে পুত্র কৈল কোলে।
চরণ দেখি আপনা পাশরে॥
ক্ষণে কৃষ্ণের চরিত্র মনে পড়ে।
দেবী কহে যে দেখিল নিজঘরে—॥
মুখ-পাঁচমুখ-আদি যত দেবা।
-যানে আসি কৈল বালকের সেবা॥
াঙ্গণে নাচিল পুত্র রাধাকৃষ্ণ বলি।
মহ শুনিল স্বপ্নবত মনে করি॥)
থয়া তরাসে তব ঠাঞি পাঠাইল।
-চরণে নূপুর-শবদ শুনিল॥
হন বালক দিব্য মূরতি সুঠান (৫)।
জানি কখন কার (৬) কি হয় বিজ্ঞান॥
ত কন্যা মরি মোর এইটী (৭) ছাওয়াল।
া দিয়া (৮) কিছু হৈলে—না জীব মো আর॥
ত পাঁচ নাই মোর—এই আঁখি (৯) তারা।
ন্ধলের লড়ি যেন এই ধন মোর (১০)।
-সরবস-ধন—দেহে আত্মা তনু।
রহে জীবন মোর গোরাচান্দ বিনু।
-নিবারণ-হেতু প্রতিকার চিন্ত।
ক-মঙ্গল কর দেব আদি অন্ত॥
মন অনুমানে রাত্রি (১১) সুপ্রভাতে।
লায় শচীর সুত বালকসহিতে॥
ণে আঙ্গিনায় লুঠি ধুলায়ে ধূসর।

দেখিয়া জননী বোলে বচন কাতর॥
সোণার পুতলী তনু বদন (১) সুছান্দ।
উপমা দিবার নারি আকাশের চান্দ॥
এহেন সুন্দর গায় দুলায়ে (২) পড়িয়া।
লুটাঞা বুলহ কেনে মায়ের মাথা খাঞা॥
ইহা বলি ধূলা ঝাড়ি চুম্বয়ে বদন।
পুলকে পুরল (৩) অঙ্গ—অরুণ নয়ন॥
তবে আর-কথো-দিনে শচীর নন্দন।
বয়স্যসহিতে করে বাহিরে পর্য্যটন॥
গঙ্গাতীরে তরুমূলে খেলাঞা বেড়ায়।
মর্কট খেলা খেলে—একচরণে দাণ্ডায়॥
(শুনিলেন শচী গঙ্গাতীরে গৌরহরি।
ধরিতে চলিলা শচী হাতে ছুটি(৪) করি॥)
জানুর উপরে জানু—রহে একপদে।
দেখিয়া জননী ডাকে উৎকট (৫) শবদে॥
(মায়েরে দেখিয়া প্রভু পলাইয়া যায়।
মাতিল-কুঞ্জর যেন উলটিয়া চায় (৬)॥
ধর ধর বলি ডাক ছাড়ে শচীরাণী।
আগে আগে ধায় মোর প্রভু দ্বিজমণি॥)
ধরিবারে চাহে শচী ধরিতে না পারে।
ধাঞা সান্ধাইল প্রভু ঘরের ভিতরে॥
ঘরমধ্যে যত ভাণ্ড ভাজন আছিল।
ধর ধর কহিতে সর্ব্ব আছাড়ি ভাঙ্গিল (৭)॥
নাসায় অঙ্গুলি শচী দাঁড়াইয়া চাহে।
হেঁঠ বদন করি বিশ্বম্ভর রহে॥
(অতি বড় কম্পিত হইল লজ্জাভরে।
দাঁড়াইলা হেঁঠমুখ (৮) অশ্রু নেত্রে ঝরে॥
চন্দ্রের উপরে যেন খঞ্জন বসিয়া।
উগারয়ে মতিহার যেমন গিলিয়া॥
দেখি শচী গোরামুখ-প্রেমে পূর্ণ হঞা।
আইস বোলে কাঁদি বোলে মোর দুলালিয়া॥)
করে ধরি কোলে করি বোলে শচী বাণী।
মোর সরবস যাদু তোমার নিছনি॥ (৯)
(এই মনে নানা লীলা করে গৌরহরি।
বুঝিতে না পারে শচী পুত্রের চাতুরী॥

(১) 'তোমারে'। (২) 'দিবে রাধাকৃষ্ণ লীলা'।
(৩) 'অন্তরে ধরিয়া' বা 'রাধাকৃষ্ণের ধরিঞা'।
(৪) 'অধিরে আইল'।
(৫) 'ঠাম'। (৬) 'কিবা শী' (৭) 'এছুটী'।
(৮) 'ইহা দিঞা' বা 'ইহার যে'।
(৯) 'এ যেন আঁখি'। (১০) 'সারা'। (১১) 'শচী'।

(১) 'মদন'। (২) 'ধরণী'।
(৩) ভরল। (৪) 'সাট'।
(৫) 'উচ্চক'। (৬) 'উলটি না'।
(৭) 'ভাঙ্গিয়া ফেলিল'। (৮) 'মাথে'।
(৯) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"শুনহ সকল লোক হঞা একচিতে।
চৈতন্যমঙ্গল কথা অপূর্ব্ব চরিতে॥

লোক-বেদ অগোচর চরিত্র অপার (১)।
ঔদ্ধত্য জানিল শচী না বুঝি বেভার॥
সুদৃঢ় চঞ্চল পুত্র জানিল নিমাই।
দুঃখভাবে শচীদেবী সোঙরে গোসাঞি॥
একদিন পরিণত আনি যত নারী।
পুছিলেন সভাকারে অনুনয় করি॥
কত সাধে পুত্র মোরে দিলেন গোসাঞি।
শিশু-মত আচরণ—বুঝি কিছু নাঞি॥
এক করে আর বোলে—বুঝিতে না পারি।
আচার পবিত্র কিছু না করে বিচারি॥
শুনি সভে কান্দিতে লাগিলা দুঃখভরে।
কোলে করি গোরাচান্দে সভে মেলি বোলে॥
কেনে কেনে বাপ এত কর অমঙ্গলে।
শুনি বিশ্বম্ভর হৈলা অত্যন্ত চঞ্চলে॥
দেখি নারীগণ ব্যথা পাইল অন্তর।
শচী যে কহিল তাহা দেখিল সত্বর॥
কবে হৈতে এমন হইল পুত্র তোর।
শচী বোলে—না পারি কহিতে কিছু ওর॥
একদিন রাত্রে পুত্র ছিনু কোলে করি।
আসি সব (২) দেবতা রহিল ঘর ভরি॥
দিব্যসিংহাসনে মোর নিমাঞি রাখিয়া।
দণ্ডবত করে ভূমে চরণে পড়িয়া॥ (৩)
জাগিয়া দেখিনু মুঞি এত চমৎকার।
সেই হইতে কিবা তত্ত্ব হইল ইহার॥
শুনি সভে এই সত্য বলিলেন বাণী—।
কোন দেব ইহাতে রহিল অনুমানি॥
সব-দেব-নামে এক যজ্ঞ আরম্ভিয়া।
সব বিপ্র লঞা আইস মিশ্রেরে বলিয়া॥
স্বস্ত্যয়ন করি কর বালককল্যাণ।
পূজা পাঞা দেব যেন যায় নিজস্থান॥
চিন্তা না করিহ শচী - কহিল নিশ্চয়।
পূজা পাইলে দেব তোরে করাব অভয়॥
সভারে বিদায় দিল পদধূলি লঞা।
কহিলেন সব শচী মিশ্রেরে যাইয়া॥
শুনি মিশ্র সর্চিন্তিত দ্রব্য সব কর।
যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণের গণকে আহরি॥

এথা শচী গৌরচন্দ্র লঞা গঙ্গাস্নানে।
চঞ্চল ঘুচিব পুত্র—করি এই মনে॥
শচী আগে-আগে যায় (১) বিশ্বম্ভর রায়।
খেলিতে খেলিতে সে অশুচিদেশে যায়॥
ত্যক্ত ভাণ্ড পরশ করিয়া চলি যায়।
দেখিয়া জননী দেবী করে হায় হায়॥
(অধিক চঞ্চল পুত্র হইল আমার।
স্বস্ত্যয়নের ধর্ম্ম (২) আর হইল বিস্তার॥)
ছি ছি বলিয়া ডাকে—বোলে কদুত্তর।
শুনিঞা সদয়-বাণী বোলে বিশ্বম্ভর॥
কি শুচি অশুচি কিবা ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্ব।
না বুঝি বিচার কিছু মরয়ে জগত॥
ক্ষিতি জল বায়ু অগ্নি আকাশ আকার।
জগতে যতেক—ইহা বহি নাহি আর॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণ বিনু নাহি অন্য ধর্ম্ম।
কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর (৩)—কহিল এ মর্ম্ম॥
ইহা শুনি শচীদেবী বিস্ময় হইয়া।
সুর-নদী-স্নান কৈলা গৌরাঙ্গ লইয়া॥
ঘরে গিয়া শচীদেবী জগন্নাথে কয়।
বালক-চরিত্র কিছু শুন মহাশয়॥
(সর্ব্বযজ্ঞময় এই তোমার তনয়।
নিশ্চয়ে জানিল—ইহা (৪) বিনু কিছু নয়॥)
অশুচি-দেশেতে গিয়া কহে হেন বার্ত্তা।
না দেখিল না শুনিল বালকের কথা॥
ইহা শুনি জগন্নাথ পুত্র কোলে কৈল।
ছুইলে অশুচি-দেশ—সব ভাল হৈল॥
কুলের প্রদীপ মোর নয়নের তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা॥
ইহা বলি দোহে পুত্রবদন নেহারে।
প্রেমে গরগর তারা আপনা পাশরে॥ (৫)
অরুণ-নয়নে জল শতধারা গলে।
পুলকিত সব অঙ্গ—আধ-আধ বোলে॥
(হেনকালে বিশ্বম্ভর স্বরূপ-সনে।
খেলায় বিবিধ খেলা এ গীত নাচনে॥

---

(১) 'ইহার'। (২) 'আচম্বিতে'।
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"পাঁচমুখ-ষড়মুখ-আদি যত দেবা।
দিব্য বাসে আসি কৈল বালকের সেবা॥"

(১) বন্ধনীমধ্যগত পদ্যগুলি যে কয়েকখানি পুঁথিতে নাই, সেই কয়েকখানিতে 'শচী আগে আগে যায়' অংশের পরিবর্ত্তে 'অগ্রে আর কখোদিনে', আর 'পুত্রে দিবে আর'—এইরূপ পাঠান্তর আছে।
(২) 'অস্তানের ধর্ম্ম'। (৩) 'তা বিনু সকল মিথ্যা'।
(৪) 'ইহার বিনু'।
(৫) 'প্রেমের সাগর দুহু টলমল করে'।

উপেন্দ্র যেন দুই সহোদর।
শচী-জগন্নাথ হরিষ অন্তর॥)
দোঁহা-মুখ হেরি উপজিল হাস।
-গুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

শ্রীরাগ। দিশা॥

ক হোরে গৌরাঙ্গ জয় জয়॥ মূর্চ্ছা॥
না মোর গৌরাঙ্গ-প্রেম অমিয়া আনন্দ।
মোর গৌরাঙ্গ কি আরে জয় জয়॥ ধ্রু॥
নে দিনে-দিনে ক্ষণে-ক্ষণে আন।
য় শরীর যেন সুমেরুবন্ধান (১)॥ (২)
তের ধারা যেন বচনমাধুরী।
শচীদেবী মনে অতি কুতুহলী॥
ছলে কথা শুনিবারে চাহে রাণী।
কহে—শুনিতে না পাই তোর বাণী॥
করি শচী ডাকে মহা কুতুহলী।
তে না পাই—কহে গোরা বনমালী॥
ল্য-প্রেমেতে মুগ্ধ হৈলা শচীমাতা।
য় করি ছুটি লঞা ধায় উনমতা॥
বাক্য নাহি শুন উদ্ধতের মত।
লে তুমি মোরে নাহি দিবে ভাত॥)
কথোদিনে সেই (৩) শচীর নন্দন।
করি না শুনয়ে মায়ের বচন॥
ন সে শচীদেবী চাহে একদিঠে।
। ধরিবারে যায় হাথে কর ছুটে॥
। (৪) বিশ্বম্ভর গেলা অশুচির স্থানে।
মৃত্তিকার ভাণ্ড বর্জ্জিত যেখানে॥
য়া জননী নিজশিরে কর হানি।
কার করে শচী বোলে কটুবাণী॥
ক সে বিশ্বম্ভর রুষিল হিয়ায়।
র-উপরে ভাণ্ডে উঠিয়া দাণ্ডায়॥
পাপ (৫) বচন শুনি করে বিপরীত।
য়া জননী কিছু কহয়ে পিরিত (৬)॥
স আইস বাপ ছাড় জুগুপ্সিত কর্ম্ম।
হে উচিত তোর ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম॥
কুমার আরে কুলী নয় পুত্র।
ক বলিব লোকে কুচ্ছিত চরিত্র॥

আইস আইস বাপু স্নান কর গঙ্গাজলে।
মায়ের পরাণ কাটে (১)—চড়সিয়া কোলে॥
নহে বা মরিব (২) এই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া।
এ-ঘরে ও-ঘরে যেন বেড়াসি কান্দিয়া॥
কষিল এ দশ-বাণ সুবরণ (৩) তনু।
এহেন সুন্দর গায় কালি মাখ কেনু॥
অশুচি কুচ্ছিত স্থান ছাড় বাপু মোর।
চান্দের কলঙ্ক যেন গায়ে কালি তোর॥
শুনিঞা কহিল বিশ্বম্ভর গুণরাশি।
বারে-বারে কহোঁ তোরে—তভু না বুঝসি॥
অশুচি অশুচি বলি বোলসি কুবোল।
কি শুচি অশুচি আগে বিচারহ মোর।
ইহা বলি সম্মুখে ইষ্টকা লইল হাথে।
ইষ্টকা (৪) প্রহার কৈল জননীর মাথে॥
ইষ্টকা-প্রহারে মূর্চ্ছা পাইলা শচীরাণী।
মা মা বলিয়া পুন কান্দেন আপনি॥
কান্দনের বোল শুনি পুরনারীগণ।
নিকটে যে ছিল ধাঞা আইল তখন॥
গঙ্গাজল মুখে দিয়া সচেতন কৈল।
সংজ্ঞামাত্র 'বিশ্বম্ভর' বলিয়া ডাকিল॥
বাহু পসারিয়া শচী পুত্র কোলে কৈল।
মূর্চ্ছিত হইয়া পূর্ব্বজ্ঞান পাসরিল॥
কান্দয়ে সে বিশ্বম্ভর জননী দেখিয়া।
তহি এক দিব্যনারী কহিল হাসিয়া॥
চিবুকে ধরিয়া বিশ্বম্ভরে বোলে বাণী।
নারিকেলফল দুই মায়ে দেহ আনি॥
তবে সে জীয়য়ে শচী এই তোর মাতা।
নহে বা মরিব এই—শুন মোর কথা॥
ইহা শুনি বিশ্বম্ভর হরিষ হইলা।
তখনি যুগল নারিকেল আনি দিলা॥
তৎকাল-গলিত-বৃন্ত স্নিগ্ধ সোলবান (৫)।
নারিকেল-যুগল দিল জননীর স্থান॥
দেখিয়া সে নারীগণ বিস্ময় হইলা।
এইক্ষণে শিশু নারিকেল কোথা পাইলা॥
তাহে এক দিব্য বিলাসিনী নারী আছে।
লহলহ-বোলে (৬) বিশ্বম্ভরে কিছু পুছে॥
শিশু হঞা নারিকেল কোথা পাইলে তুমি।
তোমার চরিত্র কিছু বুঝিয়াছি আমি॥

---

১) 'সন্ধান' বা 'সমান'।
২) 'বাচয়ে শচীর-মুখ সুমেরুমুখীক'।
৩) 'এত বাক্য শুনি তবু'।
৪) 'ধাঞা'। (৫) 'মায়ের'। (৬) 'হরিষ'।

(১) 'বচন রাখি'। (২) 'মরিবে'। (৩) 'সুবলিত' বা 'সুললিত'। (৪) 'নির্ভয়'। (৫) 'সোলাবাদু'। (৬) 'হাসি'।

ঐছন শুনিঞা বাণী বিশ্বম্ভররায়।
হুহুঙ্কার করি ধরে মায়ের গলায়॥
সচেতন হঞা শচী পুত্র কৈল কোলে।
লাখলাখ চুম্ব দিল বদনকমলে॥
বদন মুছিল অঙ্গ বসন-আঁচলে।
অঙ্গের মার্জ্জনা কৈল সুরনদী-জলে॥
স্নান করাইল গঙ্গাজল-অভিষেকে।
অন্তর-বিস্ময় পুত্র-বদন নিরিখে॥
সমুদ্র-গম্ভীর কোটি-দিনকর-ছটা।
কোটি-নিশাকর-তেজ নখ কুড়ি-গোটা॥
কোটি কাম জিনি রূপ—সুবলিত তনু।
রাজিম ভঙ্গিম আঁখি ভুরু কামধনু॥
সবলোকনাথ এ অবনী পরকাশ।
দেখিয়া জননী পাইল অন্তরে তরাস॥
পূরুব-রহস্য গর্ভধারণের কালে।
দেখিল দেবতা দিব্য-যানে সেই বেলে (১)॥
আর যত বালক-চরিতে যে যে কৈল।
এখন সকল সেই স্মরণ হইল॥
(নিশ্চয় জানিল—জ্যোতির্ম্ময় সনাতন।
নির্লেপ নিরঞ্জন নিরাকার নারায়ণ॥
সর্ব্বময় সর্ব্বশক্তিধর আত্মারাম।
যোগীন্দ্রগণের (২) ইহোঁ ধ্যান অনুপাম (৩)॥
মোর ভাগ্য গণিবারে নারে কোন জন।
ব্রহ্মা-মহেশ্বর-আদি যত দেবগণ॥
সভার আরাধ্য এই আমার তনয়।
বলিতে বলিতে কোলে কৈল গৌররায়॥
যেই-মাত্র শচী কোলে কৈল গৌর (৪) হরি।
পুত্রভাবে শচীদেবী ঐশ্বর্য্য পাশরি॥
ঘরেরে আইলা শচী বিস্ময় হইয়া।
কোন্ দেব আবির্ভাব হৈল পুত্র দিয়া॥
এত চিন্তি রক্ষা বান্ধে অঙ্গে হাথ দিয়া।
জনার্দ্দন হৃষীকেশ গোবিন্দ বলিয়া॥
শির তোর রক্ষা করু চক্র সুদর্শন॥
চক্ষু নাসিকা মুখ রাখুক নারায়ণ॥
বক্ষ তোর রক্ষা করু দেব গদাধর।
ভুজ তোর রক্ষা করু (৫) দেব গিরিধর॥
উদর-বন্ধন তোর করু দামোদর।
নাভিদেশ রক্ষা করু নৃসিংহ ঈশ্বর॥

(১) 'দিব্য যানে চাবিপানে' বা 'সব আদি দিক্‌পালে'।
(২) 'মুনির'।
(৩) 'অনুক্রম'। (৪) 'কোলে কৈল বিশ্বম্ভর'।
(৫) 'ভুই রক্ষা তোর করু'।

জানু দুই রক্ষা করু দেব ত্রিবিক্রম।
রক্ষা করু ধরাধর তোর দু'চরণ॥
সব অঙ্গে ফুৎকৃতি (১) দেই শচীমাতা।
পুত্রভাবে অতিশয় হৈল উনমতা॥
হেনমনে আনন্দে-সানন্দে দিন গেল।
পরম মঙ্গল কাল আসি সন্ধ্যা হৈল॥
সুখে শচী গৌরহরি প্রাঙ্গণে রাখিল।
দাস-দাসীগণে সন্ধ্যাকার্য্যে নিয়োজিল॥
হেনমতে দিন অবসানে সন্ধ্যা হৈল।
পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র গগনে উদিল॥)
হেনকালে বিশ্বম্ভর চতুর সুজান।
মা মা বলিয়া ডাকে যেমত অজ্ঞান (২)॥
(শচী বোলে—সন্ধ্যাকালে না কর ক্রন্দন।
যাহা চাহ তাহা দিব—শুনহ বচন॥
প্রভু কহে—চাঁদ দেহ আমারে পাড়িয়া।
হাসি হাসি শচী বোলে—আরে অবোধিয়া॥
ধিক্ বিধিক (৩) এ পুত্র দিলেন মোর ঘরে।
চাঁদ কে বা আকাশের (৪) ধরিবারে পারে॥
প্রভু বোলে—বে দিলে যে যাহা চাহ তুমি।
তাহা দিব—এমন কহিলে তেনে বাণী॥
এই লাগি চাঁদ নিতে হৈল মোর মন।
ইহা বলি উচ্চ করি করয়ে রোদন॥)
অঞ্চলে ধরিয়া কান্দে নানা খটি করে।
চরণ আছাড়ে—করে নয়ান কচালে॥ (৫)
মায়ের গলায় ধরি কান্দে গোরারায় (৬) রায়।
খেলা খেলিবারে আকাশের চাঁদ চায়॥
ক্ষণে খটি ক্ষণে লুটি মায়ের চুলি ছিণ্ডে।
ধূলায় ধূসর—কর হানে নিজ-মুণ্ডে॥
দেখিয়া জননী বোলে—অবোধিয়া পুত।
তোমার চরিত্র মোরে বড় অদ্ভুত॥
আকাশের চান্দ কতি পাব ধরিবারে।
অমন কতেক চান্দ তোমার শরীরে॥

(১) "ধুথুকৃতি"।
(২) "কান্দে জেনক অজ্ঞান"।
(৩) "ধিক্"। (৪) "আকাশে কে"।
(৫) যে কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথিতে বন্ধনীমধ্যগত অংশ নাই, সেই সকল পুঁথিতে অতঃপর এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ পাইয়াছে,—
"হেনমনে দিন যবে অবসান হৈল।
পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র গগনে দেখিল॥"
(৬) "বিশ্বম্ভর"।

:রা দেখ লাজে চাঁদ মলিন হইল।
বুঝিয়া তোর আগে উদয় করিল॥ (১)
না জানিঞা নবদ্বীপচান্দের উদয়।
লজ্জা পাঞা মেঘের ভিতরে (২) গিয়া রয়॥
দ্বীপে হাউ আইল—শুনহ বচন।
কান্দিহ আরে বাপ আমার জীবন॥)
হা বলি কোলে করি (৩) চুম্ব দেই মুখে।
আপনা পাশরে দেবী প্রেমানন্দসুখে॥
আনন্দে-সানন্দে শচী সম্পদ-বিহ্বলা।
দিগ বিদিগ নাহি দেখি পুত্রলীলা॥
অন্তর-উল্লাস শচী গদগদ-ভাষ।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

ধানশী রাগ। মধ্য-ছন্দ॥

জয় জয় জয়, শচীর নন্দন,
আনন্দ-কন্দ কিশোরা।
বালকের সঙ্গে, খেলে নানা-রঙ্গে,
করিয়া অর্ভক-লীলা॥ ধ্রু॥
চঞ্চল চপল, শিশু সঙ্গে করি,
খেলায় বিবিধ খেলা।
বালকের সঙ্গে, শিশুক্রীড়া রঙ্গে,
করিয়া কৌতুক(৪)লীলা॥
খেলিতে খেলিতে, তথি আচম্বিতে,
শ্বান-শাবক দুই-চারি।
বাঢল কৌতুক, তাহি বাছি এক,
ধরি লইল গৌরহরি॥
সঙ্গের ছাওয়ালে, কহিল তাহারে,
শুন শুন বিশ্বম্ভর।
কুচ্ছিত ছাড়িলে, ভাল তুমি নিলে,
না খেলব—যাব ঘর॥
তবে বিশ্বম্ভর, কহিল উত্তর,
এই শ্বান সভাকার।
সভে এক হঞা, খেল ইহা লঞা,
থাকিবে ঘরে আমার॥
ইহা বলি সেই, শ্বান-সুত লই,
চলিলা আপন-ঘরে।
নিজঘরে গিয়া, গলে দড়ি দিয়া,
বান্ধিল পিণ্ডার উপরে॥
হেন-কালে এথা, বিশ্বম্ভরমাতা,
সমাধিয়া গৃহক জ।
স্নান করিবারে, গেলা গঙ্গাতীরে,
পুরনারী করি সাথ॥
তবে বিশ্বম্ভর, পাঞা শূন্য ঘর,
শ্বানের শাবক লঞা।
বালকের সঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে,
ধূলায় ধূসর হঞা॥
খেলিতে খেলিতে, বালক-সহিতে,
দোঁহে (১) উপজিল দ্বন্দ্ব।
তবে গৌরহরি, একে পুরস্করি,
আরেরে বলিল মন্দ॥
(নিতি-নিতি আসি, কলহ করসি,
স্বভাব কেমন তোর।
হেন বুঝি তোর, চরিত্র আচার,
শ্বানের শাবক চোর॥)
সেই সেই কালে, রুষিয়া অন্তরে,
বাহিরে চলিল ধাঞা।
শচীর সম্মুখে, কহে বড়-ডাকে,
কোপে গদগদ হঞা॥
শুন শুন আরে, তোর বিশ্বম্ভর,
শ্বা নয় শাবক লঞা।
ক্ষণে কোলে করে, ক্ষণে গলে ধরে,
বালক দেখনাসিয়া॥
শুনি শচীরাণী, বালকের বাণী,
সত্বরে আইল ঘরে।
দেখি পরতেখ, শ্বা নয় শাবক,
বিশ্বম্ভর কোলে করে॥
শিরে কর হানি, বোলয় জননী,
না জানি কি তোর লীলা।
সকল থাকিতে, অতি বিপরীত,
কুকুর-ছা লঞা খেলা॥
জনক তোহারি, অতি ধর্ম্মচারী,
তাহার তনয় তুমি।
কি বলিবে লোকে, শ্বানের শাবকে
খেলাহ কি সুখ মানি॥
ব্রাহ্মণকুমার, হেনই আচার (২),
কিছুই নহিল তোর।

---

(১) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র উদয় দেখিয়া।
সকলঙ্ক চাঁদ ওটা গেল পলাইয়া॥"
(২) "আড়ালে"। (৩) "ধূলা ঝাড়ি"।
(৪) "অর্ভক"।

(১) 'তহি'। (২) "হেন কদাচার"।

ইহা যে শুনিব, কে ভাল বলিব,
এ শেল হৃদয়ে মোর ॥
এহেন সুন্দর, মূরতি গোরার,
ধূলা মাখ কিবা সুখে।
বলিতে বচন, নামাহ (১) বদন
আগি লাগু মোর মুখে ॥
কত চাঁদ জিনি, তোর মুখখানি,
এ থির-বিজুরি অঙ্গ।
বেষ নাহি চায়, ধূলা মাখ গায়,
অধম-বালক সঙ্গ ॥
ক্রোধে শচীদেবী, দন্তে ওষ্ঠ চাপি,
বালকেরে দেই গালি।
নিজঘরে যাহ, কুক্কুর-ছা লহ,
মা-বাপেরে দেহ ডালি ॥
ইহা বলি সেই, পুত্র-মুখ চাই,
ডাকয়ে আনন্দে ভোরা।
আইস আইস বাপ, কোলে আসি চাপ,
বদন চুম্বউ (৩) তোরা ॥
শ্বানের শাবক, এড়ি দেহ বাপ,
স্নান কর গঙ্গাজলে।
বেলি দুই-পহর, ক্ষুধা নাহি তোর,
কত দুঃখ দেহ মোরে ॥
মহে শ্বান-সুত, বান্ধি রাখ পুত,
স্নান করিবারে যাহ।
বিকালে খেলিহ, কুকুর-ছা লিহ,
এখনে ত কিছু খাহ ॥
এ মুখ মলিন, সোণার নলিন,
আতপে যেন মৈলান।
নাসিকার আগে, ঘর্ম্মবিন্দু জাগে,
দেখিতে বিদরে প্রাণ ॥
মায়ের উত্তর, শুনি বিশ্বম্ভর,
হাসি উঠি বৈল বাণী।
মোর শ্বান-সুত, জানি যায় কথু,
তবে (৪) জানিবে আপনি ॥
ইহা বলি হরি, মায়ের গলা ধরি,
স্নান করিবারে চাহে।
এ ধূলি ঝাড়িয়া, বদন মুছিয়া,
গন্ধ-তৈল দিল গায়ে ॥

স্নান করিবারে, যায় গঙ্গাতীরে
বয়স্য করিয়া সঙ্গে।
সুরনদীজলে, অতি কুতূহলে
জলক্রীড়া করে রঙ্গে ॥
(সভে সভা-অঙ্গে, জল দেই রঙ্গে,
মাতিল কুঞ্জর যেন।
গোরার এ (১) তনু, সুমেরুক জনু,
অটল-অদ্ভুত হেন ॥)
এথা শচীদেবী, মনে অনুভবি,
শ্বানের ছা এড়ি দিল।
নিজমাতা পাঞা, সঙ্গে গেল ধাঞা,
না জানি কোথারে গেল ॥
সেইখানে এক, আছিল বালক,
ধাঞা গেল গঙ্গাকূলে।
শুন বিশ্বম্ভর, জননী তোমার,
শ্বান-সুত এড়ি দিলে ॥
বালক-বচন, শুনিঞা তখন,
সত্বরে আইলা ধাঞা।
যেখানে থাকিত, সেই শ্বান-সুত,
সেখানে দেখিল গিয়া ॥
চারি-পানে চাহি, শ্বান-শিশু নাহি,
অন্তর জ্বলিল (২) কোপে।
কান্দে উভরায়, গালি দেই মায়,
শ্বানের শাবক-শোকে ॥
(শুন অবোধিনি, কি কৈলি জননি,
এ দুঃখ দেলি মোরে।
পরমসুন্দর, শ্বানশিশুবর,
কেমনে দিলি কাহারে ॥)
বোলে শচীরাণী, আমি ত না জানি,
শ্বানের শাবক তোর।
এইখানে ছিল, কে বা কতি নিল,
কেমন বালক চোর ॥
কোন্ প্রয়োজনে, করহ ক্রন্দনে,
কুক্কুরশাবক-লাগি।
করিয়া যতন, চাহি বনে-বন,
কালি দিব আনি মাগি ॥
করহ অবধি, আপন শপথি,
করিয়া বোল মা তোরে।
শ্বানের শাবকে, আনি দিব তোকে,
না কান্দ না কান্দ আরে ॥

(১) "নাম্বাই" বা "না লয়"।
(২) "বাধা নাহি জায়"। (৩) "চুম্বহ" বা "চুম্বহোঁ"।
(৪) "পুন"।

(১) "গোরাবর-" (২) "জ্বলিল"।

চক বলিয়া, বয়ান মুছিয়ে,
পুত্র কোলে করি নিল।
খ চাহিয়া, হরষিত হঞা,
লাখলাখ চুম্ব দিল॥ (১)
অঙ্গ মার্জ্জিয়া, করি ওচিপনা,
স্নান কৈল গঙ্গাজলে (২)।
দশ মোদক, ক্ষীর কদলক,
ভক্ষণ করিল ভালে॥
ন ঝুটি বাঁধে, পাঁচ ধুপী তাথে,
একত্র করিয়া বান্ধি।

নয়ানে কাজর, সুরেখ উজোর,
দিঠি এ জগত রঞ্জি॥
রক্তপ্রান্ত ধড়া, কটি দিয়া বেড়া,
প্রপদ-অঞ্চল দোলে।
মুকুতার হার, হিয়ার উপর,
চন্দন-তিলক ভালে॥
অঙ্গদ কঙ্কণ, অমূল্য রতন,
চরণে মগরা খাড়ু।
বালকের ঠাঁয়, খেলিবারে যায়,
হাথে করি ক্ষীরলাড়ু॥
(গমন সুন্দর, জনিঞা কুঞ্জর (৩);
বচন গভীর মধু।
বালকের মাঝে, গোরা বিজরাজে,
তারায়ে বেঢল বিধু॥)
ঐছন লীলায়, ঠাকুর (২) খেলায়,
দেবতা দেখিয়া (৩) হাসে।
মার্জ্জার কুক্কুর, পরশে ঠাকুর,
কৌতুক লোচনদাসে॥

(গৌরাঙ্গপরশে কুক্কুর ভাগ্যবান্।
স্বভাব ছাড়িয়া তার হৈল দিব্যজ্ঞান॥
রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ বলিয়া ডাকে নাচে।
নদিয়ার লোক দেখি সব ধায় পাছে॥
কুক্কুরের আবেশ এমন সভে দেখি।
পুলকিত সব অঙ্গ—অশ্রুময় আঁখি॥
আচম্বিতে শ্বান-দেহ ছাড়ি ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণলোক হৈঞা করে গোলোকে পয়ান॥
আচম্বিতে দিব্য এক রথ যে আসিয়া।
আকাশের পথে যায় তাহারে লইয়া॥
সুবর্ণের রথ চক্র সহস্রাংশুধর।
মণি-মুকুতার ঝারা করে ঝলমল॥
লক্ষলক্ষ-ঘণ্টাধ্বনি হইছে তথাতে।
কাংস্য-করতাল তাথে বাজে যুথে-যুথে॥
শঙ্খধ্বনি জয়ধ্বনি হরিধ্বনি শুনি।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর গায় রাধাকৃষ্ণবাণী॥
ধ্বজপতাকা সব উড়ে রথোপরে।
সূর্য্যমণ্ডল চাক—কিরণ উজোরে॥

---

(১) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"যারে যোগিগণে, না পায় ধেয়ানে,
তার পুত্র করি দেখী।
সনক উমাপতি, বিধি চাহে স্তুতি,
কমলা যে পদ সেবি॥
শচী তার মাতা, জগতবরতা,
সে প্রভু অবনী মাঝে।
প্রকাশিয়া প্রেমা, অশেষ মহিমা,
কে তার চরিত বুঝে॥
পোথা পঢ়ি কেহো, খোতা ভই সেহো,
পণ্ডিত-গরব করে।
বোলে মুঞি বড়, কিছু নাহি দড়,
শেষেতে নরকে মরে॥
গৌরাঙ্গচরিতে, যার নাহি চিতে,
কিবা তার কর্ম্মধর্ম্ম।
[তার] চিত্ত সদা নহে, সকল মিছা কহে,
বুঝল কপট ধর্ম্ম॥
অখিল উদরে, দেখাই মাএরে,
ছাই তুলিবা প্রভু রহে।
শচী বোলে পুত, দেখি অদভুত,
এ পুত্র মানুষ নহে॥
তবে শচী মাতা, কহে পুত্রে কথা,
কানাঞা তোমারে লখি।
উদরে যখন, সেবে দেবগণ,
কানুর চরিত দেখি॥
বুঝিল গৌরাঙ্গ, পারিষদ সঙ্গ,
মায়েরে করিল মায়া।
দেখি বিশ্বম্ভরে, হেন কর্ম্ম করে,
কত দুঃখ দেহ মাইয়া॥
মায়ের বচন, শুনিঞা তখন,
দেব গৌর বনমালী।
[তৈল] গন্ধ আমলকী, প্রভু তাহা দেখি,
মায়ের দেহ দেহ বলি॥"
(২) 'বরাইলা জলে'।

(১) "মাতল কুঞ্জর, গমন সুন্দর"।
(২) "সে পহু"। (৩) "আনন্দে"।

রথমধ্যস্থানে বসি রত্নসিংহাসনে।
কমনীয়কান্তি তেঁহো (১) অতি মনোরমে॥
দিব্য আভরণ তার অঙ্গে-অঙ্গে (২) সাজে।
কোটিকোটি মদন মূর্চ্ছিত হয় লাজে॥
পদ্মশ্রীতলে হৈল কোটিচন্দ্র জিনি।
রাধাকৃষ্ণ গৌর জয় বলিয়া করে ধ্বনি॥
সিদ্ধগণ সঙ্গে আসি চামর করিয়া।
চলিলা গোলোকপথে তাহারে লইয়া॥
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি সভে কর জুড়ি।
গৌরাঙ্গমহিমা গান সভে রথ বেড়ি—॥
জয় জয় কৃপাসিন্ধু শচীর নন্দন।
এমন করুণা প্রভু না কৈল (৩) কখন॥
কুক্কুর উদ্ধার করি গোলোকে পাঠায়।
দিব্য দেহ হেন কভু কেহো নাহি পায়।
জয় জয় অগতির গতি গৌরহরি।
জয় জয় অবতার সভার উপরি॥
তোর করুণায় কলি জীব নিস্তারিব (৪)।
আর কিবা লীলা তোর অলৌকিক হব (৫)।
মোরা-সব দেব কবে হব ভাগ্যবান্।
পাইব তোমার পদপ্রসাদ প্রধান॥
কুক্কুর তরিয়া যায় তোমার পরশে।
এমন করুণা কভু নহি হৃষীকেশে॥
কবে মোরা হইব এমন ভাগ্যভাগী।
কুক্কুরে কৃতার্থ কৈলে—তাই মোরা মাগি॥
নম নম অদোষ-দরশী গৌররায়।
নম নম তোমার সুন্দর দুই পায়॥
অনুব্রজি হেনরূপে সব দেবগণ।
কবে মোরা পাব গৌরচন্দ্র চরণ॥
এথা গোলোকেরে আইলা মহাভাগ্যবান্।
গৌরাঙ্গের লীলা (৬) অনুব্রত তথা গান॥
হেন অদভুত গোরাচাঁদের প্রকাশ।
আনন্দ কহয়ে গুণ (৭) এ লোচনদাস॥)

এথা শচীদেবী, মনে অনুভবি,(৮)
ষষ্ঠীব্রত (৯) করিবারে।
পুরনারী যত, সভে করি ব্রত (১০),
গিয়া বট কততলে॥

---

(১) "তার"। (২) "অঙ্গ মাঝে"।
(৩) 'কারু না কৈলে'। (৪) 'উদ্ধার করিব'।
(৫) 'কি কহিব তোর অলৌকিক সব'।
(৬) 'গুণ'। (৭) 'আনন্দ-হৃদয়ে কহে'।
(৮) 'মনে মনে ভাবি'। (৯) 'পূজা'। (১০) 'সাধ'।

নৈবেদ্যের সজ্জ, করিয়া সুসজ্জ,
আঁচলে (১) ঢাকিয়া লঞা।
ব্রত করিবারে, যায় বটতলে, (২)
অতি হরষিত হঞা॥
হেনই সময়, বিশ্বম্ভররায়, (৩)
খেলিতে খেলিতে পথে।
জননী দেখিয়া, আইলা ধাইয়া,
কি লইয়া যাও হাথে॥
বাহু পসারিয়া, পথ আগুলিয়া, (৪)
জননী রাখিতে চায়।
কি কি বলি যায়, ধরিবারে চায়, (৫)
আথটি করিয়া মায়॥
দেব-আরাধনে, করিয়া যতনে,
লইয়া নৈবেদ্যখানি।
ষষ্ঠী পূজিবারে, যাই বটতলে,
এইখানে খেলহ (৬) তুমি॥
আসিবার বেলে, সন্দেশ তোমারে,
আনি দিব শুন বাপ।
দেবতা পূজিব, এ বর মাগিব,
ঘুচিব (৭) অমঙ্গল তাপ॥
এতেক উত্তর, জননী অন্তর,
জানিঞা শ্রীবিশ্বম্ভর।
কহে লহু-বাণী, অমিয়া লবনী,
মুখে মিলাইছে তার (৮)॥
এইমনে তোরে, বোলোঁ বারেবারে,
না বুঝসি অবোধিনি।
ক্ষুধায়ে আমার, পোড়য়ে অন্তর,
নৈবেদ্য খাইব আমি॥
ইহা বলি ধরি, সেই গৌরহরি, (৯)
নৈবেদ্য ভরল মুখে।
দেখিয়া জননী, হাহাকার-বাণী,
অন্তর জ্বলিল কোপে (১০)॥
দেবতার দ্রব্য, ঘৃত মধু গব্য,
বিশ্বম্ভর খাইল (১১) দেখি।

---

(১) 'বসনে'। (২) 'গঙ্গাতীরে'।
(৩) 'চান্দ গোরাএ'। (৪) 'আগোরিয়া'।
(৫) 'করি বোলে, ধরি মাতৃকোলে'।
(৬) 'থাক'। (৭) 'ঘুচে যেন'।
(৮) 'স্বর' বা 'ধার'।
(৯) 'হরি, করিয়া চাতুরী' বা 'হরি, মায়ের কর ধরি'।
(১০) 'চি স্তুত দুখে'। (১১) 'গৌরচন্দ্র খেল'।

অন্তর-চিন্তায়, বিস্মিত হিয়ায়,
কোপে ছলছল আঁখি ॥
অবোধিয়া পুত, বুঝাইব কত,
দেবতা না মান তুমি।
ব্রাহ্মণকুমার, হঞা দুরাচার,
এ দুখে মরিব আমি ॥
শুনি গৌরমণি, জননীর বাণী,
অন্তর জ্বলিল কোপে।
কহিল সে সব, না বুঝসি তব,
কুবোল বোলসি মোকে ॥
শুন অবোধিনি, আমি সব জানি,
আমি তিনলোক-সার।
যত যত দেখ, আমি মাত্র এক,
ত্রিভুবনে নাহি আর ॥
তরুমূলে যেন, জল-নিষেচন,
উপরে সিঞ্চিত শাখা।
প্রাণ-নিষেবণ, ইন্দ্রিয় যৈছন,
ঐছন আমার লেখা ॥

[তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।৩১।১৪)—
"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।" ইতি]

ইহা বলি হরি করিয়া চাতুরী,
মায়ের গলায়ে ধরে।
শচীর হৃদয়, হৈল সবিস্ময়,
গেলা ষষ্ঠী পূজিবারে ॥
সেই ষষ্ঠীদেবী, বহুবিধ সেবি,
বোলয়ে কাতরবাণী।
আমার ছাওয়াল, বড়ই ধামাল (১),
এ দোষ খেমিবে আপনি ॥
(তুমি দিলে মোরে, এ খেপা কে ভরে,
কেমনে লইবে দোষ।
করিবে কল্যাণ, এ মোর নন্দন,
না করিবে কিছু রোষ ॥
সাত পাঁচ নাই এই ধন মাই (২),
দিলে গো করুণা করি।
বিঘ্ন নাহি হয়, এ মোর তনয়,
এ বালক দেবি তোরি ॥)
এতেক বলিয়া, চরণে পড়িয়া,
যত বৃদ্ধ নারীগণে।
বলি বিনয়, করএ প্রণতি (১),
আশীর্ব্বাদ কর মনে ॥
চরণের ধূলি, দেহ নিজ বলি,
মোর বিশ্বম্ভরশিরে।
এ মোর ছাওয়াল, বড়ই চঞ্চল,
বুদ্ধি হয় যেন স্থিরে ॥
দন্তে তৃণ ধরি (২), বোলে শচীরাণী,
সভার চরণ সেবি।
সভে দেহ বর, মোর বিশ্বম্ভর,
পুত্র হউ চিরজীবী ॥
ষষ্ঠীপূজা করি, পুত্র-করে ধরি,
ঘরেরে চলিলা দেবী।
জগন্নাথসনে, করে অনুমানে,
মনে অনুভব ভাবি ॥
কি কহিব আর, সর্ব্বদেবসার,
পৃথিবীতে পরকাশ।
বালকের সঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে,
কহয়ে লোচনদাস ॥

বরাড়ি রাগ। দীর্ঘ ছন্দ ॥(৩)

তবে এক দিনে, সেই শচীনন্দনে,
খেলায় খেলয়ে রাজপথে।

(১) 'ডামাল'। (২) 'এ ধন নিমাই'

(১) 'করিয়া কাকুতি'। (২) 'ফানি'।
(৩) অন্যত্র একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"তুড়ী রাগ—
প্রেম বিনোদিয়া গোরা রসের মরম জানে।
লাখে লাখে গোপী, নিমিখে ভুলিল,
অরুণ নয়ানের কোণে ॥ ধ্রু ॥
এক দিন মহাপ্রভু শচীর নন্দন।
বালকসহিতে খেলে হরষিতমন ॥
প্রভু খেলে যেই খেলা—সভে খেলে তাই।
সভে খেলে—গেঁড়ু খেলি আইসহ নিমাই।
বৃন্দাবনে যে যে লীলা—নবদ্বীপে করি।
সবে তরে দেখিয়া বোলেন হরি হরি ॥
সভখানি কড়িএ পাতিল চক্রকাটা।
ঝম্ফ করি গেঁড় প্রভু আনে এক গোটা ॥
প্রভু বোলে—মারি চক্র কাহার উপর।
যে পায় সেই গেঁড়ু লুফি লুফি ধর ॥
টিকিয়া টিকিয়া যাইল সভার উপর।
পলাইলা চারিদিগে সঙ্গী সহচর ॥
এ কথন পাতিলেক সাত সারে সারে।
দুই তিন চারি গেঁড়ু মারি তাহার উপরে ॥

এ ধূলি ধূসর, হেমগৌর কলেবর (১),
অনুগত বয়স্য সহিতে ॥
শিশু-শিশু ধূলা খেলি, ক্ষণে হয় গালাগালি,
ধূলা-রণে অঙ্গ দিগবাস ।

সেই বাক্তি গেঁড়ু ধরি মারে প্রভুর গায় ।
প্রভু বোলে—অবসানে খেলার নাই দায় ।
এক শিশু বোলে পুন—শুনহ নিমাই ।
আপুনি পাতিলে খেলা আর দায় নাই ॥
ভাল বট হও তুমি বড়ই চতুর ।
কি কারণে তোমায় মোরা ছাড়িব ঠাকুর ॥
প্রভু বোলে—দূর কর খেলায় নাহি কাজ ।
গেঁড়ু দণ্ড বাজে বড়—মুঞি পাইল লাজ ॥
তবে যদি কহ তবে খেলিব একবার ।
এবার বাজিলে গেঁড় না খেলিব আর ॥
ইহা বলি বিশ্বম্ভর নবদ্বীপরায় ।
শিশুগণসঙ্গে রঙ্গে গেঁড়ুয়া খেলায় ॥
গেঁড় মারি সাত পুন পেলায় ভাঙ্গিয়া ।
সেই শিশুপানে প্রভু যায় খেদাড়িয়া ॥
শিশু বোলে—নিমাই তুমি কি কর কি কর ।
যে যেন মারেন তারে কেনে নাহি মার ॥
এ বুঝি আমারে মার ক্ষুদ্র পাঞা বল ।
তোমার পিতামাতা আগে কহিব সকল ॥
প্রভু বোলে—যেজন খেলিতে কেনে আইসে ।
খেলিতে বাজিবে গেঁড়ু—কারে কর রোষে ॥
মোরে যে মারিলে ত হে কি কৈলু রোষ ।
বাজিল আছাটা যায় ক্ষেম মোর দোষ ॥
এই খেলা ছাড়ি ভাই আর খেলা খেলি ।
যদি ইংসা থাকে তবে খেলা ধূলি ধূলি ॥
শিশুগণ বোলে—ধূলি কেমনে খেলিবে ।
যে বুঝিএ সভে সভাকার গাএ দিবে ॥
হয় হয় বোলেন প্রভু নদীয়ার চান্দ ।
এক শিশু বোলে—চক্ষে দিলে হবে আন্ধ
প্রভু বোলে—চক্ষে কার নাহি দিব ধূলা ।
গঙ্গাতীরে তরুমূলে আরম্ভিব খেলা ॥
বৃন্দাবন গোকুল মথুরা মহাবন ।
নীলাচল বিশেষ হয় ভক্তির লক্ষণ ॥
তার মধ্যে নবদ্বীপে যেই যেই স্থান ।
যেখানে গৌরাঙ্গরায় কৈল অবধান ॥
শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ বলি বৈকুণ্ঠমঙ্গল ।
যে জন বুঝিতে নারে সে বড় পাগল ।
যে জন না জানে গোরা পতিতপাবন ।
বুঝি সেই জন পাইল যমের শাসন ॥
নরহরিপাদপদ্ম মনে করি ধ্যান ।
আনন্দে চৈতন্যগুণ এ লোচনে গান ॥”

(১) 'অম্বর'।

সমান সে বয়ঃক্রম, সভে মেলি একমর্ম্ম,
ঘর্ম্ম বন্ধু খেলার আয়াস (১) ॥
সভে মেলি খেলা খেলে, গুপ্তবেদ্যা হেনকালে,
সেই পথে আইলা আচম্বিত ।
তার যত নিজ(২)জন, সঙ্গে করি গমন,
জ্ঞানপথে বিচারে পণ্ডিত ॥
তার সনে অনুমানে, যোগ(৩)শাস্ত্র (৪) বাখানে,
কর-শির করিয়া চালন ।
দেখি বিশ্বম্ভররায়, তার পাছে পাছে ধায়,
অনুসরি গমন-বচন ॥
দেখি বৈদ্য মুরারি, কটাক্ষে তিলেক হেরি,
পুন করে যোগের বাখান ।
সেইমতে বিশ্বম্ভরে, যোগের বাখান করে,
যেন হাথ তেন মুখখান (৫) ॥
এইমনে বেরি-বেরি, পরিহাসে গৌরহরি,
শিশুগণ সংহতি করিয়া ।
দেখিয়া মুরারি বৈদ্য, নিজ আচরণে গদ্য,
কুবচন কহিল রুষিয়া ॥
এচ্ছারে কে বোলে ভাল, দেখিল ত ছাওয়াল,
মিশ্র-পুরন্দর-সুত এই ।
সর্ব্বত্র শুনিএ কথা, ইহার সে গুণগাথা,
ভাল নাম ইহার নিমাই ॥ (৬)
ঐছন শুনিয়া বাণী, রুষিলা সে গৌরমণি,
অনুগ্রহকৃপার কারণে ।
ভ্রুকুটি বয়ন করি, বোলে বাক্‌চাতুরী,
জানাইব ভোজনের ক্ষণে ॥
শুনি বিশ্বম্ভরবাণী, মুরারি সে মনে গুণি,
ঘর গেলা বিস্মিত-হিয়ায় ।
গৃহকার্য্য ব্যাবৃতে পাশরিল অন্তচিতে,
হইল সে ভোজন সময় ॥
এথা বিশ্বম্ভর হরি, অঙ্গের সুবেশ করি,
কটিতে টানিঞা পিন্ধে ধড়া ।

(১) 'আওাল'। (২) 'যেই যোগ্য'।
(৩) একখানি পুঁথিতে সর্ব্বত্রই 'যোগের' পরিবর্ত্তে 'তর্জ্জা' পাঠ আছে।
(৪) 'যোগ-তর্জ্জা'। (৫) 'ঠান'।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
“শর্কবাণতভাবেণ নিশ্যঙ্কমুপ র্জিতম্ ।
পয়সা সিঞ্চতে নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে ॥
দুষ্ট কভু শিষ্ট নহে, নিম্ব কভে মিষ্ট হয়ে,
মুরারি ক্রোধ হয়ে বলে ।
বলিএ ত সুমতি, চলি, যায় শীঘ্রগতি,
কহিলেন পাগল ছাওয়ালে ॥”

শিরে শোভে তিন ঝুঁটি, গলায়ে সে রসকাঠী (১)
কণ্ঠলগ্ন মুকুতা ছবেড়া॥

নয়ানে কাজররেখা, পাঁচথুপী বান্ধে শিখা,
ঝলমল হেম-অলঙ্কার।

চরণে নগরা খাড়ু, হাথে করি ক্ষীরলাড়ু,
চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর॥

মুরারিগুপ্তের ঘরে, গেলা নিজ (২) অভ্যন্তরে
ভোজন করিছে বৈদ্যরাজ।

মেঘগম্ভীর-নাদে, নিজমন-পরসাদে,
'মুরারি' বলিয়া দিলা ডাক॥

স্বর শুনি সঙরিল, বিশ্বম্ভর যে বলিল,
গুপ্তবেঝা চমকিত চিত।

তবে সেই গৌরহরি, কি কর কি কর বলি,
সেইখানে ভেল উপনীত॥

তরস্ত না হয় তুমি, এইখানে আছি আমি,
ভোজন করহ বাণী বৈল।

মধ্যভোজন-বেলা, ধীরেধীরে (৩) নিয়ড়ে গেলা,
থাল ভরি মুত মুতল॥

কি কি বলি ছিছি করি, উঠিলা সে মুরারি,
করতালি দিয়া বোলে গোরা।

কর শির নাড়িয়া, ভক্তিপথ ছাড়িয়া,
যোগ বোল এই অভিপরা॥

(জ্ঞান-কর্ম্ম উপেখিয়া, কৃষ্ণ ভজ মন দিয়া,
রসিক বিদগ্ধ চিদানন্দ।

ভৌতিকে ত হার দৃষ্টি, এ নহে ভজনপুষ্টি,
নাহি বুঝ বুদ্ধি অতি মন্দ॥

পরমদয়ালু হরি, তেঁহো সর্ব্বশক্তিধারী,
জীবেতে সম্ভবে ইকি কথা।

তেঁহো ব্রহ্ম সনাতন, গোপীর জীবনধন,
না ভজিয়া কেনে দেহ ব্যথা॥)

ইহা বলি গোরামণি, কতি গেলা নাহি জানি,
মুরারি দেখিতে না পায়।

মনে-মনে অনুমান, এই কভু (৪) নহে আন,
সত্য পঁহু (৫) শচীর তনয়॥

এত অনুমান করি, তবে সেই মুরারি,
আস্তেব্যস্তে চলিলা সত্বর।

চলিতে না পারে (৬) পথে, অতি আনন্দিত চিতে,
গেলা যথা মিশ্র পুরন্দর॥

(১) 'প্রবালকাঠি'। (২) 'ভিতর'।
(৩) 'থিরিথির'। (৪) 'এই পঁহু'। (৫) 'কৃষ্ণ'।
(৬) 'প্রেমে'।

(এথা) শচী-জগন্নাথ মেলি, পুত্রের দুলাল করি,—
তুমি মোর সরবস ধন।

যেখানে সেখানে যাই, যথা যে বা দুঃখ পাই,
দেখি পাশরিয়ে চান্দবদন॥

ইহা বলি দোঁহে মেলি, দুইগালে (১) চুম্ব দেই,
কোলে করিবারে টানাটানি।

হেনকালে মুরারি, সেইখানে বরাবরি,
আনন্দে না নিঃসরয়ে (২) বাণী॥(৩)

দেখিয়া তরস্ত হৈয়া, শচী-জগন্নাথ গিয়া,
বৈদ্যেরে করিল অভ্যুত্থান।

কারে (৪) কিছু না বলিল, আর সব পাশরিল, (৫)
দেখি গোরাচাঁদের বয়ান॥

পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা,
ধারা বহে নয়ানের জলে।

অরুণ-বরণ (৬) আঁখি, ঐ সে প্রেমার সাক্ষী,
গদগদ আধ-আধ (৭) বোলে॥

থির দাঁড়াইতে নারে' পড়িয়া চরণতলে,
পুনঃপুন করে পরণাম।

দেখিয়া সে বিশ্বম্ভর' মায়ের কোল-ভিতর,
প্রবেশিল যেনক অজ্ঞান॥

শচী-জগন্নাথ বোলে, অহহ কি (৮) কৈলে কৈল,
তোরে দেখি দেবতাসমান।

আশীর্ব্বাদযোগ্য তোরি, এ অতি বালক মোরি,
কি করিলে (৯) বড় অবিধান॥

তোবে বলি শূদ্রমুনি, সর্ব্বলোকে বাখানি,
মোর বালকে কি কৈলে অপরাধ।

মো দিয়া যে হয় হউ, বাঢ়ু শিশু-পরমাউ,
চিরাউ বলি দেহ আশীর্ব্বাদ॥

(১) 'সেই, দু'গালে দু'। (২) 'আনন্দে না নিস্বরে'।
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"দিনে দেখি তিন রূপে, পরচার নবদ্বীপে,
মুরারি গুপ্ত হনুমানে।
পথে দেখে পাঁচ ছয়, বএস গৌরাঙ্গময়,
নিজ ঘরে বংসের সমানে॥
জানিলা সে বৈদ্যরাজ, প্রভু দেখি পাইলা লাজ,
শচী বোলে বৎসরের শিশু।
অমন্দে মুরারি জানে, প্রভুর বিহার মনে,
নিস্তার পাইব পক্ষ পশু॥"
(৪) 'সেথা'।
(৫) 'বৈস বৈদ্যরাজ তুমি, কহ কিছু কথা শুনি।
(৬) 'কমল'। (৭) 'কণ্ঠ কিছু'।
(৮) 'হা হা কিবা' বা 'অহো কি'।
(৯) 'কি করহ'।

ইহা বলি হাথে ধরি, প্রণতি বিনতি (১) করি,
শচী আর মিশ্র পুরন্দর।
হাসি কৈল মুরারি, এনা পুত্র তোহারি,
দেব-দেব-দেব বিশ্বম্ভর॥
বালক নাহিক কাছে, ইহা কে জানিবে পাছে,
তোর সম নাহি ভাগ্যবান্।
সম্বরি রাখিহ মনে, এই মোর বচনে,
বিশ্বম্ভর সেই ভগবান॥
ইহা বলি গুপ্তবেজ্ঞ, না করিল আন চর্চ্চা,
চলি গেলা হৃদ সত্বর।
আনন্দে ভরল হিয়া, গোরাপদ (২) দেখিয়া,
গেলা যথা আচার্য্যের ঘর॥
অদ্বৈত-আচার্য্য নাম, সেই সর্ব্বগুণধাম,
সেই সর্ব্বজগশিক্ষাগুরু।
পাইয়া চরণতলে, মুরারি বিনতি করে,
তুমি সর্ব্বভক্ত (৩) কল্পতরু॥
দেখিলাঙ অদভুত, মিশ্র-পুরন্দর-সুত,
নিমাইপণ্ডিত বিশ্বম্ভর।
বাল্যক্রীড়া করে রঙ্গে, সকল শিশুর সঙ্গে,
চরিত্র দেখিলুঁ লোকোত্তর (৪)॥
ইহা শুনি দ্বিজমণি, হুহুঙ্কার করে ধ্বনি,
পুলক-ভরল সব অঙ্গ।
রহস্য-রহস্য এই, তোমারে কহিতে কই,
সেই ব্রহ্ম (৫) বালক শ্রীঅঙ্গ॥
ইহা বলি কোলাকুলি, দুজনে আনন্দে ভুলি,
বেকত না করে বিশোয়াস।
অখিল-ভুবনপতি, কৃপায়ে আইলা ক্ষিতি
গুণ গায় এ লোচনদাস॥

ভাটিয়ারি রাগ। দিশা॥ (৬)

হরি হরি বোল চারিদিগ্ ভরি (৭) শুনি।
হাথে তালি জয় জয় নাচে দ্বিজমণি॥

বয়স্থ বালক সব করি একমেলা।
হরিগুণ (১) কীর্ত্তন ভাল পাতিয়াছে খেলা॥
চৌদিকে বালক বেঢ়ি হরিহরি বোলে।
আনন্দে বিভোল প্রভু ভূমে গড়ি বুলে॥
বোল বোল বলি ডাকে মেঘগভীর-স্বরে।
আইস আইস বলিয়া বালক করে কোলে॥
শ্রীঅঙ্গ-পরশে বালক পাশরে আপনা।
কাফর (২) পড়িয়া দেখি বালকের কাঁদনা॥
আপাদমস্তকে পুলক—অশ্রুধারা গলে॥
করতালি দিয় বালক হরিহরি বোলে॥
চৌদগে বালক বেঢ়ি মাঝে গোরাসিংহ।
মধুময়-কমলে যেন বেঢ়িল মত্ত (৩) ভৃঙ্গ॥
হেনকালে সেই পথে দুই-চারি (৪) পণ্ডিত।
বিশ্বম্ভর খেলেন (৫) দেখিল আচম্বিত॥
অপরূপ দেখি গোরা বালকের খেলা।
বনফুল গাঁথিয় সভার গলে মালা॥
হরিহরি বোলে মুখে—করে করতাল।
আনন্দে নাচয়া বুলে মাঝে গোরাহরি॥
আপনা পাশরি পণ্ডিত সাম্ভাইল মেলে।
করতালি দিয়া তারা হরিহরি বোলে॥
যে যায় সে যায় পথে—দেখি হয় ভোলা।
কাঁখেতে কলসী করি চাহে নারাগুলা॥(৬)
হরি-হরি-বোল শুনি জয়-জয়-নাদ। (৭)
শুনিঞা ধাইল কেহো দেখিবারে সাধ॥
এ বোল (৮) শুনিঞা শচী আইলা আচম্বিত।

---

(১) 'কাকু মিনতি'। (২) 'মুখা'।
(৩) 'ভক্তি' বা 'বেত্তা'।
(৪) 'গুণ চরিত্র দেখিলুঁ সত্বর' বা 'সুচরিত দেখিলুঁ তাহার'। (৫) 'প্রভুর'।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"ভাল নাচে শচীর দুলালিয়া।
সকল বালক মেলি, দেই করতালি,
হরি বোল হরি বোল বলিয়া। ধ্রু।"
(৭) 'হরি বোল হরি বোল চৌদিগে'।

(১) 'নাম'। (২) 'ফাপর'। (৩) 'বেঢ়িয়াছে'।
(৪) 'যারে দুই চারি যে' বা সেই পথে ব্রহ্মানন্দ'।
(৫) 'গোরাচাঁদের খেলা সে'।
(৬) 'কাঁখে কুম্ভ করি নারী দেখে পহুঁ গোরা।
(৭) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"ধাইল নদীয়ার লোক হইয়া উন্মাদ॥
যে দিগে সে দিগে দেখি প্রেমের কান্দনা।
জয় জয় গৌরাঙ্গচান্দ পড়িল ঘোষণা॥
কতি রহিল কার রূপ কতি বেদবিধি।
হরিনামে উদ্ধারিল আচণ্ডাল আদি॥
কুলবধূ আদি ছাড়ল গৃহবাস।
তপস্বী ছাড়িল তপ—সন্ন্যাসী সন্ন্যাস।
সংসারসাগরের ঘাট বান্ধা প্রেমের ভরা।
ভাল হাট পাতিল গোরা প্রেমের পসরা॥
আকাল দুর্ভিক্ষে ছিল যত পেটমরা।
আনন্দে ভরিল পেট হরিনামে তারা॥
হরি হরি বোল শুনি জয় জয় নাদ।"
(৮) 'হরি ধ্বনি'।

দেখিল—আপন পুত্র নিমাই (আর) পণ্ডিত ॥
পুত্র পুত্র বলি (১) শচী নিমাই কৈল কোলে।
সভারে দেখিয়া সে নিষ্ঠুরবাণী বোলে ॥
এমত বেভার সব পণ্ডিতসভায়।
পর-পুত্র পাগল করি উন্মত্ত না চায় ॥
কর্কশকথায় স্বভাব হইল চেতন।
কি কৈল কি কৈল বলি (২) শুণে মনেমন ॥
বিশ্বম্ভর সঙ্গে গেলা বিশ্বম্ভরের মাতা।
আনন্দে লোচন কহে গোরাগুণগাথা ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

(অকলঙ্ক কলানিধি উদয় নদীয়া ॥ ধ্রু ॥) (৩)
এইখানে এক কথা কহিব এখন।
মুরারিতে দামোদরে যে হৈল কথন (৪)॥
মুরারিকে পুছিলা পণ্ডিত দামোদর।
এক নিবেদন শুন হৃদয় উত্তর (৫)॥
কহ কহ গুপ্তবৈদ্য পুছোঁ তোর ঠাঞি।
কতি গেলা বিশ্বরূপ—ঠাকুর ভাই ॥
তাহার চরিত্র কিছু পুছো মো সাদরে।
কহয়ে মুরারি বড় হরিষ অন্তরে ॥
শুন শুন দামোদর পণ্ডিতপ্রধান।
যে জানোঁ সে কহিঁ কিছু তোর বিদ্যমান ॥
বিশ্বম্ভরজ্যেষ্ঠ—বিশ্বরূপ গুণধাম।
কে কহিব তার গুণ-চরিত্র-বাখান ॥ (৬)
অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্র জানয় সকল।
স্বধর্ম্মে তৎপর বুদ্ধি সংসারে বিরল ॥ (৭)
স্বচ্ছন্দ হৃদয় দ্বিজ-দেব-গুরুভক্ত।
পিতৃ-মাতার সেবা করে অতি অনুরক্ত ॥ (১)
বেদান্ত-সিদ্ধান্ত জানে সর্ব্বধর্ম্ম মর্ম্ম (২)।
বিষ্ণুভক্তি বিনু সে না করে কোন কর্ম্ম ॥
সর্ব্বলোকপ্রিয় সে পরম মহাসিদ্ধি।
স্তবে বৈরাগ্য তত্ত্ব (৩) জ্ঞানে নিষ্ঠ বুদ্ধি ॥
সম ধ্যায়ি-সনে কথা—পুথি বামহাথে।
জগন্নাথপিতায়ে দেখিলা রাজপথে ॥
ষোড়শবারষ পুত্র ভেল বয়ঃক্রম।
বিবাহের যোগ্য রূপ-যৌবন-সম্পন্ন (৪) ॥
এই মনঃকথা পিতা হৃদয়ে করিল।
বিশ্বরূপ-যোগ্য কন্যা মনে বিচারিল ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে দ্বিজ আইলা নিজঘর।
বিশ্বরূপ বিভা দিব চিন্তিত অন্তর ॥
(কথোক্ষণে বিশ্বরূপ দ্বিজ আইলা ঘর।
সুবিস্মিত পিতা দেখি বুঝিল অন্তর ॥)
তবে সেই মত (৫) বিশ্বরূপ দ্বিজবর্য্য।
সুবিস্মিত পিতা দেখি বুঝিলেন কার্য্য ॥
অন্তরে জানিল—মোর বিবাহের তরে।
চিন্তিত হইলা এই (৬) কার্য্য করিবারে ॥
বিবাহ করিব আমি—নহে ত উচিত (৭)।
নহে বা জনক দুঃখ পাবে বিপরীত ॥ (৮)
এইমনে অনুমানি রাত্রি-সুপ্রভাতে।
বাহির হইয় (৯) গেলা পুথি বামহাথে ॥ (১০)
গঙ্গাজলসন্তরণ করি পার হৈলা।
গত-মাত্র মহাশয় সন্ন্যাস করিলা ॥ (১১)

---

(১) 'পুত্র পুত্র করি'।
(২) 'কি হৈল কি হৈল বলি' বা 'কি কহিল কি কহিল'।
(৩) 'কোথা গেল জননী ছাড়িয়া।
রহিব কাহার মুখ চাঞা ॥'
বা "গোরাচান্দ জীবন হামার।
না হেরিয়ে আর হয় শুন অমিয়া মধুর ।"
(৪) 'ছিল বচন'। (৫) 'নিবেদেঁ চির বেদনা অন্তর'।
(৬) ইহার পর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"এককালে বিশ্বরূপ—বিশ্বম্ভরের জ্যেষ্ঠ।
পড়িয়া বেড়ায় সুখে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ ॥"
(৭) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"একদিন বিশ্বরূপ—বিশ্বম্ভরজ্যেষ্ঠ।
পড়িবারে গেলা শিশু সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ

(১) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"গুরুর আশ্রমে পড়ে বয়স্যের মেলা।
নক্ষত্রে বেড়িল যেন চান্দ ষোলকলা ॥"
(২) 'ধর্ম্মাধর্ম্ম'। (৩) চিত্ত'। (৪) 'সম্পূর্ণ'।
(৫) 'পড়িয়া আইলো' (৬) 'দোঁহে' (৭) 'উচিতে'।
(৮) 'পিতামাতা ছাড়ি যাব বৈরাগ্য করিতে'।
(৯) 'বাহিরে চলিল'।
(১০) 'অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"গঙ্গাতীর গিয়া দেখি লোক নাই ঘাটে।
দাণ্ডাইয়া যুক্তি করে সুরধুনী তটে।
গঙ্গা তৈলোক্য সারে সব কুলবধূ।
সন্ন্যাস করিব—তরাহ তব সন্ধু।"
(১১) 'অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"কহএ লোচন ইহা করিলে কি হয়।
হৃদয়ে রহল শেল—পাশরল নয় ॥"

পঠমঞ্জরী রাগ।

তৃতীয়-প্রহর বেলা, কেনে পুত্র না আইলা,
পিতা মাতা চিন্তিতহৃদয়।
জগন্নাথ খোজ (১) করে, চাহে প্রতি ঘরে-ঘরে,
না পাইলা আপন তনয়॥
জনে জনে কাণাকাণি, কার্য্য হৈল জানাজানি,
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাসকরণ।
তো-কাণি মো-কাণি কথা, শুনি জগন্নাথ পিতা,
আচম্বিতে হরিল চেতন॥
তবে শচীদেবী (২) শুনি, মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমি,
অন্ধকার হৈল ত্রিজগত।
বিশ্বরূপ বলি ডাকে, আইস পুত্র দেখি তোকে,
কি লাগিয়া হইলা বিরক্ত॥
সেহেন সুন্দর গা, সেহেন সুন্দর পা (৩),
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
প্রহরেক তোক ভূমি, তিলেক সহিতে নার,
আঘাটি করিবে আর কাথে॥
পড়িবারে যাও পুতে' সোয়াস্থ না পাও চিতে,
বেলি চাহোঁ তখনে-তখন।
স্নান করিবারে যাও, তথা স্থির নাহি পাও,
বিশ্বরূপ আসিবে এখন॥
তুমি ম বলিয়া ডাক, সেই ধন লাখোলাখ (৪),
মুখ চাঞা পাশরোঁ আপনা।
না জানি কি দুঃখ পাঞা, মোর মুখে আগি দিয়া,
সন্ন্যাস করিলি দীনপনা॥
কতি গেলা তার পিতা, যাউ বিশ্বরূপ যথা,
ধরিয়া আনহ পুত্র ঘরে।
যে বলুক সে বলুক লোকে, পুত্র আনি দেহ মোকে,
পুন উপবীত দিমু তারে॥
জগন্নাথ বোলে বাণী, শুন দেবি শচীরাণি,
স্থির কর আপন অন্তর।
শোক না করিহ আর, মিথ্যা সব সংসার,
বিশ্বরূপ সুপুরুষবর॥
আমার বংশের ভাগ্য, বিশ্বরূপ পুত্র যোগ্য,
অকুমার (৫) কবিল সন্ন্যাস।
এই আশীর্ব্বাদ কর, সেই পথে হউক স্থির,
সন্ন্যাস-করুক অনায়াস॥

(১) 'খেদ'। (২) ইহা। (৩) 'তাহে সে কমল পা'। (৪) 'মোর' (৫) 'আকুমার'।

সম্পদে বিপদ্ যেন, না মানিহ ইহা শুন,
শোক না করিহ অকারণ
একটি সন্ন্যাস করে, কোটি কুল নিস্তারে,
বিশ্বরূপ পুরুষরতন॥
শুনি জগন্নাথবাণী, পুন কহে (১) শচীরাণী,
কি কারণে কহ মহাশয়।
একটি সন্ন্যাস করে, কোটি কুল নিস্তারে,
ভাল কৈল আমার তনয়॥
এইমনে দুইজনে, হরিষ-বিষাদ মনে,
গোঙাইলা কথোক সময়।
কি কহিব মহিমা, ভাগ্যপথ (২) নাহি সীমা,
বিশ্বম্ভর পাইল তনয়॥
কহিল মুরারিগুপ্ত, দামোদর পণ্ডিত,
শুন বিশ্বরূপের সন্ন্যাস।
পুনরপি পুছে (৩) কথা, বিশ্বম্ভরগুণগাথা,
কহে এই এ (৪) লোচনদাস॥
(বিশ্বম্ভর হেনকালে, বসিয়া মায়ের কোলে,
নেহারয়ে বাপের বয়ান॥
কতি গেলা মোর ভ্রাতা, শুন শুন পিতা মাতা,
আমি তোর করিব পালন॥
এহেন শুনিঞা বাণী, জগন্নাথ শচীরাণী,
দোঁহে মেলি পুত্র কৈল কোলে।
দেখি বিশ্বম্ভরমুখ, পাশরিল যত দুঃখ (৫),
এ কথা লোচনদাস বোলে॥

ধানশী রাগ। (৬)

এইমনে আরদিনে মিশ্র পুরন্দর।
চিন্তিতে লাগিলা মনে দেখি বিশ্বম্ভর॥ (৭)

(১) 'এতেক শুনিঞা বাণী, বোলে দেবী'।
(২) 'তার ভাগ্য' (৩) 'তবে পুন আছে'।
(৪) 'লহু লহু কহে'। (৫) 'সব শোক'।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"পঁহু আরে, জয় রে জয় রে,
অবনীমণ্ডলে গোরাচান্দ।
অখিল জীবের মন, করাইল অচেতন,
বান্ধল দিয়ে প্রেমফান্দ॥"
(৭) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"পাচবৎসর প্রভুর হইল বয়েস।
দিনেদিনে বাঢ়ে প্রভুর প্রেমানন্দ বেশ।
মিশ্র পুরন্দর দেখি আপন তনয়।
হস্তে খড়ি চূড়াকর্ণের এই ত সময়
আগে দিলা হাথে খড়ি পড়িবার তরে।
যাহারে চৌষট্টিবিদ্যা জিহ্বা-অগ্রে স্ফুরে।

শুভদিন শুভক্ষণ তিথি সুনক্ষত্র।
হ থে থড়ি দল তার সময় বিচিত্র॥
দিনে-দিনে পড়ে (১), সেই জগতের গুরু।
দেখি শচী-জগন্নাথ আপনা পাসরু (২)॥
এইমনে খেলা-লীলায় কথোদিন গেল।
জগন্নাথ-শচী দোঁহে (৩) যুগতি করিল॥
বিশ্বম্ভর-চূড়াকর্ণ করি মনে-মনে।
ইষ্ট-কুটুম্ব যত আনিল তখনে॥
চর্চ্চিল ত শুভক্ষণ তিথি শুভদিনে।
করিব ত চূড়াকর্ণ দঢাইল মনে॥
নদিয়ানগরে ঘরে ঘরে আনন্দিত।
ব্রাহ্মণ-সজ্জন আনি লোকে ত পূজিত॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পঢে গায়নে গায় গীত।
করিল সে যজ্ঞবিধি যে ছিল উচিত (৪)॥
জয় জয় দেই যত কুলবধূজন।
সভাকারে দিল গন্ধ গুবাক চন্দন॥
নানা বাদ্যভাণ্ড বাজে আনন্দ (৫) অপার।
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল॥
মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কাংস্য করতাল।
সাহিনীশবদ শুনি বড়ই রসাল॥
চতুর্দ্দিগে হরি-ধ্বনি ঝাপয়ে গগন।
চুড কর্ণ বর্ণবেধ করিল (৬) তখন॥
আনন্দিত হৈল সব নদীয়ানগরী (৭)।
বিশ্বম্ভরমুখ দেখি আপনা পাশরি॥
হাটে বাটে ঘাটে যেই যথা তথা (৮) যায়।
দোঁহে দোঁহা মেলি গোরাচাঁদের গুণ গায়॥
পর-পুত্র দেখি হেন করয়ে হৃদয়।
শচী-জগন্নাথ-ভাগ্যে এ হেন তনয়॥
নবদ্বীপের ভাগ্য আর সংসারের ভাগ্য।
ও-রূপ দেখিলে হয় নয়নের শ্লাঘ্য॥ (৯)

তবে করি চূড়াকর্ণ স যোগ অপার।
নানা বিদ্যাস্তীর আনি করিতে বিচার
বিচার করিয়া দিল যে রীত কর্ম্ম।
চূড়াকরণ করিলেন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম॥"

(১) 'বাঢ়ে'। (২) 'না ধরু'।
(৩) 'সনে'। (৪) 'ত যজ্ঞকর্ম্ম যে ছিল বিহিত'।
(৫) 'বিধি বাদ্য সে জে বাজএ'।
(৬) 'গৌরচন্দ্রের চূড়াকর্ণ হইল'।
(৭) 'নাগরী'। (৮) 'যে বা যেই যথা'।
(৯) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"নরহরিপাদপদ্ম মনে করি ধ্যান।
আনন্দে চৈতন্যগুণ এ লোচন গান॥

আর একদিনে গঙ্গা-বালুকার তটে॥
বালক সহিতে ক্রীড়া করে গঙ্গাঘাটে॥
বালুকায় পক্ষগণ-পদ (১) অনুসারি।
গমন করিলা পক্ষ-পদচিহ্ন ধরি॥
(ইহা বলি মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
বালকসহিতে ক্রীড়া করিল নির্ব্বন্ধ॥ (
এই পদচিহ্ন যেই (২) বালক ডেঙ্গায়।
সেই ততক্ষণে খেলা পরাজয় পায়॥
যে জনা ত আগে ধাঞা (৩) পারে ধরিবার।
সেই জন খেলা জিনে কান্ধে চঢে তার॥ (৪)
তার কান্ধে চঢি তার পিঠে মারে ছাট।
কান্ধে করি লঞা যায় সঙ্কেতের ঘাট॥
এইমনে শিশুসনে (৫) বালুকায় ধায়।
মহাপরিশ্রমে ঘর্ম্ম নিকলিছে গায়॥
হেনকালে জগন্নাথমিশ্রপুরন্দর।
স্নান করিব রে গেলা জাহ্নবীর তীর (৬)
দেখিয়া পুত্রের খেলা ক্রোধ উপজিল।
পরিশ্রম দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল॥
সুবর্ণপদ্ম যেন আতপে মৈলান (৭)।
মধু নিকলয়ে যেন বদনের ঘাম॥
ডাকিতে ডাকিতে মিশ্র যায় পাছেপাছে।
পিতা দেখি বিশ্বম্ভর পাইল বড় লাজে॥
লাজে মুখ নাহি তুলে—অন্তরে তরাস।
আপনি পণ্ডিত গেলা গোরাচাঁদের (৮) পাশ॥

যথা রাগ॥ ভাল খেলা পড়িয়াছে মনে।
চল যাই ভাণ্ডীরবনে।
খেলার যতেক আছে মনে॥ ধ্রু॥"
(১) 'পক্ষ পদ চিহ্ন'।
(২) 'পক্ষ পদ যে বা'। (৩) 'ত্তা আগে গিঞা'।
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"সকল বালক বোলে—শুনহ নিমাই।
কান্ধে করি লইয়া রাখিব কোন্ ঠাই।
রসিক নাগর প্রভু জানে সব নাট।
কান্ধে করি থোব লঞা বারকোণাঘাট॥
ইহা বলি সভে মেলি যায় সারিসারি।
পদে পদে ঠেকে—কেহ চলিতে না পারে॥
যাইতে যাইতে প্রভু ফিরিয়া চাহিলা।
গোপীনাথ বোলে—প্রভু হারিলা হারিলা॥
প্রভু বোলে—কিসে হারিল তোরে কে পুছে।
কাশী দেখ মোর পদে বরাবরি আছে॥
কাশী বোলে—তোর লোজা গদাধরের ভৈড়ি।
গদাধর বোলে—তবে কান্ধে কেয়া পড়ি॥"
(৫) 'এই মনে শিশুগণে বা 'ইহা বলি শিশু যেই''।
(৬) 'যায় জাহ্নবীর জল'। (৭) 'মল্যান'। (৮) 'ত্তা সভার'।

করে ধরি (১) লঞা আইল আপন কুমার।
সকল বালক গেলা ঘর আপনার॥ (২)
জগন্নাথ গঙ্গাস্নান করি আইলা ঘর।
ঘরে আসি গোরাচাঁদে ভর্চ্ছিলা বিস্তর॥
পাঠ মাঠ গেল তোর অধমের হেন।
কুবুদ্ধি হইয়া কেনে বুল (৩) অনুক্ষণ॥
ব্রাহ্মণকুমার হঞা নাহিক (৪) আচার।
ইহার উচিত ফল দিতেছি (৫) তোমার॥
ইহা বলি জগন্নাথ হাথে ছাট ধরি।
তর্জ্জন করিতে শচী তার হাথে ধরি॥
না মারিহ পুত্রে মোর না খেলিবে আর।
সর্ব্বদা পড়িবে কাছে থাকিয়া তোমার॥
বিশ্বম্ভর সান্ধাইলা জননীর কোলে।
না খেলিব না খেলিব ধীরেধীরে বোলে॥
জগন্নাথে পাছে করি পুত্র আগোরিয়া।
না মারিহ পুত্র মোর মৈল (৬) ডরাইয়া॥
ইহা বলি শচীদেবী পুত্র করি কোলে।
বয়ান মুছিল অঙ্গ বসন-অঞ্চলে॥
না পড়ুক পুত্র মোর হউক মুরুখ।
মুরুখ হইয়া শত-বরিখ জীউক॥
(শুনিঞা শচীর বাণী মিশ্রপুরন্দর।
কহিতে লাগিল কিছু সক্রোধ উত্তর॥
মুরুখ হইলে পুত্র জীবেক কেমনে।
কেমনে ব্রাহ্মণ ইহায় কন্যা দিবে দানে॥
জগন্নাথ দেব (৭) দেখে পুত্রের বয়ান।
পত্নী-পানে চাহে ঘন তরাস-বয়ান॥
অন্তরে পোড়য়ে মিশ্র বাহিরে কঠিন।
ফেলল হাথের ছাট প্রেমপরবীণ॥
সজল নয়ানে পুত্র কৈল লঞা কোলে।
পুত্রেরে বুঝায় মিশ্র সুমধুর বোলে॥
পড়িলে-শুনিলে বাছা লোকে বোলে ভাল।
আমি (৮) পাটধড়া দিব কদলক আর॥
এইমনে আনন্দে-সানন্দে দিন গেলা।

সন্ধ্যা সমাধিয়া মিশ্র শয়ন করিলা॥
নিদ্রাগত হৈল—রাত্রি তৃতীয়প্রহর।
স্বপন দেখিয়া মিশ্র হইলা ফাঁপর (১)॥
রাত্রি সুপ্রভাতে উঠি ডাকিল সভারে।
স্বপ্ন এক দেখিয়াছি কহোঁ তো সভারে॥
দেখিল ত এক দ্বিজ (২) পুরুষ বিশাল।
দিনকর-কিরণ বরণ উজিয়ার॥
রত্ন-অলঙ্কারে সে ভূষিত দিব্য দেহ।
নিরখি না পারি—(৩) ঝলমল করে গেহ॥
বলিল আমারে মেঘগম্ভীর-বচনে।
বিশ্বম্ভর নিজপুত্র করি মান কেনে॥
আমি দেব ভগবান্—ইহা নাহি জান।
কেবল আপন সুত করি কেনে মান॥
পশু না জানয়ে স্পর্শমণির পরশ।
পুত্রজ্ঞানে জান মোরে—এ বড় সাহস॥
সর্ব্বশাস্ত্র জানি আমি- সর্ব্বদেব (৪) গুরু।
আমা পঢ়াবারে কেনে হাথে ছাট ধরু॥
ঐছন স্বপন আজি দেখিয়াছি আমি।
সে অবধি মোর হিয়া করযে কি জানি॥
শচী অতি হৃষ্টমন আর সর্ব্বজন।
সভে নিরখয়ে বিশ্বম্ভরের বয়ন॥
শচী-জগন্নাথ কোলে করে হিয়া ভরি।
আমার তনয়—বিশ্বম্ভর গৌরহরি॥
(অনন্ত মহিমা যার বেদে নাহি জানে।
শিব-সনকাদি যারে না পায় ধেয়ানে॥
হেন মহামহত্ব মহিমা জানে কে বা।
মোর পুত্র হইয়া জনম গৌর দেবা॥
বলিতে বলিতে স্নেহ বাৎসল্য হইল।
ঐশ্বর্য্য যতেক ভাব—সব দূরে গেল॥)
স্বপন শুনিয়া সর্ব্বজনের উল্লাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

বরাড়ি রাগ। দিশা॥

মোর প্রাণ আরে গোরাচাঁদ নারে হয়॥ ধ্রু॥
এইমনে আনন্দে-সানন্দে দিন যায়।
নদিয়ানগর সুখসাগরে ভাসায় (৫)॥
তিলেকের যত সুখ—কে কহিতে পারে।

---

(১) 'কোলে করি'।
(২) অতঃপর একখানি পুঁথিতে অতিরিক্ত পাঠ,—
"লোচন কেবা তারে বুঝাইতে পারে।
কৃষ্ণলীলা করে কেহো চিনিতে না পারে।
করুণ শ্রী॥
অকি রে রে কি আরে রে আরে হয়॥ ধ্রু॥"
(৩) 'করিয়া তো বেড়াসি'। (৪) 'হেনই'।
(৫) 'দিছু মো'। (৬) 'মল্য'।
(৭) 'তবে জগন্নাথ' (৮) 'ধাড়া'।

(১) 'পড়িল ফাঁপর'।
(২) বিশ্বম্ভর'। (৩) 'অঙ্গের ছটায়'।
(৪) শিক্ষা। (৫) 'সাঁতায়'।

শচী-জগন্নাথ-ভাগ্য ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে॥
একদিন বয়স্যের সঙ্গে আচম্বিত।
জগন্নাথ দেখিল তনয় সুরচিত॥
নবম-বরিখ পুত্র যোগ্য সুসময়।
উপবীত দিব বলি চিন্তিল হৃদয়॥
ঘরে আসি শচীসনে যুগতি কবিল।
দৈবজ্ঞ আনিঞা শুভদিন যে রচিল (১)॥
ইষ্ট-কুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা।
আজ্ঞা কর—দিব বিশ্বম্ভরের পইতা॥
মিশ্র আচার্য্য আনি খ্যাত যে পণ্ডিত।
যজ্ঞ(২)কর্ম্ম জানে যে জানএ বেদরীত॥
গুবাক চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল।
শতশত কুলবধূ সিন্দুর পরিল॥
দধি (৩) কদলক আর তৈল হরিদ্রা।
প্রত্যেকে সভারে (৪) দিল শচী সুচরিতা॥
শঙ্খ-শবদ হুলাহুলি জয় জয়।
গন্ধ অধিবাস করে গোধূলি (৫) সময়॥
ব্রাহ্মণে মঙ্গল পঢে ভাটে কায়বার।
আশীর্ব্বাদ দিঞা কৈল যে বিধি আচার॥
রাত্রি-সুপ্রভাতে উঠি মিশ্রপুরন্দর।
নান্দীমুখশ্রাদ্ধ-বিধি করিল সুন্দর॥
ব্রাহ্মণ পূজিল পাদ্য-আচমন দিয়া।
যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভিলা সময় বুঝিয়া॥
হেথা শচীদেবী যত আইহ-সুইহ লঞা।
পুত্রমহোৎসবে বুলে কৌতুক করিয়া (৬)॥
তৈল-হরিদ্র বিশ্বম্ভর-অঙ্গে দিল। (৭)
গন্ধ-আমলকী দিয়া মস্তক মাজিল॥
অভিষেক করাইলা সুরনদীজলে।
আপনা পাশরে শচী আনন্দহিল্লোলে॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল।
মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কাংস্য করতাল॥
ঢাকের দুড়দুড়ি (৮) শুনি যোজনেক পথে।
শুনিঞা জুড়ায় হিয়া শাহিনা-শবদে॥
বীণা বেণু কবিনাস বংশীর নিসান (৯)।
রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজ (১০) একতান॥
নর্ত্তক (১১) নাচয়ে—গীত গাএ ত গায়ন।
শুভক্ষণ করি কৈল মস্তকমুণ্ডন॥

প্রতি-অঙ্গে অলঙ্কার ভূষণ করিল।
গন্ধ-মাল্য-চন্দনেতে সুবেশ রচিল॥
যজ্ঞস্থানে লঞা আইলা শচীর নন্দনে।
যথা বেদধ্বনি করে ব্রাহ্মণের গণে॥
রক্তবস্ত্র উপবীত (১) পরাইল অঙ্গে।
রূপ দেখি ভুলি গেলা আপনে অনঙ্গে॥
বিশ্বম্ভর-কর্ণে মন্ত্র কহে তার বাপ।
দণ্ড করে দেখি ডরে ডরাইল পাপ॥
ভিক্ষা মাগয়ে প্রভু আশ্রম-আচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম—সর্ব্ব-আশ্রমের সার॥
যুগধর্ম্মে সন্ন্যাস করিব মনে ছিল।
মুণ্ডনের (২) কালে সেই মনেতে পড়িল॥
এইমন হইব বলি হইল আবেশ।
কলি-সর্ব্বজনের আমি ঘুচাইব ক্লেশ॥
পুলকিত সর্ব্ব অঙ্গ—আপাদ-মস্তক।
কদম্ব-কেশর জিনি একটি পুলক॥
করুণ অরুণ দুই দীঘল লোচন।
বাল-দিনকর যেন অঙ্গের কিরণ॥
প্রেমারম্ভে মহাদম্ভ (৩) হুঙ্কার গর্জ্জন।
চমক লাগিল দেখি সকল ব্রাহ্মণ॥
সুদর্শন-আদি যত পণ্ডিতপ্রধান।
একত্র হইয়া সভে করে অনুমান॥
সকল পণ্ডিত মিলি করয়ে বিচার—।
মানুষ না হয় এই শচীর কুমার॥
দেবতার তেজ নহে—জানিল নিশ্চয়।
এ তেজ গোবিন্দ (৪) বিনু আর কারু নয়॥
আমরা কি জানি প্রভুর চরিত্র আচার (৫)।
অনুমান করি সবে বুঝিব বিচার॥
একজন বোলে—শুন আমার বচন।
না বুঝিয়ে এ দঢ় প্রভুর আচরণ॥
যে কিছু কহিয়ে শুন আপনার (৬) মর্ম্ম।
লোক নিস্তারিতে প্রভু যুগেযুগে জন্ম॥
কত কত অবতার কার্য্য-অনুসারে।
যুগের স্বভাবে সবে চারি (৭) অবতারে॥
ধর্ম্মসংস্থাপন আর অধর্ম্ম বিনাশে।
সাধুজন-পরিত্রাণ-হেতু (৮) পরকাশে (৯)॥

(১) চরিল। (২) 'বিধি'। (৩) 'দধি'। (৪) 'প্রতিকে বাটিঞা'।
(৫) 'হৈলা উত্তম'। (৬) 'মঙ্গল রচিয়া'।
(৭) নাগরীর গণ সব গৌরাঙ্গ বেঢ়িল'
(৮) 'ঢোলের দুদুরী। (৯) 'বংশী ত বিষাণ'
(১০) 'পাখোয়াজ বাজএ'। (১১) নর্ত্তকা

(১) 'ডোর কোপিন'। (২) 'উপবীত'।
(৩) 'দম্ভে বা 'প্রভুর' (৪) 'ঠাকুর'।
(৫) 'অপার'। (৬) 'আমার যে'।
(৭) 'চারি যুগ' বা 'প্রভুর চারি'।
(৮) 'হয়'। (৯) 'ত্রাণ ধর্ম্ম রাখিবার কাজে'

অসুরসংহার হেতু আদ যত আর।
কার্য্য অবতার বলি এ নাম তাহার॥
শ্রীরাম-আদি যত অবতার লেখি।
কার্য্য-অবতার—তার কার্য্যে পাই সাক্ষী॥
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ—যজ্ঞ তার ধর্ম্ম।
দূর্ব্বাদলশ্যাম প্রভু—রাক্ষসক্ষয় কর্ম্ম॥
সকল ত্রেতায় সে না হয় রঘুনাথ।
রাবণ বধিতে খেলা বানরের সাথ॥
চৌদ্দ চৌযুগ (১) সে রাবণের পরমাই।
কতকত ত্রেতা গেল—লেখা কর তাই॥
এতেকে বোলিয়ে—সব ত্রেতা এক নহে।
কার্য্য-অনুসারে (২) বোলি যখন যে হয়ে॥
সত্যে শ্বেত তপোধর্ম্ম হংস-নাম জানি।
নৃসিংহাদি অবতার কার্য্যে অনুমানি॥
(হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুইজন।
তার পরমায়ু কত বুঝহ কেমন॥)
যুগ-অনুরূপ বর্ণ (৩) ধর্ম্মসংস্থাপন।
যুগ-অবতার বলি জানিয়ে সে জন॥ (৪)
দ্বাপরে কৃষ্ণের কথা শুন একমনে।
একলা ঠাকুর (৫) সেই—নাহি অন্যজনে॥
কার্য্য-অবতার কিবা যুগ-অবতার।
সর্ব্ব-কলা-(৬) পূর্ণ সেই নন্দের কুমার॥
পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম তারে বোলে সর্ব্বজনে।
গোপিকা-লম্পট সেই জানিহ বৃন্দাবনে॥
অবতারশিরোমণি—কৃষ্ণ-অবতার।
দ্বাপরভিতরে এই দ্বাপর যে (৭) সার॥
আর দ্বাপরে আছে অবতার দুই।
কার্য্য-অবতার কিবা যুগাবতার এই॥
যেই দ্বাপরে হয় কৃষ্ণ-অবতার। (৮)
সেই কলিযুগে গৌরচান্দের প্রচার॥
যেন কৃষ্ণ-অবতার তেন গৌরচন্দ্র।
এই দুই যুগ—সবযুগের স্বতন্ত্র॥

সব দ্বাপরে নাহি কৃষ্ণের (১) বিহার।
সব কলিযুগে নাহি গোরা-অবতার॥
কত দ্বাপর কলি সত্য ত্রেতা যায়।
অংশ-অবতার প্রভু হয় তা-সভায়॥
এই দ্বাপরে আর এই কলিযুগে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু মিলে (২) বড় ভাগে॥
(ব্রহ্মার দিবসে অবতার একবার।
দ্বাপরে কলিযুগে করেন বিহার॥
বৈবস্বত-মন্বন্তরে শ্যাম গৌর হঞা।
দ্বাপরে পূজা, কলি (৩) কীর্ত্তন করিয়া॥
ধন্যধন্য কলিযুগ—যুগের উপরি।
সঙ্কীর্ত্তন- যজ্ঞে সভে হৈলা অধিকারী॥
আরে আরে দয়ার ঠাকুর গৌরচন্দ্র।
সঙ্কীর্ত্তনে পাব কৈল পঙ্গু জড় অন্ধ॥)
আমার বচনে যদি না যাও (৪) প্রতীত।
যে কিছু পুছিএ—তাহা কহ সমুচিত (৫)॥
যে যুগে যাহার যেই আছে বর্ণ ধর্ম্ম।
যুগ-অবতারে (৬) প্রভু করে সেই কর্ম্ম॥
দ্বাপরে ঠাকুর কৃষ্ণ যুগ-অবতার।
যুগধর্ম্ম-আচরণে কি কৈল আচার॥
দ্বাপরে পরিচর্য্যাধর্ম্ম শাস্ত্রে কহে।
কোথা ধর্ম্মসংস্থাপন কৈল প্রভু তাহে॥
অবিজ্ঞা না কর যবে বোল' (৭) এক বোল।
যুক্তিপর কহোঁ—কথা না ঠেলিহ মোর॥
আপনে ঠাকুর সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কার্য্য কিবা যুগধর্ম্ম—সব তার ভার॥
যুগধর্ম্মসংস্থাপন কৈল যে বা কার্য্য।
সকল করিল প্রভু—বুঝিতে আশ্চর্য্য॥
রাধাকৃষ্ণ-অবতার করিল বিহার।
আপনে স্বতন্ত্র রাধা প্রকৃতি-আকার॥
প্রকৃতি পুরুষ যেন দোঁহে আত্ম (৮) তনু।
দোঁহে একতনু—কার্য্য বুঝি হৈলা ভিন্ন॥ (৯)
রাধানাম ধরে কৃষ্ণ-আরাধন-কাজ।
পরিচর্য্যা করে লঞা গোপিকাসমাজ॥

---

(১) 'চতুর্দ্দশ যুগ'। (২) 'অনুমানে'। (৩) 'কর্ম্ম'।
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"দশনে ধরিয়া তৃণ বোলয়ে লোচন।
গোরাপদ বিনু মোর আর নাহি ধন॥
ভাটিয়ারি রাগ॥ দিশা॥
কেমনে পামর জীবে গৌরাঙ্গ পাসরে।
মনের সহিত যে না থাকে সে না কি পাসরে॥ ধ্রু॥"
(৫) 'কলা পূর্ণ ঠাকুর'। (৬) 'কাল'।
(৭) 'সব দ্বাপরের ভিতর এই দ্বাপর'।
(৮) 'যেই দ্বাপরে রাধা-কৃষ্ণের বিহার'

(১) 'সব দ্বাপরে নহি রাধাকৃষ্ণের'।
(২) 'শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য মিলয়ে'।
(৩) 'কৈলা'। (৪) 'যে বা না যায়"।
(৫) 'কহিবে তার শুন সুনিশ্চিত'। (৬) "অ[illegible]"
(৭) 'কর্য্য কেহো বলো'।
(৮) 'স্বরূপ মাত্র দেহে আত্মা'।
(৯) 'এক শকতি দোঁহে নাম রাধা কানু'

প্রেমভক্তি করে গোপী শতশত শাখা।
প্রকৃতিস্বরূপ সেই একল (১) রাধিকা ॥
কৃষ্ণে সমর্পয়ে দেহ দেহের স্বভাব।
নিত্য নোতুন তার বাঢ়ে অনুরাগ ॥
এই পরিচর্য্যাধর্ম্ম না বুঝএ কেহো।
এই কথা কহে সব ভাগবত সেহো ॥
আর দ্বাপরযুগে অংশে করে কর্ম্ম।
ধর্ম্মসংস্থাপন করে—না বুঝয়ে মর্ম্ম ॥
ধর্ম্ম বলি দান ব্রত তপধর্ম্ম (২) কাহ।
ধর্ম্ম করি সমর্পণা করে সভে তাহি (৩)।
এই ত কারণে প্রভু প্রকাশিল নিজ।
তভু না বুঝিল কেহো ধর্ম্মধর্ম্ম (৪) বীজ ॥
কলিযুগে গৌরদেহ প্রকাশে আপনা।
যুগ-অবতার-কার্য্য প্রকাশয়ে প্রেমা ॥
(রাধার বরণে অঙ্গ গোর-অঙ্গ হঞা।
রাধিকার ভাব-রস অন্তরে করিয়া ॥
সেই ভাবে কান্দে এই রসিক-শেখর।
বিকসিত পুলককদম্ব কলেবর ॥
সেই প্রেমে গরগর মাতোয়াল হঞা।
হুঙ্কার গর্জ্জন করে কান্দিয়া কান্দিয় ॥
সেই গর্জ্জন শুনি অচেতন কলিকাল।
চেতন পাইয়া সভে আনন্দ বিশাল ॥
তোঁঞি রাধাকৃষ্ণ বলি নাচে কান্দে হাসে।
অন্ধকার দূরে গেল—পাইল প্রকাশে ॥)
দ্বাপরে উপজে কৃষ্ণ গৌরময় তনু।
কলি-অচেতন-লোক করাএ চেতন ॥
প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু করি দীনভাব।
আপনা বিলায় আপে—মানে নিজ লাভ ॥
এহেন ঠাকুর কোন্ কৈল ঠাকুরাল।
না ভজিলে প্রেম দেই—নাহিক বিচার (৫) ॥
এতেকে বলিয়ে যুগ-অবতার এই।
এই পূর্ণ-অবতারে প্রবেশিল সেই ॥
আর কলিযুগে নারায়ণ অবতার।
কৃষ্ণ দু-অক্ষর নামে সে নাম তাহার ॥
শুকপক্ষ পাখা বরণ বর্ণ তার।
তোঁঞি ইন্দ্র-নীল মণি বোলে লোকাকার ॥
এ কলিযুগে গৌর-গ্রন্থ পূর্ণব্রহ্ম।
অংশ প্রবেশিল ইথে—নাহিক এ মর্ম্ম ॥

(১) 'স্বরূপা মাত্র আপনি'।
(২) 'কর্ম্ম'। (৩) 'তাঁহি'
(৪) 'ধর্ম্মাধর্ম্ম' বা 'ধর্ম্মকর্ম্ম'। (৫) 'কোন্ অবতার'।

পূর্ণ-পূর্ণ-অবতার চৈতন্য-গোসাঞি।
এহেন করুণানিধি আর কেহো নাঞি ॥
কার্য্য-অবতারে যুগ-অবতারে এক।
যুগ-অনুরূপ তেঁঞি গৌর পরতেখ ॥
কলি প্রীত সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম শাস্ত্রে কহে।
এই বিশ্বম্ভর প্রভু—কভু আন নহে ॥
বিচারি পণ্ডিত সব দঢ়াইল হিয়া।
আপনা সম্বরে প্রভু সে কাজ বুঝিয়া ॥
সব সম্বরিল প্রভু লোকেরে তখন।
'বিশ্বম্ভর গৌরহরি' উঠিল বচন ॥
সব-লোক কর্ণাকর্ণি অপরূপ কথা।
সাতে-পাঁচে অনুমান যায় যথা-তথা ॥
আশ্চর্য্য থাকিল কারো (১) সন্দেহ হৃদয়।
কি দেখিল (২) বিশ্বম্ভর-চরিত্র-আশয় ॥
লোকমুখে যে শুনিল বিশ্বম্ভরকথা।
সাক্ষাত দেখিল এই জগত-করতা ॥
আনন্দে ভরল পুরী—দেই জয়জয়।
ধনি গোরাগুণগাথা এ লোচনে গায় ॥

শ্রীরাগ। দিশা ॥

অকি হোয়ে গৌরাঙ্গ জয় জয় ॥ মূর্চ্ছা ॥
(কিনা মোর গৌরাঙ্গপ্রেম আমরা আনন্দ।
কিনা মোর গৌরাঙ্গ কি আরে জয় জয় ॥ ধ্রু ॥)
আর একদিন প্রভু বসি নিজঘরে।
আপন-অন্তর-কথা পরকাশ করে ॥
নিজ-তেজ-আমধা-পূরিত সব দেহ (৩)।
নিরখি না পারি—ঝলমল করে গেহ (৪) ॥
মায়েরে দেখিয়া বৈল (৫)—শুন মোর বোল।
এক মহাদোষ মুঞি দেখিয়াছু তোর ॥ (৬)
একাদশী তিথি অন্ন না খাইহ আর।
যতনে পালিহ তুমি এ বোল আমার ॥ (৭)

(১) 'কেহো'। (২) 'দেখিল ত'।
(৩) 'দেহে'। (৪) 'গেহে'। (৫) 'কহিলেন প্রভু'।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"শচী বোলে—কহ কহ বাপ বিশ্বম্ভর।
যে কহিবে তাহা আমি পালিব অন্তর ॥"
(৭) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"কহিতে লাগিলা শচী নিজপুত্র কাছে।
অন্ন খাইতে নিষেধ—তোমার পিতা আছে
সধবা হইয়া কেবা একাদশী করে।
কহ রাজা এই ধর্ম্ম আচরিতে পারে।

মেঘ-গম্ভীরনাদে কহিল মায়েরে।
শুনি মাতা সবিস্মিতা সম্ভ্রম অন্তরে ॥ (১)
সঙ্কোচ-সম্ভ্রমে প্রেমে ভরিল শরীরে।
পালিব তোমার আজ্ঞা—বোলে ধীরেধীরে ॥
শুনিঞা মায়ের বোল সন্তোষ-হৃদয়।
ধর্ম্ম শিখাইল সেই অন্তর-সদয় ॥
সেইকালে এক দ্বিজ আসি আচম্বিত।
আনি দিল গুয়া-পান অতি শুদ্ধচিত ॥
হাসিয় তখনে (২) প্রভু গুবাক খাইল।
ক্ষণেক-অন্তরে পুন মায়েরে ডাকিল ॥
মায়েরে কহিল প্রভু—আমি যাই, দেহ—।
যতনে পালিহ তুমি,—নিজসুত এহ ॥ (৩)
ইহা বলি ক্ষণার্দ্ধ নিশ্চেষ্ট হঞা রহি।
দণ্ড-পরণাম করে লোটাইয়া মহী ॥
নিঃশব্দে রহিলা পুন (৪)—শচী ত্রাসিত।
গঙ্গাজল মুখে দেই হৃদয়ে ত্বরিত ॥
ক্ষণেকে তখন প্রভু হইলা সম্বিত।
সহজ-রূপের তেজে ঘর আলোকিত ॥
মায়েরে কহিল প্রভু—আমি যাই দেহ।
এ কথা বিচার করিবারে আছে কেহ ॥
শ্রীমুরারি গুপ্তবেঝা প্রভুর অন্তরীণ।
সর্ব্বতত্ত্ববেত্ত সেই ভকতপ্রবীণ ॥
দামোদরপণ্ডিত পুছিল তার স্থানে।
এ কথার তত্ত্ব মোরে কহ মহাজনে ॥

কিবা মায়া কৈল প্রভু কিবা কোন্ শক্তি।
ইহার বিচার মোরে কহ দেহ যুক্তি ॥
মুরারি কহিয়ে—শুন শুন মহাশয়।
আমি কি সকল জানি (১) কৃষ্ণের আশয় ॥
যে কিছু কহিয়ে নিজ বুদ্ধি-অনুমানে।
যুক্তি সিদ্ধ হয় যদি রাখিহ পরাণে।
শ্রবণ দর্শন ধ্যান আর সঙ্কীর্ত্তনে।
হৃদয়ে প্রকাশে প্রভু নিজভক্তজনে ॥
নিজ দেহ—দেহ নহে—নির্গুণ আকার।
গুণে সে গুণের ভোগ আগার বিচার ॥
এতেকে ভকতদেহ দেহ করি মানে।
স্বচ্ছন্দ-বিহার তহি সব আচরণে ॥
নিজপূজা-অধিক ভকতপূজা মানে।
পূজার সংগ্রহ তাথে জানে মনেমনে ॥
আপনে ঠাকুর সেই তদধীন জন।
লোক-আচরণে মায়া বলি দুই(২)জন ॥
আপনা অধিক কেনে মানয়ে ভকত।
এ কথা বুঝিতে নারে সকল জগত ॥
রসময় বিগ্রহ লাবণ্যময় দেহ।
সকল সম্পদ তনু নিরমল স্নেহ (৩) ॥
বিলাস-বিনোদ লীলা বিনে নাহি আর।
নির্গুণ বলিয়া গালি পাই কোন ছার ॥
যা ব কারণে আপে না হয় বেকত।
ভক্তদেহে বিনোদ করয়ে অবিরত ॥
(ভক্তের যে জন নিদ্রা শয়ন বিলাস।
তাহাতেই কৃষ্ণসুখ হয়ে ত প্রকাশ ॥)
ভক্তজন আর-জন আবরণ এক।
দেহ স্বভাবে এক দেখে পরতেখ ॥
পরতেখ দোষ যার (৪) মানুষ-গেয়ানে।
কোথা কৃষ্ণ এথা কিএ দেখিয়ে নয়ানে ॥
কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নিরগুণ ব্রহ্ম।
মানুষশরীরে করে প্রাকৃতের কর্ম্ম ॥
ইহা বলি নাহি মানে যে অধমজন।
ভক্তদেহে প্রভুদেহে জানয়ে উত্তম ॥
এই অনুমান-কথা মোর চিত্তে লয়।
আপনে বুঝিয়া চিত্তে কর যে জুয়ায় ॥
(সদা কৃষ্ণময়তনু বৈষ্ণব জানিয়ে।
শ্রীবেদ-পুরাণ-ভাগবতেতে শুনিয়ে ॥

শিক্ষা করাইছ মোরে ধর্ম্মের করণ।
যে বুঝিএ কিছু আছে নিগূঢ় কথন
কি কারণে বোল বাপ গোরাচাঁদ হরি।
তবে পালি তোর আজ্ঞা—একাদশী কর
প্রভু কহে—কহিতে হৃদয়ে লাগে দাগ
শুনিলে ত আর বোল শুনিবে প্রমাদ ॥
শচী বোলে—কিবা বাপ প্রমাদ আমার।
তুমি পুত্র যার কিবা অভাব তাহার ॥
কান্দিতে লাগিল প্রভু মাএর সম্মুখে।
মিশ্র পুরন্দর পিতা যাইব গোলোকে ॥
আজি হৈতে অভ্যাস করিএ তাই হয়।
একাএর উপবাসে কষ্ট সব যয় (?) ॥
শুনিঞা পুত্রের বোল শচী ঠাকুরাণী।
পালিব তোমার আজ্ঞা সত্য কহি বাণী ॥"

(১) 'দেখি মাতা সুবিস্মিতা সে তেজ তাহারে'।
(২) 'আনন্দে'।
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"পুত্র বলিয়া পাছে কর হেন জ্ঞান।
যতনে পালিব তুমি গৌর ভগবান্ ॥"
(৪) 'বিস্মিত রহিলা তবে'।

(১) 'কহিতে পারি'।
(২) 'বলিএ দুই' বা 'বিদু দুই'
(৩) 'সম্পূর্ণ তনু নিরমল নেহ'। (৪) 'তার'।

যার পদপাংশুতে পবিত্র সর্ব্বজন।
গঙ্গা-আদি করি তীর্থ সভার পাবন॥
হেন জনার দেহ কে যাইতে করে সাধ।
না বুঝে যে যেই—সেই করে অপরাধ॥)
এইমত দামোদর-মুরারিগুপতে।
নিবড়িল কথা—দোঁহে হরষিত-চিতে (১)॥
আপনার দেহ প্রভু দেহ নাহি গণে।
ভকত-জনার দেহ নিজ করি মানে॥
এতেক বিচারি গেল সেই দুইজনে।
শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে॥

বিভাস রাগ। দিশা॥

হয় হয়॥ মূর্চ্ছা ২॥

না হারে হে হয় হয় না হারে প্রাণ হয়॥ ধ্রু॥
শুন সর্ব্বজন আর অপরূপ কথা।
যাহা শুনি সব-লোকের ঘুচে মনের (৩) ব্যথা॥ (৪)
গুরুর আশ্রমে সব বেদ (৫) তত্ত্ব জানি।
ঘরেরে আইলা জগন্নাথ দ্বিজমণি॥
দৈবনির্ব্বন্ধে তার জ্বর আইল দেহে।
বিপরীত জ্বর দেখি তরাস উঠাবে॥
(শচীর কান্দনা অতিব্যাকুল দেখিয়া (৬)।
প্রবোধ করেন প্রভু তত্ত্ব বুঝাইয়া॥
মরণ সভার মাতা আছয়ে নিশ্চয়।
ব্রহ্মা রুদ্র সমুদ্র পর্ব্বত হিমালয়॥
ইন্দ্র বরুণ অগ্নি—কালে সব্বনাশে।
মরণ লাগিয়া কেনে পাইছ তরাসে॥
তোর বন্ধুগণ যত আনহ এখন।
সভে মিলি কৃষ্ণনাম করাহ স্মরণ॥
বান্ধবের কর্ম্ম মৃত্যুকালে সত্য (৭) জানি।
স্মরণ করায় প্রভু দেব (৮) যদুমণি॥
শুনিঞা কুটুম্ব-বন্ধুজন সব আইলা।
প্রভুর বাড়িতে আসি মিশ্রেরে বেড়িলা॥)
পরিণত বৃদ্ধ যত বন্ধুগণ ছিলা।
কাল প্রত্যাসন্ন দেখি যুগতি করিলা॥
বিশ্বম্ভর বোলে—মা গো কি (১) বর বিলম্ব।
এই মনে চাহি যত ইষ্ট কুটুম্ব॥
ইহা বলি মায়ে পোয়ে ধরি নিল তারে।
বন্ধুর সহিত গেলা জাহ্নবীর তীরে (২)॥ (৩)
বাপের চরণ ধরি কান্দে বিশ্বম্ভর।
সম্বরিতে নারে অশ্রু (৪) গদগদ-স্বর॥
আমারে ছাড়িয়া বাপ কোথা যাহ তুমি।
বাপ বলি আর ডাক নাহি দিব আমি॥
আজি হৈতে শূন্য হৈল এ ঘর আমার।
আর না দেখিব বাপ (৫) চরণ তোমার॥
(আজি দশদিগ শূন্য আন্ধিয়ার মোরে।
না পড়াবে যতন করি ধরি নিজকোরে॥)
ঐছন অমিঞা-বাণী শুনি জগন্নাথ।
সকরুণ-কণ্ঠে নিঃসরে (৬) নাহি বাত॥

---

(১) 'অতি হরষিতে'।
(২) 'হরিনাম॥ মূর্চ্ছা॥ হরিনাম॥'
(৩) 'যা শুনিলে সর্ব্বজন-মনে লাগে' বা 'যাহা শুনি সর্ব্বলোক ঘুচে ভব'।
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"প্রভুর জনক শ্রীমিশ্র পুরন্দর।
সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা তিঁহ বুদ্ধির বিস্তর॥"
(৫) 'বেদ'।
(৬) 'হইয়া' (৭) 'সর্ব্ব'। (৮) 'মোর প্রভু'।

(১) 'আর কি' বা 'আর না'। (২) জলে।
(৩) একখানি পুঁথিতে পূর্ব্বোক্ত দুই পংক্তির এইরূপ পরিবর্ত্তিত পাঠ এবং তদনন্তর কয়েক পংক্তি অতিরিক্ত পাঠ পরিলক্ষিত হয়। যথা,—
"ইহা বলি মায়ে পোয়ে ডাকিল সভারে।
আইলা বৈষ্ণব সব নিজ পরিবারে॥
জগন্নাথ মিশ্র বেড়ি হরিহরি বোল।
* * *
চতুর্দ্দোল সজ্জ করি বিশ্বম্ভররায়।
মিশ্র পুরন্দর পিতা শোয়াইল তায়।
চতুর্দ্দিগে ধরি সব ব্রাহ্মণ সকলে।
হরিধ্বনি বলি যায় জাহ্নবীর জলে॥
শচীদেবী কান্দিতে লাগিল উভরায়।
বন্ধুবান্ধব যত সভে কান্দি যায়॥
মহাপ্রভু চলি যান চতুর্দ্দোল ধরিয়া।
জাহ্নবীর তীরে সভে উত্তরিল গিয়া॥
নামাইল গিয়া সভে জাহ্নবীর তীরে।
গঙ্গাস্নান করাইল মিশ্র পুরন্দরে॥
দিব্য বস্ত্র পরাইল—হইল দিব্য ছটা।
কপালে তিলক গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন দিল বৈষ্ণবসকল।
অপূর্ব্ব মোহন শোভা হইল উজ্জ্বল।
রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
এই নাম পুরন্দর লয় অনুক্ষণ॥
হরে কৃষ্ণ কেশব কংসারে [illegible] বামন।
গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বোলে অনুক্ষণ॥"
(৪) 'কণ্ঠ'। (৫) 'দুই'। (৬) 'কণ্ঠস্বরে'।

গদগদস্বরে বোলে—শুন বিশ্বম্ভর।
কহিল না হয় মোর যে ছিল অন্তর॥
রঘুনাথচরণে সঁপিলুঁ মুঞি তোমা।
তুমি পা ছ কোনকালে পাশরিবে আমা॥
ইহা বলি হরিহরি করয়ে স্মরণ।
গঙ্গাজলে নাম্বাইয়া সকল ব্রাহ্মণ॥
(গলায় তুলিয়া দিল তুলসীর দাম।
চতুর্দ্দিগে বন্ধুগণে লয় হরিনাম॥
চতুর্দ্দিগে হয় হরিগুণ-সঙ্কীর্ত্তন।
হেনকালে দ্বিজোত্তমের বৈকুণ্ঠে গমন॥
বৈকুণ্ঠে চলিলা দ্বিজ রথ-আরোহণে।
ধরণী বিদার দেই শচীর ক্রন্দনে॥
পতির চরণ ধরি কান্দে লোটাইয়া।
মো যাও (১) আমারে লহ সংহতি করিয়া॥
এতকাল ধরি তোর সেবা কৈলুঁ মুঞি।
বৈকুণ্ঠে চলিল তুমি—আমি রইলাম কুঞি॥
শয়ন-ভোজনে (২) মুঞি সেবা কৈলুঁ (৩) তোর।
আজি দশদিগ শূন্য অন্ধকার মোর॥
(অনাথিনী হৈলুঁ তোর ছোঁড পুত্র লঞা।
নিমাই থাকিবে কোথা কত দুঃখ পাঞা॥
জগত-দুর্লভ হের তনয় নিমাঞি।
সব পাশরিয়া যাহ আমার গোসাঞি॥
মায়ের কান্দনা দেখি বাপের মরণ।
কান্দয়ে শচীর সুত অঝর-নয়ন॥
গজমতিহার যেন গাঁথিল সূতায়।
নয়ানে গলয়ে জল (৪) বিশাল হিয়ায়॥
ভক্তজন বন্ধুজন হাহাকার করে।
প্রভুর কান্দনায় কান্দে সকল সংসারে॥
শান্ত করাইল সভে মধুরবচনে।
সৃষ্টি নষ্ট হয় প্রভু তোমার ক্রন্দনে॥
নারীগণে প্রবোধ করিল শচীদেবী।
বিশ্বম্ভর দেখি শচী সব পাশরিবি॥
আপনে সুধীর প্রভু সব সর্ব্বক্রিয়া।
কালযথোচিত কর্ম্ম করিল সৎক্রিয়া॥
তবে বেদবিধি-মতে যে ছিল উচিত।
করিল বাপের কর্ম্ম কুটুম্ববেষ্টিত॥
পিতৃবৎসল প্রভু পিতৃ (৫) যজ্ঞ কৈল।
ক্রমে ক্রমে যথাবিধি ব্রাহ্মণ পূজিল॥

(১) 'যাবে'। (২) 'আসনে'। (৩) 'সেবা কে করিব'।
(৪) 'নয়নেতে জল পড়ে'।
(৫) 'পিতৃনির্ব্বর্ত্ত প্রভু পিতৃক্রিয়া'।

ভোগাধার অন্নভাজনাদি দ্রব্য যত (১)।
ব্রাহ্মণেরে দিলা প্রভু পিতৃরিভকত্ত॥
জগন্নাথ-বৈকুণ্ঠগমন এই কথা।
আপনে সে দ্বিজোত্তম বিশ্বম্ভর পিতা॥
শ্রদ্ধাবন্ত জন যদি এই কথা শুনে।
বৈকুণ্ঠ চলয়ে সেই গঙ্গায় মরণে॥
(গোরাচাঁদ দেখি শচী ছাড়এ নিশ্বাস।
পিতৃশূন্য পুত্র পাছে পায়েন তরাস (২)॥
বিদ্যারসে চিত্ত যদি ডুবয়ে ইহার।
তবে মনঃসুখে পুত্র গোঙায় আমার॥)
হেন অদভুত কথা শুন সর্ব্বজন।
চৈতন্যচরিত্র কিছু কহয়ে (৩) লোচন॥

ধানশী রাগ। দিশা॥
(আরে আরে হয়॥ ধ্রু॥)

(একদিন শচী করে ধরি গৌরহরি।
পঢ়িতে গৌরাঙ্গ দিল নিযোজিত করি॥
সকলপণ্ডিত স্থানে পুত্র সমর্পিয়া।
বোলয়ে কাতরে দেবী (৪) বিনয় করিয়া॥
পঢ়াইও মোর পুত্রে তোমরা ঠাকুর।
রাখিবে আপন কাছে—না রাখিবে দূর॥
পিতৃশূন্য পুত্র মোর—পিরিতি করিবে।
আপন তনয় হেন ইহারে জানিবে॥
শুনিঞা পণ্ডিত সব সঙ্কোচ অন্তরে।
কহিতে লাগিলা কিছু বিনয়-উত্তরে॥
মোসভার ভাগ্য এতদিনে সে জানিল।
কোটি-সরস্বতী-কান্ত আমরা পাইল॥
আপনে পঢ়াইবে হেঁ নিজ-প্রেম-নাম।
সর্ব্বলোক গুরু ইহোঁ সভার প্রধান॥
আমরাহ পঢ়ব ইহাঁর সন্নিধানে।
নিশ্চয় জানিহ মাতা কহিল বচনে॥
শুনি শচীদেবী বৈল বিনয়-বচনে (৫)।
পুত্র সমর্পিয়া আইলা আপনভবনে॥)
তবে আর কথোদিনে (৬) প্রভু বিশ্বম্ভর।
পঢ়িবারে গেলা বিষ্ণুপণ্ডিতের ঘর॥

(১) 'ভাজনাদি দ্রব্য যত যত'। (২) 'ত্রাস'।
(৩) 'বেথিত হৃদয়ে কহে এ দাস'। (৪) 'কাতরবাণী'।
(৫) 'তবে পণ্ডিতগণে'।
(৬) যে সকল পুঁথিতে উল্লিখিত বন্ধনীবদ্ধ পদ্য-গুলি স্থান পাইয়াছে; সেই সকল পুঁথিতে "তবে" আর কথোদিনে' এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'হেন মতে নবদ্বীপে' পাঠ আছে।

সুদর্শন আর গঙ্গাদাস যে (১) পণ্ডিতে।
পড়িলা জগত্র-গুরু তা সভার হিতে (২) ॥
লোক আচরয়ে (৩) মায়ামানুষবিগ্রহ।
পড়য়ে পড়ায় বিদ্যা লোক অনুগ্রহ ॥
পণ্ডিত শ্রীসুদর্শন আর (৪) এক দিনে।
পরিহাস করে প্রভু (৫) সতীর্থের সনে।
বঙ্গজের কথা কহে বড়ই রসাল।
অতি মনোহর হাসি—অমিয়া-মিশাল ॥
এইমতে রঙ্গে-ঢঙ্গে কথোদিন গেল।
বনমালী-আচার্য্য দেখিব মনে কৈল ॥
তারে দেখিবারে তার আশ্রমেতে গেলা।
দেখিয়া প্রণতি তেঁহ সম্ভ্রমে উঠিল ॥ (৬)
করে ধরি তার সনে চলি যায় পথে।
কৌতুক-রহস্য-কথা কহিতে কহিতে ॥
হেনকালে বল্লভ সে আচার্য্যের কন্যা।
রূপে গুণে শীলে সেই ত্রিজগত-ধন্যা ॥
গঙ্গা-স্নানে যায় সেই সখীর সহিতে।
বিশ্বম্ভর হরি তারে দেখে আচম্বিতে ॥
একদৃষ্টে চাহে প্রভু সস্মিত আনন (৭)।
দেখিয়া জানিল তার জন্মের কারণ ॥
(লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা ইঙ্গিতে বুঝিল।
প্রভুপাদপদ্ম দেবী শিরে করি নিল ॥)
আচার্য্য সে বনমালী বড়ই চতুর।
বুঝিল অন্তর-কথা হৃদয়-অঙ্কুর ॥
আরদিন বনমালী আচার্য্য আপনে।
আনন্দহৃদয়ে গেলা শচীর ভবনে ॥
হাসিয়া প্রণাম কৈল শচীর চরণে।
প্রণতি করিয়া কৈল মধুরবচনে ॥
তোমার পুত্রের যোগ্য আছে এক কন্যা।
রূপে গুণে শীলে সেই ত্রিজগতে ধন্যা ॥
বল্লভ-আচার্য্য-কন্যা অতি সুচরিতা।
যদি ইচ্ছা থাকে কহ হৃদয়ের কথা ॥
তবে শচীদেবী শুনি আচার্য্যবচন।
এ অতি বালক মোর পঢ়ুক এখন ॥

(১) 'আদি কবি গঙ্গাদাস'। (২) 'তা সভা সহিতে'।
(৩) 'আচরণ'। (৪) 'তবে' (৫) 'প্রভুর' বা 'সেই'।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"বহুত ভকতি করি যোগাইলা আসনে।
আনিল শীতল জল পদপ্রক্ষালনে ॥
প্রভু কহে—শুন বনমালী দ্বিজবর।
না বসিব আজি আমি যাব নিজঘর।"
(৭) 'বিস্মিত নয়ান' বা 'সস্মিত না হন'।

[ভুশুক্ত পুত্র মোর পঢ় কথোদিন।
তাহাকে করহ যত্ন—হউক প্রবীণ ॥
শুনিঞা আচার্য্য তবে (১) সন্তোষ না পাইল।
বিরসবদন হঞা ঘরেতে চলিল ॥
(কাঁদিতে কাঁদিতে চলে ব্যাকুল অন্তরে।
হাহা গোরাচাঁদ বলি ডাকে উচ্চস্বরে ॥
মোর ভাগ্যে না করিলে পতিতপাবন।
বাঞ্ছাকল্পতরু-নাম ধর কি কারণ ॥
মোর বাঞ্ছা পূর্ণ যদি না কৈলে আপনে।
বাঞ্ছাকল্পতরু-নাম ধরিবে কেমনে ॥
জয় জয় দ্রৌপদীর লজ্জা-ভয়হারী।
জয় গজরাজকে কুম্ভীর-মুখে তারি ॥
জয় অজামিল-গণিকার ত্রাণদাতা।
আমারে যে ত্রাণ কর অখিলের পিতা ॥
এথা গুরুগৃহে প্রভু জানিল অন্তরে।
আচার্য্য শোকেতে যত হঞাছে কাতরে ॥
আস্তে-ব্যস্তে পুস্তক সম্বরি ভগবান্।
গুরু সম্ভাষিয়া প্রভু করিলা পয়ান ॥
মাতিল কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর।
গৌর-তনু অলঙ্কারে করে ঝলমল ॥
চাঁচর-কেশের বেশ অখিল-মোহন।
অধর বান্ধুলীফুল—মুকুতা দশন ॥
চন্দনে চর্চ্চিত মনোহর অঙ্গশোভা।
তনু শুক্ল-বসন-পিন্ধন মনোলোভা ॥
কত কোটি কামের নৃপতি গৌরহরি।
কুলবতী-কলঙ্ক-বিথার-দেহধারী ॥
আচার্য্য লাগিয়া প্রভুর ত্বরিতে গমন।
বাঞ্ছাকল্পতরু-নাম বলি এ কারণ ॥
আচার্য্য কাঁদিয়া তবে আইসে পথেপথে (২)।
হাহা গোরাচাঁদ বলি ধায় উর্দ্ধহাথে ॥)
হেনকালে মহাপ্রভু গুরুগৃহ হৈতে।
আসিতে হইল দেখা আচার্য্যসহিতে ॥
পাইলা আচার্য্য পায় দণ্ডবত হঞা।
তুলিলেন মহাপ্রভু হাসিয়া-হাসিয়া ॥
নমস্কার করি কৈল গাঢ়-আলিঙ্গন।
কোথা গিয়াছিলা কৈল মধুর-বচন ॥
আচার্য্য কহয়ে—শুন শুন বিশ্বম্ভর।
আমি গিয়াছিলাম এই ঘরেরে তোমার ॥
তোমার জননী দেবী অতি সুরচিত্তা।
গোচর করিলুঁ চিত্তে (৩) যে আছিল কথা ॥

(১) 'মনে' বা 'তথা'।
(২) 'পথেতে পথেতে'। (৩) 'গোচরিল অন্তরে'।

তোমার বিভার (১) যোগ্য আছে এক কন্যা।
বল্লভ-আচার্য-কন্যা, সর্ব্বগুণে ধন্যা ॥
এ কথা তোমার মাতা শুনি (২) শ্রদ্ধাহীন।
ঘরেরে চলিলাঙ আমি অন্তর-মলিন ॥
কিছু না বলিলা প্রভু শুনিঞা বচন।
মুচকি হাসিয়া ঘরে করিলা গমন ॥
(সে চাতুরী লাবণ্য মধুর মন্দ হাসি।
হেরিয়া আচার্য্য মনে হঞা অভিলাষী ॥
জানিলেন—মোর কার্য্য অবশ্য হইব।
অন্তরে জানিল—প্রভু বিবাহ করিব ॥
ঘরেরে আইলা আচার্য্য আনন্দিত হঞা।
প্রভুর চরিত্র সব হৃদয়ে ভাবিয়া ॥)
ঘরে গিয়া জননীরে বৈল বিশ্বম্ভর।
বনমালী-আচার্য্যেরে কি দিলা উত্তর ॥
বিমনা দেখিল আমি তারে পথে যাইতে।
সম্ভাষে না পাইলুঁ সুখ আচার্য্যসহিতে ॥
তার অসন্তোষ কেনে করিয়াছ তুমি।
বিমনা দেখিয়া তারে দুঃখ পাইলুঁ আমি ॥
শুনিয়া পুত্রের বাণী শচী সুচতুরা (৩)।
ইঙ্গিত জানিঞা হৈল হৃদয় সত্বরা (৪) ॥
ত্বরায় মানুষ গেল আচার্য্য আনিবারে।
সংবাদ শুনিয়া তেঁহো আইলা সত্বরে ॥ (৫)
(আনন্দে পুরিত তনু গদগদ হঞা।
শচী-কাছে উপনীত প্রণত হইয়া ॥)
নমস্কার করি লৈল চরণের ধূলি।
কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বরী ॥
পুরুবে যে কহিলা তার করহ উদ্‌যোগ।
বিশ্বম্ভর বিভা দিব সভার সন্তোষ ॥
আমার অধিক স্নেহ তোর বিশ্বম্ভরে।
আপনে করিব সব—কি বলিব তোরে ॥
বিশ্বম্ভর-বিবাহ-নিমিত্তে যে কহিলে।
আপনে উদ্‌যোগ কর—কহিল তোমারে ॥

ইহা শুনি (১) বনমালী আচার্য্য-উত্তম।
পালিব তোমার আজ্ঞা—বলিল বচন (২) ॥ (৩)
ইহা বলি (৪) বল্লভ-আচার্য্য-বাড়ী গেলা।
বল্লভ-আচার্য্য অতি সম্ভ্রমে উঠিলা ॥
বসিতে আসন দিল বিনয় করিয়া।
নিজ ভাগ্য মানি কিছু কহিল হাসিয়া ॥
বলিল—আমার ভাগ্য তোর আগমন (৫)।
আর কিবা কার্য্য থাকে কহ ত এখন ॥
বল্লভ-মিশ্রের কথা শুনিঞা আচার্য্য।
প্রবন্ধ করিয়া কহে হৃদয়ের কার্য্য ॥
সর্ব্বকাল আমারে করহ তুমি স্নেহ।
স্নেহবশ (৬) হঞা মো আইলুঁ তোর গেহ ॥
মিশ্রপুরন্দরসুত—শ্রীবিশ্বম্ভর।
কুলে শীলে গুণে সেই সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর ॥
আমি কি কহিতে পারি তার গুণ-কথা।
একত্র সকল-গুণে বাঢ়িল বিধাতা ॥
কি কহিব তার গুণ—গায় সর্ব্বলোকে।
শুনিবে তাহার গুণ সর্ব্বলোকমুখে ॥
তোমার কন্যার যোগ্য বর বিশ্বম্ভর।
কহিল সকল যদি মনে লয় তোর ॥
এ কথা শুনিঞা মিশ্র মনে অনুমানি।
এ কথা আমার ভাগ্যে কহিলে যে তুমি ॥
আমি ধনহীন—কিছু দিবারে না পারি।
কন্যা একমাত্র মোর আছএ সুন্দরী ॥
ইহা জানি আজ্ঞা যবে করহ আপনে।
কন্যা দিব বিশ্বম্ভর জামাতা-রতনে (৭) ॥
(দেব-ঋষি-পিতৃলোকে করিব আনন্দে ॥
যবে মোর কন্যা বিভা দিব গৌরচন্দ্রে ॥)
অনেক তপের ফলে হয় হেন কর্ম্ম।
তোরে ধিক বন্ধু নাহি—কহিল এ মর্ম্ম ॥
(এই মনঃকথা মোর রজনীদিবস।
প্রকট বদনে নাহি—নাহিক সাহস ॥)
এইমনে দুইজনে কথা নিবাড়িল।
আচার্য্য শচীর স্থানে সব নিবেদিল ॥

---

(১) 'পুত্রের'। (২) 'এ কথায় তোমার মাতায় দেখি'।
(৩) 'সুচরিতা'। (৪) 'ত্বরিতা'।
(৫) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"শুন শুন দাস লোচন এই বোলে।
চৈতন্যমঙ্গলকথা-অমৃত-হিল্লোলে ॥
তুড়ীরাগ ॥
গৌরাঙ্গকরুণা শুনিতে প্রাণ কাঁদে।
তাপিত ত্রিজগত, প্রেমামৃতে সিঞ্চিত,
শীতল কৈল গোরাচাঁদে ॥ ধ্রু ॥"

(১) 'বলি'। (২) 'করহ নিয়ম'
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"শচী বোলে কর যখন তে যারি সে কর্ম্ম।
তুমি জ্ঞাতি তুমি বন্ধু তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥"
(৪) 'জানি' বা 'শুনি'।
(৫) 'ভাগ্যে তোমার গমন'।
(৬) 'বন্ধ' বা 'বন্ধী'। (৭) 'শচীর নন্দনে'।

শুনিঞা সে শচীদেবী বড় তুষ্ট হৈল।
বনমালী আচার্য্যেরে আশীর্ব্বাদ কৈল॥
ইষ্টকুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা।
আনন্দে ভরল তনু—অতি (১) হরষিতা॥
কুটুম্ব লোক যত—সভে আজ্ঞা দিল।
বিচার করিয়া সভে ভাল ভাল কৈল॥ (২)

(বরাড়ি রাগ। দিশা॥

মোর প্রাণ আরে দ্বিজচাঁদ নারে হয়॥ (ধ্রু॥)
তবে শচী নিজসুত-বদন চাহিয়া।
মধুরবচনে কিছু কহে ত হাসিয়া॥
শুন শুন বিশ্বম্ভর মোর সোণার সুত।
বল্লভ-আচার্য্য-কন্যা অতি অদভুত॥
তোর বিবাহের যোগ্য মোর মনে লয়।
তেন পুত্রবধূ মোর কত ভাগ্যে হয়॥
বিচার করিয়া কর বিচিত্র সময়।
দ্রব্য আহরণ কর—যে উচিত হয়॥
শুনিঞা মায়ের বাণী বিশ্বম্ভররায়।
করিল সকল দ্রব্য—যতেক জুয়ায়॥
দৈবজ্ঞ আনিল আর উত্তম পণ্ডিত।
করিল ত শুভক্ষণ সময় অঙ্কিত (৩)॥
সেই শুভ-দিন-শুভ-সময় হইল।
ব্রাহ্মণ-সজ্জন সব আনন্দে আইল॥
আনন্দে ভরল সব নদিয়ানগরী।
উথলিল প্রেমসিন্ধু আপনা পাশরি॥
আইহ-সুহ লঞা শচী করে শুভকার্য্য।
প্রভু-অধিবাস করে সকল আচার্য্য।
চতুর্দ্দিগে বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণ।
শঙ্খ মৃদঙ্গ বাজে—মঙ্গল (৪) লক্ষণ॥
দীপ-মাল-পতাকা-ভূষিত দিগন্তরে।
সুগন্ধি চন্দন মালা (৫) অতি মনোহরে॥
সকল ব্রাহ্মণে প্রভুর কৈল অধিবাস।
কোটি-কামরূপ দেহে (৬) কৈল (৭) পরকাশ॥
ঝলমল করে অঙ্গ-ছটা আলোকিত।
দেখিলা ব্রাহ্মণ সব ভেল চমকিত॥

সুগন্ধ (১) চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল।
ঘনঘন তাম্বুলদানে বড় তুষ্ট কৈল॥
কন্যা অধিবাস করে বল্লভ-আচার্য্য।
সুমঙ্গল কর্ম্ম কৈল লঞা দ্বিজবর্য্য॥
অন্যোন্যে সৌরভ্য গন্ধ মাল্য চন্দন।
অধিবাসে ভূষা কৈল জামাতা-স্বজন॥
(অধিবাস-সমাধান রজনীর শেষে।
পানী সাহিব বলি আইল উল্লাসে॥
নানাবাদ্য এক-কালে হইল তরঙ্গ।
কুলবতী সভাকার ব্রত কৈল ভঙ্গ॥
যুবতী উমতি হৈল নদিয়া-নগরে।
গৌরাঙ্গ-বিবাহ-রস-সমুদ্র-হিল্লোলে॥
যূথে-যূথে নাগরী চলল বিপ্রবধূ।
অবনীমণ্ডলেরে মণ্ডিত যেন বিধু॥
কুরঙ্গ-নয়নী (২) চারু কুঞ্জরগামিনী।
ঝলমল অঙ্গতেজ মদনদাপুনী॥
কেশ বেশ বসন ভূষণ অনুপাম।
হেরিলে হরিতে পারে (৩) মুনির পরাণ॥
হাসিতে দামিনী কাঁপে—বচনে অমিয়া।
হাসপরিহাসে চলে ঢুলিয়া-ঢুলিয়া॥
গাইছে গৌরাঙ্গগুণ মধুর-আলাপে।
স্বর-সপ্ত-ধ্বনিতে অনঙ্গ-অঙ্গ কাঁপে॥
নাসায় বেশর শোভে মুকুতাহিল্লোলে।
নক্ষত্র পড়িছে যেন অরুণমণ্ডলে॥
শচীর মন্দিরে আইলা কুলবধূগণ।
সভাকারে দিলা গন্ধ গুবাক চন্দন॥
চলিলা নাগরী সভে পানী সাহিবারে।
মঙ্গল আনন্দরস প্রতি ঘরে ঘরে॥)

(তুড়ীরাগেণ গীয়তে॥)

সর্চন্দ্রিম রজনী চন্দ্র মুখী বালা।
সুস্বর সঙ্গীত গো (৪) গাইব গোরালীলা॥
কে কে আগে যাইবে গো, গোরাগুণ গাইবে গো,
চল যাই পানী সাহিবারে।
হিয়া উথলে চিত কে বা পারি ধরিবারে॥ ধ্রু॥

---

(১) 'হিয়া শচী'।
(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'নরহরিপাদপদ্মে মনে করি ধ্যান।
আনন্দে চৈতন্যগুণ এ লোচনে গান॥''
(৩) 'উচিত'। (৪) 'দুন্দুভি বাদ্য বাজে সুখে'।
(৫) 'ধূপ' বা 'দিল' (৬) 'জিনি রূপ ভেল'। (৭) 'গন্ধ'।

(১) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"শুন শুন দাস লোচন এই বোলে।
চৈতন্যমঙ্গলকথা আনন্দহিল্লোলে॥ সাহায্য তুড়ীরাগ॥"
(২) 'নয়ান'। (৩) 'হরিয়া লয়"।
(৪) 'সুস্বর সঙ্গীতে গীতেরে'।

কেহো পট্টবস্ত্রবাসিনী কেহো পীতবাসে।
ঢুলিতে ঢুলিতে যায় গোরা অঙ্গের বাতাসে॥
শচী আগে-আগে করি যাই পাছে-পাছে।
আসিতে যাইতে গো দাঁড়াব গোর-কাছে॥
সুগন্ধি চন্দন মালা ঢাকি লহ করে॥
গোরা অঙ্গ পরশ করিব সেহি ছলে॥
কর্পূর তাম্বুল লেহ যত্ন করি তাথে।
করে কর ধরি গোরার দিব হাথে-হাথে॥
আইহ-সুহ মিলিয়া (১) কৌতুকরঙ্গরসে।
পানী সাহিল—গুণ গায় এ লোচনদাসে॥)

—

ভাটিয়ারি রাগ॥

আনন্দে-সানন্দে সেই রাত্রি সুপ্রভাতে।
যথাবিধি কর্ম্ম কৈল হরষিত-চিতে॥
স্নান-দান কর্ম্ম কৈল যে ছিল উচিত।
দেবপূজা পিতৃপূজা করিল বিহিত॥
নান্দীমুখশ্রাদ্ধ কৈল যে বেদ (২) বিধান।
সর্ব্ব সম্পূর্ণ ভোজ্য ব্রাহ্মণেরে দান॥
নর্ত্তকেরে দিল দ্রব্য আর ভাটগণে (৩)।
সভার সন্তোষ কৈল নানাদ্রব্যদানে॥
দ্রব্যকে অধিক মানে মধুরবচনে।
দেখিয়া জুড়ায় হিয়া চন্দ্রিম-বদনে॥
প্রবোধ করিল যার যেই অনুমান।
বিবাহ-উচিত প্রভু করে পুন স্নান॥
নাপিতে নাপিতক্রিয়া করিল সেকালে।
শ্রীঅঙ্গমার্জ্জনা করে কুলবধূ-মেলে॥
(সুধাকরময় গোরা রূপের পাথার।
ডুবিল তরুণীর মন—না জানে সাঁতার॥
পরশে অবশ অঙ্গ (৪) হইল সভাকার।
গদগদ বচনে—নয়ানে জলধার॥
হেরইতে পহু-মুখ কি ভাব উঠিল।
মরমে মদন-জ্বরে ঢলিয়া পড়িল॥
কেহো কেহো বাহু ধরি অধীর হইয়া।
কেহো রঙ্গে উদ্বর্ত্তন শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া॥
কেহো বুকে পদযুগ ধরিয়া আনন্দে।
ভুজলতা বেড়িয়া রাখিল পরবন্ধে॥
কেহো চিত্রার্পিত হঞা নেহারে গৌরাঙ্গে।
কেহো জল দেই মাথে মদনতরঙ্গে॥

উন্মত্ত হইয়া কেহে হাসে ঘনে ঘন।
সতীত্ব নাশিল হেরি গৌরাঙ্গবদন॥)
অভিষেক কৈল প্রভু সুরনদীজলে।
দেখি সর্ব্বজন ভাসে আনন্দ-হিল্লোলে॥
(স্নান সমাধিয়া প্রভু বসিলা আসনে।
বেড়িল নাগরীগণ শচীর নন্দনে॥)
নানাবিধ বাদ্য বাজে সুমধুর ধ্বনি।
চতুর্দ্দিগে হুলাহুলি জয়জয় শুনি॥
তবে শচীদেবী লই আইহ-সুহ যত।
আদরে পুজয়ে—যার যেই সমুচিত॥
সভারে পূজিলা গৃহাগত বন্ধু যত।
বলিল ত শচীদেবী হৃদয় বেকত॥
পতিহীন মুঞি ছার, পুত্র—পিতাহীন।
তোসভার পূজা কি করিব আমি দীন॥
এ বোল বলিতে শচী গদগদ-ভাষ।
ভিজিল আঁখির জলে হৃদয়ের বাস॥
ঐছন কাতরবাণী শচী যবে বৈল।
শুনি বিশ্বম্ভর পহুঁ হেঠ মাথা কৈল। (১)
চিন্তিতে লাগিলা—মোর পিতা গেলা কোথা।
পুড়িতে লাগিল হিয়—পাইল বড় ব্যথা॥
মুকুত-গাথনী যেন চক্ষে পড়ে পানী।
দেখিয়া তরস্ত হৈলা দেবী শচীরাণী॥
আর যত কুলবধূ তার পাশে ছিল।
প্রভুর কান্দনা দেখি কান্দিতে (২) লাগিল॥
কেনে কেনে বাপ হেন্ন' বিরসবদন।
এহেন মঙ্গলকার্য্যে করহ ক্রন্দন॥
সকল সংসারে মোর, তুমিমাত্র ধন।
তুমি বিমরিষ—প্রাণ ছাড়িব এখন॥
শুনিঞা মায়ের বাণী সেই বিশ্বম্ভর।
বাপের হাব্যাসে (৩) কণ্ঠ গদগদ-স্বর॥
প্রাতঃকালে শশী যেন মলিন-বদন।
নবীন-মেঘের যেন গম্ভীর গর্জ্জন॥
মায়েরে কাহল প্রভু—শুন মোর কথা।
কি লাগিয়া এতদূর তোর মন-ব্যথা॥
কোন্ ধন নাহি তোর—কিবা পাইলে দুখ।
দীন একাকিনী হেন কহ অতি রুখ॥
পিতা-অদর্শন মোর (৪) ঘোচাইলে তুমি।
যেমন করিছে হিয়া—কি কহিব আমি॥

---

(১) 'আইহ আইহ মেলি করিয়া'। (২) 'বিধি'।
(৩) 'দান আর ভট্টজনে'। (৪) 'অধর-কম্প'।

(১) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"আজি কেনে গৌরাঙ্গের হেরি বিরসবদনা।
কান্দিছ না রে নিমাই—পরিজের সোণা॥"
(২) 'পুড়িতে'। (৩) 'হাইবাসে' বা 'হাতাসে'। (৪) 'কথ

এ জনে তুষার দেহ গুবাক (১) চন্দন।
নানা দ্রব্য দেহ—তোমার যত লয় মন॥
সর্বাঙ্গে লেপহ সভার গন্ধ-চন্দনে।
যথেষ্ট করিয়া দেহ—চিন্তা নাহি (২) মনে॥
পৃথিবীতে কহো যাহা নাহি করে লোকে।
ইঙ্গিতে করিব তাহা—কহিল তোমাকে॥
এ বোল শুনিঞা শচী কহে ধীরে-ধীরে।
মধুরবচন শান্ত করি বিশ্বম্ভরে॥
যেনরূপে আদেশ করিল বিশ্বম্ভর।
তেনরূপে তুষিল সে ব্রাহ্মণ-সকল (৩)॥
হেনকালে বল্লভ-আচার্য্য নিজঘরে।
ব্রাহ্মণসহিতে দেব-পিতৃপূজা করে॥
আপন কন্যারে নানা অভরণ দিল।
গন্ধ চন্দন-মাল্যে সুবেশ করিল॥
শুভক্ষণ নিকট বুঝিয়া দ্বিজবর।
ব্রাহ্মণ পাঠাঞা দিল আনিবারে বর॥
এথা বিশ্বম্ভর পঁহু বয়স্যের সঙ্গে।
অতি অদভুত বেশ করেন শ্রীঅঙ্গে॥
গন্ধ-চন্দনে অঙ্গ করিল লেপন।
ললাটে তিলক যেন চাঁদের কিরণ॥
মকরকুণ্ডল গণ্ডে (৪) করে ঝলমল।
মুকুতার হার শোভে হৃদয়-উপর॥
কাজরে উজোর রাতা-কমল-নয়ান।
ভুরুযুগ যেন দুই কামের কামান॥
অঙ্গদ কঙ্কণ দিব্য রতন-অঙ্গুরী।
ঝলমল দিব্য তেজ—চাহিতে না পারি॥ (৫)
দিব্যমালা পরিধান (৬) রক্তপ্রান্ত বাস।
গন্ধে মহ-মহ (৭) করে অঙ্গের বাতাস॥
সুবর্ণ-দর্পণ করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
হেরি লোক নিজ হিয়া না হয় স্বতন্ত্র (৮)॥

(বধূগণ বিকল হইল রূপ দেখি।
রূপ দেখি নারী না নিমখে করে (১) আঁখি॥
অথির নাগরীগণ শিথিল বসন।
মথিল ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন॥
চিত্ত হরিয়া নিল সভার একুই কালে। (২)
মান-মীন ধরিয়া রাখিল রূপ-জালে॥
হরিণীনয়নীগণ গৌরাঙ্গ দেখিয়া।
বন্দিতে না পারে সে ধরিতে নারে হিয়া॥
ভুরুভঙ্গী-আকর্ষণে রঙ্গিণীর গণ।
দোলমান হৃদয়ে করয়ে অনুক্ষণ॥
সে হাস্য-মাধুরী যার পশিল হিয়ায়।
মরমে মরিল তারা মদনব্যথায়॥
সে ভুজ-বিলাস-রস পরশ লাগিয়া।
মানিনীর মানগণ বুলে লুকাইয়া॥)
মায়ে নমস্করি প্রভু চলে শুভক্ষণে।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি জয় হরিনামে॥
দিব্য-যানে চড়ে প্রভু বয়স্যবেষ্টিত।
সম্মুখে নাটুয়া নাচে গায়নে গায় গীত (৩)॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পঠে ভাটে কয় যবার।
শিঙ্গা বরগো বাজে ভেউর কাহাল॥
দামামা দগড় বাজে পড়াহ মৃদঙ্গ।
দোসরি মোহরি বাজে—শুনিতে আনন্দ॥
হরি-হরি-বোল শুনি জয়জয়নাদ।
আনন্দে নদিয়ার লোক ভেল উনমাদ॥
ঠেলাঠেল ধায় লোক—পথ নাহি পায়।
চমক লাগিল হেথা নাগরীসভায়॥
কেহো কেশ নাহি বান্ধে—না সম্বরে বাস।
দেখিবারে ধাওধাই—ঘন বহে শ্বাস॥
কানাকাণি সানাসানি নাহি আর লাজ।
ডাকাডাক ধায় সব নাগরীসমাজ॥
(গরবী গরব সব দূরে তেয়াগিঞা।
গৌরাঙ্গ দেখিতে ধায় উলাসত হঞা॥
পথ-বিপথ কেহো না মানে রঙ্গিণী।
অনঙ্গতরঙ্গে রঙ্গে ধাইল রমণী॥)
অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্যযানে চাহে।
(গোরা-অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধায়ে॥
সুরবধূগণ বিশ্বম্ভর মুখ চাহে।)
চতুর্দ্দিগে দিব্য (৪) নারী সুমঙ্গল গায়ে॥

---

(১) 'তুহুঁযার দেহ গো'। (২) 'যত লয়'।
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"নরহরিপাদপদ্ম মনে করি ধ্যান।
আনন্দে চৈতন্যগুণ এ লোচনে গান॥ ধানশীরাগ।
দিশা॥ রসে ঢলঢল রে গোরাতনু।
প্রেমসুধাসিন্ধু মুরতি জনু॥ ধ্রু॥" (৪) 'গণ্ডে'।
(৫) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"কুঙ্কুম-চন্দনে লিপ্ত গৌরকলেবর।
সুন্দর মস্তকে শোভে সোণার টোপর॥"
(৬) 'গলে শোভে'। (৭) 'মোহ মোহ'।
(৮) 'দেহে না ধরে আনন্দ'।

(১) 'গোরারূপ দেখি কারু না লোটে'।
(২) 'চিত হরি লইল সভার একবারে'।
(৩) 'অতি সুশোভিত'। (৪) 'চৌদিকেতে বর'।

বিহাগড়া রাগ।

জয়-জয়-ধ্বনি, চৌদিগে শুনি,
গৌরাঙ্গচাঁদের বিবাহ রে।
কুলবধূ মেলি, জয় হুলাহুলি,
আনন্দে মঙ্গল গাহ রে॥ ধ্রু॥
ভাস (১) বেশ কর, পাটশাড়ী পর,
কাজর দেহ নয়ানে।
শ্রীবিশ্বম্ভর, সাজি সব দল,
বিবাহে করল পয়ানে॥
হার কেয়ূর, কঙ্কণ কিঙ্কিণী,
নূপুর পবহ না ঝাট।
অলকা-স্তুনিকটে, সিন্দুর ললাট,
চন্দনবিন্দু তার হেঠ॥
তাম্বুল অধরে, তাম্বুল বামকরে,
লীলা চুর্ণ চলি যাহ।
দেখি বিশ্বম্ভর, যেন পাঁচশর,
জানি মনকলা থাহ॥
(তাম্বুল-চর্ব্বণে, হাসিব বয়ানে,
কুন্দদশন বিকসি।
বান্ধুলী-অধরে, দশন-মধুকরে,
পাশে মধুলোভে বসি॥
নাগরী সারিসারি, চলিলা কুতূহলী,
মরালগমন সুঠাম।
মদনরস-ভরে, বিথার অম্বরে,
স্থির বিশাল নয়ন॥ (২)
নানা বাদ্য বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
মৃদঙ্গ পড়াহ কহাল।
আনন্দে দুন্দুভি, বাজয়ে ডিণ্ডিমি,
দণ্ডিম মুহরি রসাল॥
বীণা কবিনাস, বেণু মন্দভাষ,
রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজু।
নদিয়ানগরে, আনন্দ ঘরেঘরে,
মঙ্গল-বাধাই বাজু॥
গৌরচন্দ্রমুখ, দেখি সব লোক,
আনন্দ নদিয়া-সমাজ।
কোটি কাম জিনি, সে রূপ বাখনি,
নিরখি না রাখয়ে লাজ॥

খুয়ল কবরী, চীর না সম্বরি,
ধয়ে উনমত্ত-বেশা।
পাশরি পতি-সুত, বদন সুবেকত,
হিয়া-পরি ফেলে (১) কেশা॥
ধনি ধনি ধনি, কহয়ে রমণী,
আন না শুনিয়ে বাণী।
চৌদিগে হাটে-বাটে, নাগরীর ঠাটে,
দেখিতে করল উঠানি॥
কেহো বীণা বায়, কেহো গীত গায়,
কেহো ধায়ে উল্লাসে (২)।
চৌদিগে জয় জয়, মঙ্গল বিজয়,
কহয়ে লোচনদাসে॥

ভটিয়ালি রাগ। দিশা॥

মাই দেখ অপরূপ সোণার গোরাঙ্গ
পরাণ-পুতলী নবদ্বীপে॥ মূর্চ্ছা॥
ডর নাহি হিয়ায় মেব যে বলু সে বলু লোকে।
হেন মন করিছে গোরা তুলিয়া রাখি বুকে॥ ধ্রু॥ (৩)
হেনমতে বল্লভ আচার্য্য বাটী গিয়া।
জয় জয় শব্দ হৈল আকাশ জুড়িয়া॥
শতশত দীপ জলে—উজ্জ্বল পৃথিবী।
ঝলমল করে তাহে গোরা-অঙ্গের ছবি॥
তবে ত বল্লভমিশ্র পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া॥
ঘরে৹ আনিল বর মঙ্গল করিয়া॥
তবে সেই মহাপ্রভু ছোত্তলাতে গিয়া।
দাণ্ডাইলা পীঠোপরি উলসিত হঞা॥
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র জিনিঞা বদন।
তাহাতে মধুর হাসি—অমিয়া-মিলন॥
তপত-কাঞ্চন যেন অঙ্গের কিরণ।
সুমেরুপর্ব্বত যেন দেহের গঠন॥
অঙ্গদ কঙ্কণ ভুজে রতন (৪) অঙ্গুরী।
অরুণ-কমল করতল ঝলমলি॥
(শুদব্য মালতীমালা দোলে গোর-অঙ্গে।
সুমেরু উপরে যেন গঙ্গার তরঙ্গে॥
মুকুটের নিকটে ললাট ভাল সাজে।
কাম-কোটি কাতর—দেখিয়া রহে লাজে॥

---

(১) 'কেশ' বা 'সাজ'।
(২) 'না জানি কোন্ বিধি, গঢ়ল মন জিনি,
আপনি বৈদগধী জান'।

(১) 'ভরি পেলে।
(২) ধাওএ উনমত্ত বেশে'।
(৩) 'মাই গো দেখ দেখ অপরূপ পরাণপুতলি নবদ্বীপে।
হেন মনে করি গোরাচান্দ তুলি রাখি বুকে॥ মূর্চ্ছা॥'
(৪) 'কনক'।

শ্রবণে কুণ্ডল দোলে—কি দিব তুলনা ।
দূর কৈল মানিনীর মানের বাসনা ॥)
হেনমতে মহাপ্রভু ছোড়লাতে আছে ।
বর উরথিতে তথ (১) আইহগণ কাছে ॥
করিল বিচিত্র বেশ—পরে দিব্যবাস ।
হাথেতে উজ্জ্বল দীপ—অন্তর উল্লাস ॥
আইহগণ আগে—পাছে কন্তার জননী ।
বর উরথিতে ধনী চলিলা আপুনি ॥
সাত প্রদক্ষিণ করি সাত-দীপ-হাথে ।
চরণে ঢালিল দধি হরষিতচিতে ॥
বর উরথিয়া সভে চলিলা আলয় ।
শুভক্ষণ হৈল সেই গোধূলিসময় ॥
তবে সেই বল্লভ-আচার্য্য দ্বিজবর ।
কন্তা আনিবারে আজ্ঞা করিল সত্বর ॥
সুগঠিত সিংহাসনমাঝে রূপবতী ।
অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ক্ষিতি ॥
রতন প্রদীপ জ্বলে তার চারি পাশে ।
বদন জিতল পূর্ণচন্দ্রপরকাশে ॥
সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার রতন-কাঞ্চনে ।
অন্ধকার দূর গেল তাহার কিরণে ॥
প্রভু-প্রদক্ষিণ করি ফিরে সতবার ।
করজোড় করি শিরে করে নমস্কার ॥
অন্তঃপট ঘুচাইল দোঁহে দোঁহা দেখি ।
দোঁহে দোঁহা দেখি দোঁহার না চলয়ে (২) আঁখি ॥
চন্দ্র রোহিণী যেন একত্র মিলন ।
অন্তোন্তে করষে দোঁহে কুসুমের রণ ॥
যেন হরপার্ব্বতী—দোঁহে হৈলা (৩) মেলা ।
ছামুনি নাচিল দোঁহে আনন্দে বিভোলা ॥
চৌদিগে আনন্দ-রোল জয়-জয়-নাদ ॥
নাচয়ে সকল লোক হরিষে উন্মাদ ॥ (৪)
তবে সে কমলাপতি বিশ্বম্ভর পহুঁ ।
একত্রে বসিলা বামপাশে করি বহু ॥
লজ্জ-নম্রমুখী সে বসিলা পহুঁ কাছে (৫) ।
জামাতা পূজয়ে মিশ্র—যে বিধান আছে ॥
যার পাদপদ্মে ব্রহ্মা পাদ্য নিবে দয়া ॥
সৃষ্টির কর্ত্তা হৈল প্রসাদ পাইয়া ॥ (৬

(১) 'প্রদক্ষিণ হেতু' ।
(২) 'কারু না নেয়টে' । (৩) 'এক' ।
(৪) 'কেহো কিছু নাহি শুনে বাদ্যের শবদ ॥"
(৫) 'বাম পাশে' ।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"যে পদ হইতে গঙ্গা আইলা মহীতলে ।

হেন সে পদারবিন্দে পাদ্য দেই মিশ্র ।
যার আরাধনে (১) ঘুচে সংসার-তামিস্র ॥
মহেন্দ্র যাহারে দিল নৃপসিংহাসন ।
হেন জনে দেই মিশ্র বিষ্টর-আসন ॥
যে প্রভু বসন পরে দিব্য পীতবাস ।
তাহারে বসন দেই—শুনিতে তরাস ॥
এই মনে ক্রমে ক্রমে (২) যে বিধি আছিল ।
যজ্ঞ আদি যত কর্ম্ম সব নির্ব্বাহিল ॥
বল্লভ আচার্য্য হেন নাহি ভাগ্যবান্ ।
আপনে বৈকুণ্ঠনাথ লৈল কন্তাদান ॥
কি কহিব বল্লভমিশ্রের ভাগ্যরাশি ।
যার ঘরে কৈলা প্রভু এ পঞ্চ-গরাসি ॥
কন্তা বরে একগৃহে (৩) ভোজন করিল ।
শতশত কুলবধূ বাসরে মিলিল ॥
যূথে-যূথে তরুণী আইল প্রভু-কাছে ।
বেটিয়া বসিল বিশ্বম্ভর আগে-পাছে (৪) ॥
গৌরাঙ্গের নয়ানসন্ধান-শরাঘাতে ।
মানিনীর মানমৃগ পলায় বিপথে ॥
সে চন্দ্র-বদন-হাস্য (৫)-উদয় দেখিয়া ।
লজ্জা-তিমির স্বভাব (৬) গেল পলাইয়া ॥
বসিলা সুন্দরী সব প্রভুর সমীপে ।
কেহ-অনঙ্গ-বাণে সব রঙ্গীর অঙ্গ কাঁপে ।

সর্ব্বলোক মুক্তিপদ পাইল সেকালে ॥
যাহার ত্রিপাদ-ভূমি উৎসর্গিল বলি ।
তাহার মস্তকে দিলা পাদপদ্ম-ধূলি ॥
যে পদ জপিয়া যোগী হৈলা মহেশ্বরে
যেই পদ আনন্দে কমলা দেবী সেবে ।
তাহা হইতে বিষ্ণু যার অংশ অবতার ।
যার অংশ আদিবরাহ পৃথিবী উদ্ধার ॥
যার অংশ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহাদি ।
হিরণ্যকশিপু বামন-ম্লেচ্ছ প্রভৃতি ॥
পরশুরাম ভৃগুরাম বৌদ্ধ ব্যাসমুনি ।
অষ্টাদশপুরাণ যাহার মুখে শুনি ॥
এই শুন গুণ গাথা দশ অবতার ।
যুগেযুগে অবতর জীব তরাবার ॥
সে প্রভু হৈলা বল্লভাচার্য্যের জামাতা ।
ত্রিভুবনে যাহার ভাগ্যের নাহি কথা ॥
এ সব গুণগাথা অমৃতের খণ্ড
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড ॥"
(১) 'যাহার ধেয়ানে' । (২) 'জামাতাএ' ।
(৩) 'দুইজনে' বা 'একবারে' । (৪) 'করি মাঝে' ॥
(৫) 'সে মাধুরী হাস্য চন্দ্র' ।
(৬) 'লজ্জার তিমির সব' ।

পরাধীন বন্ধু যেন মহাধন পাঞা।
সম্বরিতে নাহি ঠাঁই—ছাড়িতে নারে মায়া॥
বসন বচন সব (১) স্খলিত হইল।
নয়ান আলসযুত কাহারো হইল॥
কেহো অঙ্গপরশে অনঙ্গরঙ্গভরে।
ঢুলিয়া পড়িলা বসে বিশ্বম্ভরপরে॥ (২)
কেহো অনিমিখে থিরনয়ানে নিরীখে।
চকোর চাঁদের লাগি যেন রহে সুখে॥
নয়নপঙ্কজে সভে গোরামুখ পূজে।
নিজদেহ-পরশ লাগিয়া কেহো যাচে॥)
নাম-বিপর্য্যয় কেহো (৩) করে বাসরঘরে।
বিশ্বম্ভরগুণে ভোরা—পরিহাস করে॥
কেহো বোলে—বিশ্বম্ভর শুন মোর বোল
গুয়াপান দেহ লক্ষ্মী নিন্দে ভেল তোর॥
আপনে ভুলিয়া দেহ লখিমী-বদনে।
দেখুক সকল সখী হরষিতমনে॥
বিশ্বম্ভর-কেশ কেহো খাটলাইয়া বান্ধে।
হৃদয়-আকৃতি ভিন্ন (৪) পরশের সাধে।
কেহো গুয়াপান দেই বিশ্বম্ভরমুখে।
হৃদয় দরব তার কি আছএ বুকে॥
অঙ্গ ঠেলি (৫) পড়ে কেহো হিয়া উতরোলে।
লখিমী ভুলিয়া দেহ বিশ্বম্ভরকোলে॥
কেহো বোলে—হেন ভাগ্যবতী কে বা আছে।
বিশ্বম্ভর হেন পতি মিলিয়াছে কাছে॥
কোন তপ কৈল কোন কৈল ব্রত-দান।
দেব-আরাধনে কিবা সাধিল গেয়ান॥
কোন সতী পতিব্রতা আছে পৃথিবীতে।
বিশ্বম্ভর-রূপ দেখি স্থির করু চিতে॥
(মদন-সদন জিনি বদন সুন্দর।
মানিনীর মান-বন্ধন-বর-চোর॥)
ভুজদণ্ড অখণ্ড যে কামদণ্ড জিনি।
সাধ করে নিজবুকে ধরিতে রমণী॥
লখিমী এ সব অঙ্গ বিলাস (৬) করিব।
আমরা ইহার পদ পরশ পাইব॥
এই আমাদের আশা—হবে ইহার দাসী।
কবে সে দেখিব [illegible] পরকাশি॥

---

(১) ভয় লজ্জা।
(২) 'ঢলিয়া পড়িছে কেহ বিশ্বম্ভর কোরে'।
(৩) 'সঙ্গে বা ভয়'। (৪) 'ভাবের'।
(৫) [illegible] (৬) 'পরশ'।

বড়ারি রাগ।

(মোর প্রাণ আরে গোরাচাঁদ আরে হয়॥ ধ্রু)
এইমনে রঙ্গে-ঢঙ্গে প্রভাত হইল।
প্রাতঃক্রিয়া কৈল প্রভু যে বিধি আছিল॥
বিবাহের পর দিনে কুশণ্ডিকা-কর্ম্ম।
ব্রাহ্মণ ভোজন করে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম॥ (১)
সকল করিল প্রভু সে দিন তথায়।
আর দিনে ঘর যাব—কহিলা কথায়॥
ঘরেরে চলিল (২) প্রভু আনন্দিত মনে।
পরিজনে পূজা করে রজতকাঞ্চনে॥
একাসনে বৈসে প্রভু লক্ষ্মী বামপাশে।
চৌদিগে বেড়িল নারীগণ তার কাছে (৩)॥
বল্লভাচার্য্যের হিয়া হরিষ-বিষাদ।
যাত্রাকালে করে কন্যা-বরে আশীর্ব্বাদ॥
দূর্ব্বা ধান্য গন্ধ মাল্য গুবাক চন্দন।
জামাতারে দিয়া কিছু করে নিবেদন (৪)॥
ধনহীন আমি ছার—নাহি কবি ভাগ্য।
কি দিব তোমারে দান—কিবা তোর যোগ্য॥
কেবল আপনাগুণে কৈলে অনুগ্রহ।
ধন্য করাইলে করি কন্যাপরিগ্রহ॥
তোমারে কি বলিব প্রভু কি আছে যোগ্যতা।
তোর নিজগুণে তুমি আমার জামাতা॥ (৫)
আর কিছু নিবেদয়ে শুন বিশ্বম্ভর।
এ বোল বলিতে কণ্ঠে (৬) গদগদস্বর॥
ছলছল করে আঁখি করুণার জলে।
লক্ষ্মী-কর ধরি দিল বিশ্বম্ভর-করে॥
আজি হৈতে লক্ষ্মী তোরে কৈলুঁ সমর্পণ।
জানিঞা করিবে দয়া (৭) ভরণ-পোষণ॥

---

(১) 'ক্ষীর ভোজন করে বিবাহের ধর্ম্ম।
সকল করিল প্রভু—যে আছিল মর্ম্ম॥
(২) 'তবে প্রভু গেই মনে'।
(৩) 'পাছে' বা 'পাশে'॥
(৪) 'নিবেদে বচন'।
(৫) অতঃপর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"তোমার অভয় পাদ পদ্মেতে শরণ।
লজ্জিল না দিবে দুখ আমারে শমন॥
দেব পিতৃগণ মোরে প্রসন্ন হইল।
যখনে তোমারে নিজকন্যা সমর্পিল॥
যে পদ দেখিলে পূজে ব্রহ্মা-শিব-আদি।
সে পদ পূজিল দিব্যমানে যথাবিধি॥"
(৬) 'মিশ্র'। (৭) 'ইহার'।

মোর ঘরে ছিলা লক্ষ্মী ঘরের ঈশ্বরী।
আজি হৈতে তোর দাসী কুলের বহুরী ॥
(মোর ঘরে ছিল এই স্বচ্ছন্দ-আচারে।
আখটি করিয়া মায়ে কাঁদিত আহারে ॥)
মোর ঘরে আছিলা এ মা-বাপ কোলে।
যথা-তথা-হৈতে আইলে ধরেসিয়া গলে ॥
সভার দুলালী এই—আমি অপুত্রক।
ঘরমধ্যে সবে মোর এইটি বালক ॥
আমি কি বলিব—এই তোর নিজজন।
মোহে মুগ্ধ হঞা বলি যতেক বচন ॥
এই যে বলিল সেই আমি মূঢ়মতি।
কি করিব মোর দয়া (১) তুমি যার পতি ॥
ত্রিভুবনে নাহি লক্ষ্মীসম ভাগ্যবতী।
আমি যত বলি সেই (২) এ মোহ-পরিণতি।
এতেক বলিয়া মিশ্র কৈল সম্বরণ।(৩)
চলে চারু সকরুণ অরুণ নয়ন ॥
চলিলা সেই বিশ্বম্ভর নিজপ্রিয়া বামে।
লক্ষ্মীর সহিত চড়ে মনুষ্যের যানে ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে - জয়-জয়-বোল (৪)
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দহিল্লোল ॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে ভাটে রায়বার।
সম্মুখে নাটুয়া নাচে—আনন্দ অপার ॥
বয়স্যবেষ্টিত প্রভু চলে যায় পথে।
অন্তরীক্ষে দেবগণ যায়ে দিব্যরথে ॥
এথা শচী আনন্দিত আইহ-সুহ লৈয়া।
পুত্রমহোৎসবে বুলে কৌতুক করিয়া ॥
সশাখা মঙ্গলঘট পাতিল দুয়ারে।
নারিকেলফল দিল তাহার উপরে ॥
নির্মঞ্ছনসজ্জ আর ঘৃত-বাতি জ্বলে।
ঘরের আইলা প্রভু সেই শুভকালে ॥
বিশ্বম্ভর- নির্মঞ্ছন করে নারীগণ।
জয় জয় হুলাহুলি এ গীত নাচন ॥
নানা বিধ বাদ্য বাজে—মঙ্গল উচ্চার।
সুখ-ময় হৈল সেই শচীর আগার ॥
উঠিল মঙ্গলধ্বনি মঙ্গল অশেষ।
লক্ষ্মী-কর ধরি নিজগৃহে পরবেশ ॥
পুত্র আর বধূ কোলে করে (৫) শচী দেবী।
দূর্ব্বা-ধান্য দিয়া বোলে—হও-চিরজীবী ॥

(১) 'মায়া'। (২) 'সব'। (৩) 'সমর্পণ'।
(৪) 'হরি হরি বোল'।
(৫) 'পুত্র-বধূ কোলেতে করিয়া'।

পুত্রমুখে চুম্ব দেই বধূপানে চাঞা।
বধূমুখে চুম্ব দেই পুত্র নিরখিয়া ॥
সর্ব্বসুখময় হৈল শচীর আবাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥

সিন্ধুড়া রাগ। ত্রিপদী-ছন্দ ॥

হেনমতে নিজ, বান্ধবসহিতে,
সুখে নিবসয়ে পহু।
শচীর অন্তরে, আনন্দ-পাথারে,
দেখি বিশ্বম্ভর বহু ॥
নদিয়াবিনোদ গোরা, যেন কেলি-কুতূহলে ভোরা,

কামের কামান, ভুরু-নিরমাণ,
বাণ কাঁচিয়াছে তারা (১) ॥ ক্র ॥
বয়স্যের সঙ্গে, রহস্য-বিলাস,
লীলা-রসময়-তনু।
নবীন মেঘে-হী, এ থির-বিজুরী,
সাজল কুসুমধনু ॥
বয়স্যের কান্ধে, কর অবলম্বি,
পুঁথি করি বামহাথে।
দিবসের শেষে, রমা-রাজপথে,
সুরধুনী তট তাথে ॥
(সুগন্ধি চন্দন, অঙ্গে সুলেপন,
নাগর বিনোদ ছটা। (২)
তাহার সোরভে, মনমথ ভুলে,
ধাওল যুবতী (৩) ঘটা ॥
চাঁচর-চিকুর, বেশের মাধুরী,
হেরিয়া কে ধরে চিত।
কোঁচার শোভায়, লোভায় রমণী,
না মানে গুরুর ভীত ॥)
নদিয়া নগরে, নাগর-আগরে,
রসের সাগর সভে।
বিশ্বম্ভর লীলা, দেখিয়া ভুলিলা,
দন্ত চর গেল তবে ॥ (৪)

(১) 'বাণ পূরিয়াছে পারা'।
(২) 'বিনোদ বিনোদ ফোটা'।
(৩) মদনমোহিত, যুবতীযতেক'।
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"গৌরাঙ্গ নগর আবে, বড় অদ্ভুত,
তাহার চরিত, শচীর নন্দন ভাবে।

নাগরীর গুণ, আছয়ে বাখান,
বঙ্কিম-আঁখি-কটাক্ষে।
লাজের মন্দিরে, তথাব ভেজাযা,
লুটি পড়ে লাখেলাখে॥
নদিয়াসুন্দরী, আপনা পাশরি,
রহল হিয়া-ধেয়ানে।
লোচন বোলে সব, এ সুখসম্পদ,
অই (১) করি অনুমানে॥

শ্রী রাগ।

(ভাল দেখ অপরূপ প্রাণপুতলী নবদ্বীপে আরে হয়॥ ধ্রু॥ (২)
একদিনে এক কথা শুন সর্ব্বজন॥
বিশ্বম্ভর-গুণ-গাথা নিতুই নূতন॥
গঙ্গা দেখিবারে গেলা বয়স্যের মেলা।
দিন-অবসানে সন্ধ্যা ধন্য রম্য বেলা॥
গঙ্গার দু'কূলে যত ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
গঙ্গা নমস্করি নিতি করয়ে স্তবন॥
কাঁখে কুম্ভ করি যায় পুরনারীগণ।
নিরিখয়ে গঙ্গাদেবী—বেকত-বদন।
মিশ্র-আচার্য্য ভট্ট—পণ্ডিত অপার।
ধর্ম্মশীল কতকত উত্তম-আচার॥
সর্ব্বজন দাণ্ডাইয়া দেখে গঙ্গাকূলে।
গঙ্গার নির্ম্মল জল শোভে নানাফুলে॥
গন্ধ চন্দন মালা দিব্য কদলক।
যুবক যুবতী বৃদ্ধ পূজয়ে বালক॥
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা বহে মহাবেগে।
আপনা না ধরে গঙ্গা প্রভু অনুরাগে॥
উথলিল গঙ্গাদেবী—বাঢ়এ সলিল।
কুলকুলশব্দে পহু-অঙ্গ পরশিল (৩)॥
পুন পরশের আশে বাঢ়ে গঙ্গাদেবী।
সন্দেহ লাগিল লোকে—মনে মনে ভাবি॥
সেদিন দেখি গঙ্গা যেমন তেমন।
অপরূপ তেজ—শুনিএ গর্জ্জন॥
মেঘ-বরিষণ নাহি—বাঢ়য়ে সলিল।
খরতর স্রোত বহে—নীর উথলিল॥
এইমনে অনুমান করে সর্ব্বজন।
গঙ্গার ভকত এক আছয়ে (১) ব্রাহ্মণ॥
গঙ্গার প্রসাদে তার অন্তর নির্ম্মল।
ভূত ভবিষ্যৎ বিপ্র জানয়ে সকল॥
গঙ্গামহোৎসব দেখি বাঢ়এ উল্লাস।
চিন্তিতে-চিন্তিতে তাহে ভেল পরকাশ॥
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু বয়স্যে বেষ্টিত।
গঙ্গার সমীপে রহে দেখে আচম্বিত॥
গঙ্গা নিরিখয়ে প্রভু বড় অনুরাগে।
দ্বিগুণ হইল দেহ—অঙ্গের পুলকে॥
করুণা-অরুণ ছলছল করে আঁখি।
দেখিয়া পাইল বিপ্র অন্তরের সাক্ষী॥
এই সেই ভগবান—কভু নহে আন।
চিন্তিতে-চিন্তিতে গেলা প্রভুবিদ্যমান॥
প্রভুর নিকটে গিয়া দাণ্ডাইয়া দেখে।
অবশ হঞাছে প্রভু গঙ্গা-অনুরাগে॥
গঙ্গার হৃদয় প্রভু জানে মনেমনে।
আগুসারি করে গঙ্গা কর (২) পরশনে॥
করপরশনে গঙ্গার না পূরিল আশ।
ঢেউ-ছলে করে গঙ্গা চরণ সম্ভাষ॥ (৩)
অবেশ হইলা প্রভু বোলে হরি-বোল।
অবশ হইয়া নিজজনে দেই কোল॥
অরুণ-বরণ ভেল প্রেমার আরম্ভ।
বদনকেশর জিনি পুলককদম্ব॥
প্রভু-অনুরাগে গঙ্গা হিলোলে রহে।
শতশত ধারা আঁখি-যুগলে ত বহে॥

'সদা' বা 'এই'।
[illegible]মানসী। দিশা॥ [illegible]পহুবে জয় জয়॥
[illegible]গীর শুধুই সুধার তনুখানি।
[illegible]খুলে—ব্যথা নাহি—জুড়ায় পরাণি'।
[illegible]জ্ঞান কুল শীল', 'বাড়ে গণে গুণ শীল' বা
'[illegible]ল'।

(১) 'তাহে এক [illegible]'।
(২) 'প্রভু'।
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"মূর্ত্তিমত হঞা গঙ্গা প্রভু কাছে রহে।
করজোড় করিয়া চরণপদ্ম চাহে॥
দেখিঞা ব্রাহ্মণ পুলকিত সব অঙ্গ।
দেখ রে সকল লোক গঙ্গা গৌরাঙ্গ॥"
অতঃপর আর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"দেখিয়া শ্রীধর চিত্ত বিস্মিত হিয়ায়।
দেখিতে দেখিতে জল ছুটে ছুটে যায়॥
আকাশে বাঢ়িল গঙ্গা—টুটিল সকল।
যে বুঝএ কৃষ্ণ এই গৌরাঙ্গ দয়াল॥
এত অনুমান করি নবদ্বীপের লোকে।
গৌরাঙ্গে কৃষ্ণ বলি বোলএ সম্মুখে॥"

লোমে-লোমে বহে নীর—লোক বোলে 'ঘর্ম্ম'।
উথলিল প্রেমসিন্ধু—দ্রবময় ব্রহ্ম ॥ (১)
চৌদিগে সকল লোক হরিহরি বোলে। (২)
উথলিল প্রেমসিন্ধু (৩) আনন্দহিল্লোলে ॥ (৪)
চমৎকার ভেল সব নদিয়াসমাজ।
গঙ্গার ভকত বিপ্র বুঝিলেক কাজ ॥
সেই ভগবান্ প্রভু বিশ্বম্ভর দেব।
ইহা দেখি বাঢে গঙ্গা (৫) এই অনুভব ॥
চরণে পড়িলা বিপ্র ক'র আর্ত্তনাদ (৬)।
এতদিনে গঙ্গা মোর কৈল পরসাদ ॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাহা না পায় ধেয়ানে।
হেন মহাপ্রভু আজি দেখিল নয়ানে ॥
ভূমে গড়াগড়ি যায় কান্দে আর্ত্তনাদে।
আপনা পাশরে বিপ্র প্রেমার আনন্দে (৭) ॥
চতুর্দ্দিগে সর্ব্বজন দাণ্ডাইয়া রহে (৮)।
বেকত-বদনে বিপ্র পূর্ব্বকথ কহে ॥
অবশ ব্রাহ্মণ দেখি চলিলা ঠাকুর।
নিজঘরে গেলা হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥
আদিকথা কহে বিপ্র—শুনে সর্ব্বজন।
যেনমনে হইল গঙ্গাদেবীর জনম ॥
এখনে বা গঙ্গ দেবী বাঢে যে-কারণে।
সকল কহিয়ে—সভে শুন সাবধানে ॥ (৯)
পূর্ব্বে এককালে মহামহেশ ঠাকুর।
কৃষ্ণগুণ গায় মহা আনন্দপ্রচুর ॥
নারদঠাকুর গায়—গণেশ বাদক।
পুলকে পূরিল অঙ্গ আপাদ মস্তক ॥
সঙ্গীত-সুজান তিনে গায় একমেলে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল শব্দব্রহ্মের হিল্লোলে ॥
একে সে মহেশ—আরে কৃষ্ণের আবেশ।
নারদের বীণা—তাহে বাদক গণেশ ॥
অথির হইয়া প্রভু আইলা সেইঠাঞি।
মহেশ নারদ মিলি যথা গুণ গাই ॥

(১) 'প্রেমানন্দ'।
(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"প্রেমাবিষ্ট হৈঞা করে নিজজন কোলে ॥"
(৩) 'প্রেমানিধি'।
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"হরি হরি বলিয়া সকলে দেয় কোলে ॥"
(৫) 'দেবী'। (৬) 'কান্দে আর্ত্তনাদ'।
(৭) প্রেম উন্মাদে'।
(৮) 'আছে'।
(৯) 'আদি কথা কহে বিপ্র—শুনে সর্ব্বজনে'।

কহিল—না গাইয় গুণ—শুন হে মহেশ।
তোসভার গান-তত্ত্ব না বুঝো বিশেষ ॥
তোমার সঙ্গীত-গানে নাহি রহে দেহ।
আউলায় শরীরবন্ধ—দ্রবময় নেহ ॥
শুনিঞা ঠাকুরবাণী হাসয়ে মহেশ।
গাইয়া দেখিব (১) তত্ত্ব ইহার বিশেষ ॥
ইহা বলি গায় গুণ (২) অধিক উল্লাস।
আনন্দ-দ্রবে ভাসে (৩) এ ভূমি আকাশ ॥
দ্রবিলা শরীর প্রভু ক্ষীণ হৈল তন।
তরাসে মহেশ কৈল গান-সম্বরণ ॥
সম্বরণ কৈল গান (৪)—থির হৈল মতি।
সেই সে কারুণ্যজল লোকে আছে খ্যাতি ॥
সেই দ্রবব্রহ্ম-নাম করুণার জল।
চিৎস্বরূপী জনার্দ্দন ঘোষয়ে সকল ॥
দুর্ল্লভ-দুর্ল্লভ এই সংসারভিতর।
কমণ্ডলু করি ব্রহ্মা রাখিল সে জল ॥
আছিলত বলিরাজ প্রভুর ভকত।
তারে অনুগ্রহ লাগি ভৈগেল বেকত ॥
ত্রিপাদ থুইতে প্রভু মাগিল পৃথিবী।
ত্রিভুবন জোড়ে প্রভু-দ্বিপাদ-পদবী ॥
আর পাদ দিব বলির মাথার উপর।
এছন কৃপালু প্রভু নাহি হয় (৫) আর ॥
আর অপরূপ শুন ত্রিপাদমহিমা।
ত্রিজগতে ধন্য হৈল যাহার করুণা ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল সেই পদনখ-আগে।
সেই জলে পাদ্য ব্রহ্মা দিল অনুরাগে ॥ (৬)

(১) 'জানিব' (২) 'গীত'। (৩) 'ভেদিল শব্দ-ব্রহ্মের' বা ব্রহ্মাণ্ড ভরিল শব্দে'। (৪) 'প্রভু'।
(৫) 'করুণা কভু নাহি দেখি'।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"যুগেযুগে জনমিলা—নাম ভগীরথ
করিয়া ব্রহ্মার সেবা কৈল জীবপথ
দ্বাদশবৎসর তপ করি দেবমানে
তবে ব্রহ্মা ভগীরথে কহিল বচনে।
একারণে ভগীরথ তপস্যা করিলা
বুঝিল তোমার গণ নিস্তার পাইলা।
যে পাদ ভজিঞা মোর হৈলুঁ প্রভুমত্তা (?)
আমা প্রতি সর্ব্বলোকে বোলএ বিধাতা।
সে পদ জপিঞা যোগী হইলা মহেশ।
ত্রিলোচন বলি নাম হইল আবেশ
সে পদ ভাবিয়া অনন্ত মহাশয়।
যার শিরে পৃথিবী সরিষা প্রায় রয়

প্রভু-পাদাম্বুজ-জল পূজয়ে মস্তকে।
ত্রিপাদসম্ভবা গঙ্গা তেঁঞি বোলে লোকে॥
হেনই ঠাকুর মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দেখহ সকল লোক নয়ানগোচর॥
দেখি গঙ্গাদেবী পূর্ব্ব-সোঙরণ হৈল।
প্রেম-অনুরাগে গঙ্গা (১) বাঢ়িতে লাগিল॥
গঙ্গাপানে চাহে প্রভু অনুরাগ-দিঠে।
অমৃত-অধিক গোর-অঙ্গ লাগে (২) মিঠে॥
চরণপরশ পুন তরঙ্গের ছলে।
অনুভবে জানিল মো কহিল সভাবে॥
শুনিঞা সকল লোকের বাঢ়ল উল্লাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

ধানশী রাগ। দিশা॥
(আরে আমার গোরাপদ-কমল-মাধুরী।
ভকত-ভ্রমরা উড়ি পড়ে ধুরি ধুরি॥)
আরে আরে হয়॥ মূর্চ্ছা॥ (৩)
এইমতে কথোদিন গোঙাইলা সুখে।
বান্ধবসহিতে প্রভু আনন্দকৌতুকে॥
একদিন মনে (৪) মনে কৈল আচম্বিত।
পূর্ব্বদেশে যাব আমি সর্ব্বলোক-হিত॥
পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ—সর্ব্বলোকে গায়।
গঙ্গা হঞা গঙ্গা নহে—এই সাক্ষী তায়॥
আমার পরশে পদ্মাবতী হৈব ধন্য।
সর্ব্বলোক আমা বিনু না জানিব অন্য॥
ঐছন যুগতি প্রভু মনে অনুমানে।
মায়েরে কহিল—যাব ধন উপার্জ্জনে॥
যাত্রা করি যায় প্রভু—সঙ্গে নিজজন।
ছটফট করে শচীমায়ের পরাণ॥ (১)
ধন-উপার্জ্জনে দূরদেশে যাবে তুমি।
তোমা না দেখিলে সে কেমনে জীব' আমি॥
(জলবিনু যেন মীন না ধরে পরাণ।
তোমাবিনু আমার তেমতি সমাধান॥
তোমার পিরিতি মনে ভাবিয়া ভাবিয়া।
মরি যাব বাপ হের তোমা না দেখিয়া॥
মায়ের বচন শুনি প্রভু দামোদর।
বিনয় করিয়া কৈল প্রবোধ-উত্তর॥
আমার বিচ্ছেদে ডর না ভাবিহ তুমি।
নিকটে তোমার ঠাঁঞি আসিব যে আমি॥
লক্ষ্মীরে কহিল প্রভু হাসিয়া উত্তর—।
মাতার সেবায় সদা হইবে তৎপর॥)
মায়ে যত কৈল—কিছু না শুনিল পহুঁ।
শুভযাত্রা করি যায় হাসি লহু লহু॥
চলিলাত মহাপ্রভু সঙ্গে নিজজন।
কৌতুকে ভ্রময়ে প্রভু আনন্দিত মন॥
যেখানে-সেখানে যায় প্রভু বিশ্বম্ভর।
দেখিয়া সেখানের লোক হয়েত ফাঁফর॥
সেরূপ দেখিতে কারু মন নাহি টুটে আঁখি।
কেহো বোলে —এইরূপ অহর্নিশি দেখি॥
পুরনারীগণ বোলে দেখিয়া বদন—।
সফল জনম আজি সফল নয়ন॥
কোন ভাগ্যবতী-মায়ে ধরিল উদরে।
কভু নাহি দেখি হেন সুন্দর শরীরে॥
হরগৌরী আরাধিল কোন ভাগ্যবতী।
হেন রূপে হেন গুণে মিলিয়াছে পতি॥
(নবীন-কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ।
সুমেরু-পর্ব্বত জিনি দেহের গঠন॥
সহজ-রূপের নাহি ভুবনে তুলনা।
যজ্ঞসূত্র অতিশয় তাহে শোভনা॥
মরি যাই হেরিয়া সুন্দর মুখের হাসি।
কুলবতীর (২) হৃদয়ে রহে জেঞো (৩) পশি॥

যে পদ জপিঞা কালী শিবে পদ ধরি।
যে পদ ভাবিঞা ব্যাস ভাগবত করি॥
যে পদ সাবিয়া সিদ্ধ বাল্মীকিমুনি।
যে করিল রঘুনাথের বহুস্তকারিণী
সনক শৌনক (?) আর সনন্দ সনৎকুমার।
চারি পুত্র মোর কৃষ্ণ ভজন যাহার॥
বলিরে কৃপায় তুমি হইল ভগবান্।
তোমা হইতে সর্ব্বলোক পাবে পরিত্রাণ॥
কৃষ্ণ করণাজল ব্রহ্মার ছিল যারা।
দিবা মাত্র সেই জল হৈল তিনধারা॥
স্বর্গের উপরে মন্দাকিনি এক নাম।
পাতালেতে ভোগবতী—বড় অনুপাম॥
পৃথিবীতে সুরধুনী ত্রৈলোক্যতারিণী।
জাহ্নবী হইলা নাম—রাখে জহ্নু মুনি।'

(১) 'প্রেমরঙ্গে অনুরাগ' বা 'প্রেমানন্দে অনুরাগে'।
(২) 'আপনা না ধরে গঙ্গা পাঞা প্রেম'।
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
'হের অদভুত কথা শ্রবণ মঙ্গল নাম রে শুন গোরাগুণ গাথা'।
(৪) প্রভু।

(১) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"কাতর হৃদয়ে শচী কহয়ে পুত্রেরে।
এক নিবেদন মুঞি কহিএ তোমারে॥"
(২) 'প্রেমবতী'। (৩) 'রূপ'।

কোন ভাগ্যবতী কৃষ্ণের রসতত্ত্বযুত।
অনুমানি কহে সেই নধ্যাস-বারতা॥
দীঘল সুন্দর আঁখি—পুণ্ডরীক জিনি।
অপরূপ তাহে চারু তরল চাহনি॥
দেখি যেন রাধার নাগর হেন ঠাম।
রাধার বরণ গায় দেখি বিদ্যমান॥)
সকল যুবতী মিলি কহিতে লাগিলা।
শুনি বিশ্বম্ভর পহুঁ পালটি চাহিল॥
স্নেহ নয়ানে প্রভু চাহিল সভারে।
প্রেমে গরগর ভাব আপনা পাশরে॥
পদ্মাবতী-স্নান কৈল যে আছিল বিধি।
চরণপরশে গঙ্গাসম ভেল নদী॥
পদ্মাবতী মহাবেগা পুলিন-সংযুতা।
কুম্ভীর-কচ্ছপ-মীনে অতি সুশোভিতা॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন সব বৈসে তার তটে।
দিব্য পুরুষ নারী স্নান করে ঘাটে॥
বিশ্বম্ভর-স্নানে পুণ্য ভেল পদ্মাবতী।
সর্ব্বলোক-পাপ হরে স্নান করি তথি॥ (১)
সেই পদ্মাবতী-তটবাসী যত জন।
বিশ্বম্ভর দেখি শ্লাঘা কৈল নয়ন॥ (২)
(সেই পদ্মাবতীতীরে ভ্রমে (৩) গৌরহরি।
সে দেশ ভকত (৪) কৈল শ্রীচরণ ধরি॥
শ্রীচরণ পাঞা ধরণী শীতল।
পুলকিত হৈলা দেবী—গেল অমঙ্গল (৫)॥
যে দেশ তারিল আগে বহু যত্ন করি।
পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ দূর কৈল হরি॥ (৬)
চণ্ডাল পণ্ডিত কিবা যবন (৭) দুর্জ্জন।
সভারে যাচিয়া দিল হরিনাম-রত্ন॥
শুচি বা অশুচি কিবা আচার বিচার।
না মানিল—সভারে করিল ভবপার॥
নামসংকীর্ত্তনরূপে নৌকা সাজাইয়া।
ভবনদী পার কৈল দুঃখিত দেখিয়া॥ (১)
যে জন পলায়—তারে ধরি কোলে করি।
কাণ্ডারীর রূপে পার করে গৌরহরি॥ (২)
এহেন করুণা নাহি শুনি কোন যুগে।
কোন্ অবতারে কোথা কে বা প্রেম মাগে॥
সভারে পবিত্র কৈল সম-ভাব করি।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমের কৈল অধিকারী॥
বিদ্যাদান কৈল প্রভু অশেষ-বিশেষে।
পণ্ডিত হইল সভে দিন পক্ষ-মাসে॥)
দয়ার সাগর প্রভু সর্ব্বলোকপতি।
করুণা প্রকাশি লোকে শুদ্ধ কৈল মতি॥
এইমনে আছে প্রভু সজ্জনসমাজে॥
এথা লক্ষ্মী শচীদেবী নবদ্বীপে আছে॥
পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী—পতিগতপ্রাণ।
আনন্দে শচীর সেবা করয়ে বিধান॥
দেবতার সজ্জ (৩) করে গৃহসম্মার্জ্জন।
ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি মাল্য চন্দন॥
সকল সংস্করি দেই দেবতার ঘরে।
বধূর শীলতায় (৪) শচী আপনা পাশরে॥
বশ ভেল শচীদেবী তাহার চরিতে।
পুলকিত শচী পুত্রবধূর পিরিতে॥ (৫)

বিভাস রাগ। (৬)

এইমত আছে শচী লক্ষ্মীর সহিত।
দৈবের নির্ব্বন্ধ তাহা না যায় খণ্ডিত॥
(প্রভু না দেখিয়া (৭) লক্ষ্মী বাহির-অন্তর।
প্রভুর বিরহদশা স্ফুরে নিরন্তর॥ (৮)

---

(১) অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
'প্রেমভক্তি হয় কৃষ্ণচরণারবিন্দে।
স্নান করে কভু যদি বৈষ্ণব না নিন্দে॥'
(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'ভাবভরে গদগদ প্রেম মন্দে তারা।
অন্তরে কান্দিয়া কেহো বাহিরে দেখে গোরা।
গৌরচন্দ্র দেখি সভে ভাবে মনে মন।
তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে কত কত জন॥'
(৩) 'ভবে পদ্মাবতী পার হইলা'।
(৪) 'পবিত্র'। (৫) 'সজল নয়ন'।
(৬) 'সে দেশ তারিতে আসে যত মনে করি।
সেই সে সেথানে পৃথ্বী পুলকিত করি।'
(৭) 'সজ্জন'।

(১) পার কৈল সব জীবে আপনি যাচিঞা।
(২) 'ভবনদী পার করে গোরাঙ্গ শ্রীহরি'।
(৩) 'সেবা'। (৪) 'বধূর শিলিতায়'।
(৫) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'নরহরিপাদপদ্ম মনে করি ধ্যান।
চৈতন্যমঙ্গলকথা এ লোচনে গান॥'
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'হরি হরি এ রাম আরে হর।
যে প্রভুর স্মরণে দুঃখ নাহি রয়॥ ধ্রু॥'
অন্য একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"দিশা॥ হয় হয়॥ মূর্চ্ছা॥
হারে হয় হয় না হারে প্রাণ হএ।"
(৭) 'গোরাঙ্গ-বিরহে'।
(৮) 'অনুরাগ-বিরহ ব্যাকুল-কলেবর।'

বিরহ হইস মূর্ত্তি সর্পের আ । (১)।
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা জানিল অন্তর॥) (২)
দংশিলেক মহাসর্প স্বীয় চরণে।
অন্তব্যস্ত হইয়া শচী শুনে' মনেম ॥
(দংশনজ্বালায় লইল প্রভুর নিকট।
দেখি শচীদেবী পাইল পরমসঙ্কট॥)
ডাকিয়া আনিল ওঝা—জ নে নানা মন্ত্র।
জিজ্ঞাসা করিল নানা ঔষধের তত্ত্ব॥
অনেক যতন কৈল—না লেউটে (৩) বিষ।
বড ভয় পাইলা শচী ভেল বিমবিষ॥
প্রাপ্তিকাল দেখি সভে ছাড়িল যতন।
গঙ্গাজলে নাহাইল হ'-স্মরণ (৪)।
গলায়ে তুলিয়া দিল তুলসীর দাম।
চৌদিগে সব-জন লয় হরিনাম॥
(লক্ষ্মী গেলা প্রভুস্থানে—না জানিল লোক।
পরম অদ্ভুত সভে দেখে পরতেখ॥)
আকাশের পথে 'থ আনিল গন্ধর্ব্ব।
হরি বলি দেহ ছাড়ি লক্ষ্মী গেলা স্বর্গ॥
(লক্ষ্মী-অংশ কোন শক্তি বৈকুণ্ঠ চলি'।
দেখিয়া সকল লোক পরমবিহ্বল॥)
ইন্দ্রপুরী (৫) গেলা লক্ষ্মী আপন আলয়।
পরম লাখমী-দ্যুতি সর্ব্ব লক্ষ্মীময়॥
তবে শচীদেবী এথা কান্দয়ে দুঃখিতা।
গুণ বিনাইয়া কান্দে স্ত্রীগণবেষ্টিতা॥
নয়নে গলয়ে জল—ভিজে হিয়াবাস।
শিরে কর হানি ছাড়ে তপত নি:শ্বাস॥
সর্ব্ব গুণে শীলে বধূ লক্ষ্মী লক্ষ্মীসমা।
নদিয়ানগরে নাহি দিবারে উপমা॥
কেমনে ঘরেরে যাব একেশ্বরী আমি।
কি লাগিয়া মোরে দ । পাশরিলে তুমি॥
দেব-আরাধন সজ্জ থাকিল পাড়্যা।
আমার শুশ্রূষা কনে গেলা ত ছাড়িয়॥
আজি হৈতে শূন্য হৈল মোর গৃহবাস।
বিভা কৈলা বিশ্বম্ভর না গেলা ত পাশ॥
আরে বে প পিষ্ঠ সর্প কোথা ছিলে তুমি।
আমায়ে না খাইলে কেনে—জীত বধূ পালি॥
মোর সেবা করিবারে বধূ নিযোজিয়া।
বিদেশে চলিলা পুত্র নিশ্চিন্ত হইয়া॥
কেমনে বা পুত্রমুখ চাহিব অভাগী।
কি করিব প্রাণ-পোএর বধূকে না দেখি॥
এতেক বিলাপ দেখি যত বন্ধুগণ।
সভে বোলে—শচীদেবি কর (১) সম্বরণ॥
যার যে নির্ব্বন্ধ আছে—ঘুচাইবে কে।
সকল সংসার মিথ্যা এই সব দে (২)॥
তোমারে কে বুঝাইব—তুমি সব জান।
জানিঞা-শুনিঞা কেনে প্রবোধ না মান॥
(শরীর ধরিয়া কেহো মৃত্যু না এড়ায়।
ব্রহ্মাদি দেবতা যত তারা (৩) মৃত্যু পায়॥
কেহো আগে কেহে পাছে—মরণ সভাব।
জনম মরণ মাত্র সভাব ব্যভাব॥
সত্য এক বস্তু কৃষ্ণ—বেদে মাত্র জানি।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে—সেই মূঢ়গনি॥ (৪)
ইহা বলি (৫) প্রবোধিয়া সব বন্ধুজন।
হরি বলি সভে মিলি সম্বরে ক্রন্দন॥)
তবে সব-জন মিলি যে বিধি আছিল।
করিয়া সৎক্রিয়া সভে ঘরেরে চলিল॥
কান্দিতে-কান্দিতে শচী নিজঘর গেলা।
প্রবোধ করিলা তারে বন্ধুগণ-মেলা॥
তবে ওথা কথোদিন রহি বিশ্বম্ভর।
ঘরেরে চলিলা প্রভু আনন্দ-অন্তর॥
রজত কাঞ্চন বস্ত্র মুকুতা প্রবাল।
সকলবৈষ্ণব পূজা করিল অপার॥
ঘরেরে আইলা প্রভু নানা ধন লঞা।
মাতৃস্থানে দিল ধন হরষিত হঞা॥
নমস্কার করি প্রভু নেহারে বদন।
বিরস বদন শচী না কহে বচন॥
পুনরপি পদধূলা লয় (৬) বিশ্বম্ভর।
মলিন বদন দেখি কহিল উত্তর॥
যে কিছু আনিল ধন মায়ে নিবেদিয়া।
ধীরিধীরি কহে প্রভু বিস্মিত হইয়া (৭)॥
কেনে হেন দেখি তোমার মলিন বয়ন।
তোমারে মলিন দেখি পোড়ে মোর মন (৮)॥
এ বোল শুনিঞা শচী গদগদ-ভাব।
ঝরয়ে আঁখর নীর—ভিজে হিয়া (৯) বাস॥

---

(১) 'মত্ত সর্পাকার।
(২) 'দেখিয়া লখিমী মনে হয় চমৎকার'।
(৩) 'মলে নহে'। (৪) 'সকল ব্রাহ্মণ'। (৫) 'স্বর্গ' বা 'বৈকুণ্ঠ'

(১) 'দেলি শচীরে করেন'।
(২) 'মিথ্যা সব দে' বা 'সব দেহ দে'।
(৩) ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র দিবাকর'।
(৪) 'সেই জন না ভজে তারে পশু গণি।
(৫) 'শচী দেবী'। (৬) 'বিস্মিত হইলা দেখি প্রভু'।
(৭) 'মাএ নিরখিয়া'। (৮) 'হয়এ খেয়াল'।
(৯) 'ভিজিল আঁখির জলে হৃদয়ের'।

কহিতে না পারে কিছু—সকরুণকণ্ঠ।
কহিল—আমার বধূ গেলা ত বৈকুণ্ঠ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু বিরস অন্তর।
ছলছল করে আঁখি করুণ র জল॥ (১)
মায়েরে কহি ন প্রভু—শুনহ বচন।
পূর্ব্বকথা কহি তার জন্মের কারণ।
ইন্দ্রের অপ্সরা নৃত্য করে এক-কালে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ—পদস্খলন হৈল তারে॥
তালভঙ্গ হৈল—শাপ দিল সুরেশ্বরে।
পৃথিবীতে জন্ম গিয়া মনুষ্যের ঘরে॥
শাপ দিয়া পুন দয়া ভেল দেবরাজে।
দুঃখ না পাইব তুমি—হৈব বড (২) কাজে॥
পৃথিবীতে অবতার হইব ঈশ্বর।
তার বধূ হৈবা তুমি—এই দিল বর॥
তবে ত আসিবে তুমি এই ইন্দ্রপুরী।
কহিল সকল—সেই ইন্দ্রের সুন্দরী॥
শোক না করিহ আর—শুন মোর মাতা।
নির্ব্বন্ধ না ঘুচে যেই লিখিল বিধাতা॥
পুত্রের বচন শচী শুনি সাবধানে।
না করিল শোক কিছু না ক্বিলা (৩) মনে॥
(প্রবোধ পাইয়া শচী করে অন্ত-চিন্তা।
ভক্তগণসঙ্গে বসি কহে নিজকথা॥)
এ বোল বলিয়া বিশ্বম্ভর পাইল চিন্তা।
আত্মসঙ্গোপন করে—কহে নানা কথা॥
কহয়ে লোচনদাস—শুনহ বিচিত্র।
লক্ষ্মী-স্বর্গ-আরোহণ গৌরাঙ্গচরিত্র॥

শ্রীরাগ। দিশা॥

(দ্বিজকুলচাঁদ গোরামণি রে।
নদিয়া-আনন্দ হরি উঠে নানা ধ্বনি রে॥
অকি হোয়ে গৌরাঙ্গ জয় জয়॥ ধ্রু॥) (৪)
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
আনন্দে গোঙায় দিন শচীর কোঙর॥
সুখে নিবসয়ে বন্ধু-বান্ধব-সহিতে।
শচীর হৃদয়ে দুঃখ ভেল আচম্বিতে॥

বধূশূন্য গৃহ দেখি বড় পাইল চিন্তা।
বিশ্বম্ভর-বিভা দিব—এই (১) মনঃকথা॥
মনে অনুমান করি (২) করিল নিশ্চয়।
আছে একথ নি কন্যা—যদি ভাগ্যে হয়॥
কাশীনাথ-না ম দ্বিজ দেখিল সম্মুখ।
অন্তর কহিল শচী নিভৃতে তাহা ক—॥
সনাতন-পণ্ডিতের ঘর যাহ তুমি।
প্রবন্ধ করিয়া কয়া —যে কহিয়ে আমি॥
সর্ব্ব-গুণ-শীলে এই আমার তনয়।
তার কন্যা-যোগ্য বর - যদি মনে লয়॥
এতেক বচন শচী দ্বিজেরে কহিলা।
শুনি কাশীনাথ দ্বিজ সত্বরে চলিলা॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন আছে নিজঘরে।
কাশীনাথ দ্বিজোত্তম গেলা তথাকারে (৩)॥
আ স আইস বলি দিল আসন বসিতে।
কি কাজে আইলা—কহে হাসিতে-হাসিতে॥
কাশীনাথ কহে—শুন (৪) শুন হে পণ্ডিত।
কহিব সকল কথা যে হয় উচিত (৫)॥
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান—ধন্য পৃথিবীতে।
কি আছয়ে যত গুণ তোর অবিদিতে॥
পরমধার্ম্মিক তুমি বিষ্ণুপরায়ণ।
নিজধর্ম্মপরায়ণ বলিয়ে ব্রাহ্মণ॥
ঐছন জানিঞা শচী—বিশ্বম্ভর-মাতা।
পাঠাইয়া কহিল মোরে অন্তরের কথা॥
পাঠাইয়া দিল মোরে তোমা-বরাবর।
অবধান করি শুন যে কহি উত্তর॥
আপন বলিয়া তোরে কহি নিজমর্ম্ম।
আপনে বুঝিয়া কর—যে জুয়ায় ধর্ম্ম॥
তোমার কন্যার যোগ্য বর—বিশ্বম্ভর।
কহিল সকল কথা—যে দেহ উত্তর॥
শুনি সনাতনামিশ্র মনে অনুমান।
বন্ধুর সহিত কথা দঢাইল বাণী॥
কাশীনাথ পণ্ডিতেরে কহে সনাতন—।
আপনা অন্তর কহি শুন মহাজন॥
এই মনঃকথা মোর রজনী-দিবস।
প্রকটবদনে (৬) কহি—নাহিক সাহস॥
আজি শুভদিন—পরসন্ন ভেল বিধি।
জামাতা হইব বিশ্বম্ভর গুণনিধি॥

---

(১) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"গোরাচাঁদ মহাপ্রভু সব রস জানে।
লক্ষ্মী-বৈকুণ্ঠ-গমন এ লোচন গানে॥"
(২) 'পাইলে তুমি ভাল হৈল'।
(৩) 'শোক না করিহ কিছু না ভাব বহু'।
(৪) 'কি না মোর গৌরাঙ্গ জয় জয়। মূর্চ্ছা।

(১) 'কহে' বা 'করে'। (২) 'এইমনে অনুমান'
(৩) 'আইলা হেনকালে' (৪) 'দ্বিজ কহে'।
(৫) 'যে আছএ চিত্ত'। (৬) 'তোমার বদনে'।

আপনার ভাগ্যতত্ত্ব জানিল মো তবে।
আপনে সে শচীদেবী আজ্ঞা কৈল যবে॥
(মোর ভাগ্য-সম ভাগ্য কাহার হইব।
পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দে কন্যা সমর্পিব॥ (১)
সদা যার পাদপদ্ম পূজে ব্রহ্মা শিব।
সে চরণে কন্যা দিয়া আমিহ অর্চিব॥)
আশুসরি কাশীনাথ চল দ্বিজোত্তম।
কহিল—কহিও শচীদেবীর চরণে (২)॥ (৩)
সময়-নির্ণয় করি পাঠাব ব্রাহ্মণ।
শুভকার্য্য-অনুবন্ধে করিহ যতন॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন কহিল উত্তর।
কাশীনাথ দ্বিজোত্তম চলিলা সত্বর॥
শচীর চরণে আসি কৈল পরণাম।
কহিল সকল কথা তার বিদ্যমান॥
অতি হরষিতা শচী উত্তর পাইয়া।
পুত্র-বিবাহের কার্য্য করেন হাসিয়া॥
নানাদ্রব্য আহরণ করে শচী ধন্যা।
কোন কোন ছলে দেখিবারে যায় কন্যা॥
তবে সেই সনাতন—পণ্ডিত-উত্তম।
কথোদিন বহি তথা পাঠাইল ব্রাহ্মণ॥
শচীর চরণে মোর বলিহ বচন।
গোচরিহ পুরুবে যে কহিল ব্রাহ্মণ॥ (৪)
মোর ভাগ্যে আজ্ঞা যদি দেহ সেই কথা।
সত্বরে আসিহ কার্য্য করি যেন এথা॥
পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ শ্রীশচীনন্দন।
কন্যা দিয়া সংসারে হইব বিমোচন॥ (৫)
শুনিঞা চলিলা বিপ্র শচীর ভবনে।
সকল কহিল গিয়া (৬) শচীর চরণে॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন পাঠাইল মোরে।
নিজ-মর্ম্ম-নিবেদন করিতে তোমারে॥
তার ভাগ্যে আজ্ঞা যদি কর তুমি ধন্যা।
তোর পুত্র বিশ্বম্ভর লেউ নিজকন্যা॥

ভাল ভাল বলি শচী অতি হৃষ্টচিত।
আমার সম্মত কার্য্য—করহ ত্বরিত (১)।
এ বোল শুনিঞা দ্বিজ অতি হৃষ্টমনে।
কহিতে লাগিলা কিছু মধুরবচনে—॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভর-হেন পতি পাব।
বিষ্ণুপ্রিয়া-নাম তার যথার্থ হইব॥
শ্রীকৃষ্ণেরে পতি যেন পাইল রুক্মিণী।
ঐছন হইব সেহ ইহা (১) অনুমানি॥
এ বোল শুনিঞা শচী অতি হরষিত।
ব্রাহ্মণ কহিল গিয়া পণ্ডিতেরে কথা॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন বড় তুষ্ট হৈলা।
বিবাহ-উচিত দ্রব্য (৩) করিতে লাগিলা॥ (৮)
নানাদ্রব্য অলঙ্কার করে (৫) মহামতি।
অধিবাস কাববারে করিল যুগতি॥
গণক আনিঞা কৈল বচন বিনয়—।
বিষ্ণুপ্রিয়া-বিভা দিব—করহ সময়॥ (৬)
গণক কহিল—শুন শুন হে পণ্ডিত।
আসিতে দেখিল বিশ্বম্ভর আচম্বিত॥
তারে দেখি আনন্দিত ভেল মোর মন।
কৌতুকে তাহারে আমি যে কৈল বচন॥
কালি (৭) শুভ অধিবাস হইব তোমার।
বিবাহ হইব (৮) শুন বচন আমার॥
এ বোল শুনিঞা তেহে (৯) কহিল উত্তর॥
কহ কে ধা কার বিভা —কে বা কন্যা বর।
আমার সাক্ষাতে কথা কহিল কখন
বুঝিয়া কাহোর গতি—কর আচরণ।
গণকের মুখে এ ত শুনিঞা বচন।
ধৈর্য্য অবলম্বি কিছু না কৈল তখন॥
সনাতন পণ্ডিত সে—চরিত্র উদার।
বন্ধুগণ লঞা করে অনুমান সার॥

(১) 'পরম পুরুষ গোবিন্দেরে কন্যা দিব'।
(২) 'সকল শচীদেবীর চরণে'।
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথিতে অতিরিক্ত পাঠ,—
"আমি অপ্রশস্ত জন তাহার সর্ব্বথা।
তাঁর পুত্রে কন্যা দিতে—না হব অন্যথা।"
(৪) 'গোচরিল পূর্ব্বে যত মনের মরম।
(৫) 'অদ্বৈত অচ্যুত গোবিন্দেরে কন্যা দিব।
আমি অনায়াসে ভবনিধি পার হব॥'
(৬) 'হাসিয়া প্রণাম করে ব কহিল অনেক কথ

(১) 'কথা করহ উচিত' বা 'কথা কহত ত্বরিত'।
(২) 'ইহা'। (৩) 'কন্ম'।
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"ভাটিয়ারি রাগ। দিশা॥
কি ধন বাণিজ্যে আইনু।
পাঞা নিধি হারাইনু॥ ধ্রু॥"
(৫) 'আনে'।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"গণক কহেন—শুন সনাতন দ্বিজ।
সম্যক বলে কোথা কহ মোরে বীজ
সনাতনপণ্ডিত বোলে—শুনহে দৈবজ্ঞ।
গোরচন্দ্রে দিব কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া যোগ্য।'
(৭) 'অদ্য'। (৮) 'সংপ্রতি' বা 'উচিত'

নানা দ্রব্য কৈল নানা কৈল (১) অলঙ্কার।
কাহারে কি দোষ দিব— কর্ম্ম আমার॥
আমি কোন কিছু অপরাধ নাহি করি।
অকারণে আদর ছাড়িলা গৌরহরি॥ (২)
অন্তরে জন্মিল দুঃখ—কহিল উদ্গার।
হৃদয়ে সন্তপ্ত কহে ব্রাহ্মণী তাহার॥
কুলজা সুলজ্জা কুলবতী (৩) পতিব্রতা।
সর্ব্ব গুণ-শীলা সেই বিষ্ণুর ভকতা॥
স্বামিদুঃখ দেখিয়া পাইল বড় দুঃখ।
লজ্জা পরিহরি কহে স্বামীর সম্মুখ—॥
আপনে যে বিশ্বম্ভর না করিল কাজ।
তোমারে কি দোষ দিবে নদিয়াসমাজ॥
আপনে সে না বরিলা বিশ্বম্ভর হরি।
তোমার শকতি কিবা (৪) করিবার পারি॥
স্বতন্ত্র পুরুষ সেই সভার ঈশ্বর।
ব্রহ্মা-রুদ্র-ইন্দ্র-আদি যাহার কিঙ্কর॥
সে জন কেমতে হইবে তোমার জামাতা।
শান্ত কর মন—মুখ্য রক্ষের বারতা॥ (৫)
শকতি সম্ভবে নাহি দুঃখ অকারণ।
বলিতে দবাইতে দুঃখ ঘুচাহ এখন॥ (৬)

এতেক বচন যদি তার প্রিয়া বৈল।
পণ্ডিত শ্রীসনাতন দুঃখ সম্বরিল॥
বান্ধব-সহিত এই যুক্তি নির্ব্বাহিল।
আমার কি দোষ—বিশ্বম্ভর না করিল॥
ইহা বলি কারে কিছু না বলিল বাণী।
অন্তর-দুঃখিত হৈলা বান্ধব-ব্রাহ্মণী॥ (১)
তবে ত সকল কথা শুনি বিশ্বম্ভর।
কেনে হেন বৈল—দুঃখ ভাবিল অন্তর॥
আমার ভকত দোষে দুঃখ পাইল চিতে।
কৌতুকে কহিল কথা হাসিতে-হাসিতে॥
প্রিয় একজন ছিল বয়স্যের মাঝে।
নিভৃতে কহিল তারে যত মনে আছে—॥
কোন কথাচ্ছলে যাহ পণ্ডিতের ঘর।
আমি নাহি জানি—হেন কহিও উত্তর॥
কৌতুকবশে আমি গণকে কহিল।
না বুঝি কার্য্য কেনে অবহেলা কৈল॥
কার্য্য-অবহেলা তাহে অধিক অধিক।
তা-সভার চিত্তে দুঃখ— এ নহে উচিত॥
মায়ে যে বলিলা তাহে কি লাজে (২) কথা।
তাহার উপরে (৩) অন্যে বোলে সব অন্যথা॥
মিছা কার্য্যকৃতি—মিছা দুঃখ (৪) ভাব চিতে।
করহ বিভার কার্য্য—যে হয় উচিতে॥
এতেক শিখাঞা প্রভু বন্ধু পাঠাইল।
সনাতন পণ্ডিতেরে সকল বাখানিল॥ (৫)

(১) 'আভরণ কৈল' বা 'কৈল দিব্য নানা'।
(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"হা হা গোরাচান্দ বলি ভূমেতে পড়িয়া।
গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধসুখ ধন হারাইয়া।
কু ফুকার করিয়া কান্দে—বোলে হরি হরি।
তোমা না পাইয়া বিশ্বম্ভর আমি মরি।
জয় পাণ্ডবের বন্ধু বিনাশ বিশ্বম্ভরে।
রাখিলে ভীষ্মককন্যা—বিদর্ভনগরে
জয় রুক্মিণীর বাঞ্ছাপূরণ মুরারি।
আনিলে নরক মারি যতেক সুন্দরী॥
তা-সভা বরিলে বিভা—জানি তার কর্ম্ম।
মোর কন্যা বিভা কর—তুমি সত্যধর্ম্ম॥
মোরে দয়া না করিহ পণ্ডিত বলিয়া।
কতকত পতিত যে লণ্ঠাহ তারিয়া।
জয় বিশ্বম্ভর—জগজনত্রাণদাতা।
জয় সর্ব্বেশ্বর তুমি বিধির বিধাতা॥
মুঞি সে অপরাধ—অতি মতিমন্দ।
কভু না পাইলুঁ তোর ভজনের গন্ধ॥"
(৩) 'সর্ব্ব গুণ শীলযুক্তা সতী'। (৪) 'ইহা'।
(৫) 'শান্ত হও কিছু বিছু না ভাবিহ বেথা'।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"তাহার সমান তার নাম— বনে কহে।
তুহা ত্যজ পণ বুদ্ধি কর—হরি নিজ গৃহে।"

(১) অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
অন্তর-চিন্তিত পুনঃ গোদ উপজিল
হা হা বিশ্বম্ভর দেব মোরে লজ্জা দিল
জয় জয় প্রাণনাথ লক্ষ্মী অবতারি।
জয় জয় [illegible]
পাণ্ডবের [illegible] রুক্মিণীজীবন
জয় জয় [illegible] দুঃখবিমোচন॥
এইমত কত স্তুব কৈল বিপ্রবর
ভনিত [illegible]
(২) 'মায়ের বলিলে তাহে কাজ কি আন'। (৩) 'বাণ'।
(৪) 'মিছা কার্য্য নিবারিত মিথ্যা'।
(৫) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'এ হরি [illegible]
এসব আনন্দ কথা [illegible] গান'

রামকেলি রাগ। দিশা ॥

হরি রাম নারায়ণ শচীর দুলাল হেমগোরা ॥ধ্রু॥ (১)
তবে ত পণ্ডিত অতি হরষিত মনে।
আনন্দে করয়ে শুভদিন শুভক্ষণে ॥
এথা প্রভু বিশ্বম্ভর ঐছন জানিঞা।
শুভদিন করে ঘরে গণক আনিঞা ॥
চর্চ্চিয়া করিল দিন সময় বিচিত্র।
শুভকাল শুভলগ্ন তিথি সুনক্ষত্র।
অধিবাসকালে সাধু ব্রাহ্মণসজ্জন।
মিলিয়া করিল প্রভুর শুভ প্রয়োজন ॥
আনন্দিত শচীদেবী আইহ-সুহ লঞা।
পুত্রমহোৎসব করে নানাদ্রব্য দিয়া ॥
তৈল হরিদ্রা আর ললাটে সিন্দুর।
খদি কদলক আর সন্দেশ তাম্বুল ॥
আনন্দে মঙ্গল গায় যত আইহগণ।
প্রভু-অধিবাস করে যতেক ব্রাহ্মণ ॥
ধূপ দীপ পতাকা শোভিত দিগন্তরে।
স্বস্তিবাচক (২) পূর্ব্ব দেবপূজা করে ॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে—বাজে শুভশঙ্খ।
নানাবিধ বাদ্য বাজে পড়াহ মৃদঙ্গ ॥
চৌদিকে কুলবধূ দেই জয় জয়।
প্রভু-অধিবাস হৈল উত্তম সময় ॥
গন্ধ-চন্দন-মাল্যে পূজিল ব্রাহ্মণ।
কর্পূর তাম্বুল আর ভূরি বিভূষণ ॥
হেনকালে পণ্ডিত শ্রীযুতসনাতন।
অতিশ্রদ্ধাযুত সেই উলসিত-মন ॥
ব্রাহ্মণ পাঠাইল আর বিপ্রসাধ্বীগণ।
জামাতার অধিবাস করিবার মন ॥
আপনে আপন-কন্যা-অধিবাস করে।
ঝলমল করে অঙ্গ রত্ন-অলঙ্কারে ॥
দেবপূজা পিতৃপূজা করে যথাবিধি।
অধিবাসকালে জয়জয় নিরবধি ॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে—বাজে শুভশঙ্খ।
আনন্দে দুন্দুভি বাজে বাজয়ে মৃদঙ্গ ॥
হেনমনে দুইজনের অধিবাস হৈল।
তার-পর দিনে প্রভু প্রভাতে উঠিল ॥ (১)

(১) 'বড়ারি রাগ। দিশা ॥
মোর প্রাণ আরে রে গোরাচান্দ নাবে হয়। ধ্রু ॥"
(২) 'স্বস্তিবাচন'।
(১) "বধূগণে বাত্রিশেষে জগতে সাহিল"

প্রাতঃক্রিয়া করি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।
নান্দীমুখশ্রাদ্ধ কৈল যে ছিল বিধান ॥
দেবপূজা পিতৃপূজা করি সমাধান।
বিবাহ-উচিত প্রভু করে পুন স্নান ॥
নাপিতে নাপিতক্রিয়া করিল তখন।
অঙ্গ-উদ্বর্ত্তন করে কুলবধূগণ ॥
গন্ধ আমলক দেই তৈল হরিদ্রা।
শ্রীঅঙ্গপরশে কেহো সুখে গেল (১) নিদ্রা ॥
কেহো পাদ-সম্মার্জ্জনা করে হরষিতা।
বেকত-বদনে কহে – লজ্জা রহে কোথা ॥
নয়নে ঝরয়ে পুন (২) হরিষের নীর।
অঙ্গের বাতাসে সব (৩) কাঁপয়ে শরীর ॥
উনমত নারীগণ করে অভিষেক।
পুরুষের মনঃকথা করে পরতেখ ॥
অঙ্গ ঠেলি পড়ে (৪) কেহো গঙ্গাজল ঢালে।
জয়-জয় হুলাহুলি (৫) সুমঙ্গল-রোলে ॥
নদিয়া নগরে ভেল আনন্দ উৎসাহ।
সর্ব্ব-সুমঙ্গল বিশ্বম্ভরের বিবাহ ॥ (৬)
তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভররায়।
অঙ্গের সুবেশ করে যতেক জুয়ায় ॥
দিব্য রত্ন-অলঙ্কার রক্তপ্রান্ত বাস।
মহ-মহ করে গোরা-অঙ্গের বাতাস ॥
সহজে শ্রীঅঙ্গ-গন্ধ—আরে দিব্য-গন্ধ।
চন্দন-তিলক (৭) ভাল শ্রীমুখচন্দ্র ॥

অতঃপর একখানি হস্তলিখিত পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
নানাবিধ বাদ্য বাজে জয়-হুলাহুলি।
বস ভরে রমণী চলিলা ঢুলি ঢুলি।
বাসর আবেশে মনে উঠে কত ভাব।
গৌরাঙ্গ-মাধুর্য্যরস হৃদয়ের লাভ ॥
সুচন্দ্রিম-রজনীতে সুমঙ্গলগীত।
বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহ সে লোচন বিহিত ॥
এইমতে পাশিসাহি ফিরে বধূগণ।
প্রভাতসময়ে আইলা শচীর ভবন ॥"
(১) 'ভাব ভাবে হয়'। (২) 'পসয়ে কান্ত'।
(৩) 'ভাব' বা কাক'।
(৪) 'কেহো অঙ্গ ঠেলে' বা 'অঙ্গে অঙ্গ ঠেলে'।
(৫) 'জয় হুলাহুলি শুনি'।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"শুন শুন দাস লোচন এই বাণী।
শুনিলে আপদ খণ্ডে—বোলে হরিধ্বনি ॥
ধানশীরাগ। দিশা ॥ রূপে টলটল গোর তনু।
প্রেমসুধাসিন্ধু মুরতি জনু। ধ্রু ॥'
(৭) 'চন্দ্রক'।

নখচন্দ্র শোভা করে অঙ্গুলে অঙ্গুরী।
ঝলমল করে অঙ্গ (১)—চাহিতে না পারি॥
অতি সুকোমল রাঙ্গা অধর-বন্ধুক।
শ্রবণে শোভয়ে গণ্ড কুসুম-(২) বন্দুক॥ (৩)
অঙ্গদ কঙ্কণ করে—চরণে নূপুর।
দেখিয়া নাগরী-হিয়া করে দুরদুর॥
(বেড়িলা গৌরাঙ্গে যত নাগরীর গণ।
শশধর বেড়ি যেন তারার শোভন (৪)॥
মদে মত্ত মদনে হইল সব নারী।
লজ্জা-ভয় তেজিয়া রহিলা মুখ হেরি॥)
পণ্ডিত শ্রীসনাতন এথা নিজঘরে।
নিজকন্যা ভূষা করে নানা (৫) অলঙ্কারে॥
গন্ধ-চন্দন-মাল্যে করাইল বেশ।
দিব্য বেশে অঙ্গ-ছটায় আলো করে দেশ॥
(বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ জিনি লাখবাণ সোণা।
ঝলমল করে যেন তড়িত-প্রতিমা॥
ফণধর জিনি বেণী—মুনিমন মোহে।
কপালে সিন্দুর—সে তুলনা দিব কাহে।
ভুরুভঙ্গ—অনঙ্গ-সরঙ্গ-মনোহর।
শুক-ওষ্ঠ জিনি নাসা পরমসুন্দর।
কুরঙ্গনয়ন জিনি নয়নযুগল।
গৃধিনীর কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর।
অধর বান্ধুলী জিনি অনুপম-শোভা।
দশন মোতি জিনি—ঝলমল-আভা॥
কম্বু কণ্ঠ জিনিঞা জগত-মনোহারি।
সিংহগ্রীব জিনিঞা সুন্দর-গ্রীবাবারি।
বাহুযুগ কনক মৃণাল-শোভা জিনি।
করতল রাত-পদ্ম জিনি অনুমানি॥
অঙ্গুলী চম্পককলি জিনি মনোহর।
নখ চন্দ্র জিনি শোভা অতি ঝলমল॥
বক্ষঃস্থল-পরিসর সুমেরু জিনিঞা।
কেশরী জিনিঞা মাঝা অতি সে ক্ষীণিঞা॥
কাম দেব-রথচক্র জিনিঞা নিতম্ব।
ঊরুযুগ জিনি রামকদলক-স্তম্ভ॥
ত্রিলোক্য জিনিঞা পদ গঠন বিধাতা।
ডগমগ করে পদতল—পদ্ম রাগ॥
নখচন্দ্রপাঁতি জিনি অকলঙ্ক-চাঁদ।
তাহার কিরণে আঁখি পাইল জন্ম-আঁধে॥
গন্ধ-চন্দন-মাল্যে করাইল বেশ।
দিব্য-বেশে অঙ্গ-ছটা আলো করে দেশ॥)
ত্রিলোক্য-মোহিনী কন্যা—জিনিঞা পার্বতী।
অঙ্গ-অলঙ্কারে ঝলমল করে ক্ষিতি॥
হেনকালে শুভলগ্ন সময় (১) বুঝিয়া।
বর আনিবারে বিপ্র দিল পাঠাইয়া॥
ব্রাহ্মণ প্রভুর আগে দাণ্ডাইয়া রহে (২)।
পাঠাইল দ্বিজ মোরে—সবিনয় কহে॥
অঙ্গ-ঝলমল-তেজ দেখিয়া ব্রাহ্মণ।
আপনাকে ধন্য মানে ধন্য সনাতন॥
কহিল প্রভুর আগে—শুন বিশ্বম্ভর।
নিকট হইল লগ্ন—চলহ সত্বর॥
আমি কি কহিতে জানি তোমার সম্মুখে।
তুমি দেব নারায়ণ দেখি পরতেখে॥
তবে সেই শুভক্ষণে বিশ্বম্ভর পহু।
চলিল মনুষ্যযানে হাসি লহু লহু॥
আইহ-সুত গণ শচী আশীর্বাদ করে।
মঙ্গলধ্বনি প্রভু লয় নিজশিরে॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল।
দড়ম খুরাব বাজে ডিণ্ডিম রসাল॥
বীণ বেণু কবিনাস ধরার উপাঙ্গ (৩)।
মিনঘা বাজা পাখোয়াজ এক-রঙ্গ (৪)॥
পটহ মৃদঙ্গ বাজে কাংস্য করতাল।
শিঙ্গা বরগোঁ বাজে সাহিনা-বিশাল॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে—নাম নাহি জানি।
সম্মুখে নাটুয়া নাচে—শুনি বেদধ্বনি॥
গায়নেতে গীত গায় ভাটে রায়বার।
ব[illegible] উঠিত প্রভু কৈল আগুসার॥
নদীয়ানগরে ঘরে ঘরে পড়ে সাড়া।
দেখিবারে বহু লোক (৫) দিয়া বাহু-নাড়া॥ (৬)

---

(১) 'অঙ্গতেজ'। (২) 'মুকুতা'।
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'কুঙ্কুম-চন্দনে লিপ্ত—গৌর-কলেবর
সুন্দর মস্তকে শোভে—সোণার টোপর।
সুবর্ণ দর্পণ করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
যাহার লোক নিজদেহে না হয় স্বতন্ত্র
(৪) 'শোভা তারার যেমন'। (৫) 'বস্ত্র'।

(১) 'নিকট'। (২) 'চাহে'। (৩) 'বাঁশীর নিশানে'।
(৪) 'তরে'।
(৫) 'পাছু' বা 'নারী'।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'কৌতুকে দেবগণ দিব্য যানে চায়।
চারিদিকে পুরনারী সুমঙ্গল গায়।
শুন শুন লোক লোচন এই বোল।
চৈতন্যমঙ্গলকথা অমৃত হিল্লোল।'

কামোদ রাগ ॥ (১)

পাটশাড়ী পরু, নেতে কাঁচুলী,
কানড়-ছান্দে বান্ধে খোঁপা।
মুকুতা গাঁথিয়া, সোনা রয়ে বান্ধিয়া,
পিঠে ফেলে বাঙ্গা থোপা ॥
ধনি ধনি ধনি, নদীয়া নাগরী,
আনন্দসাগর নিত।
বিশ্বম্ভর-গৌরভা, চল দেখি গিঞা,
গাব সুমঙ্গলগীত ॥
কেহো ত কাপড়, পাটশাড়ী পরে,
শ্রবণে স্বর্ণকমল-চাঁপা।
গড়ে অনুগমনে, চলিতে না জানে,
কুরঙ্গ-দিঠে চাহে বাঁক।
অঞ্জনে রঞ্জিত, খঞ্জন-নয়ান,
চঞ্চল নাবর-জোর।
গোরা রূপ পঙ্কে, পঙ্কিল আলসে
আর না চলল থোর ॥
নগরে নগরে, যতেক নাগরী,
ধাওল ধ্বনি শুনিঞা।
চিকুরে চিরুণী, চলিল তরুণী,
চীর না সম্বরে ভুলিয়া ॥
(নবীন যুবতী, ছাড়ি সতী গিরি,
পতি কুল বন্ধুজন।
বসন ভুষণ, না সম্বরে কেন,
সদা উনমত হেন ॥
আখির বিজুরী, যেন এমন,
গমন মরালবধ।
সারি সারি সারি, শারী-বরারিবি,
যেমন শারদ বিধু ॥)
নারী পুরুষ, ধায় একমুখ,
কেহো কাহো নাহি মানে।
ঠেলাঠেলি পথে, . নয় উনমতে,
দেখিতে গৌর-বদনে ॥
নদিয়ানগর, . আনন্দসাগর,
গৌরাঙ্গ নাগর-রতন।
চৌদিগে ধাওয়াধাই, বাজয়ে বাধাই,
তরঙ্গ বঙ্কিম যেন।
বাল বৃদ্ধ অন্ধ, পঙ্গুর ভঙ্গুর,
অঙ্গুলি দেখাঞা সাধে।
কেহো কেহো বন্ধু, বরের কর দিয়া,
ধায়—থির নাহি বান্ধে ॥

(১) 'বহাগড়া'।

(মদন-বেদন, নয়ন দেখিয়,
আনন্দ দোঁহে যে নার (১)।
পশুপাখী তারা, গৌরাঙ্গ দেখিয়া,
বহে সারি সারি সারি ॥)
রত্নাঙ্গ বেষ্টিত, দিব্য অলঙ্কৃত,
মুকুট নিকট-ললাটে।
লোচনে বোলে হেরি, ভুলল নাগরী,
পুরল হৃদয়-কপাটে ॥

বরাড়ি রাগ। ধুলাখেলা জাত ॥

হেন মতে বিশ্বম্ভর, গেলা পাণ্ডবের ঘর,
নিজ বর আনন্দ-পাথার।
পাদ্য অর্ঘ্য লঞা করে, গেলা বর আনিবারে,
শঙ্খ বস্ত্র শচীর কুমার ॥
করে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া, গোরাচান্দ থুইল লৈয়া,
দাণ্ডাইল ছোড়লা-ভিতরে।
সব-জনে হরি বোলল, শতশত দীপ জ্বলে,
তাহে জিনি গোরাকলেবরে ॥
উলসিত সব-জন (২) ডলাডলি ঘনেঘন
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে।
ওথা আইহ-গণ মেলি (৩) কেহো পাটশাড়ী পরি,
প্রদক্ষিণ করিবারে (৪) সাজে ॥
নির্মঞ্ছন সজ্জ করে, আইহগণ আগুসারে,
আগুসার (৫) কন্যার জননী।
ভূমেতে না পড়ে পা, উলসিত সব গা,
দেখি বিশ্বম্ভর গুণমণি ॥ (৬)
এক আইহ হাতে জ্বলে, উজ্জ্বল (৭) প্রদীপ করে,
তাহে গোরা-অঙ্গের কিরণ।
সেহ শ্রীঅঙ্গগন্ধে, আইহ মনে উনমাদে,
হিয়া রাখে অনেক যতন ॥
সাত-প্রদক্ষিণ হঞা, গোরাচান্দ উরবিয়া,
দধি ঢালে চরণারবিন্দে।

(১) 'আঁখিয়া নাড়িতে নারি'। (২) 'আইহগণ'।
(৩) 'এহে সব মেলি কবি'।
(৪) 'প্রভু-প্রদক্ষিণ হেতু'।
(৫) 'আর্য আগু আগু সরে, কন্যা সেই'।
(৬) 'অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"মনে ভাবে গৌরহার, হিয়ার মাঝারে ভরি,
হৃদয়ে উঠয়ে কত সাধা।
বিষ্ণুপ্রিয়া মোর সুতা, হইব অনুরূপতা,
ভাবিয়া সে মনে দিল বাধা॥"
(৭) 'রতন'।

ঘর চলিবার বেলে, গোরামুখ নেহালে,
পালটিতে নারে পদ গন্ধে ॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন, করে বর-বরণ,
দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার।
দিব্য গন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে লেপন,
গলে দিল মালতীর মাল ॥
সুমেরু-সুন্দর তনু, তাহে সুরধুনী জনু,
দ্বিধা হইয়া বহে দুই ধারা।
দেখিয়া পণ্ডিত তা, পুলকিত সব গা,
গোরা-অঙ্গে মালতীর মালা ॥
তবে সেই সনাতন, মিশ্র দ্বিজ-রতন,
কন্যা আনিবারে আজ্ঞা দিল।
রত্নসিংহাসনে বসি, ত্রৈলোক্য রূপসী,
অঙ্গ-ছটায় বিজুরী পড়িল ॥
(প্রভুর নিকটে আনি, জগ-মন-মোহিনী,
বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মী-নামা।
তরল নয়ান বঙ্ক, হেরি মুখ গৌরাঙ্গ,
মন্দমন্দ হাসি অনুপামা ॥ (১)
প্রভু-প্রদক্ষিণ করি, সাতবার চৌদিগে ফিরি,
করজোড়ে করে নমস্কার।
অন্তঃপট ঘুচাইল, চারি-চক্ষু (২) একত্র হৈল,
দোঁহে করে পুষ্প নিক্ষেপ ॥
উঠিল আনন্দ-রোল, সভে হরি হরি বোল,
ছামুনি নাচল কন্যা-বর।
সভে বোলে ধনি ধনি, যেন (৩) চান্দ-রোহিণী,
কেহো বোলে (৪) পার্ব্বতী-হর ॥
তবে বিশ্বম্ভর পহু, মুচকি হাসিয়া লহু,
বসিলা উত্তম সিংহাসনে (৫)।
সনাতন দ্বিজবরে, কন্যাসম্প্রদান করে,
পদাম্বুজে কৈল সমর্পণে ॥
যথাবিধি যে আছিল, নানাদ্রব্য দান দিল,
একত্র বসিলা দুইজনে।
বিবাহ-অন্তরে দোঁহে, সনাতন-দ্বিজগৃহে,
একবারে (৬) করিলা ভোজনে ॥

উলসিত নাইগণ, যুক্তি করে মনেমন,
করে করি তাম্বুল কর্পূর।
দেখিব নয়ান ভরি, শ্রীগৌরাঙ্গচান্দ হরি (১),
বাসঘরে বসিলা ঠাকুর ॥
শিশুর বিষ্ণু প্রিয়া, বাসরে বাসলা গিয়া,
আনন্দ মনে (২) অনুমানে।
এই লক্ষ্মী পুনরায়, বিষ্ণু বিশ্বম্ভর হয়,
পৃথিবীতে কৈল অবধানে ॥
নানাবিধ ফুল করা, করে করি দিব্য মালা,
তান দেহ বিশ্বম্ভর (৩) গলে।
হিয়ার হারিবাস কোলে, যে আছিল অন্তরে,
মনকথা নিবেদিনু তোরে ॥ (৮)
চন্দন গন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে লেপন,
পরশিতে বাঢে উনমদ।
হাসে গা-পরসঙ্গে, লোলি পড়য়ে অঙ্গে,
পরাইল জনমের সাধ ॥
(পরমসুন্দরী যত, সভে হৈলা উনমত,
বেকত মনের নাহি (৫) কথা।
রসের আবেশে হাসে, লোলি পড়ে গোরাপাশে,
গরগর কাম-উনমত ॥)
(কেহো) বাটা ভরি তাম্বুলে, দেই প্রভু-পদমূলে,
করে দেই কুসুম-অঞ্জলি।
ভাব মনঃকথা এই, জন্ম জন্ম প্রভু তুঞি,
আত্ম সমর্পিয়ে হরষিত ॥
এইমনে রজনী, গোঙাইলা গুণমণি,
অ ইহগণ ভাগ্যের প্রকাশে।
প্রভাতে উঠিয়া বিধি, কৈল প্রভু গুণনিধি,
কুশণ্ডিকাকৃত্য যে-দিবসে ॥
তার-পর-দিনে পহু, বসিলা তবামে লহু,
ঘরে বচনে চৈল বাণী।

(১) অন্তঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"প্রভুর দর্শনসুখ, পুরিয়া হৃদয়মুখ,
স্থানে নাহি স্থির হৈতে পার।
লাজ ধৈর্য্য পরতেকে, যতনে রাখিল ঢাপ,
নেত্রে নে অঞ্চল হৈল তায়।"
(২) 'কন্যা বর'। (৩) 'জিনি'। (৪) 'জিনি যেন পার্ব্বতী-শঙ্কর'।
(৫) 'রতন-সিংহাসনে' বা 'উত্তম শুভ সনে'। (৬) 'গৃহে'।

(১) 'গোরাচান্দের মুখ' বা 'বিশ্বম্ভর গৌরহরি'।
(২) 'করে'। (৩) 'সেই গোরা'।
(৪) 'অন্তঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'কেহো বোলে গোরা মোর, হৃদয়ে অন্তর তোর,
নাতিজামাই হও তুমি।
ইহা হও ভগ্নীপতি, তেমারে কহিয়ে সতি,
কহ কথা সভে শুনি আমি ॥
কেহো বোলে দেবর হও, সম্বন্ধে শালাজ কও,
দুই তত্ত্বে সম্বন্ধ হইতে পারি।
তোমার প্রেমার বাণী, শুনিতে মধুর ধ্বনি,
কেহো বোলে পশরিতে নারি ॥"
(৫) 'রসের কহে' বা 'মরম কহে'।
(৬) 'মুচকি হাসিয়া লহু'।

পাবিজ্ঞানে পূজ করে, যাব যেই দ্বা, ছ(·) (·)
জয়জয় হৈল শঙ্খ-ধ্বনি ॥
গুবাক চন্দন মালা, লঞা তাব দে ( ),
সনাতন-ব্রাহ্মণ (২) ব্রাহ্ম॥।
শিরে দেই দূর্ব্বা-ধান, করে শু ব াণ,
চিরজীবী আশীর্ব্বাদ-বাণী ॥
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তবল ষ ল হা,
মুখ চাহে (৩) জনক-জননী।
সকরুণ-কণ্ঠস্বরে, আত্ম-নি বদন ববে,
অনুনয়-সবিনয়-বাণী ॥
সনাতন দ্বিজবব, বোলে শিয়া ক ব,
তোরে আমি কি বলিতে জানি।
আপনার নিজগুণে, লৈলে মে ব কন দানে,
তোর যোগ্য কিবা দব আমি ॥
আর নিবেদিয়ে কথা, তুমি োব জামাতা,
ধন্য আমি—অ ম ব আলয়।
ধন্য মোর বিষ্ণুপ্রিয়া, তোব পাদপদ্ম পা এগ,
ইহা বলি গদগদ হয় ॥
বাষ্প-ছলছল (৪) আঁখি, অরুণ ব া (৫) ঁখি,
গদগদ আধ-আব বো।
বিষ্ণুপ্রিয়-কব লঞা, বিশ্বম্ভব-কবে দিবা,
ঢ ঢল নযনেব জলে ॥
তবে পত শুভক্ষণে, চটিলা মনুষ্যথা ন,
সর্ব্বজন-হৃদয়-উল্লাস।
ম নাবিধ বাদ্য বাজে, শঙ্খ মৃদঙ্গ গাজে,
হরিধ্বনি পবশে আকাশ ॥
সম্মুখে ন টুয়া নাচে, যাব যে বা গুণ আছে,
সব সেইক্ষণে (৬) পবকাশ।
প্রভু যায় চতুর্দ্দোলে, জয়জয় আনন্দ (৭) বোলে,
উত্তরিলা আপন আবাস ॥
শচী উলসিত হঞা, নিমন্ত্রণবজ্জ লঞা,
আইহগণ সংহতি কবিয়া।
জয়জয় মঙ্গল পটে, সর্ব্বলোক হরি বোলে
নানাদ্রব্য ফেলায় নিছিয়া ॥
সম্মুখে মঙ্গলঘট, কায়বাব প ঢ ভাট,
বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণে।

(১) 'হরষিত অন্তরে'। (২) 'তাহাব'।
(৩) 'দেখিয়া সে'।
(৪) ঝলমল'। (৫) 'বদন' (৬) 'সেইখানে করে'।
(৭) 'সর্ব্বলোকে হরি' বা 'লোকে জয়জয়'।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কব ধরি, বিশ্বম্ভর গৌরহরি,
গৃহে প্রবেশয়ে শু ক্ষণে ॥
প্রেমানন্দে (১) গ গব, কোলে করি বিশ্বম্ভর
চুম্ব দেই সে চাঁদবদনে।
আনন্দে বিভো কঞা, আইহগণ-মাঝে গিয়,
বধূ কোলে শচীব নাচনে ॥
আপন না ধবে সুখে, নানাদ্রব্য দেই লোকে,
তুষ্ট হৈলা যত সর্ব্বজন।
বিশ্বম্ভব বিষ্ণুপ্রিয়া, এক-মেলি দেখিয়,
গোবাগুণ বহয়ে লোচন ॥

বরাড়ি রাগ। দিশা ॥

মোর প্রাণ আ বে দ্বিজচ দ নাবে হ ॥ (২) ধ্রু ॥
তবে সেই মহাপ্রভু আনন্দ- কৌতু ব।
সুখে নিবসয়ে দ্বিজ ত-বান্ধ -সহিতে ॥
নবদ্বীপপুরবাসী যতেক ব্রাহ্মণ।
ধন্যধন্য করি সভে সভায়ে কথন ॥
লৌকিক সৎক্রিয়াবিধি (৪) পড়ে শিষ্যগণ।
আপনি পঢ়ায় প্রভু পুরুষবতন ॥
বৃহস্পতি জিনি করি কাব্যবস জানে।
আপনি ঈশ্বর—স্তুতি কি বলি বচনে ॥
যাহাব মহিমা কে বা কহিবারে পারু।
আপ নে পঢ়া বে জগতেব গুরু ॥
(বোটা-সবস্ব-বান প্রভু বিশ্বম্ভরে।
বিদ্যাবসে দপ ক'ব পণ্ডিত সকলে ॥)
এইমতে লোকশিক্ষা বরে বিশ্বম্ভব।
গয়া কবিবারে যায়—কবিলা অন্তব ॥
পিতৃ পিণ্ডদান দিব গয়াশিরোপরি।
গদাধর আব (৫) বিষ্ণুপদে নমস্করি ॥
এত বলি শুভযাত্রা কবিলা ঠাকুব।
সংহতি চলিলা বিপ্রগণ মহাকুল ॥
শচীব অন্তব পোড়ে—গদগদ ভাষ।
পুত্রেব নিকটে গিয়া ছাডয়ে নিশ্বাস ॥
প্রবাসে যাইবে তুমি শুন বিশ্বম্ভর।
তোমা না দেখিলে অন্ধকাব মোব ঘর ॥

(১) শচী প্রেমে'।
(২) অতঃপর একখানি পুঁথিব অতিরিক্ত পাঠ,—
'না হইব গৌরাঙ্গ মোর ধন এ।
তোমা বিনু আমি মরি মরিব
জীব নাই, রে অরে হয় ॥ (৩) বন্ধু
(৪) 'নানাবিধ টীকা শাস্ত্র'। (৫) 'আদি'।

প্রাঙ্গলের লড়ি মোর (১) নয়ানের তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা॥
পিতৃগণ-নিস্তার করিতে যাবে তুমি।
আপনা লাগিয়া তোরে কি বলিব আমি॥
এতেক বচন যবে কৈল শচীমাতা।
মধুরবচনে তারে প্রবোধিল কথা॥
(তোমার নিকটে যেন আছি নিরন্তর।
এমন জানিবে মাতা কহিল উত্তর॥
পুত্র পিণ্ড লাগি (২) প্রয়োজন সর্ব্বলোকে।
মোরে কৃপা-আজ্ঞা কর—না করিহ শোকে॥)
চলিলা ত বিশ্বম্ভর গয়া করিবাবে।
সংহতি চলিল বিপ্র হরিশ অন্তরে॥
(যে পথে চলয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
সে পথের লোক দেখি জুড়ায় নয়ন॥
বাল বৃদ্ধ পঙ্গু জড় ধায় দেখিবারে॥
পশু পক্ষ ধায় সব—অশ্রুনেত্রে ঝরে॥
কুলবধূ ধায় সব কুলত্যাগ করি।
সভে বোলে—দেখ-দেখ ব্রজের শ্রীহরি॥
ইহা বলি ধায় লোক না বান্ধয়ে কেশ।
উন্মত্ত করিল প্রভু ভ্রমি (৩) সর্ব্বদেশ॥
সর্ব্বপথে এই মত সর্ব্বলোক ধায়।
সর্ব্বলোকে প্রেমরস-সাগরে ভাসায়॥ (৪))
পথে যাইতে এক ঠাঞি দেখে গোরহরি।
কুরঙ্গ-কুরঙ্গে (৫) কোল করে একমেলি॥
মৃগের কৌতুক দেখি ভেল কুতূহল।
প্রাকৃতলোকের মত হাসে বিশ্বম্ভর॥
(লোভ-মোহ-কাম-ক্রোধে মত্ত পশুগণ।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত সর্ব্বজন॥
সঙ্গিগণে হাসিয়া বুঝান ভগবান্।
যে বুদ্ধি পশুতে সে মানুষে বিদ্যমান॥
কৃষ্ণজ্ঞান নাঞি মাত্র পশুর শরীরে।
মনুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ—পশু বলি তারে॥
এত বুঝাইয়া প্রভু জগতের গুরু।
চলিলা পথেতে প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু॥)
তবে সেই চিরনামে (৬) আছে এক নদী।

(১) 'বেন। (২) দন'।
(৩) উন্মত্ত হৈলা প্রভু হেরি'
(৪) অতঃপর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"ইতিমধ্যে পরম দুষ্কৃতি কোন জীব।
সংসারসুখেতে মগ্ন সেই পাপবীজ॥"
(৫) 'কুরঙ্গ'। (৬) 'এক চির নামা'।

স্নানদান কৈল প্রভু যে আছিল বিধি॥
দেবপূজা পিতৃপূজা করি হরষিতে।
মন্দ যে উঠিলা প্রভু দেবতা দেখিতে॥
দেবতা দেখিয়া প্রভু নামিলা সত্বর।
পর্ব্বতনিকটে বাসা—ব্রাহ্মণের ঘর॥
হেনকালে বিশ্বম্ভর-সঙ্গের ব্রাহ্মণ।
সে-দেশের বিপ্র দেখি দোষে তার মন॥
দেশ-আচরণ তার করে যথাবিধি।
দেখিয়া ব্রাহ্মণে তার নাহি বিপ্রবুদ্ধি॥
ব্রাহ্মণে অবজ্ঞা দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রকাশিব দ্বিজভক্তি - করিলা অন্তর॥
আচম্বিতে প্রভুদেহে আইল মহা জ্বর।
জ্বর দেখি ত্রাস পাইল সভার অন্তর॥
বলিল ঠাকুর—শুন শুন সর্ব্বজন (১)।
দেব-পিতৃকার্য্যে বিঘ্ন ভেল কি-কারণ॥
না জানি কি মোর দোষে সঙ্গিগণ-দোষে।
শ্রেয়কার্য্যে বিঘ্ন হয়—বড় অসন্তোষে॥
সর্ব্ববিঘ্ন-নিবারণ আছয়ে উপায়—।
বিপ্রপাদোদক মোরে দেহ ত জুয়ায় (২)॥
বিপ্রপাদোদক খাইলে (৩) সর্ব্বপাপ হরে।
এখনে ঘুচিব জ্বর কি করিতে পারে॥ (৪)
সেইখানে সেইদেশী আছিল ব্রাহ্মণ।
আপনে উঠিয়া তার পাখালে চরণ॥ (৫)
বিপ্রপাদোদক-পান কৈল বিশ্বম্ভর।
প্রকাশিল দ্বিজভক্তি পলাইল জ্বর॥ (৬)

(১) 'দ্বিজগণ'।
(২) 'আমারে'। (৩) 'এই'।
(৪) 'অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"হেনকালে সেইখানে এক দ্বিজবর।
করপদ্ম দেখি শোভে পরম সুন্দর॥"
(৫) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'দক্ষিণচরণ প্রভু বাম উরূপরে।
দেখি বিপ্র অশ্রুপাত—কান্দে উচ্চস্বরে॥
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"প্রভু বোলে—ভক্তগণ কহো সভাকারে।
আর একবার জ্বর হঞাছিল মোরে॥
তবে মাতা শচীরাণী বড়ই চতুরে।
ব্রাহ্মণের পাদোদক দিলেন আমারে॥
এতেক বলিলা প্রভু ঠাকুর নিমাই।
গায়ে হাথ দিয়া দেখ জ্বর মোর নাই।
প্রভুর বচনে সভে উঠিলা সত্বরে।
প্রভু বোলে—এদেশে ব্রাহ্মণ নারায়ণসমে॥"

সঙ্গের সে দ্বিজবর (১) বোলে চাটুবাণী—।
আমার অন্তর-দোষে (২) দুঃখ পাইলে তুমি ॥
কুৎসিত আচার দেখি মোর মন দোষে'।
মোর মন-দোষে তুমি (৩) পাইলে অসন্তোষে ॥
এখনে ব্রাহ্মণভক্তি প্রকাশিলে তুমি।
অপরাধ কৈলুঁ—দোষ ক্ষমি বর আপন (৪) ॥
(নম দ্বিজবল্লভ দয়ালু গৌরহরি।
নম ধর্ম্মসংস্থাপন সর্ব অধিকারী ॥
সঙ্গীর এতেক বাক্য শুনি বিশ্বম্ভর।
ক্ষমা কৈলা সভাকার দোষ বহুতর ॥
ইহার প্রসঙ্গে মধুসূদন ঠাকুর।
এ সকল ত্যাজ্য নহে—না ভাবিহ দূর ॥
কৃষ্ণ না ভজিলে দ্বিজ নহে কদাচিত।
পুরাণে প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত ॥

তথাহি—

"চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥"

ইহা বলি সঙ্গের ব্রাহ্মণে তুষ্ট হইয়া।
দোষ ক্ষমাইলা তারে প্রসন্ন হইয়া ॥)
এইমনে প্রভু দ্বিজভক্তি প্রকাশিয়া।
পুনঃপুনা-নদী-তীর্থে উত্তরিল গিয়া ॥
স্নান-দেবার্চ্চন তথি করিলা তখন।
পিতৃকার্য্য সমাধিয়া করিলা গমন ॥
তবে ত উত্তম তীর্থ—রাজগিরি নাম।
ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া প্রভু কৈল স্নানদান ॥
দেবপূজা পিতৃপূজা কৈলা সেই ঠাঁয়।
বিষ্ণুপদ দেখিবারে চলিলা ত্বরায় ॥
যাইতে দেখিল পথে এক ন্যাসিবর।
মহাভাগবত—নাম পুরী যে ঈশ্বর ॥
প্রণাম করিয়া তারে বৈল বিশ্বম্ভর—।
বড় ভাগ্যে দেখিল এ চরণযুগল ॥
চরণে পড়িয়া বোলে বচন কাতর।
করুণ অরুণ আঁখি-করে ছলছল ॥

যেমনে তরিব এই সংসারসাগরে।
কৃষ্ণপাদাম্বুজ-ভক্তি দেহ ত আমারে ॥
(কৃষ্ণদীক্ষা বিনু দেহ অকারণ দেখি।
পুরাণে এ সব বাক্য সাধুমুখে সাক্ষী ॥)
ঐছন শুনিঞা বাণী পুরী যে ঈশ্বর।
নভৃতে কহিলা তারে মহামন্ত্রবর ॥
গোপীনাথমহামন্ত্র পায় বিশ্বম্ভর।
পুলকিত সব অঙ্গ—হরিষ অন্তর ॥
(নয়নে গলয়ে নীর—পুলকিত অঙ্গ।
রাধা রাধা বলি সুখ বাঢ়িল তরঙ্গ ॥
ব্রজের যতেক ভাব—সব মনে হৈল।
বিশেষে মাধুর্য্যরসে মন ডুবাইল ॥
রাধাভাবে অবশ হইয়া কলেবর।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চস্বর ॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন বলি ডাকে হাসে।
কালিন্দী যমুনা বলি গরজে উল্লাসে ॥
ক্ষণে ডাকে বলরাম শ্রীদাম সুদাম।
ক্ষণে নন্দ যশোদা বলিয়া করে নাম ॥
ধবলী সাঙলী বলি গরজে গম্ভীর।
ক্ষণে সখী বলি প্রভু পড়য়ে অস্থির ॥
ক্ষণে দাসভাবে তৃণ দশনে ধরিয়া।
ক্ষণে অহঙ্কার করে 'আমি সে' বলিয়া ॥
ধরিলুঁ পর্ব্বত আমি মারিলুঁ অঘাসুর।
মারিলুঁ পুতনা-আদি যতেক অসুর ॥ (১)
ক্ষণে যে ত্রিভঙ্গ হঞা বংশীমুখে বহে।
ক্ষণে চমকিত হঞা চৌদিগে ত চাহে।)
নয়নে গলয়ে নীর—গদগদ ভাষ।
মধুরবচনে করে গুরুর সম্ভাষ ॥
তোমার প্রসাদে মুঞি হইলুঁ কৃতার্থ।
আজি হৈতে দেহ ধর্ম্ম (২) ভৈগেল যথার্থ ॥ (৩)

(১) 'রঙ্গরসে বিপ্র দেখি' বা 'সঙ্গের সঙ্গতি সব'।
(২) 'মোসভার দোষে প্রভু'। (৩) 'প্রভু'।
(৪) অতঃপর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"তুমি সে ব্রহ্মণ্য দ্বিজভক্তি-অধিকারী।
ভৃগুমুনি-পদচিহ্ন নিজবক্ষে ধরি ॥
দ্বিজভক্তি-মহিমা প্রকাশ নিজমুখে
জগতের নিস্তার করহ এইরূপে ॥
জয় বিশ্বম্ভরপ্রিয় জয় দ্বিজরাজ।
তোমার সেবিলে সিদ্ধ হয় সব কাজ ॥

(১) অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"ইহা শুনি শ্রীঈশ্বরপুরী নিজসুখে।
ত্রিভঙ্গমুরলী মুখ দেখয়ে প্রভুকে ॥
মাধবেন্দ্রপুর কথা হইল স্মরণ।
জানিল সে কৃষ্ণচন্দ্র প্রকট এখন ॥"
(২) 'জন্ম'।
(৩) অত পর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"নরহরিপাদপদ্ম মনে করি ধ্যান।
আনন্দে চৈতন্যগুণ এ লোচনে গান ॥
ধানশী রাগ। দিশা।
গোরা মেঘ হেমজলদ-অবতার।
সঘনে বরিখে প্রেমধার ॥ ধ্রু।

গুরুভক্তি প্রকাশিয়া চলিলা ত প্রভু।
ফলগুনা নদী দেখি হাসে লহুলহু॥
পূর্ব্ব-স্মঙরণ হইল হরিষ-বিষাদে।
সীতা স্মঙরিয়া কান্দে—স্থির নাহি বান্ধে॥ (১)
দেবপূজা পিতৃপূজা কৈল স্নান দান।
প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করিল বিধান॥
ব্রাহ্মণেরে দিল ধন পিতার উদ্দেশে।
উদীচী করিয়া কৈল দক্ষিণমানসে॥
উত্তরমানস করি জিহ্বালোলতীর্থ।
দেব-পিতৃ-পূজা করি বিলাইল অর্থ॥
তবে গিয়া উত্তরিলা অতি হৃষ্টমনে।
দেখিতে বাঢ়ল আর্ত্তি বিষ্ণুর চরণে॥
ষোড়শবেদিকায় প্রভু পিণ্ডদান করে।
উৎকণ্ঠা বাঢ়ল বিষ্ণুপদ দেখিবারে॥
সবকার্য্য সমাধিয়া চলিলা তুরিতে।
বিষ্ণুপদ দেখিবারে হরষিতচিতে॥
বিষ্ণুপাদপদ্ম যাই দেখিল (২) নয়নে।
হরিষে অন্তরকথা কহে মনেমনে॥
(এত ভাবি উত্তরিলা বিষ্ণুপদে আসি।
পরম-আনন্দে দণ্ডবত করে পড়ি॥
বোলয়ে গৌরাঙ্গ—শুন শুন নিজ-জন।
কেমন করয়ে বিষ্ণুপদ দরশন (৩)॥)
বিষ্ণুপদচিহ্ন মুঞি দেখিলুঁ নয়নে।
দেখিয়া ত প্রেমোদয় না হইল কেনে॥
হেনই সময়ে পাখালিল (৪) বিষ্ণুপাদ।
অভিষেক করি কৈল হিয়া-পরসাদ॥
(ভক্তি প্রকাশিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর হরি।
প্রকাশ করয় গোরা—প্রেম (৫) অধিকারী॥)
কম্প পুলক ভেল প্রেমার আরম্ভ।
নয়নে গলয়ে ধারা—ক্ষণে হয় স্তম্ভ॥
বিভোল হইলা প্রভু (৬) পাদাব্জ দেখিয়া।
প্রেমমহামহোৎসবে বুলয়ে নাচিয়া॥
গয়াশিরে পিণ্ডদান পাদাব্জ উপর।
পিতৃকার্য্য কৈল প্রভু আনন্দ অপার॥ (৭)
আরদিনে মনঃকথা দঢ়াইল চিতে।
মধুপুরী-যাত্রা প্রভু কৈল আচম্বিতে॥
(সঙ্গের ব্রাহ্মণগণে কহিল বচন—।
বৃন্দাবন-দরশনে করহ গমন।
শুনিঞা সঙ্গতিগণ কুণ্ঠিত হইলা॥
যাইতে নারিব—ব্যগ্র অলপ হইলা॥
প্রভু কহে—ভক্ত্যসঙ্গে মনুষ্যের জন্ম।
না বুঝি বিকল হঞা করে কত কর্ম্ম॥ (১)
এই মত বুঝাইয়া প্রভু গৌরহরি।
গয়া হৈতে বৃন্দাবন প্রভু যাত্রা করি॥)
সঙ্গিগণ সঙ্গে করি চলিলা আপনি।
হেনকালে উঠি গেল আকাশের বাণী॥
নূতন মেঘের যেন গভীর গর্জ্জন।
বিশ্বম্ভর সম্বোধিয়া কহিলা বচন—॥
শুন শুন মহাপ্রভু অহে বিশ্বম্ভর।
না যাইবে মধুবন (২) যাহ—নিজঘর॥
আপন চেষ্টাতে (৩) তীর্থ করিবে পর্য্যটন।
সময়ের বশ হঞা যাবে মধুবন॥
এই মনে দৈববাণী শুনি নিজ-কাণে।
গমন-বিরোধ (৪) কৈল সঙ্গের ব্রাহ্মণে॥
লেউটিয়া মহাপ্রভু ঘরেরে চলিলা।
ক্রমে ক্রমে পদব্রজে নদিয়া আইলা॥
নমস্কার করি শচীমায়ের চরণে।
ঘরেরে বিদায় দিলা যত সঙ্গিগণে॥
পুত্র কোলে করি শচী আনন্দিতমনে।
হরিষে প্রেমার নীর ঝরে দুনয়ানে॥
(পুলকিত সব অঙ্গ—কম্প কলেবর।
আনন্দে ধাইল সব নদিয়ানগর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-হিয়া-মাঝে আনন্দ-হিল্লোল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ—সুখে নাহি ওর॥
আনন্দে আইলা প্রভু আপন আবাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

বরাড়ি রাগ। দিশা॥

(দ্বিজচাঁদ॥ মূর্চ্ছা॥ না হারে আরে হয়॥
প্রভু রে আরে হয়॥ ধ্রু॥)
নবদ্বীপচরিত্র এ অপরূপ কথা।
অমিয়া-মাখি... বিশ্বম্ভর-গুণগাথা॥

---

(১) 'বান্ধ নাহি তাথে'।
(২) 'পদ্ম সেই দেখিল' বা 'চিহ্ন আমি দেখিব'।
(৩) 'দেখি মন'। (৪) 'ইহা বলি মহাপ্রভু পাখালে'।
(৫) 'গুণ'। (৬) 'হইয়া পড়ে'।
(৭) 'আনন্দে নাচয়ে সঙ্গে ব্রাহ্মণ সকল'।

(১) অতঃপর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"সার্থক মনুষ্যজন্ম কৃষ্ণ যদি ভজে।
না ভজিলে কৃষ্ণ, দুঃখসাগরেতে মজে॥"
(২) 'পুর'। (৩) 'সন্ন্যাস করিয়া'। (৪) 'নিরোধ'।

লোক-বেদ-অগোচর নদিয়াচরিত।
শ্রবণমঙ্গল হয় সভার পিরিত॥
শিব শুক নারদ এ লখিমী অনন্ত।
যার সুখে (১) আপনাকে মানে ভাগ্যবন্ত॥
আমি ছার কি বলিব—অতি বুদ্ধিহীন।
ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান—নাহি নিশা-দিন॥
পশুর চরিত মোর আচরণ একে।
তাহাতে অধম বলি লিখিয়ে (২) আমাকে॥
সব-অবতার-সার—গোরা-অবতার।
তাহাতে নদিয়াপুর-প্রেমার প্রচার॥
প্রণতি করিয়া বোলোঁ বৈষ্ণবচরণে—।
কৃপা কর—গোরাগুণ গাঙ (৩) মো বদনে॥
অধম বলিয়া ঘৃণা না করিহ মোরে।
পতিতের ত্রাণ লোকে বোলে তো-সভারে॥
নিজগুণে দয়া করি কর পরসাদ।
গোরাগুণ গাঙ সুখে (৪)—বড় লাগে সাধ॥

(১) 'মনে' বা 'নামে'। (২) 'লিখয়ে'।
(৩) 'বোলোঁ'। (৪) 'মুখে'।

গোরাপদ-কমলে মো করোঁ পরণতি।
তিলেক করুণা দিঠে কর অবগতি॥
শ্রীনরহরিদাস—ঠাকুর আমার।
এই ভরসায় গুণ বর্ণিয়ে (১) তোমার॥
নহে বা অধমাধম মুঞি মতি (২) ছার॥
তোর গুণ কহিবারে কিবা অধিকার॥
অধিকারী নহোঁ মুঞি করোঁ পরমাদ।
তোর গুণ কহিবারে বড় লাগে সাধ॥
যে হউ সে হউ কথা কহিব অবশ্য।
সাবধানে শুন সভে নদিয়ারহস্য॥
জানি বা না জানি—কহি বড় প্রীতিআশে।
আদিখণ্ড সায় (৩)—কহে এ লোচনদাসে॥

(১) 'পহু বোলোঁ মো' বা 'গুণ বোলোঁ মো'।
(২) 'অতি', 'হীন', বা 'পাপ'।
(৩) 'সাহস করিয়' বা আদিখণ্ডক।

ইতি শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে
আদিখণ্ড সমাপ্ত॥ * ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

মধ্যখণ্ড।

(১)

(করুণশ্রী রাগ।) (২)

আদিখণ্ড সায়—মধ্যখণ্ডের আরম্ভ।
যা শুনিলে প্রেমধন পাবে অবিলম্ব ॥
মধ্যখণ্ডকথা কহি অমৃতের সার।
নদিয়াবিহার যাথে প্রেমার প্রচার ॥
(জগাই-মাধাই পাপী যাহে উদ্ধারিল।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম যারে-তারে দিল ।
হরিনামসঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রকাশ।
পতিত-উদ্ধার হেতু যাহাতে সন্ন্যাস।
কহিব এ সব কথা—অমৃতের খণ্ড।
যা শুনিলে ঘুচে জীবের পাতক-পাষণ্ড)
নদিয়া আসিয়া প্রভু আনন্দিত-চিতে।
সুখে নিবসয়ে বন্ধু-বান্ধব-সহিতে ॥
নবদ্বীপবাসী যত ব্রাহ্মণকুমার।
সৎকুলসম্ভব তারা অতি শুদ্ধাচার ॥
বড়ই সুকৃতী তারা ধন্য তিনলোকে।
আপনে ঠাকুর বিদ্যাদান দিল যাকে ॥
সব শিষ্যগণে একদিন গৌরহরি।
বলিল সভারে প্রভু অনুগ্রহ করি ॥
পড় এক সত্য বস্তু—কৃষ্ণের চরণ।
সেই বিদ্যা—যাথে হরিভক্তির লক্ষণ ॥
অবিদ্যা সকল—কৃষ্ণ বিনু—শাস্ত্রে কহে।
যাহার ভক্তি বিনা কেহো সঙ্গী নহে ॥
বিদ্যা—কুল ধনমদে কৃষ্ণ নাহি পায়।
ভক্তি-সে অনায়াসে পাই যতুরায় ॥ (১)

তথাহি—

(পদ্যাবল্যাং ধৃতং দাক্ষিণাত্যকবিবাক্যম্। ৮)
ব্যাধস্য চরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা,
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিং তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥

এইমনে শিষ্যগণ পড়ায়া (২) ঠাকুর।
প্রকাশিব নিজ-প্রেম আনন্দ প্রচুর ॥
একদিন নিজগৃহে আছয়ে শুতিয়া।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে কান্দে বিভোল হইয়া ॥
(রাধাভাবে ব্যাকুল হইয়া প্রভু (৩) ডাকে।
মাথুর-বিরহে হাথ মারে নিজবুকে ॥
বেরে অক্রুর মোর কৃষ্ণ লঞা গেলি।
ইহা বলি কান্দে প্রভু করিয়া বিকলি ॥
কুব্জা কুৎসিতমতি হরিল মন মোর।
শঠরতি লম্পট যুবতী-মন-চোর ॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু (৪) গরজে হুঙ্কার।
পুলকে আকুল অঙ্গ—ভাব চমৎকার ॥)

---

(১) একখানি পুঁথিতে মধ্যখণ্ডের প্রবন্ধেই এই সংস্কৃত শ্লোকটি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে যথা—
"জয়তি জয়তি দেব, শ্রীশচীগর্ভরূপ,
জয়তি জয়তি ভক্তপ্রেমদানৈকধন্য।
জয়তি জয়তি মেরুস্পর্দ্ধিগৌরাঙ্গ ধাম,
জয়তি জয়তি নন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যনাম ॥"
(২) 'বরাড়ি রাগ। দিশা ॥
আলো মুঞি মরিয়া যাঙ গৌরাঙ্গরূপের বালাই লঞা।
বিলাইল প্রেমধন জগত ভরিয়া
গোরা বিনোদিয়া — নদিয়া নগরে
নাগর রতন হৈল।
ভাব কল রস, — প্রকাশ করিতে
বিধি নিরমাণ কৈল ॥'
অতঃপর মুদ্রিত পুস্তকে অতিরিক্ত এই দুই পংক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—
"জয় নরহরি-গদাধর প্রাণনাথ।
কৃপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত"

(১) অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ দেখহ বিচারি।
এত কহি শ্লোক পড়ে শাস্ত্র-অনুসারি ॥"
(২) 'পড়ায়' (৩) 'কান্দে'। (৪) 'ডাকে'।

বিস্মিত হইয়া শচী বিশ্বম্ভরে পুছে—।
কি লাগিয়া কান্দ বাপ দুঃখ তোর কিসে॥
মায়ের বচন শুনি না দিয়া উত্তর।
রোদন করয়ে প্রভু আনন্দে বিভোর॥
তবে সেই শচীদেবী মনে মনে গুণে।
কৃষ্ণ-অনুগ্রহ (১) প্রেম জানিল লক্ষণে॥
বড় ভাগ্যবতী শচী সর্ব্বতত্ত্ব জানে।
পুত্রের সম্মুখে কহে মধুরবচনে—॥
শুনশুন আরে বাপ মোর সোণার সুত।
জগত-দুর্ল্লভ তোর দেখোঁ অদভুত॥
যথাতথা যাও তুমি পাও যে রতন।
আনিঞা আমার ঠাঞি কর সমর্পণ॥ (২)
গয়াতে পাইলে কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন।
দেবতাদুর্ল্লভ বস্তু অমূল্য রতন॥ (৩)
আমা প্রতি কভো (৪) যদি দয়া থাকে চিতে।
দেহ কৃষ্ণপ্রেমধন—ভবাব্ধ চাহিতে॥
এতেক বচন যদি শচীদেবী বৈল।
হৃদয় দরবে প্রভু চাহিতে লাগিল॥
বৈষ্ণব-প্রসাদে প্রেম পাবে মাতা তুমি।
নিশ্চয় জানিহ কথা কহিলাম (৫) আমি॥
এ বোল শুনিঞা শচী অতি হৃষ্টচিত।
তখনে পাইল প্রেমভক্তি আচম্বিত॥
পুলকিত সব অঙ্গ—কম্প কলেবর।
নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর॥
কৃষ্ণকৃষ্ণ বলি ডাকে হৃদয়-উল্লাস।
কহয়ে লোচন গোরা-প্রথম প্রকাশ॥

শ্রীরাগ। দিশা॥ (৬)

তবে বিশ্বম্ভর পহু প্রেমে গরগর।
আছয়ে ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর॥

তার ঘরে কান্দে প্রভু প্রেমায় বিভোর।
নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর॥
নাসিকায় বহে শ্লেষ্মা অতি নিরন্তর।
নিরবধি ফেলে তাহা বিপ্র শুক্লাম্বর॥
ভূমেতে লুটাঞা কান্দে রজনী দিবস।
সন্ধ্যার সময়ে প্রভু হয় ত বিবশ॥
দিবসে পুছয়ে প্রভু—এত রাত্রি যায়।
সব-জন কহে— দিবা,—রাত্রি নাহি হয়॥
তবে সেইমত প্রভু প্রেমাতে বিবশ।
রোদন করয়ে পুন আনন্দে অবশ॥
প্রহরেক রাত্রি গেলে—দিন বলি পুছে।
দিন নাহি হয়—কহে কাছে যত আছে॥
প্রেমার বিভাব—নাহি জানে দিবা-রাতি।
কারো মুখে কৃষ্ণনাম শুনি পড়ে ক্ষিতি॥
কৃষ্ণ-গুণ-নাম-গীত কেহো যদি গায়।
শুনিঞা তখনি কান্দে (১) ভূমেতে লুটায়॥
ক্ষণে দণ্ডবত করে করে প্রণাম
ক্ষণে উচ্চস্বর করে গায় কৃষ্ণনাম॥
সকরুণ কণ্ঠ ক্ষণে কম্প কলেবর।
পুলকিত অঙ্গ জিনি (২) কদম্বকেশর॥
নিরন্তর পরবশ—ক্ষণে ক প্রবোধে।
সেইক্ষণে স্নান-দান জন-অনুরোধে।
সেই ক্ষণে পূজা করে অন্ন-নিবেদন।
ভোজন করয়ে মহাপ্রসাদ তখন॥
হেনমতে আনন্দে-কৌতুকে (৩) দিন যায়।
সকল রজনী নিজসুখে (৪) নাচে গায়॥
হেনমতে কৌতুকে সে রজনী-দিবস।
লোক শিক্ষা করে প্রভু ভুঞ্জে প্রেমরস॥
আপনে আপনরস করে আস্বাদন।
মুখ্য এই হেতু কথা শুন সর্ব্বজন॥
জীব-উদ্ধারণ-হেতু গৌণ করি মানি।
এইহেতু অবতার বলি শিরোমণি॥
সব অবতারাবলি দেহে ত প্রকাশ।
সব অবতার সঙ্গ—সঙ্গে সব দাস॥
নবদ্বীপে উদয় করিল গৌরচন্দ্র।
দূর কৈল জগতজন-হৃদয় যর অন্ধ॥
করুণা-কিরণে কলিযুগ হৈল আলা।
ঘুচিল সকল লোকের তাপ মহা (৫) জ্বাল॥

---

(১) 'অনুরাগ'।
(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"পূর্ব্বদেশে গিয়া উপার্জ্জন কৈলে ধন।
সকল আনিঞা দিলে স্নেহের কারণ॥"
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"সেই সব প্রেমধন গুপ্তে রাখিলা।
আমাকে কৃষ্ণের দয়া প্রকাশ করিলা॥"
(৪) 'আমারে করুণা'। (৫) 'সব তত্ত্ব জানি'।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"প্রেমদাতা ঠাকুর মোর গৌরাঙ্গ হে।
ভক্তিজপাবন গোরাচান্দ রে আরে হর॥ ধ্রু॥"

(১) 'বিহ্বোল গৌর'। (২) 'যেন'।
(৩) 'কৌতুকে সে সব'। (৪) 'সুখে'।
(৫) 'হৃদয়ের'।

ভকত-চকোর সব আসিয়া মিলিলা ।
প্রেমামৃত-পান করি সভাই ভুলিলা ॥
মিলিলেন গদাধরপণ্ডিত গোসাঞি ।
নরহরি মিলিয়া রহিলা তার ঠাঞি ॥
শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ বক্রেশ্বর ।
শ্রীধরপণ্ডিত—নবদ্বীপে যার ঘর ॥
শ্রীমান্ সঞ্জয় পণ্ডিত ধনঞ্জয় ।
শুক্লাম্বর- নীলাম্বর-আদি মহাশয় ॥
শ্রীরামপণ্ডিত আর মহেশপণ্ডিত ।
হরিদাস নন্দন-আচার্য্য সুচরিত ॥
রুদ্র পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর ।
অনেক মিলিলা সে গৌরাঙ্গ-অনুচর ॥
নামক্রমে লিখন না হয় ত-সভার ।
সম্বরণ নহে প্রন্থ হয় ত অপার ॥
নানাদেশে যত ভক্ত আছিলা ভকত ।
সভেই মিলিলা আসি প্রভুর চরণ ॥
মহাপ্রেমে উন্মত্ত হইলা (১) ভক্তগণ ।
মাতাইলা সবলোকে দিয়া প্রেমধন ॥
সমভাবে সব-জীবে করুণা করিয়া ।
ভক্তসঙ্গে বুলে গোরা প্রেমানন্দ দিয়া ॥)
তবে সেই বিশ্বম্ভর আর একদিনে ।
শ্রীবাসপণ্ডিত আর তার ভ্রাতৃগণে ॥
এ-সব-সঙ্গিতে প্রভু পথে চলি যায় ।
শুনয়ে বংশীর ধ্বনি—না জানি কে গায় ॥
(গান্ধর্ব্বার ভাবে বংশীধ্বনি যে শুনিঞা ।
কান্দিয়া-কান্দিয়া বুলে ডাকিয়া-ডাকিয়া ॥)
বিভোর হইয়া ভূমে দণ্ডবত করে ।
রোদন করয়ে নানাবিধ প্রেমভরে ॥
অবশ হইল প্রভু নির্ভর-আবেশে ।
নিজজনে আশীর্ব্বাদ করে—অট্ট হাসে ॥
শিষ্যগণ-সনে ক্ষণ অলৌকিক কহে ।
ক্ষণে উনমদ ক্ষণে নিঃশবদে রহে ॥
শ্রীবাসপণ্ডিত অবধি নারায়ণ ।
মুকুন্দ-সহিত গেলা শ্রীবাস ভবন ॥
চৌদিগে বাঢ়িল লোক—মধ্যে গৌরহরি ।
মদে মাতে মাল (২) যেন কি শার-কশোরী ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ভূমিতে লোটায় ।
হরিহরি বলি ডাকি কান্দে উচ্চরায় ॥
রাত্রিদিনে প্রেমানন্দে পুলকিত তনু ।
আন-পরসঙ্গ নাহি কৃষ্ণকথা বিনু ॥

(১) 'মগু হৈল সব' । (২) 'মদনে মাতাল' ।

এক-কালে (১) নিজঘরে আছে প্রেমে ভোরা ।
রোদন করয়ে আঁখে সাত-পাঁচ-ধারা ॥
কি করিব—কোথা যাব—কেমন উপায় ।
শ্রীকৃষ্ণে আমার মতি কোন মতে হয় ॥
ইহা বলি রোদন করয় অন্তর্নাদে ।
কাতরবচন শুনি সর্ব্বলোক কান্দে ॥
হেনকালে দৈববাণী হৈল সাদরে (২)—।
আপনে ঈশ্বর তুমি শুন বিশ্বম্ভরে ॥
প্রেম প্রকাশিতে মহী কৈলে অবতার ।
নিজ-করুণায় প্রেমা করিবে প্রচার ॥
ধর্ম্মসংস্থাপন ক্ষিতি করিবে কারণ ।
ধর না করিহ—কর কৃষ্ণের কীর্ত্তন (৩) ॥
তোমার প্রসাদে কাল নিস্তারিব (৪) লোক ।
নিজ-প্রেম দিয়া সব ঘুচাইব শোক ॥
সংশয় নাহিক ইথে—শুনহ বচন ।
খেদ দূর করি কর নিজ (৫) সঙ্কীর্ত্তন ॥
এতেক বচন যবে দৈবমুখে শুনি ।
অন্তর হরিষ—কিছু না কহিল বাণী ॥
তার-পর-দিনে শুন অপরূপ কথা ।
অমিয়া-মাখিল বিশ্বম্ভর-গুণ গাথা ॥ (৬)
মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা একদিন ।
গণ্ড পুলকিত সব (৭) আবেশের চিন ॥
দেবতার ঘরমধ্যে প্রবেশ করিল ।
আবেশে বিভোল কিছু কহিতে লাগিল ॥
প্রেম-নীর-ধারা বহে নয়নসাগরে ।
সুরধুনীধারা যেন সুমেরুশিখরে ॥
কহে সব লোক—হের দেখ অপরূপ ।
পর্ব্বত-আকার এক বরাহ সম্মুখ ॥
মহা বেগে আইসে হের দেখহ বরাহে (৮) ।
দন্ত সারি আইসে মোরে মারিবারে চাহে ॥ (৯)

(১) 'এইরূপে' । (২) 'সাদরে' ।
(৩) 'কর গুণ সঙ্কীর্ত্তন' বা 'কার্য্য কর আরোপণ' ।
(৪) 'ধন্য সব' । (৫) 'গুণ' বা 'কৃষ্ণ' ।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"আর অপরূপ কথা শুন সর্ব্বজন ।
নাহি দেখি নাহি শুনি হেন আচরণ ॥
নরহরিপাদপদ্ম মনে করি ধ্যান ।
আনন্দে চৈতন্যগুণ এ লোচনে গান ॥ তুড়ী রাগ ॥
নাচাড়ী ॥ গোরাচাঁদের বালাই লঞা মরি ।
পরাণ নিছনি দিয়া গুণ শুধিতে না পারি ধ্রু ।"
(৭) 'অঙ্গ' । (৮) 'সাক্ষাতে' ।
(৯) 'দন্তের বিকট আইসে ভয়ঙ্কর দেখিতে ।'

দুই দন্ত সারি মোরে মারিবে শূকর।
ইহা বলি প্রবেশিলা দেবতার ঘর॥
বরাহ-আবেশ (১) পুন হইলা তখন।
কর-চরণেতে মহী করে পর্য্যটন॥
বর্ত্তুল আকার—রাঙ্গ-বরণ (২) লোচন।
মহা পরাক্রম মহা হুঙ্কার-গর্জ্জন॥
সেইখানে ছিল এক পিত্তলের পাত্র।
ঊর্দ্ধমুখে দশন ধরিল ক্ষণমাত্র॥
পিত্তলের পাত্র ছাড়ি বিকাশ-বয়ান।
মুরারিকে পুছে নিজ-স্বরূপ (৩) আখ্যান॥
(বেদ-উদ্ধারণ-রূপ ধবি ভগবান্।
বসিয়ে কহয়ে প্রভু পুরুষ-প্রধান॥)
কহ ত স্বরূপ মোর কি জানহ তুমি।
মুরারি কহয়ে—প্রভু কি জানিয়ে আমি॥
দণ্ডবত করি ভূমে পড়িলা মুরারি।
স্বয়ম্ভু না জানে (৪) প্রভু চরিত্র তোহারি॥
ইহা বলি পড়িল গীতার এক শ্লোক।
পরাকৃতবদ্ধ কহি—শুন সর্ব্বলোক॥

তথাহি (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ ১০। ১৫)—
"স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।" ইতি।

আপনে আপনা তুমি জান মহাপ্রভু।
তোমা বহি তোমারে না জানে আর কেহু॥
তবে সেই পুনরপি কহে গোরহরি—।
বেদের শকতি আমা কি জানিতে পারি॥
মুরারি কহয়ে পুনঃ কাতরবচন—।
তোর তত্ত্ব নাহি জানে সহস্রবদন॥
বেদে কি জানিব তোর আচরণ-তত্ত্ব।
কেহো নাহি জানে প্রভু তোমার মহত্ত্ব॥
ইহা শুনি পুন কহে গৌর ভগবান্ (৫)—।
আমারে বিড়ম্বে' বেদ—শুনহ আখ্যান॥

তথাহি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি ৩। ১৯)—
'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন হি তস্য বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্॥" ইতি॥

বেদে কহে—আমি কর এ চরণ শূন্য।
হেন বিড়ম্বনা মোরে নাহি করে অন্য॥

ইহা বলি হাস প্রভু প্রসন্নবদন।
নাহি জানে বেদ আমা—কহিল কথন॥
তবে ত কহিল বৈদ্য করি পরণাম—।
করুণা করহ প্রভু দেহ প্রেমদান॥
ঠাকুর কহিলা পুন—শুনহ মুরারি।
আমারে পিরিতি কর—এই প্রেমা তোরি (১)॥
(ভজিবে পরমব্রহ্ম—নবাকৃতি তনু।
ইন্দ্রনীল-বরণ—ত্রিভঙ্গ—করে বেণু॥
নবগোরোচনাগর্ভ গর্ব্ব-ভঙ্গ-দ্যুতি।
বৃষভানুসুতা নাম—মূল যে প্রকৃতি॥
নব-বরাঙ্গনা কত বল্লবী-বল্লবে।
সমর্পি বড়িজতনু—নন্দসুতে পাবে (২)॥
চিন্তামণি-ভূমি রত্নমন্দির সুন্দর।
কল্পবৃক্ষ রত্ন বেদী আসন (৩) উপর॥
কামধেনুগণ তথা অচিন্ত্যপ্রভাব।
অভীষ্ট করয় পূর্ণ—করয়ে যে ভাব॥ (৪)
তার অঙ্গ-ছটা—নিরাকার ব্রহ্ম বলি।
জানিবে এ সব তত্ত্ব কৃষ্ণের মাধুরী॥
এইমতে সব-ভক্তে বলিল ঠাকুর।
শুনিঞা সভার হিয়া-আনন্দ প্রচুর॥) (৫)
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা মন্দিরে।
আর-দিনে শ্রীনিবাসপণ্ডিতের ঘরে॥
সব নিজগণ যত সংহতি করিয়া।
বসিয়া কহয়ে নিজ-প্রেম প্রকাশিয়া॥
হরিহরি বলি ডাকে অন্তরে কৌতুক।
নিজজনে কহে—শুনশুন অপরূপ॥
(সেই রাধাকৃষ্ণ পাবে কলিতে যেমতে।
সে কথা কহিএ তোরা শুন একচিতে॥)
ইহা বলি নাবদীয় পড়িল এক শ্লোক।
ইহার মর্ম্ম-ব্যাখ্যা নাহি জানে লোক॥

(১) 'মূরতি'।
(২) 'রক্তের (রাতুল) আকার রাঙ্গা চরণ'।
(৩) 'নিরূপণ করিলা'। (৪) 'শম্ভু না জানয়ে'।
(৫) 'হাসে প্রভু প্রসন্নবয়ান'।

(১) 'মোরি' বা 'তুরি'। (২) 'পাইবে সুলভে'।
(৩) 'তাহার'। (৪) 'অবিষ্ট করিয়া দেখ করিয় যে ভাব' (?)
(৫) অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"শুনঞা মুরারি কহে প্রভুর চরণে।
রঘুনাথ-রূপ প্রভু দেখিব নয়নে॥
এতেক কহিতে মাত্র দেখে সেইক্ষণে।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম জানকীজীবনে॥
লক্ষ্মণ ভরত আর শত্রুঘ্নাদি যত।
দেখিয়া মুরারি হইল আনন্দে পুরিত॥
বাহ্য দূর গেল—ভূমে পড়ি গড়ি যায়।
পদ্মহস্ত দিয়া প্রভু শান্ত কৈল তায়॥
বর দিল—প্রেমে পরিপূর্ণ হও তুমি।
তুমি হনুমান্ সেই রামচন্দ্র আমি॥"

তথাহি (বৃহন্নারদীয়ে ৩৮। ১২৬)—
"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" ইতি।

নাম—রূপী,—নাম—এক আদি যে পুরুষ।
কলি মূর্ত্তিমন্ত আছে—না জানে মূরুখ (১)॥
নামরূপী ভগবান্ জানিবে কেবল।
দ্বিধা ঘুচাইতে ব্যাস বোলে তিনবার॥
তিনবার বহি আর আছে একবার।
দুরাশয় পাপী জীব জন বুঝাবার॥
হরিনামমাত্রে হয় কৈবল্য তাহার।
কেবল—কৈবল্য অর্থ জানিবে তাহার (২)॥ (৩)
ইহা বহি আন দেব মানে যেই জন।
তার গতি নাহি—তিনবার এ বচন॥
গো-গোপী-গোপালসঙ্গে ধ্যান হরিনাম।
জানিবে এ সব অর্থ দেবের প্রমাণ (৪)॥)
এতেক বলিল গোরা ভাবের (৫) আবেশে।
নামসঙ্কীর্ত্তন করে নাচে প্রেমাবেশে॥
যে শুনয়ে গোরাগুণ নদিয়াবিহার।
অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রেম উপজে তাহার॥
দশনে ধরিয়া তৃণ কহয়ে লোচন।
গৌরপদ বিনু মোর অন্য নাহি ধন॥

(ধানশী রাগ।) (৬)

নবদ্বীপে নিতুই পূর্ণিমাচাঁদ গোরা।
প্রকাশয়ে নিজ-প্রেম-অমিয়ার ধারা॥
পিবই চরণামৃত (৭) ভকত-চকোরা।
অবাধ (৮) করুণা প্রেমা প্রকাশয়ে গোরা॥
আর-এক-দিনে কথা শুন অপরূপ।
নিজঘরে বসি তেজ কোটি-কাম-রূপ॥

সিংহগ্রীব কম্বুকণ্ঠ (১) কমললোচন।
কহয়ে প্রকট ঘন গম্ভীর বচন (২)॥
এ ঘরে কি (৩) দেখ চারি-পাঁচ-ছয়-মুখ।
দেখিতে বাঢ়য়ে মোর অন্তর-কৌতুক॥
শ্রীনিবাসপণ্ডিত আছিল প্রভু-কাছে।
শুনিয়া উত্তর দিল যে বিধান আছে॥
তোমা দেখিবারে সব দেব-আগমন।
ব্রহ্ম-আদি চারি পাঁচ ছয় যে বদন॥
প্রেমার সমুদ্র তুমি দেহ প্রেমধন।
তোরে প্রেমধন মাগে সব দেবগণ॥
তবে সেই মহাপ্রভু বসি দিব্যাসনে।
এক ভক্ত-অঙ্গে অঙ্গ—পদ আর-জনে॥
শ্রীনিবাস-আদি করি যত ভক্তজন।
চরণে পড়িয়া তারা করয়ে রোদন॥
বর মাগো তোর পদাম্বুজ-মধু-প্রেমা।
দেহ ত আমারে প্রভু করুণার সীমা॥ (৪)
তবে বিশ্বম্ভর প্রভু বোলে মেঘনাদে—
লেহ ত সভারে দিল প্রেম-পরসাদে॥
তৎকাল হইল প্রেম সব দেবতার।
ভাবময় শরীর হইল চমৎকার॥
হা রাধাগোবিন্দ বলি নাচে দেবগণ।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরষিতমন॥
দেবগণ নাচে দেবীগণ করি সঙ্গে।
অশ্রু পুলক স্বেদ—প্রেমার তরঙ্গে॥
ক্ষণে ভূমে গড়ি যায় চরণে পড়িয়া।
ক্ষণে উর্দ্ধবাহে নাচে (৫) হরিবোল বলিয়া॥
ক্ষণে স্তব করে গৌরগোবিন্দ বলিয়া।
ক্ষণে দণ্ডবত করে চরণে পড়িয়া॥
ক্ষণে পদ মস্তকে ধরিয়া দেবগণ।
বর মাগে—তোর পদে রহু মোর মন॥
'তথাস্তু' বলিয়া (৬) প্রভু বোলে বারবার—।
প্রেমধন পরিপূর্ণ হউ তো-সভার॥
দেবগণ প্রেম পাই গেলা নিজস্থান।
দেখিয়া সকল ভক্ত আনন্দিতমন॥)
এতেক বচন বৈল (৭) ভকতবৎসল।

---

(১) বিদুষ'। (২) বিচার'।
(৩) অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"নামমাত্র নামাভাস স্পর্দ্ধি ইহার।
কৈবল্য সে মুখ্য হয় শাস্ত্রপরচার।
নামাভাসে মোক্ষ হয় সত্য শাস্ত্রবাণী।
নামোদয় প্রেমানন্দ পুরাণে বাখানি॥"
(৪) "প্রধান" (৫) "বয়াহ।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"দিশা॥ হরিনাম॥ মূর্চ্ছা॥
জগদ্দুর্লভ গৌর হে ও না প্রেমার সাগর,
না হারে আরে দুর্লভ গৌর হে॥ ধ্রু।"
(৭) 'অমিয় রস।' (৮) 'অগাধ'।

(১) 'মহাবাহু'। (২) 'গর্জ্জন'। (৩) 'এক ঘরে'।
(৪) যে পুঁথিতে পরবর্ত্তী বন্ধনীমধ্যগত অংশটুকু প্রাপ্ত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত দুই পদ, তাহাতে এইরূপ পরিবর্ত্তিত-আকারে বিন্যস্ত হইয়াছে। যথা—
"বর মাগে তোর পদাম্বুজ প্রেমা।
দেহ তা সভারে প্রভু ... সীমা॥"
(৫) 'উত্তার কালে'। (৬) 'তথাস্তু বলি'।
(৭) 'করুণা করে'।

করুণ-প্রকাশ দেখি বোলে শুক্লাম্বর ॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—বড়ই পবিত্র।
তীর্থপূত-কলেবর—মধুরচরিত্র ॥
প্রভু-আগে কহে কথা—নাহি করে ভয়।
প্রেম-লোভে কহে কথা—যত মনে লয় (১) ॥
শুন শুন অহে অহে প্রভু গৌর ভগবান্।
এতদিনে হৈল মোর প্রসন্ন নয়ান (২) ॥
নানা-তীর্থ-পর্য্যটন করিয়াছি আমি।
অনেক যন্ত্রণা দুঃখ—কিছুই না জানি ॥
মধুপুরী দ্বারাবতী কৈনু পর্য্যটন।
দুঃখিত হঞাছি আমি—দেহ প্রেমধন ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু কহিল উত্তর—।
মোর এক বোল তুমি শুন শুক্লাম্বর ॥ (৩)
সে বনে কতক আছে শৃগাল-কুক্কুর।
আমার কি হৈল তাথে—কহিল (৪) ঠাকুর ॥
হৃদয়ে যাবত কৃষ্ণ উদয় না করে।
তাবত তীর্থের অনুগ্রহ নাহি তারে ॥
কৃষ্ণপ্রেম বিনু ধর্ম্ম কেহো কিছু নহে।
পড়িয়া দেখহ ইহা শাস্ত্রে সব কহে ॥

তথা হি—

'মীনঃ স্নানপরঃ ফণী পবনভুক্মেষোঽপি পর্ণাশনঃ,
শশ্বদ্ভ্রাম্যতি চক্রিগোঃ পরিচরন্ দেবান্ সদা দেবলঃ।
গর্ত্তে তিষ্ঠতি মূষিকোঽপি গহনে সিংহো বকো ধ্যানবান্
কিং তেষাং ফলমস্তি হন্ত তপসা সদ্ভাবসিদ্ধিং কুরু ॥

(নারদপঞ্চরাত্রে, প্রথমৈকরাত্রে (২।৬)—
"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥' ইতি

এ বোল শুনিঞা বিপ্র ভূমেতে পড়িল।
কাতর হইয়া কান্দে—আরতি বাঢ়িল ॥

অনুগত-আর্ত্তি প্রভু সহিবারে নারে।
করুণ অরুণ ভেল গৌর-কলেবরে ॥
প্রেম দিল প্রেম দিল ডাকে আর্ত্ত(১)নাদে।
শুক্লাম্বর বিপ্র পাইল(২) প্রেম-পরসাদে ॥
তৎকাল পাইল প্রেম—কম্প কলেবর।
পুলকিত ভেল অঙ্গ (৩)—নয়নেতে জল ॥
হরষে করয়ে গুণ-নাম সঙ্কীর্ত্তন।
দেখিয়া সকল লোক অতি হৃষ্টমন ॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর—সর্ব্বগুণধাম।
প্রভু কাছে থাকে নিরন্তর লয় নাম ॥
রজনী শুতিয়া ছিলা-প্রভুর সংহতি।
পরিতে যে রৈল প্রভু দেখিয়া আরতি— ॥
পাইবে দুর্লভ প্রেম রজনী-প্রভাতে।
মনোরথ সিদ্ধি হৈব বৈষ্ণব-প্রসাদে ॥
ইহা বলি অঙ্গমালা দিলা তার গলে।
প্রভাত আইলা সভে প্রভু দেখিবারে ॥
সভারে কহিল প্রভু রজনীচরিত।
কথা-ছলে প্রেম লভে গদাধরপণ্ডিত ॥
অতি হৃষ্টমনে স্নান করি গঙ্গাজলে।
প্রেমায় অবশ তনু টলমল করে ॥
জগন্নাথদেবপূজা করিলা বিধানে।
পুন পূজা করে নিজ-প্রভু-বিদ্যমানে।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে করিল লেপন।
দিব্যমালা গলে দিয়া করয় স্তবন ॥
এইমত প্রতিদিন করে পরিচর্য্যা।
শয়নমন্দিরে করে শয়নের শয্যা ॥
চরণ-নিকটে নিতি করয়ে শয়ন।
নিরন্তর শ্রদ্ধাভক্তি-পর তার মন ॥
প্রভুর সম্মুখে কহে অমৃতবচন।
শুনি বিশ্বম্ভর প্রভু আনন্দিতমন ॥
তাহার অমৃত-বাক্যে সিঞ্চিল অন্তর।
নাচয়ে যায় প্রভু ধরি তার কর ॥
(নরহরিভুজে আর-ভুজ আরোপিয়া।
শ্রীবাসের ঘরে নাচে বাহু-বিনোদিয়া ॥
গৌরদেহে শ্যাম তনু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধারূপ হইলা তখন ॥
মধুমাত বহার হৈলা সেইকালে।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরিহরি বোলে ॥
বৃন্দাবন প্রকাশ হইল সেইস্থানে।
গোপ-গোপী গোপাল-সঙ্গে শচীর নন্দনে ॥

(১) 'কিছু হইয়া নির্ভয়'।
(২) 'মোরে প্রসন্ন বয়ান'।
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"পৃথিবী বেড়ায় যদি না ভজে গুণনিধি ॥
কলুর বলদ যেন ফিরে নিরবধি ॥
হরিভক্তিহীন যদি প্রাতঃস্নান করে
বৈষ্ণব সমান করি গণিহ তাহারে (?) ॥
নিরবধি ধ্যান করে হরিভক্তিহীন।
জলে থাকিয়া যেন বকা ধ্যায় মীন ॥
কৃষ্ণভক্তি নাহি যদি বনবাসে থাকে।
শৃগালসমান করি গণিহ তাহাকে ॥"
(৪) আমাতেই কি হইল কহত বা 'তার তবে কি হইল কহিল'।

(১) 'উচ্চ'। (২) 'হইল'। (৩) 'অঙ্গ গলে'।

পূর্ব্বে সখা সখীগণ যেরূপে আছিলা।
রস-আস্বাদনে প্রভু-(১) সঙ্গে ভক্ত হৈলা॥
অভিনব-কামদেব শ্রীরঘুনন্দন।
অপ্রাকৃত মদন বলিয়া যে গণন॥
তারা সব পূর্ব্ব দেহ ধরি প্রভু-কাছে।
আবরণ-ক্রমে তারা প্রভু বেঢ়ি নাচে॥
দেখি অন্ত-অবতার-সঙ্গী সব কাঁদে।
নবদ্বীপে উদয় করিল ব্রজচাঁদে॥
ক্ষণে গৌরলীলা গদাধর করি সঙ্গে।
ক্ষণে শ্যামলীলা রাধা-রাসরস-রঙ্গে॥
চমৎকার লীলা দেখি সব ভক্তগণ
হরিহরি জয়জয় বোলে ঘনেঘন॥)
দিন-অবসান—সন্ধ্যা—ধন্ধ (২) দিগন্তর।
আচম্বিতে মেঘাবৃত্ত গগন মণ্ডল॥
ঘনঘন গরজয়ে গম্ভীর-নিনাদ
দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গণিল প্রমাদ॥
বিঘ্ন উপসন্ন দেখি সভেই দুঃখিত।
কেমনে ঘুচয়ে বিঘ্ন চিন্তাপর চিত॥
(মেঘগণ প্রেম-পরসাদ নিতে আইলা।
গৌরলীলা দেখি প্রেমে গর্জ্জিতে লাগিলা॥)
তবে মহাপ্রভু সে মন্দিরা করি করে।
নাম-গুণ-সংকীর্ত্তন করে উচ্চস্বরে॥
দেবলোক (৩) কৃতার্থ করিব হেন মনে।
উর্দ্ধমুখে চাহে প্রভু আকাশের পানে॥
দূরে গেল মেঘগণ—প্রকাশ আকাশ।
হরিষে বৈষ্ণবগণের বাঢ়ল উল্লাস॥
নিরমল ভেল শশি-রঞ্জিত রজনী।
অনুগত গুণ (৪) গায়—নাচয়ে আপনি॥
(মেঘগণ নিজরূপ ধরি প্রভু-কাছে।
নাচিয়া বুলয়ে তারা ভক্ত পাছে পাছে॥
সেই প্রেম বিচার না করে গৌরহরি।
দেখে কি বলিব—দিল ব্রজগত ভরি॥)
আপনে ঠাকুর নাচে ভক্তগণ-সঙ্গে।
সভার আবেশে নাচে শচীর নন্দনে॥ (৫)
প্রেমার আবেশে নাচে মহানটরাজে।
পদাম্বুজ মুখর মঞ্জীর ঘন বাজে॥

বিপ্রসাধ্বীগণ জয়জয় দেই সুখে।
আকাশেতে দেবগণ দেখয়ে কৌতুকে॥
প্রেমায়ে বিভোল সব নাচে ভক্তগণ।
না জানি কি কৈল তপ কতেক জনম॥
তাহার কারণে নাচে ঠাকুরের সনে।
আমোদ করয়ে তারা প্রেম হেন (১) ধনে॥
করুণায় ছাইল প্রভু এ ভূমি আকাশ।
শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদাস॥

শ্যামগড়া রাগ।

সুমেরুশিখরে জনু, সুন্দর দীঘল তনু,
প্রেমভরে করে টলমল।
পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা,
(রাঙা) দুটি আঁখি করে ছলছল॥
আনন্দিত নদিয়ানগর।
ভাল রঙ্গে নাচে শচীর কোঙর॥ ধ্রু॥
শ্রীনিবাস চারিভাই, আনন্দে মঙ্গল গাই,
হরিদাস হরিহরি বোলে।
কিশোরী-কিশোর যেন, গোরাগুণ-গরজন,
হুহুঙ্কার প্রেমার হিল্লোলে॥
মুরারি মুকুন্দদত্ত, গুণ (২) গায় অবিরত,
উলসিত পুলকিত গায়।
প্রেম মকরন্দ-আশে, পদ-অরবিন্দ-পাশে,
যেন মত্তভ্রমর বেড়ায়॥
চৌদিগে জয় বোল, মাঝে নাচে হেমগৌর,
আনন্দে বিভোর জন-জনা।
যে-দিগে সে দিগে চায়, আনন্দিত সব-ঠাঞি,
দশদিগে প্রেমের কাদনা॥
কেহো কেহো দুহুঁ মেলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি,
কেহো যশগান হয় ভাট।
পড়িয়া চরণতলে, পণ্ডিত গোসাঞি বোলে,
পসারিলা অপরূপ (৩) হাট॥
সোণার মুকুতা জনু, পুলকে গাঁথিল তনু,
অনুরাগে এ রাঙ্গা বদন।
রসের আলসে (৪) হাসে, লস-লস আলসে(৫),
প্রকাশয়ে অন্তরের ধন॥
ক্ষণে অলৌকিক বোলে, যেন মদ-মাতোয়ালে,
ক্ষণে বোলে—মুঞি ভগবান্।

---

(১) ...গ। (২) রম্য।
(৩) 'মেঘগণ'।
(৪) 'গীত'।
(৫) 'আপনি নাচএ প্রভু ভক্তগণসঙ্গে। সভার আবেশ ভেল প্রেমার তরঙ্গে।"

(১) 'মহা
(২) 'নাম (৩) প্রভু পাতাইল লাল। (৪) 'আবেশে'।
(৫) 'অলসল আবেশে' বা 'ডলমল আবেশে'।

ক্ষণে পরণাম করে, ক্ষণে আশীর্ব্বাদ বোলে,
(ক্ষণে) নিজজন দেই বর(১)দান॥
প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু, যা নাহি দেখয়ে কভু,
সপ্ত(২) দ্বীপে লাগিল তরাস।
কি নারী-পুরুষ সব, দেখি গোরা-অনুভব,
প্রেমে ভুলি গেল এ লোচনদাস॥

তরজাবন্ধ। ধানশী রাগ॥

(কেমন বিধাতা সে, গৌরাঙ্গ সুন্দর দে,
গঢ়ল আপন তনু ধরিয়া।
কেমন কঠিন সে, দারু-পাষাণ- স্তরে,
রূপ দেখ্যা না গেল মিলিয়া॥ ধ্রু॥
অমিয়া মথি। কে বা, নবনী তুলিল গো,
তাহাতে গঢ়িল গোরা-দেহ।
জগত ছানিঞা কে বা, রস নিঙ্গাড়িছে গো,
এক কৈল সুধুই সুনেহ॥
অনুরাগের দধিখানি, প্রেমার সাঁচন দিয়া,
কে বা পাতিয়াছে (৩) আঁখি ছুট।
তাহাতে অধিক মত্ত, লহলহ কথা গো (৪),
হাসিয়া বোলয়ে (৫) গুটি গুটি॥
অখণ্ড-পীযুষধারা, কে না অ উটিল গো,
সোণার বরণ হৈল চি ন।
সে চিনি মারিয়া কে বা, ফেণি তুলিল গো,
হেন ব সৌ গোরা-অঙ্গখানি॥
বিজুরী বাঁটিয়া কে বা, গাখানি মাজিল গো,
চান্দে মাজল মুখখানি।
লাবণ্য বাঁটিয়া কে বা, চিত্রনিরমাণ কৈল,
অপরূপ রূপের বলনি॥
সকল পূর্ণিমার চান্দে, বিকল হইয়া কান্দে,
কর-পদ-পঙ্কজের গন্ধে।
কুড়িটি নখের ছটা, জগৎ আলা কৈল গো,
আঁখি পাইল জনমের আন্ধে॥
এমন বিনোদ দয়া গোরা, কোথাও দেখিয়ে নাই,
অপরূপ প্রেমার বিনোদে।
পুরুষ প্রকৃতি-ভ বে, কান্দিয়া বিকল গো,
নারী কেমনে প্রাণ বান্ধে॥
সকল রসের রসে, বিলাস (৬) হৃদয়খানি,
কে না গঢ়াইল রঙ্গ দিয়া।
মদন বাঁটিয়া কে ব, বদন গঢ়িল গো,
বিনি-ভাবে মো মলুঁ কান্দিয়া॥
ইন্দ্রের ধনুক আনি, গোরার কপালে গো,
কে না দিল চন্দনের রেখা।
ওরূপ স্বরূপে (১) যত, কুলের কামিনী গো,
দুইহাথ করিতে চাহে পাখা॥
রঙ্গের মন্দিরখানি, নানারত্ন দিয়া গো,
গঢ়াইল বড় অনুবন্ধে।
লীলাবিনোদকলা, ভাবের বিলাস (২) গো,
মদন বেদনা ভাবি কান্দে॥
না চাহে আঁখির কোণে, সদাই সভার মনে,
দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়।
আঁখির পিয়াস (৩) দেখি, মুখে লালস গো,
আলসল জরজর গায়॥
কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্গু ধায় উভ-রড়ে,
গুণ গায় অসুর-পাষণ্ড।
ধুলায়ে (৪) লোটাঞা কান্দে, কেহো স্থির নাহি বান্ধে,
গোরাগুণ অমিয়া অখণ্ড॥
ধাওরে ধাওরে বলি, প্রেমানন্দ কোলাকুলি,
কেহো নাচে অট্ট অট্ট হাসে।
সুশীলা কুলের বহু, সে বোলে সকল যাউ,
গোরা-গুণ-রূপের বাতাসে॥
(নদিয়ানগর-বধূ, হেরি গোরা-মুখবিধু,
ঝরঝর নয়নে সদাই।
অনুরাগে বুক ভরে, পুলকিত কলেবরে,
মনমাঝে সদাই জাগাই॥)
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিব, মনে গণে রাত্রি-দিবা,
গোরাগুণে লাগি গেল ধন্ধা।
অখিল-ভুবনপতি, ধুলায় লোটাঞা কান্দে,
সদাই সোঙরে রাধা-রাধা॥
লখিমী-বিলাস ছাড়ি, প্রেম-অভিলাষী গো,
অনুরাগে রাঙ্গা দুটি আঁখি।
রাব ব যেখানে হৈয়া, বেকত (৫) না হয় গো,
ওই গোরা তনু তার সাখী॥
দেখরে দেখরে লোক, হেন প্রেম অপরূপ,
ত্রিজগত-নাথ-নাথ হঞা।
অকিঞ্চনজন-সঙ্গে, কি জানি কি ধন মাঙ্গে,
কিবা সুখে বুলয়ে নাচিয়া॥

---

(১) 'প্রেম'। (২) 'নব'।
(৩) 'কে না গঢ়িল' বা 'কে বা গঢ়াইল'।
(৪) 'কথা থাকি' বা 'কথা কহু'।
(৫) 'বুলয়ে'। (৬) 'বিশাল'।

(১) 'কুরূপা সুরূপা'।
(২) 'ভাবে অভিলাষী' বা 'ভাবের আবেশে'।
(৩) 'তিয়াস'। (৪) 'ভূমিতে'। (৫) 'বাহির'।

জয় রে জয় রে জয়, হেন প্রেমরসালয়,
ভাঙ্গি বিলাইল গোরারায়।
নির্জ্জীবে জীবন পাইব (১), পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইব (২),
আনন্দে লোচনদাসে গায়॥

বরাড়ি (৩) রাগ। দিশা॥

হরি রাম নারায়ণ শচীর তুলাল গোরা॥ ধ্রু॥
আর-দিনে আর কথা শুন অদভুত।
নিতুই নূতন প্রকাশয়ে শচীসুত॥
অতি অপরূপ কথা—লোকে অবিদিত।
অধমজনের মনে না হয় প্রতীত॥
কেবল নিগূঢ় প্রকাশয়ে ঠাকুরাল।
নিজজনে কহে—দেখ মিছা এ সংসার॥
ইহা বলি আন-পরসঙ্গে কহে আন।
পাশরিল সবলোক লয় হরিনাম॥
নিজ-নাম-সঙ্কীর্ত্তনে মাতল অন্তর।
ভূমিতে লুটাঞা কান্দে—প্রেম পরবল॥
আচম্বিতে উঠি কহে দিয়া করতালি।
নিজজনে প্রকাশয়ে নিজ-ঠাকুরালি॥
দেখ-দেখ আম্রবীজ আরোপিল আমি।
আমার আর্জ্জিত তরু হইবে (৪) আপনি॥
তখনে কহয়ে সবজনে আচম্বিত।
এখনি রোপিল বীজ ভেল অঙ্কুরিত॥
দেখিতে দেখিতে ভেল তরু মুঞ্জরিত।
হইল উত্তম শাখা তরু মুকুলিত (৫)॥
দেখ-দেখ সব-লোক অপরূপ আর।
মুকুলিত হৈল হের তরুটি আমার॥
তখনি হইল ফল—পাকিল সেকালে (৬)।
অঙ্গুলি হেলাঞা (৭) প্রভু দেখায় সভারে॥
পাড়িয়া আনিল ফল—দেখে সব লোকে।
নিবেদন করি দিল ঈশ্বর (৮) সন্মুখে॥
তিলেকে সকল সেই না দেখিয়ে কিছু।
ফলমাত্র আছে—গাছ মিছা হৈল পাছু।
ঐছে মায়া দেখাইল (৯)—কহে সর্ব্বলোকে।
ইহা জানি না মরিহ (১০) এ সংসার শোকে॥

(১) 'পাইল' বা 'পায়'।
(২) 'ডিঙ্গাইল' বা 'ডিঙ্গায়'।
(৩) 'ভাটিয়ারি'। (৪) 'স্থাপিত তরু বাড়য়ে'।
(৫) 'তরু শাখা প্রফুল্লিত'। (৬) 'তখনে'।
(৭) 'দেখাঞা' বা 'লোলাঞা'। (৮) 'প্রভিমা'।
(৯) দেখাইয়া'। (১০) 'মজিহ'।

মোর মায়াবলে সৃষ্টি সকল সংসার।
না বুঝে সকল লোক বোলে আপনার॥
মোর মায়া-দড়ি কেবা-ছিড়িবারে পারে।
সবে এক পথ আছে মায়া (১) জিনিবারে॥
যতযত দেহ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে লোকে।
সর্ব্বকর্ম্ম আরোপণ করে যদি মোকে॥
(তবে দেহ-সমর্পণ কৃষ্ণপদে হয়।
কর্ম্মাকর্ম্ম-শুভাশুভ-বন্ধ (২) নাহি হয়॥
এ ভক্তি পরম তত্ত্ব—সমর্পণ (৩) গণি।
সমর্পিতে কৃষ্ণে—ভেদ (৪) না রহে আপনি॥
সব সমর্পিলে—কৃষ্ণ পাই সর্ব্বথায়।
সকল পুরাণে গীতা ভাগবতে গায়॥)
নহে বা সকল এই (৫) হয় অনর্থক।
ঈশ্বরে অর্পিলে সব সংস্কার সার্থক॥
হেন অদভুত গোরাচাঁদের প্রকাশ।
শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদাস॥

শ্রীরাগ।

অকি হোরে গৌরাঙ্গ জয় জয়॥ ধ্রু॥
হেনই সময়ে বৈদ্য মুকুন্দ (৬) দেখিয়া।
কহিলেন মহাপ্রভু মুচকি হাসিয়া—॥
তুমি নাকি ব্রহ্ম (৭) বিদ্যা মান—ইহা শুনি।
ভাল ত মুকুন্দদত্ত তোমারে বাখানি॥
ইহা বলি এই শ্লোক পড়িল ঠাকুর।
শুনিতে সভার হিয়া করে তুরতুর॥

তথাহি (কর্ণপূরকৃতচৈতন্যচরিতামৃতকাব্যধৃতং বচনম্ ...)
"রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যা ... চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥" ইতি॥

তবে পুন ভগবান্ সেই গৌরহরি।
বৈদ্যেরে কহেন কিছু অনুগ্রহ করি॥
চতুর্ভুজ ভজন (৮) তুমি বড় করি মান।
দ্বিভুজ-ধেয়ানে তোর অলপ গেয়ান॥
সকল সম্পদ চাহ আপনার হিত।
দ্বিভুজ-ধেয়ানে তবে (৯) মজাইবে চিত॥
(কৃষ্ণেরে প্রকাশ 'নারায়ণ'—শাস্ত্রে কহে।
নারায়ণ হইতে কৃষ্ণ—হেন বাক্য নহে॥

(১) 'মাত্র আছে পথ আমা'।
(২) 'সেই জন কর্ম্মাকর্ম্মে বদ্ধ'।
(৩) 'সমর্পিতে'। (৪) 'কৃষ্ণ বেদ'। (৫) 'সেই'।
(৬) 'মুরারি'। (৭) 'পূর্ণ ব্রহ্ম বিদ্যামান'।
(৮) 'ধ্যান'। (৯) 'তুমি' বা 'কৃষ্ণে'।

ঐছন করুণ-বাণী কহে বিশ্বম্ভর।
শুনিঞা সা র বৈদ্য প্রণতকন্ধর (১)॥
সুরনদী-জলে স্নান ক র কর্যো কাম।
বৈষ্ণব-চরণ-ধূলি প্রসাদপ্রধান॥
তোর পাদপদ্ম মোর শিরে বহু (২) ছত্র।
দাস্য-অভি েক কর—এই চাহোঁ মাত্র॥
আমি কি জানিয়ে প্রভু নিজ ভাল-মন্দ।
নিরন্তর অন্ত র-বাহিরে মদ-অন্ধ (৩)॥
নিজগুণে করুণা করহ প্রভু যবে।
নিজদাস্যে প্রসাদ করহ মোরে তবে॥
(তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিগ্রহ আনন্দ।
সেই নন্দসুত তুমি অবতারকন্দ॥)
এ বোল শুনিঞা প্রভু অন্তর-সন্তোষে।
পদ অরবিন্দ তার মস্তকে (৪) পরশে॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক ভেল—সজল লোচন।
গদগদ-ভাষ বৈদ্য প্রেমার লক্ষণ॥
(গদগদস্বরে স্তব করিল বিস্তর।
জয় মহামহেশ্বর কারণের পর॥)
তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হরি।
কহিতে লাগিলা কিছু দেখিয়া মুরারি—॥
শুন শুন অহে বৈদ্য আমার বচন।
এড় গীতা-অধ্যাত্ম চরচা তোর মন॥
জীবার বাসনা যদি থাকয়ে তোমার।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে যদি ইচ্ছা থাকে আর॥
অধ্যাত্ম-চরচা তবে কর পরিত্যাগ।
গুণসঙ্কীর্ত্তন কর কৃষ্ণে অনুরাগ॥
(নটবরশেখর সুন্দর শ্যামতনু।
ইন্দ্র নীলমণিকান্তি করে বর বেণু॥
পীতাম্বরধর—বনমালা যার গলে।
সে প্রভু ক নাহি ভজ গোপীগণ-মেলে॥)
শুনিঞা মুরারিবৈদ্য প্রভু-আজ্ঞাবাণী।
কা র হইয়া কান্দে পাড়য় ধরণী॥
প্রভুর চরণে করে বিনয় বিস্তর—।
লজ্যিবারে (৫) নারি প্রভু সংসার দুস্তর॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর কিবা লক্ষ্মী অনন্ত।
জিনিতে না পারে মায়া—কেবল (৬) দুরন্ত॥
(পরম প্রবল মায়া কে জিনিতে পারে।
তোমার প্রসাদ বিনা—শুন বিশ্বম্ভরে॥)

আমি মহাধম—কিবা শকতি আমার।
সংসার জিনিঞা পদ ভজিতে তোমার॥
দুঃখিত দেখিয়া যদি (১) দয়া কর মোরে।
করুণাবিগ্রহ প্রভু (২) ভজ মো তোমারে॥
এতক না আছিল গুপত প্রেমধন।
প্রকট করিলা প্রভু করুণা-কারণ॥
তোমার পদারবিন্দ-মকরন্দ-প্রেম।
পিবউ আমার মন মধুকর যেন॥
এইবর দেহ মোরে করুণাসাগর।
ঘৃণা না করিহ মোরে না মতি [illegible]।
এছন কাতরবাণী শুনিঞা ঠাকুর।
করুণা বাঢ়িল হিয়া আনন্দ প্রচুর॥
হাসয়া কহিল প্রভু—শুনহ মুরারি।
অচিরে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে তোহারি॥
ত র সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর।
অতি মহাশুদ্ধমতি ভক্ত সুচতুর॥
কৃষ্ণসেবা করে নিতি লঞা ভ্রাতৃগণ।
সর্ব্বভাবে ভজে বিশ্বম্ভরের চরণ॥
নাম গুণ-সঙ্কীর্ত্তন করে নি -নিতি।
অনুজ রামের সনে বড়ই পিরিতি॥
জ্যেষ্ঠসেবা পরায়ণ শ্রীরাম গুণ।
দুইভাই (৩) মিলি গায় হরিগুণগান॥
শ্রীবাস-শ্রীরাম—প্রভুর—প্রিয় দুইজন।
তার সনে (৪) ক্রীড়া করে আনন্দিত মন॥
তার ঘরে নাচে প্রভু ভ -সভার সনে।
কপিলঠাকুর যেন বেঢ়ি ঋষিগণে॥
হেনমতে আনন্দে-কৌতুকে দিন যায়।
শতশত শিষ্যগণ আপনে পঢ়ায়॥
শিষ্যে শিষ্যে মিলি তারা ক র অনুমান।
আছিল তাহাতে এক বড় অভিমান॥
শ্রী কৃ বলিতে যারে সেহ মাথা এক।
অবোধ ব্রাহ্মণ পুত্র ইহ বালকেক॥ (৫)
শুনিঞা ঠাকুর দুই-কর দিল কাণে।
তখান চলিলা প্রভু সুরনদী-স্নানে॥

(১) 'প্রণতি বিস্তর'। (২) 'বক্ষ'। (৩) 'গন্ধ'।
(৪) 'হৃদয়'। (৫) 'জিনিবারে'। (৬) 'অত্যন্ত'।

(১) হঞাছি প্রভু।
(২) 'তুমি।
(৩) 'জন।
(৪) 'ঘরে।
(৫) 'অতঃপর একখানি পুথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"সেইখানে ছিল প্রভুর ভক্ত একজনে
সে তবে কহিলা গিয়া প্রভুবিদ্যমানে।

শ্রী-বদনে (১) শিষ্যের সনে গঙ্গা স্নান।
সপুলক ঘনঘন লয় হরিনাম॥
পাপিষ্ঠ অধম ছার পাষণ্ড (২) -চরিত্র।
দুর্ব্বচনে কর্ণ মোর কৈল অপবিত্র॥
ইহা বলি ঘনঘন লয় হরিনাম।
কহয়ে লোচন—গোরা সর্ব্বগুণধাম॥

—

ভাটিয়ারি রাগ॥

(হরি নারায়ণ শচীর দুলাল গোরাচান্দ।
বান্ধল জীবের মন দিয়া প্রেমফান্দ॥ ধ্রু) ( )
আর অপরূপ কথা কহিব এখন।
সাবধানে শুন সভে (৪) ছাড়ি আন মন॥
গোরাগুণ কহিতে পুলক বান্ধে গা।
অখণ্ড পীযূষ গোরা-গুণের পরভা॥
শ্রীনিবাস-আদি করি শিষ্যবর্গ সঙ্গে।
অদ্বৈত-আচার্য্য দেখিবারে ভেল (৫) রঙ্গে॥
কেহো গীত গায় কেহো লয় হরিনাম।
হরিহরি-বোল বোলে—নাহিক উপাম॥
আপনে ঠাকুর নাচে ... গুণ গায়।
আপনা না জানে তারা প্রেম-পরভায়॥
আপাদ-মস্তক ... বাহে দুই আঁখি।
টলমল করে সব গোরা-(৬) মুখ দেখি॥
মাঝে ... মাঝে প্রভু (৭) হুহুঙ্কার ... ।
ভূমিতে লোটাঞা সব পাষণ্ড কান্দে॥
এইমতে আনন্দে চলিলা যায় পথে।
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি দেখিবার চিতে॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি দাণ্ডাইলা ... ।
দণ্ডপরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া॥
সম্রমে আচার্য্যগোসাঞি ... চরণ।
বিস্তর বিনয় করে ... বচনে—॥
(আমা হেন কোটি অদ্বৈতের শিক্ষাগণ।
প্রণতি করিয় বোলে (৮) লোটাঞা ধরণী॥)

অন্যোন্যে দোঁহারে দোঁহে আলিঙ্গন করে।
দোঁহারে সিঞ্চিল দোঁহে নয়নের জলে॥
আসনে বসিয়া প্রভু কহে নিজকথা।
মনোহর পাপংর প্রেমভাবকথা॥
শুনিয়া (১) আচার্য্যগোসাঞি বোলেন বচন।
পাষণ্ডীকে গালি দিতে বাঞ্ছা ত্রিলোচন॥
পাষণ্ডী বোলয়ে—কলিযুগে ভক্তি নাই।
স্বচক্ষে দেখহ মোর চৈতন্য (২) গোসাঞি॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু স্ফুরিত-অধর।
কহিতে লাগিলা মেঘগম্ভীর উত্তর—॥
ভক্তি নাহি কলিযুগে—আছে আর কি?।
ভক্তিমাত্র আছে—তোমা সংসারেতে স্থি॥
'কলিযুগে ভক্তি নাহি' যে বোলে বচন।
নিরর্থক জন্ম তার—শুন সর্ব্বজন॥
কলিযুগে কৃষ্ণভক্তি পরসন্ন ময়া।
কলিযুগ হেন কোন যুগে নাহি দয়া।
হেনই সময়ে সে পণ্ডিত শ্রীবাস।
কহিতে লাগিলা কিছু অন্তরে তরাস॥
(এক নিবেদন আছে—কহিতে ডরাঙ।
নির্ভয়েতে কহোঁ যদি তোর আজ্ঞা পাঙ॥
ও বোল শুনিঞা প্রভু অট্ট-অট্ট হাস।
কি কহিবে—কহ শুনি—তোমার বিশ্বাস॥)
সম্মুখে দেখহ প্রভু পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণমহোৎসবে বাধা দিবেক এখন॥
এই মহাপাষণ্ড এ অতি দুরাচার।
বিদ্যা-অভিমানে করে মহা-অহঙ্কার॥
তবে মহাপ্রভু কথা কহিল তাহারে।
এথা না আসব এই দুষ্ট দুরাচারে॥
না আইল ব্রাহ্মণ সেই মায়াবিমোহিত।
ক্রীড়া করে মহাপ্রভু আনন্দিতচিত॥
শ্রীনিবাস-ভুজে এক ভুজ আরোপিয়া।
গদাধর ধর ধরি বাম-কর দিয়া॥
(নরহরি-অঙ্গে প্রভু শ্রীঅঙ্গ হেলিয়া।
শ্রীরঘুনন্দনমুখ কান্দে হেরিয়া॥)
শ্রীরামপণ্ডিত-অঙ্গে দিয়া পাদাম্বুজ।
ক্রীড়া করে মহাপ্রভু আচার্য্য-সম্মুখ॥
(চৌদিগে বৈষ্ণব করে গুণসঙ্কীর্তন।
মধ্যেতে নাচেন প্রভু শচীর নন্দন॥
যেন রাসমহোৎসবে বেঢ়ি গোপীগণ।

(১) 'সমবয়। (২) 'এ দুই বা 'অধম।
(৩) 'দিশা॥ শচীর দুলাল রে ম গোরা'।
বা 'আর নাই ভবিবার ভবে জগতে দুর্লভ এই কথ।
জগতে যাতব জীব, শ্রব হরিবা পিব,
কভু না লাগিছ গুণাধা॥ ।॥
(৪) 'লোক বা 'কথা। (৫) 'স্নান'।
(৬) 'করে গোরাচন্দ', 'ওগবন গোরা', বা 'করে তারা গোরা'। (৭) 'ভক্ত' (৮) 'হইলা লোটে'।

(১) 'সাক্ষাতে।
(২) 'এই ত' বা 'এ গোরা'।

কীর্ত্তনের মাঝে এইমত সুশোভন ॥
এইমতে কথোক্ষণে নৃত্য-অবসানে।
হরষিত অদ্বৈত-আচার্য্য সীতা-সনে॥)
তবে তার ঘরে প্রভু ভোজন করিল।
সুগন্ধি চন্দন মাল শ্রীঅঙ্গে লেপিল ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য ধন্ত আপনা মানিল।
আমারে প্রভুর দয়া এবে সে জানিল ॥
(অদ্বৈতের গণ কান্দে চরণে পড়িয়া।
বিশ্বম্ভর কোলে করে সভাবে তুলিয়া ॥)
নিজনামগুণে প্রভু (১) নাচিয়া গাইয়া।
ঘরেরে আইলা প্রভু নিজজন লঞা ॥
(হেনমতে দিনে-দিনে বাঢ়ে পরকাশ।
শুনিঞা আনন্দ হিয়া এ লোচনদাস ॥)

বরাড়ি রাগ ॥

নিছনি যাঙ গোরারূপের (২) বালাই লঞা।
বিলাইল প্রেমধন জগত ভরিয়া॥ ধ্রু।
তবে সেই মহাপ্রভু বসি নিজঘরে।
অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা কহয়ে ঈশ্বরে (৩) ॥
একমাত্র কৃষ্ণ স্বামী সৃষ্টিরূপ স্থিতি।
আপনে সে এক আত্মা-রূপে আছে (৪) ক্ষিতি ॥
ইহা বলি হস্ত মেলি (৫) পুন করে মুষ্টি।
দেখায় সভারে এইমত মোর (৬) সৃষ্টি ॥
পুন কহে—তত্ত্ব সত্তামাত্রস্বরূপণ (৭)।
তাবের আবেশ ভাবে (৮) শুন সর্ব্বজন ॥
তথাপি সদ্রূপ সেই [illegible] রিয়ে যতন।
এক (৯) জ্ঞান বিনে মুক্ত নহে এ কারণ (১০) ॥
বিষম(১১) সংসারবন্ধ জিনিতে না পারে।
মুক্তবন্ধ হয়—যদি একজ্ঞান করে ॥
মুক্তি বিনু কৃষ্ণ(১২) জ্ঞান নাহি হয় কভু।
এতেক বলিয়া শুন জ্ঞানগম্য প্রভু ॥

হের দেখ মোর করে এ পাঁচ অঙ্গুলি।
মধু এ মিশ্রি এক—গুণ কর চাখি ॥
দুর্গন্ধ লাগিয়া তাহ না চাহে নয়ন।
একাঙ্গুলি মধু—জিহ্বা লিহয়ে যতনে ॥
এক অন্বয় সেই ভগবান্ মাত্র। (১)
ইহা বলি মুক্ত হইবারে (২) নাহি পাত্র ॥
এইমতে জ্ঞানযোগ কহে নানাবিধ।
ক্ষণেকে রহিলা নিশবদে গুণনিধি ॥ (৩)
জ্ঞান ময় কৃষ্ণ—ইহা বুঝাইল সভারে।
কৃষ্ণ-পাদাম্বুজপ্রেম ভক্তি (৪) সর্ব্বসার ॥ (৫)
কৃষ্ণপাদাম্বুজ-ধ্যান করিল তখন।
হরিগুণ বলি পদাম্বুজ-স্মরণ ॥
(বংশীধারী সঙ্গ চিদানন্দ শ্যাম ত্রিভঙ্গী।
মদন-মোহন নটবর বহুরঙ্গী ॥
বৃন্দাবন-মাঝে নব-রতন-মন্দিরে।
বল্লবসুন্দরী সব বেঢ়ি মনোহরে ॥
কোকিল ময়ূর সারী শুক অলিকুল।
প্রফুল্লিত বৃন্দাবন শোভে নানাফুলে ॥
চিন্তামণি-ভূমি কল্পতরুগণ যত।
কামধেনুগণ যে সুরভিগণযুত ॥
যমুনা-বেষ্টিত মহা হয় শোভা।
সে বসন বায় দেখি লক্ষ্মী মনোলোভা ॥)
উঠিল প্রেম ধারা বহে দুনয়ানে।
পুলকিত কলেবর—অরুণ নয়ানে ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে নাচে গায়।
কহিল বচন (৬) প্রভু গদ্‌গদ ভাষায় ॥
ঐছন আমার যেই যেই ভক্তগণ।
নিজগুণে পবিত্র করয়ে ত্রিভুবন ॥
ইহ বলি হৃষ্ট হঞা নিজভক্তসনে।
নাচায় সভারে প্রভু নাচয়ে আপনে ॥
এইমতে সুখে নিবসয়ে নবদ্বীপে।
নিজ ভক্তগণ মেলি গঙ্গার সমীপে ॥

---

(১) 'তবে' বা 'পুন'। (২) 'লইয়া মরি গোরার'।
(৩) 'উত্তরে' বা 'ঠাকুরে'।
(৪) 'নিজরূপে আছেন এই'।
(৫) 'তুলি'। (৬) 'হয়'
(৭) 'সত্তামাত্র নিরূপণ' বা 'বার্ত্তা অস্বরূপণ'।
(৮) 'আবেশ কহি', 'অভাব ভাবে' বা 'স্বভাব তত্ত্বে'।
(৯) 'তত্ত্ব'। (১০) 'না হয় কথন'।
(১১) 'বিষয়'। (১২) 'এক'।

(১) 'তত্ত্ব'। (২) 'বিনে মুক্তি দিবারে'।
(৩) অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"নমস্কার পুন কহে সর্ব্বতত্ত্বসার।
শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিনে কিছু নাহি আর ॥"
(৪) 'মুক্তি'।
(৫) অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"এই জ্ঞান হইয়াছে কৃষ্ণে দৃঢ়মতি।
মতি দৃঢ় হইলে হয় ভক্তি অহেতুকী ॥"
(৬) 'সভারে'।

অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি তবে আর (১) দিনে।
বদ্বীপে আইলা বিশ্বম্ভরদরশনে ॥
াছিলা মহাপ্রভু শ্রীনিবাসঘরে।
আগমন চাহি আচার্য্য স্নানপূজা করে ॥
ী বাসঘরে প্রভু আনন্দিত মনে।
গ্রে পুষ্প দিয়া কহিল বচনে—॥
ানপূজা কৈল এই দুষ্ট নাশিবারে। (২)
আমার ভকতহিংসা যেই যেই করে ॥
হাতে শাসিব আমি সেই সেই জন।
ভা-বিদ্যমানে প্রভু কহিল বচন ॥
মার ভক্ত-দ্বেষী এক আছে দুষ্টজন।
ষ্টব্যাধি হইবে সেই অনেক জনম ॥ (৩)
পিশাচ-নরকে বাস করাইব আমি।
ভুঞ্জ শূকর সেই হইবে আপনি ॥
াহার শিষ্যের আমি (৪) করাইব দণ্ড।
আমার গদায় সব নাশিব পাষণ্ড ॥
নেরে যাইব বলি ছিল মোর মন।
থাই আমার সেই হৈল মহাবন ॥
াত্র (৫) সদৃশ কেহো—কেহো বা পাষাণ।
ক্ষের সদৃশ কেহো তৃণের (৬) সমান ॥
শুর সমান করি গণি কোনজন।
তেক বলিয়ে—মোরে এই মহাবন ॥
দ্বৈত-আচার্য্য এথা আইল ইহা শুনি।
থা না আইল—তথা যাইব আপনি ॥
নেই সময়ে (৭) আচার্য্য আইলা আচম্বিত।
ভুর সম্মুখে গিয়া হৈলা উপনীত ॥
দাম্বুজ-সন্নিকটে উপায়ন দিয়া।
শুপরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া ॥
র কর ধরি প্রভু বোলয়ে বচন—।
থা আগমন মোর তোমার কারণ ॥
মোর পাদপদ্ম নিজমস্তকে ধরিয়া।
লসী-মঞ্জরী দিয়া পূজিলে কান্দিয়া ॥
াবরুদ্ধচিত্ত তুমি (৮) হুঙ্কারে আনিলা।
মার পিরিতি লাগি মোরে সভে পাইলা ॥)
া বলি মহাপ্রভু খট্টায় বসিলা।
চহ’ বলিয়া আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিলা ॥

(১) ‘তার পর’। (২) ‘শাসিবারে’।
(৩) ‘রোগী হৈব সেই নরক আশ্রম’ বা ‘রোগী হইব নরকে গমন’। (৪) ‘শিষ্যেরে আনি’।
(৫) ‘বজ্রী’। (৬) ‘ঢেলের’। (৭) ‘বেলি-অবসানে’।
(৮) ‘ভাবে গরগর চিত্ত’।

তবে সেই অদ্বৈত-আচার্য্য দ্বিজবর।
দশ-অবতার গীতে নাচিলা বিস্তর ॥
শ্রীবাসপণ্ডিত-আদি যত ভক্তগণ।
আনন্দে বিভোর—করে গুণ-সঙ্কীর্তন ॥
তা দেখিয়া মহাপ্রভু গৌর ভগবান্।
হৃষ্ট হইয়া কৈল তারে প্রসন্নবদন—॥
এ তোর বালক সব প্রেম মাগে মোরে।
দিব প্রেমভক্তিদান—কহিল তোমারে ॥
এ বোল শুনিঞা তুষ্ট হইলা আচার্য্য।
অন্তরে জানিল—মোর (১) সিদ্ধ হৈল কার্য্য ॥
আচার্য্য কহয়ে—প্রভু শুনহ বচন।
এই-সব জন তোর পদপরায়ণ ॥
ভকতবৎসল তুমি করুণাসাগর।
প্রেমধন দা নিজ ভক্ত রক্ষা কর ॥
তবে সেই সব জন প্রভুপাশে গিয়া।
বসিলা আসন করি ঠাকুর বেড়িয়া ॥
সচন্দ্রিকা-রজনী—শোভিত দিগন্তর।
আচার্য্য দেখিয়া পুন কহিল উত্তর—।
কমলাক্ষ তুমি মোর পরম ভকত।
তোমার লাগিয়া আইলুঁ—হৈলুঁ বেকত ॥
মোর গুণ-নৃত্য-গীতে হও তুমি সুখী।
সব জন ভক্তিপর হউ ইহা দেখি ॥
এ বোল শুনিঞা সেই শ্রীবাসপণ্ডিত।
কহয় ঠাকুর-আগে পরসন্ন-চিত ॥
এক নিবেদন (২) করি—শুন মোর বোল।
কহিতে ডরাও—পুন চিত উতরোল ॥
একটি সন্দেহ পুছোঁ হৃদয়ের কার্য্য।
তোমার কি ভক্ত এই অদ্বৈত-আচার্য্য?
ইহা শুনি ক্রোধমুখ গৌর ভগবান্।
ভর্ৎসিতে লাগিলা ক্রোধে অরুণনয়ান ॥
উদ্ধব অক্রূর—মোর প্রিয় দুইজন।
আচার্য্য বাসহ তুমি তা-সভাকে ন্যূন ॥
ভারতবরষে এই (৩) আচার্য্যসমান।
আমার ভকত আছে—হেন কোন্ জন ॥
এতেক বর্ণয়ে তুমি অজ্ঞান ব্রাহ্মণ।
আচার্য্যসমান মোর ভক্ত নাহি আন ॥
(বৈকুণ্ঠ বর বাঞ্ছা সেই—মোর আত্মা বলি।
জগতের কর্ত্তা—তারিবারে আইলা কলি ॥

(১) ‘সব’। (২) ‘নিবেদিত প্রভু’।
( ) ‘ন হ’।

শাস্ত্রে মহাবিষ্ণু বলি কহে নিরূপণ।
সে জন অদ্বৈত ভক্ত অবতার জান) ॥ (১)
এ বোল শুনিঞা বিপ্র অন্তরে তরাস।
নিশবদে রহে বিপ্র (২)—মুখে নাহি ভাষ ॥
তবে সেই গৌরহরি বোলে পুনর্ব্বার—।
অধ্যাত্ম-চরচা তোরা না করিবি আর ॥
যদি বা অধ্যাত্মবদে দেখি শুনি তোমা।
তবে পুন তো-সভারে নাহি দিব প্রেমা ॥
(জ্ঞান-কর্ম্ম উপেখিলে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
ইহা জানি জ্ঞানকর্ম্ম না কর আশ্রয় ॥)
এ বোল শুনিঞা কহে শ্রীবাসপণ্ডিত—।
এই বর দেহ—তাহা পাশরউ চিত ॥
মুরারি কহিল—আমি অধ্যাত্ম না জানি।
প্রভু কহে—কমলাক্ষ হৈতে জান তুমি ॥(৩)
এ বোল শুনিঞা সভে আনন্দিত মন।
অন্তরে করিল (৪)—আজ্ঞা করিব পালন ॥
হরি-হর-পাদাম্বুজ-মধুমত্ত সবা।
আনন্দে নাচয়ে তারা (৫) মদন স্বভাবা ॥
হেন অপরূপ (৬) কথা নদিয়া-বিহার।
কহিল লোচন—গোরা-প্রেমার প্রচার ॥

— —

সিন্ধুড়া রাগ।

অরুণ-কমল-আঁখি, তারক ভ্রমরপাখী,
ডুবুডুবু করুণা-মকরন্দ।
বদন পূর্ণিমার চান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে,
তাহে কত (৭) প্রেমার আরম্ভ ॥
আনন্দ নদিয়াপুরে, টলমল প্রেমার ভরে,
শচীর তুলাল চান্দ (৮) নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, দেখিয়া চমক লাগে,
মদনমোহন নটরাজে ॥ (ধ্রু) ॥ (১)
পুলক ভরিল গায়, ঘর্ম্ম বিন্দু-বিন্দু তায়,
লোমচক্রে সোণার কদম্ব।
প্রেমার আরম্ভে তনু, যেন প্রাতঃকালের ভানু,
আধবাণী রাখে কম্বুকণ্ঠ ॥
শ্রীপাদপদ্মযুগন্ধে, বেড়ি দশ নখচান্দে,
উপরে কনক-বঙ্ক রাজে।
যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরী ঝলমল করে,
চমকিত অমর-সমাজে ॥
সপ্তদ্বীপা মহীমাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে,
তাহে নব-প্রেমার প্রকাশ।
তাহে নব গৌরহরি, হরি-গুণকীর্ত্তন করি,
আনন্দিত এ ভূমি-আকাশ ॥
সিংহের শাবক যেন, গম্ভীর (২) গর্জ্জন ঘন,
হুঙ্কার-হিল্লোল প্রেম-সিন্ধু।
হরিবোল-বোল বোলে, জগত পড়িল তোলে,
কুল-কুল খাইল কুলবধূ ॥
অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর দীপ হেন,
তাহে লীলা বেশের বিলাস।
কোটি কুসুমধনু, জিনিঞা বিনোদ তনু,
তাহে করে (৩) প্রেমার প্রকাশ ॥
লাখলাখ পূর্ণিমার চান্দে, জিনিঞা বদন-ছান্দে,
তাহে চারু চন্দন-চন্দ্রিমা।
নয়ান-অরুণ চলে, ঝর্ঝর অমিয়া ঝরে,
জনম-যুগবে পায় প্রেমা ॥
(মাতিল-কুঞ্জর গতি, ভাবে গরগর অতি,
ক্ষণে সেই চমকিয়া চায়।
কামিনীমোহন বেশ, হেরিতে ভুলিল দেশ,
মদন বেদন হেরি পায় ॥)
কি দিব উপমা তার, করুণাবিগ্রহ-সার,
হেম রূপে মোর গোরারায়।
প্রেমায় নদিয়া-লোকে, নাহি নিশিদিশি ভাকে,
আনন্দে লোচনদাসে গায় ॥

---

(১) অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"এতেক কারণে আমি সুদৃঢ় বচন।
আচার্য্যের প্রতি ভক্তি কর সর্ব্বক্ষণ ॥
(২) 'পুন'।
(৩) অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকে অতিরিক্ত পাঠ,—
"শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণচন্দ্রে কর দৃঢভক্তি।
ভক্তিরস-নিকটে চেটী হয় মুক্তি ॥
(৪) 'কহিল'।
(৫) 'যেন'।
(৬) 'অদভুত'।
(৭) 'নব' বা 'আর'। (৮) 'গৌর'।

(১) 'জয় জয় মঙ্গলধ্বনি, নাচে দেবশিরোমণি,
শচীর তুলাল হেম গোরা।
ভাব-ভরে গরগর কত বহে প্রেমজল,
নয়ানে চরণে এক ধারা ॥"
(২) 'গহিল'। (৩) 'আর'।

(মোর প্রাণ আরেবে গোরাচাদ আরে হয় ॥ধ্রু ॥)
তবে নিজঘরে প্রভু বসি দিব্যাসনে।
চৌদিগে বেঢ়িয়া আছে নিজভক্তজন ॥
শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু করিল এ উক্তি—।
তোমার নামের তুমি কি জান ব্যুৎপত্তি ॥
শ্রীভকতির তুমি কেবল আবাস।
এতেকে বলিয়ে তোর নাম সে 'শ্রীবাস' ॥
তবে ত কহিল প্রভু দেখি গোপীনাথ—।
আমার ভকত তুমি বুঝ মোর সাথ ॥
মুরারি দেখিয় প্রভু বোলে পুনর্ব্বার—।
পঢ়হ আপ' শ্লোক শুনিব তোমার ॥
এ বোল শুনিঞা সেই মুরারি চতুর।
পঢ়য়ে কবিত্ব নিজ—শুনয়ে ঠাকুর ॥

তথাহি মুরারিগুপ্তকৃতশ্রীচৈতন্যচরিতে,
দ্বিতীয়প্রক্রমে সপ্তমসর্গে—
"রাজৎকিরীট মণিদীধিতিদীপিতা-
মুদ্যদ্বৃহস্পতিকবিপ্রতিমে বহন্তম।
দ্বে কুণ্ডলেঽঙ্কহৃতেন্দুসমানবক্ত্রং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি।
উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাব্জ-
নেত্রং সুবিম্বদশনচ্ছদচারুনাসম।
শুভ্রাংশুরশ্মিপরিনির্জিতচারুহাসং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি

এইমতে রঘুবীরাষ্টক শ্লোক শুনি।
মুরারি-মস্তকে পদ দিলা ত আপনি ॥
'রামদাস' বলি নাম লিখিলা কপালে।
মোর প্রসাদে তুমি 'রামদাস' হৈলে ॥
রঘুনাথ বিনে তুমি তিলেক না জীয়।
ঞ্জ তোর রঘুনাথ—জানিহ নিশ্চয় ॥
ইহা বলি রাম-রূপ দেখাইল তারে।
জানকী সহিত সাঙ্গোপাঙ্গ সব মেলে ॥
তবে মুরারি পড়িয়া পদতলে।
জয় জয় রঘুবীর শব্দ করি বলে ॥
বারবার উঠে পড়ে লোটাঞা ধরণী।
বহুবিধ স্তব করে তনুনম্রবাণী ॥
মুরারিকে রূপ করি বলিলা বচন—।
আমার ভকত তুমি বিনু আন জন ॥
যদি তোর ইষ্ট আমি হই রঘুনাথ।
তথাপিহ রস আস্বাদহ রাধানাথ ॥
কীর্ত্তনধর্ম্মে রাধ কৃষ্ণ গাও যাইয়া (১)।
করিবে আমাতে ভক্তি—শুন মন দিয়া ॥)

(১) 'গাওয়াইয়া'।

ইহা বলি শ্লোক এক পঢ়িলেক নিজ।
মোর এক শ্লোক শুন শ্রীনিবাস দ্বিজ ॥

তথাহি (শ্রীমদ্ভাগবতে ১১। ১৪। ২০)—
"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥

পঢ়িয়া কহিল—শুন (১) সব নিজজন।
তোমরা করিহ এইমত আচরণ ॥
শ্রীনিবাসপণ্ডিতের কথা অনুসরি।
করিহ আমাতে ভক্তি—সুখ পাবে বড়ি ॥
শ্রীবাসপণ্ডিত শুন আমার বচন।
তোমার জ্যেষ্ঠের সেবা—আমার অর্চ্চন ॥
এতেক জানিঞা কর শ্রীবাসের সেবা।
ইহা হইতে পাবে তুমি মোর পদ (২) প্রভা ॥
এতেক কহিল প্রভু ভকত (৩) বৎসল।
করুণ-অরুণ আঁখি করে ছলছল ॥
তবে সেই শ্রীনিবাস-পণ্ডিত চতুর।
নিবেদন কৈল দুগ্ধ—ভুঞ্জয়ে ঠাকুর ॥
গন্ধ চন্দন মালা সুবাসিত পুগ।
ধূপ দীপ নিবেদন করিল সম্মুখ ॥
গ্রহণ করিল প্রভু আনন্দিতমনে।
অবশেষ দিল যত নিজভক্তজনে ॥
এইমতে কৌতুকে রজনী গেল।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু ঘরেরে চলিল ॥
স্নান-দেবার্চ্চনা সবে গেলা নিজঘরে।
পুনরপি গেলা পাদাম্বুজ দেখিবারে ॥
হাসিয়া কহিল প্রভু শুন অদভুত।
আইলা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অবধূত ॥
তাহার মহিমা-তত্ত্ব কে কহিতে জানে।
বড় পুণ্য ভাগ্য আজি দেখিব চরণে (৪) ॥
হেন রাম নারায়ণ মুরারি মুকুন্দ।
সত্বরে জানহ— কোথা আছে নিত্যানন্দ ॥
হেনরূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল।
সত্বরে চলিয়া গাম-দক্ষিণে চাহিল ॥
(বিচার করিয়া লাগ না পাইল তার।
পাদাম্বুজ-সন্নিকটে আইলা আর-বার ॥)
করজোড় করি কহে ঠাকুরের আগে—।
বিচার করিয়া প্রভু না পাইল লাগে ॥
পুনরপি কহে প্রভু—শুন সর্ব্বজন (৫)।
বিচার (৬) করহ সভে আপন-আশ্রম ॥

(১) 'পুন'। (২) 'প্রেম'। (৩) 'প্রণত'। (৪) 'সন্নাবে'
(৫) 'শুনহ বচন'। (৬) 'বিজয়'

প্রভুর আজ্ঞায় সভে চলিলা সত্বর।
একে-একে সভে গেলা আপনার ঘর॥
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করি একত্র হইয়া।
প্রভুবিদ্যমানে সভে মিলিলা আসিয়া॥
পথে যাইতে 'মুরারি' বলিয়া ডাকে পহু।
না দেখিলে অবধূত—বলি হাসে লহু॥
নন্দন-আচার্য্য-ঘরে আছে মহাশয়।
আমিহ যাইব তথা—কহিল নিশ্চয়॥
এ বোল শুনিঞা সভে হরষিত হঞা।
চলিলা ঠাকুর সঙ্গে জয়জয় দিয়া॥
পথে যাইতে ঘনঘন হরি-হরি বোলে।
গণ্ড পুলকিত-কণ্ঠ গদগদ রোলে (১)॥
নয়নে গলয়ে নীর সাত-পাঁচ-ধারা।
চলিতে না পারে প্রেমে (২) সোণার কিশোরা॥
ক্ষণে সিংহপরাক্রমে পদ চারি যায়।
মত্ত করিবর যেন উলটিয়া (৩) চায়॥
নব-জলধরে যেন গম্ভীর (৪) নিনাদ।
ঘনঘন হুহুঙ্কার—আনন্দ-উন্মাদ॥
এই নে আ নন্দে-সানন্দে (৫) চলি যায়।
দেখিল ত অবধূত নিত্যানন্দরায়॥
(আরক্ত গৌরাঙ্গকান্তি পরম-সুন্দর।
ঝলমল অলঙ্কারে অঙ্গ মনোহর॥
কটিতটে পীতবাস বিরাজিত শোভা।
শিরে লটপটি পাগ—চম্পকের আভা॥
চলিতে নূপুর পদে ঝনঝনি শুনি।
কুরঙ্গ-নয়নী-চিত্ত-তরল-সন্ধানী॥
হাসিতে বিজুরী যেন খসিয়া পড়িছে।
কামিনী আপন লাজ তাহাতেই দিছে॥
মেঘ জিনি গরজে গম্ভীরশব্দ শুনি।
কলি-মত্তহাথীর দমন সিংহধ্বনি॥
মাতল-কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর।
প্রসন্নবদনে প্রেমধারা নিরন্তর॥
পুলকে আকুল তনু প্রেমে ডগমগি।
কম্প-স্বেদ-আদি ভাবে রস-অনুরাগী॥
কন্দর্পদমন কনকদণ্ড করে।
রাতা-উতপল করতল মনোহরে॥
অঙ্গদ কঙ্কণ হার কেয়ূর কিঙ্কিণী।
গণ্ডযুগে কুণ্ডল—যেমন দিনমণি॥

(১) 'বলে'। (২) 'পথে বা 'তবে'। (৩) 'উলটি না'।
(৪) 'নবঘন মেঘের যেন গভীর'।
(৫) ''আনন্দিত পথে'।

পড়িতে পড়িতে উঠে বলিয়া 'সাম্ভাল'।
সভাকে পুছয়ে—কাঁহা কান ঞা গোয়াল॥
অলৌকিক বাল্যভাব ক্ষণে কান্দে হাসে।
'মধু দেহ' বলি ক্ষণে রেবতী প্রশংসে॥
ক্ষণে যুগ-পদ করি লাফে-লাফে যায়।
এক বোলে আর করে (১)—বুঝনে না যায়॥
অঙ্গের সৌরভে যত যুবতীর গণ।
কুলবতীমদ তারা ছাড়িলা তখন॥)
ভূমিতে পড়িয়া প্রভু পরণাম করে।
করিল মঙ্গলস্তুতি (২) মধুর-অক্ষরে॥
(পড়িলেন প্রভুপদে নিত্যানন্দরায়।
দোঁহার চরণ ধরিবারে দোঁহে চায়॥
দোঁহে আলিঙ্গন করে কান্দিয়া-কান্দিয়া।
কোথা ছিল, বলি হাসে শ্রীমুখ চাহিয়া॥
সকল অবনী আমি ফিরিয়া আইলুঁ।
কোথাহ তোমার লাগি মুঞি না পাইলুঁ॥
শুনিল ম—গৌড়দেশে নবদ্বীপপুরে।
লুকাঞা আছে তথা নন্দের কুমারে॥
চোর ধরিবারে মুঞি আইলাম এথা।
ধরিল ম চোর—আজ পলাইবা কোথা॥
ইহা বলি নিত্যানন্দ হাসে কান্দে নাচে।
গৌরাঙ্গ আনন্দে নাচে (৩) নিত্যানন্দ-কাছে॥
কন্দর্প-দমন পাইল নিত্যানন্দ।
তারিমু পতিত পঙ্গু জড় আদি অন্ধ॥
নিত্যানন্দ-প্রতাপে পবিত্র ত্রিভুবন।
না জানে পাষণ্ডী দুরাচার মূঢ় জন॥
সভাই পড়িবে পাছে নিত্যানন্দ-ফান্দে।
এই কথা কহিলেন প্রভু গোরাচান্দে॥)
হরিগুণসঙ্কীর্ত্তন করয়ে আনন্দে।
আপনে নাচয়ে সঙ্গে নাচে নিত্যানন্দে॥
নৃত্য সম্বরিয়া সে বসিলা দুইজনে।
আনন্দিত সবজন দেখয়ে নয়নে॥
তবে নিত্যানন্দ-পদ-অরবিন্দ-ধূলি।
আপনে আনিঞা দিল ভক্ত-শিরোপরি॥
(নিত্যানন্দপদধূলী পাঞা ভক্তগণ।
প্রেমে গরগরচিত্ত—ঝরয়ে নয়ন॥)
এইমতে কৌতুকে আছিলা কথোক্ষণ।
ঘরেরে চলিলা প্রভু শচীর নন্দন॥

(১) 'কহে'।
(২) 'কহিল সকল কথা' বা 'করিল বিস্তর স্তুতি'।
(৩) 'কান্দে।'

পথে যাইতে কহে নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিজগতে দিতে নাঞি ইহার উপমা॥
শুনশুন সর্ব্বজন আমার বচন।
কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি এই নহে সাধারণ॥
আগে জ্ঞান হয় তবে উপজে ভকতি।
তবে সে জনমে সর্ব্বভোগে বিরকতি॥
এইমনে ক্রমে ক্রমে বাঢ় অনুদিন।
কৃষ্ণ-অনুরাগ বাঢে—হয় পরবীণ॥
আর দিনে মহাপ্রভু আপনার ঘরে।
আমন্ত্রণ দিল নিত্যানন্দ স্যাসিবরে॥
ভিক্ষা-অনন্তরে অঙ্গে লেপিল চন্দনে।
দিব্য-মালা নিবেদিল পূজার বিধানে॥(১)

(নিত্যানন্দ দেখি শচীর জুড়াইল নয়ান।
পিরিতি-পাগল হঞা নেহারে বয়ান॥
প্রভু বোলে—নিজপুত্র বলিয়া জানিবে।
আমারে অধিক করি ইহারে পালিবে॥
পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ-মুখ চাহে।
মোর পুত্র তুমি হৈলা—শচীদেবী কহে॥
মোর বিশ্বম্ভরে কৃপা করিবে আপনে।
আজি হৈতে তোমা-দুই আমার নন্দনে॥
বলিতে-বলিতে শচীর অশ্রু নেত্রে ঝরে।
পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ কোলে করে॥
নিত্যানন্দ মাতৃভাবে শচীর চরণে।
দণ্ডবত করি বোলে মধুরবচনে—॥
যে কহিলে মাতা তুমি—সব সত্য হয়।
তব পুত্র হই আমি—জানিহ নিশ্চয়॥
পুত্র-অপরাধ কিছু না লইবে মাতা।
তব পুত্র বটি মুঞি—জানিবে সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাঞা শচীরাণী।
নয়নে গলয়ে জল—গদগদ বাণী॥
এইমতে স্নেহরসে সভে গরগর।
দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়াইল অন্তর॥)
আরদিন শ্রীবাসপণ্ডিত ভিক্ষা দিল।
তাহার আশ্রমে অবধূত ভিক্ষা কৈল॥
অনেক সন্তোষ পাইল পণ্ডিতের ঠাঞি।
ভিক্ষা করি সেই দিন রহিলা তথাই॥
সেইক্ষণে মহাপ্রভু গৌর ভগবান্।
শ্রীবাস-আশ্রমে গেলা প্রসন্ন-বয়ান॥
দেবালয় প্রবেশিয়া বৈসে দিব্যাসনে।
কহিল আমারে এই দেখহ নয়নে॥
এ বোল শুনিঞা নিত্যানন্দ ন্যাসিবর।
সাদরে নিরিখে বিশ্বম্ভর-কলেবর॥
তত্ত্ব না জানিল (১) কিছু বিশেষ তাহার।
কি কাজ করিলা প্রভু ইঙ্গিত-আকার॥
তবে পুনরপি সহ প্রভু বিশ্বম্ভর।
নিজজন দেখি কিছু কহিল উত্তর॥
সবজন হও এই মন্দিরবাহিরে।
মন্দিরবাহির হৈল আজ্ঞা পালিবারে॥
অবশেষ কথা কি কহে আপনার।
নিভৃতে কহয়ে—মর্ম্ম কে জানিবে তার॥ (২)

---

(১) অতঃপর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"তাহার কৌপীন লঞা খণ্ড খণ্ড কৈল।
চিরিঞা বান্ধিল প্রভু ভক্ত শবোপরি॥
তাহার চরণোদক ভক্তে পিয়ে রঙ্গ।
অবধূত দেখি সভার আনন্দ বাঢ়িল
নাচে গায় সভে করে হুঙ্কার গর্জ্জন।
প্রেম পরিপূর্ণ দেখে অনন্ত ভুবন॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উল্লাসে।
গৌরচন্দ্র-মুখ হেরি অট্ট অট্ট হাসে॥
পদভারে ধরণী যে স্থির নাহি হয়।
ভূমিকম্প হেন সভে মানিল নিশ্চয়॥
নাচে গৌরচন্দ্র প্রভু সভার ঠাকুর।
ক্ষণেক্ষণে বাঢ়ে প্রেমহিল্লোল প্রচুর॥
দেখিয়া ত শচীদেবী আনন্দিত চিত।
নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ দেখি পরতীত॥
বধূসঙ্গে গৃহে করে পরমমঙ্গল।
হুলাহুলি জয়ধ্বনি করে সুমঙ্গল॥
আই নিত্যানন্দ দেখি বিশ্বরূপ-ঠান
এক দিঠে চাহে দেবী হরিষ পরাণ॥
গৌরচন্দ্রে কহে কথা—শুন বাপ মোর।
বিশ্বরূপ সেই পুত্র সহোদর তোর।
নিত্যানন্দ নাম ধরি আইল নবদ্বীপে।
মোর বাপ বিশ্বম্ভর রাখহ সমীপে॥
কহিতেই হইল দেবী আনন্দ পাথারে।
তুরি নিত্যানন্দে চাহে কোলে করিবারে॥
আইস বাপ বিশ্বরূপ চুম্বি মুখ তোর।
হরিষে না জানি চিত কি-করিছে মোর॥
কহে গৌরচন্দ্র মা গো সহ উতরোল।
রাখহ গোপতে কথা—শুন মোর বোল॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আইর চরণে।
দণ্ডবৎ পরণাম করয়ে যতনে॥
আপের ধূলি লয় দুই হাতে করিয়া।
আইর সন্তোষে নাচে হরিষ হইয়া॥
কতক্ষণে স্থির হইলেন সভ মেলি।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু মহাকুতুহলী॥"

(১) 'তত্ত্ব না বুঝিল'।

(২) 'পূর্ব্বের লিখিত পরিচ্ছেদগুলি হস্তলিখিত পুঁথি এবং

(কহিল—আমারে এই দেখহ আপনে।
আমার কারণে তুমি কৈলে পরিশ্রমে ॥)
ষড়্‌ভুজ শরীর প্রভু দেখাইল আগে।
তবে চতুর্ভুজ রূপ দুই ভুজ তবে ॥
দেখিয়া ঐছন রূপ—অতি অদ্ভুত।
পূর্ব্ব সঙরিলা নিত্যানন্দ অবধূত ॥
(দেখিল—আমার প্রভু প্রকাশ হইলা।
এক অঙ্গে (১) তিন অবতার দেখাইলা ॥
রাম, কৃষ্ণ, গৌর অঙ্গ দেখিয়া দিব্য (২) তনু।
পশ্চাত দেখিল—নব-কৈশোর রাধাকানু ॥)
হরিষে নাচয়ে প্রভু (৩) আনন্দ অপার।
দিগ বিদিগ নাহি—প্রেমের পাথার ॥
হেন অদ্ভুত কথা শুন সর্ব্বজন।
গোরা-গুণগাথা কহে এ দাস লোচন ॥ (৪)

(গোরার পূরুব পড্যাছে মনে
তেঞি গোরা কান্দে রে ॥ ধ্রু ॥ (১)
আর অপরূপ কথা কহিব এখন।
না দেখিল না শুনিল গোরা-(২)আচরণ ॥

মুদ্রিতপুস্তকে এইরূপ পরিবর্ত্তিত-আকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা—

"সবজন হও এই মন্দির-বাহিরে।
বিস্ময় হইলা সব বৈষ্ণব অন্তরে ॥
মন্দির-বাহির হৈলা আজ্ঞা পালিবারে।
ইঙ্গিতে কহিল কার্য্য—কে জানিবে তারে ॥"

(১) এক অবতারে'। (২) 'এক'। (৩) 'নিতাই'।

(৪) অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—

"হরিরাম নারায়ণ শচীর দুলাল হেম গৌর।
নিত্যানন্দসুখোৎসবে নাচয়ে একত্র সব ভোর।
পরম অদ্ভুত কথা লোকে অবিদিত।
শুনহ ভকত সব হই একচিত ॥
ষড়্‌ভুজ দেখয়ে নিত্যানন্দ সুবিলাসী।
বাড়ে নিত্যানন্দ সুখ-অমিয়ার রাশি ॥
ঊর্দ্ধ দুই হস্তে দেখে ধনু আর শর।
মধ্য দুই হস্ত বক্ষে—মুরলী অধর ॥
অধ হস্তদ্বয়ে শোভে কমণ্ডলু দণ্ড।
মালসাট মারে দেখি পরম প্রচণ্ড।
রাম কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ মাধুরী মনোহর।
কিশোর-শেখর রসময় কলেবর।
কহে নিত্যানন্দ প্রভু সরোষ অন্তর।
লীলাবেশ হইয়া গৌর-রসে গরগর ॥
হুহুঙ্কার বলি গম্ভীর গরজে ঘনঘন।
মত্ত বলদেব যেন অঙ্গের গঠন ॥
সে রূপ দেখিতে কামদেব মুরছিতে।
তুলনা দিবারে কিবা আছে পৃথিবীতে ॥
জিনিঞা রাতুল পদ্ম চরণযুগল।
ভকত-ভ্রমর লোভে মহাকুতূহল ॥
কনকনূপুর সে শোভিত শোভা করে।
দশ চন্দ্র বিরাজিত অঙ্গুলি-উপরে
উলট কদলী-উরু—সুন্দর নিতম্ব।
নীলধটী পরিপাটী রঙ্গল তরঙ্গ ॥
ত্রিবলি-বলিত গরু নাভি সুগভীর।
রসিকা-নাগরী-চিত্ত দেখয়া অধীর ॥
পরিসর উচ্চ বক্ষে মুকুতার দাম।
গজমোতিহার হেরি মুরছয়ে কাম ॥
কম্বু কণ্ঠ—গণ্ডস্থল কনকদর্পণ।
লাজ ধৈর্য্য ছাড়ি হেরি কুলপালীগণ ॥
কর্ণে সুকুণ্ডল যেন সূর্য্যের মণ্ডল।
পদ্মিনীর গণ হেরি প্রফুল্লিত জল।
শিরোপরি পাগড়ী বান্ধিঞা ঝটপটি।
মধুমদে ফিরি রাঙ্গা-উতপল দিঠি ॥
শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম ভায়া।
বারুণী বারুণী ডাকে মহামত্ত হইয়া ॥
চন্দনে চর্চ্চিত চারু ললাটে তিলক।
ভুরুযুগ দেখি কামধনুকে নিন্দক।
কোটি চন্দ্র নিছনিয়ে সে চন্দ্র-বদন।
প্রেম ধারা নয়নে সে সুধা-বরিষণ ॥
লৌহদণ্ড শ্রীহস্তে সে পাষণ্ড দলিতে।
শ্রীহস্তে মুষল যেন শক্রকে নাশিতে ॥
কোনক্ষণে ধবলী শামলী বলি ডাকে।
কানাই রে মধু দেহ কহয়ে নিকটে ॥
হরি হরি বলে ক্ষণে মেঘের শবদে।
ভায়া ভায়া বলে ক্ষণে পরম-উন্মাদে ॥
ক্ষণে ভক্তিরসসুখে লীলা-অনুসারে।
পরস্পর দোঁহে মেলি পরণাম করে ॥
পড়িলেন প্রভুপদে নিত্যানন্দরায়।
গৌরচন্দ্র! প্রেমানন্দ দেহত আমায় ॥
নিত্যানন্দপদে পড়ে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায় ॥
গদাধরে বলে—ভায়ারে বলাই।
আমারে ছাড়িয়া ভাই চলে কোন্ ঠাঞি
এই বেশে কোন্ দেশে কতেক জাঁকলে।
পাচনী গুঞ্জার মালা কোথা বা রাখিলে ॥
কিবা ছিলাম কিবা হৈলাম কি করিল ধাতা।
কোথা নন্দ পিতা, কোথা যশমতী মাতা ॥
কালিন্দী যমুনা-তীরে চরাইতা গাই।
তাহা কিছু মনে পড়ে দাদা রে বলাই ॥
হেনমতে দুইপ্রভুর হইল মিলন।
আনন্দে কহয়ে গুণ এ দাস লোচন ॥"

(১) 'ভাটিয়ালী রাগ ॥
হরি রাম নারায়ণ শচীর দুলাল গোরা ॥ ধ্রু ॥"
(২) 'হেন'।

সকললোকের নাথ ক্ষিতি অবতার।
ভাগ্য করি না মানহ ইহা আপনার॥
চাতুরী না ঘুচে তার পাষণ্ডি-হৃদয়।
জড়িত অন্তর তার এ বিষ্ণুমায়ায়॥
নির্ম্মল হইবে—যবে শুনে গোরাগুণ।
ভবব্যাধি নাশিবারে এই সে কারণ॥
একদিন রাত্রি যায় তৃতীয়প্রহর।
আচম্বিতে রোদন করয়ে বিশ্বম্ভর॥
বিস্ময় হইয়া শচী পুছেন পুত্রেরে।
কি কারণে কান্দ বাপ কহনা আমারে॥
তোমার কান্দনা শুনি পোড়য়ে শরীর।
ধরিতে না পারোঁ হিয়া—বুক বাহে চির॥
শুনিঞা মায়ের বাণী নিশবদে রহে।
শয্যায় বসিয়া যে দেখিল স্বপ্ন কহে—॥
নবীন-নীরদ-কান্তি দেখিল পুরুখে।
ময়ূরপাখার চূড়া অদ্ভুত মুখে (১)॥
কঙ্কণ কেয়ূর হার চরণে নূপুর।
ললাটে চন্দনচাঁদ কিরণ প্রচুর॥
পীতবস্ত্র পরিধান—বংশী বামকরে।
দেখিলুঁ সুন্দর এক হরিস অন্তরে (২)॥
রোদন করয়ে আঁখি গলে অশ্রুধার।
না কহিও—কেহো যেন না শুনয়ে আর॥ (৩)
ঐছন বচন শুনি শচী আনন্দিতা।
বিশ্বম্ভরমুখোদিত অমৃতের কথা॥
বিশ্বম্ভর পুলকপূরিত সব দেহ।
ঝলমল করে অঙ্গ-ছটা সব গেহ॥
হে কালে নিত্যানন্দ অবধূতরায়।
শ্রীনিবাস-ঘর হৈতে (৪) মিলিলা তথায়॥
আসিয়া দেখিল প্রভুর সুন্দর (৫) শরীর।
তেজোময় মহাবাহু এ নাভি গম্ভীর॥
দক্ষিণকরেতে গদা—বামকরে (৬) বেণু।
করতলে পদ্ম—বামকরতলে ধনু॥
তপতকাঞ্চন-কান্তি হৃদয়ে কৌস্তুভ।
মকরকুণ্ডল দুই শোভে গণ্ডযুগ॥

মরকতহার তাহার শোভয়ে গলায়।
অদভুত বেশ দেখি অবধূতরায়॥
চতুর্ভুজ দেখি (১)—ধনু মুরলিকা নাই।
সেইমন রূপ সব—বর হরি বাই (২)॥ (৩)
ক্ষণেক অন্তরে দেখে দ্বিভুজ-আকার।
লোক-অনুগ্রহ রূপ চরিত্র (৪) তাহার॥
এ রূপ দেখিলাসিয়া অবধূতরায়।
নিজজনে আলিঙ্গন দিয়া নাচে গায়॥
আবেশে (৫) নাচেন সেই বিবশ হইয়া।
প্রেম-মহাজলনিধি প্রবশ (৬) করিয়া॥
শ্রীনিবাস নারায়ণ শ্রীরাম মুরারি।
ইহা সঙ্গে তোমরা চলহ জনা চারি॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-বাড়ী যাব অবধূত।
ইহা জানাইহ (৭)—ইহো বড় অদ্ভুত॥
হেনমতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল।
শুনি সবজন-হিয়া আনন্দিত হৈল॥
নিত্যানন্দসঙ্গে সভে চলিলা সত্বর।
আনন্দহৃদয়ে গেলা আচার্য্যের ঘর॥
পরণাম করি কথা কহিল সকল।
শুনিঞা আচার্য্য সুখে নাচয়ে বিহ্বল॥
দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন করয়ে আনন্দে।
আচার্য্য নাচয়ে সুখে (৮) নাচে নিত্যানন্দে॥
আনন্দসমুদ্রে সুখে ডুবলা নির্ভরে।
ঘনঘন হুহুঙ্কার উঠয়ে হিল্লোলে (৯)॥
দোহে গুপ্তকথা কহে গোরাঙ্গ চরিত।
শুনিতে কহিতে দোঁহে উনমত্ত-চিত॥)
এইমত আনন্দে আছিলা দিনদুই।
আনন্দে বৈষ্ণব সব গোবা (১০) গুণ গাই।

(১) 'দেখিল সম্মুখে', 'অদভুত মুখে' বা 'অপূর্ব্বস্বরূপে'।
(২) 'বালক এক সুন্দর শরীরে'।
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"ঐছন স্বপন স্তবে দেখিয়াছি আমি।
সে অবধি মোর হিয়া করএ কি জানি॥"
(৪) 'আচম্বিতে প্রভুপাশ'।
(৫) 'দেখিল' ও 'তঁহি প্রভুর দুর্ল্লভ' বা 'দেখিল শচীর পুত্র অদ্ভুত'। (৬) 'দক্ষ-বক্ষ বর গদা বাম-কক্ষে'।

(১) 'দেহ'। (২) 'চরিত্র নিতাই' বা 'বনচারী গাই'।
(৩) পূর্ব্বের ৮ পংক্তি, একখানি পুঁথিতে এইরূপ পরিবর্ত্তিত আকারে বিন্যস্ত হইয়াছে। যথা—
"দক্ষিণকরে গদাপদ্ম বামকরে বেণু।
কণ্ঠে কৌস্তুভ—তপ্তকাঞ্চনময় তনু॥
মকরকুণ্ডল দুই শোভে গণ্ড-যুগে।
মরকতাকৃত মোতি শোভয়ে গলাতে
অদভুত দেখিল অবধূত গোসাই।
চতুর্ভুজ দেখি অরূপিত কাহাই॥
সেইমনে অপরূপ দেখে চারি বাহু।
ততক্ষণে আর রূপ ধরিলেন পহুঁ॥"
(৪) 'দেখিয়ে'। (৫) 'ক্ষণেক'।
(৬) 'প্রেম মহাজলনিধি প্রকাশ'। (৭) 'ইঁহারে জানাহ'।
(৮) 'সঙ্গে'। (৯) 'হুহারে'। (১০) 'বুদ্ধি'।

অদ্বৈতচরণে পুন নিবেদন করি।
চলিলা সত্বরে দেখিবারে গোরহরি ॥
প্রভুর সম্মুখে আসি পরণাম করি।
করজোড় করি সব রহয় মুরারি ॥
আচার্য্যের ঘরে যত বৈষ্ণব মহন্ত।
শুনি আনন্দিত প্রভু উপজিল হাস্য ॥
তার-পর-দিনে পুন আপনে আচার্য্য।
পাদাম্বুজ দেখিতে আইলা দ্বিজবর্য্য ॥
শ্রীনিবাসপণ্ডিতের ঘরে মহাপহু।
দেবতার ঘর মধ্যে বসি হাসে লহু ॥
দিব্যাসনে পহুঁ বসিয়াছে মহা (১) সুখে।
ঝলমল করে ঘর অঙ্গের ছটাকে ॥
তপতকাঞ্চন যেন শ্রীঅঙ্গের ছবি।
প্রেমার অরুণ যেন প্রভাতের রবি ॥
দিব্য অলঙ্কার মালা সুগন্ধি চন্দন।
পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি সুন্দর বদন ॥
(গদাধর নরহরি দুইদিগে রহে।
শ্রীরঘুনন্দন যে শ্রীমুখচন্দ্র চাহে ॥)
চৌদিগে বেঢ়িয়া ভক্তগণ তার পাশে।
নক্ষত্র বেঢ়িল যেন দ্বিজরাজ হাসে ॥
(নিত্যানন্দ বসিয়া সম্মুখে প্রেমানন্দে।
বদন হেরিয়া ঘনঘন হাসে কান্দে ॥)
হেনই সময় দেখি আচার্য্য দ্বিজচাঁদ।
ঘনঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে সিংহনাদ ॥
পুলকে ভরিল অঙ্গ আপাদমস্তক।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তরকৌতুক ॥
নিবেদন কৈল দ্বিজ নানা উপায়ন।
পাদাম্বুজে দিল নব্য দিব্য যে বসন ॥
তুলসীমঞ্জরী দিয়া পূজিল চরণ।
সুগন্ধি মালতীর মালা সুগন্ধি চন্দন ॥
দণ্ডপরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া।
আপনে সে মহাপ্রভু তুলিলা ধরিয়া ॥
পূজা পরিগ্রহ করি গৌর ভগবান্।
অবশেষে দিল নিজ ভক্তগণে দান ॥
সেই বস্ত্র অলঙ্কার শোভয়ে শ্রীঅঙ্গে (২) ॥
হরিহরি বলি নাচে তা-সভার সঙ্গে ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর নিত্যানন্দরায়।
শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ গুণ গায় ॥

সকল বৈষ্ণব মেলি আনন্দ উল্লাসে।
আপনা পাশরে সভে রসের (১) আবেশে ॥
সভে সভা পরশংসে—বোলে ধন্য ধন্য।
তুচ্ছ করি মানে সুখ কৈবল্য নির্ব্বাণ ॥
দিবানিশি না জানয়ে প্রেমানন্দ সুখে।
নিয়ত বিহ্বল তারা অন্তরকৌতুকে ॥ (২)
সূর্য্যোদয়ে নৃত্যারম্ভ—হয়ে ত রজনী।
সন্ধ্যায়ে নাচয়ে সে অবধি (৩) দিনমণি ॥
হেনমনে রাত্রিদিনে প্রেমানন্দে ভোরা।
নৃত্য-অবসানে সভে আজ্ঞা দিল গোরা—॥
স্নান-দেবার্চ্চনা সভে কর নিজঘরে।
পুনরপি আইস সভে ভোজন-অন্তরে ॥
সেইমত সর্ব্বজন ক্রিয়া সমাধিয়া।
পাদাম্বুজ-সন্নিকটে মিলিলা আসিয়া ॥
হেনই সময়ে মহাশয় হরিদাস।
কৃষ্ণনামে নিরন্তর অন্তর-উল্লাস ॥
কৃষ্ণ-পদাম্বুজ-মধুময়মত্ত ভৃঙ্গ।
রসের আবেশে হয় ভক্ত গণ সিংহ ॥
আচার্য্যতে নবদ্বীপে মিলিলা আসিয়া।
আইস আইস বলি প্রভু সম্ভাষে হাসিয়া ॥
নির্ভর-প্রেমায় কৈল গাঢ় আলিঙ্গন।
আদেশিল মহাপ্রভু বসিতে আসন ॥
চতুর সে হরিদাস পরণাম করে।
আপনে ঠাকুর তার কর ধরি তুলে ॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপিল তাহার।
অঙ্গের প্রসাদি মালা দিল আপনার ॥
ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন ঠাকুর।
ভোজন করিল মহাপ্রসাদ প্রচুর ॥
এইমনে হরিনামগুণসঙ্কীর্ত্তন।
বিলসয়ে মহাপ্রভু আর্ত্তজনজীবন ॥
হরিদাস অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দ।
শ্রীনিবাস-আদি যত দ্বিজজনবৃন্দ (৪)
প্রেমানন্দ-কৌতুকে গোঙাইল দিবারাতি।
আচার্য্যে বিদায় দিল—ঘর যাহ আজি ॥
আজ্ঞা পাই অদ্বৈত-আচার্য্য ঘর গেলা।
যে দেখিল যে শুনিল—সেই সুখে ভোলা ॥
তবে সেই নিত্যানন্দ অবধূতরায়।
প্রভুবিদ্যমানে তেঁহো করিলা বিদায় ॥

---

(১) '[illegible] দিব্যাসনে প্রভু বসিয়াছে'।
(২) '[illegible] মালা পরে [illegible]'।

(১) 'না ধরে তারা প্রেমের'।
(২) '[illegible] বিহ্বল কৃষ্ণরসে'।
(৩) '[illegible]'। (৪) '[illegible]' বা 'নিজজন'।

তার সঙ্গে অনুব্রজি চলিল ঠাকুর ।
প্রেমে পালটিতে নারে—গেলা বহুদূর ॥
ছাড়িয়া যাইতে নারে অবধূতরায় (১) ।
প্রভুর বদনখানে তেঁহো করিলা বিদায় ॥
বিদায় সময়ে প্রভু কহে এক বাণী—।
এ সভারে দেহ ত কৌপীন একখানি ॥
প্রভুর বচনে সে ঠাকুর অবধূত ।
সভাকারে দিলেন কৌপীন অদভুত ॥
আপনে কৌপীন প্রভু নিল ত হাসিয় ।
নিজভক্তজনে দিল সভারে বাঁটিয়া ॥
কৌপীনপ্রসাদ তারা পাইয়া কৌতুকে ।
আনন্দ করিয়া সভে বান্ধল মস্তকে ॥
নিত্যানন্দ-পদাম্বুজে করিয়া বিদায় ।
প্রভুর সংহতি তারা নিজঘরে যায় ॥
ঘরেরে আইলা সভে দুঃখিতহৃদয় ।
বাষ্পজলমল আঁখি বসিল আলয় ॥
কথোক্ষণে সভে স্নান-দেবার্চ্চন করি ।
সন্ধ্যাকালে আইলা দেখিবারে গৌরহরি ॥
(নিত্যানন্দ আইলা আচার্য্যগোসাঞির স্থানে ।
হরিষে গৌরাঙ্গকথা কহে রাত্রিদিনে) ॥
তার-পর-দিনে এক কথা শুন সভে ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেম ভক্তি পাবে তবে ॥
লোক-বেদ-অগোচর অপরূপ কথা ।
অমৃতে সার এই গোরা-গুণগাথা ॥
দেখি নিজজন প্রভু আলিঙ্গন দিয়া ।
আপনার গুণ শুনি বুলয়ে নাচিয়া ॥
চতুর্দ্দিগে সর্ব্বজন সুখে নাচে গায় ।
আনন্দে বিভোর মাঝে নাচে গোরারায় ॥
আচম্বিতে শ্রীনিবাস-কর্ণ বাব কবে ।
কতি গেলা নাহি জানি প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥
চতুর্দ্দিগে সবজন নাচিছে গাইতে ।
মধ্যে মহাপ্রভু নাই—না পাই দেখিতে ॥
সবজনে উপজিল অন্তরে তরাস ।
কান্দয়ে সকল লোক গুণয়ে হুতাশ ॥
ভূমিতে লোটাঞা কান্দে—স্থির নাহি বান্ধে ।
নদিয়ার লোক সব গুণ সুরি কান্দে (২) ॥
ধাওয়াধাই সবলোক—চাহে ঘরে ঘরে ।
আঁখি মেলিবারে নারে নয়ানের জলে ॥

বিষ খাই সবজন মরিব আমরা ।
কি লাগিয়া কতি গেলা মোর প্রভু গোরা ॥
এতেক বিলাপ করে সব নিজজন ।
শুনিঞা ধাইল শচী হঞা অচেতন ॥
বসন সম্বরে নাহি—নাহি বান্ধে চুল ।
বুকে কর হানি ধায় উন্মত্ত পাগলী ॥
বাপ বাপ ডাক ডাকে বাপ (১) বিশ্বম্ভর ।
ঘরেরে আইস—দেখ দ্বিতীয়প্রহর ।
কুলের প্রদীপ মোর নদিয়ার চান্দ ।
নয়ানের তারা মোর কে বা কৈল আন্ধ ॥
সর্ব্বজন-আর্ত্তি আর দেখিয়া পিরিত (২) ।
ভকত বৎসল প্রভু আইলা আচম্বিত ॥
ঘোর অন্ধকারে যেন সূর্য্যের উদয় ।
প্রকাশ করিল প্রভু বৈষ্ণব-হৃদয় ॥
চরণে পড়িয়া কেহো কান্দে আর্ত্ত (৩) নাদে ।
শ্রীমুখ দেখিয়া কেহো নাচ (৪) উন্মাদে ॥
কেহো বোলে—মহাপ্রভু তোর পদ বিনু ।
অন্ধকার দশদিগ—না দেখি নয়ান ॥
উন্মতি পাগলী শচী পুত্র কোলে করে ।
লক্ষলক্ষ চুম্ব দেই বদনকমলে ॥
আন্ধলের নড়ি মোর দুই আঁখির তারা ।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা ॥
শূন্য হইয়াছিল মোর সকল সংসার ।
গোরাচান্দ-উদয়ে ঘুচিল অন্ধকার ॥
মুরারি মুকুন্দ আর হরিদাস ।
বিনয় কহিয়া কহে—শুন শ্রীনিবাস ॥
তোমা বই নাহিক প্রভুর প্রিয়দাস ।
তোমার প্রসাদে এই (৫) চরণ-প্রকাশ ॥
আমি-সব তোমারে বা কি কহিতে জানি ।
আপন বলিয়া দয়া করিবে আপনি ॥
ইহা বলি সভে মেলি হরিগুণ গায় ।
পিরিতি-পাগল হঞা (৬) নাচে গোরারায় ॥
হেন অদভুত কথা শুন সবজন ।
নবদ্বীপে পরচার পিরিতি-রতন ॥
ত্রিজগত দুর্লভ প্রভুর প্রেম ভক্তি ।
হেন জন কে বা আছে লভিবারে শক্তি ॥

(১) 'অবধূত মহাশয়' ।
(২) 'গুণয়ে প্রমাদে' বা 'পড়য়ে প্রমাদে' ।

(১) 'করি ডাকে আরে'
(২) 'আরতি দেখিয়া বিপরীত' ।
(৩) 'উচ্চ' ।
(৪) 'কান্দে' ।
(৫) 'তাঁর' ।
(৬) 'ভকতবদন দেখি' ।

লখিমী অনন্ত কিবা শিব সনাতন।
যে প্রেমভক্তির কেহো (১) না জানে মরম॥
হেন প্রেমভক্তি প্রভু করে পরকাশ।
আনন্দহৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥

ধানশী রাগ॥
(নদিয়ামাঝারে ওকি ও না অপরূপ।
সোণার গৌরাঙ্গ নাচে বড় অপরূপ॥
কি আরে রে হয়॥) ধ্রু (২)

হেনরূপে নবদ্বীপে বিহরে ঠাকুর।
আপনা পার্শ্বর প্রেম প্রকাশে প্রচুর॥
স্বতন্ত্র হইয়া হয়ে ভকত-অধীন।
সভারে যাচয়ে প্রেমা যেন মহাদীন॥
আচম্বিতে একদিন এস্ত রস্য বেলে।
নিজজনসঙ্গে ক্রীড়া করে সন্ধ্যাকালে।
সভার অঙ্গের বস্ত্র নিল ত কাঢ়িয়া।
আনন্দে হাসয়ে সভে বিনগ্ন করিয়া॥
সবজন লজ্জায় অবশ ভেল তনু।
করে আচ্ছাদয়ে অঙ্গ—চাটু কহে পুরু॥
বস্ত্র দেহ বস্ত্র দেহ ত্রিজগতরায়।
এমত করিতে প্রভু তোরে না জুয়ায়॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু অধিক উল্লাস।
ক্ষণেক অন্তরে (৩) দিল সবজন-বাস॥
এইমনে বিহরে বসিকশিরোমণি।
সর্বজন-বসদাতা সর্ববস জানি (৪)॥
বস্ত্র দিয়া তুষ্ট কৈলা সব নিজজন।
আপনি নাচয়ে সঙ্গে নাচে ভৃত্যগণ॥
লীলাগতি চলে প্রভু লোক-অলক্ষিত।
তার নিজজন জানে তাহার ইঙ্গিত॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
ইঙ্গিত বুঝিয়া গায়—বাঢ়ে প্রেমানন্দ॥
আনন্দে বিহ্বল নিজগণে নাচে গায়।
হেনকালে আইলা পুন অবধূতরায়॥
'অবধূত আইল,' বলি পড়ে জয়জয়।
আনন্দে সকল লোক সুমঙ্গল (৫) গায়॥

মত্ত করিবর যেন গমন মন্থর।
হরিহরিধ্বনি শুনি অবশ অন্তর॥
পথ আগোলিয়া চলে অঙ্গ হেলাইয়া (১)।
পদ দুই গিয়া রহে চৌদিগে চাহিয়া॥
পুলকিত সব অঙ্গ—আপাদমস্তক।
কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক॥
বক্র গ্রীবা স্তম্ভিত নেহালে রাঙ্গা আঁখ।
ক্ষণে উনমাদে ধায় উচ্চনাদে ডাকি॥
এইমত (২) শতশত লোক পাছে ধায়।
আনন্দে বিভোর গেলা যথা গোরারায়॥
নিত্যানন্দ দেখি প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
দৃঢ় আলিঙ্গন করে—প্রেমে গরগর॥
দোঁহার নয়নে ঝরে প্রেমানন্দ-নীর।
আনন্দে বিভোর দোঁহে অথির-শরীর॥
আনন্দে নাচয়ে দু'হে সঙ্গে নিজজন।
কৃষ্ণ-বলরাম-সঙ্গে যেন শিশুগণ॥
নৃত্য-অবসানে প্রভু কহিল সভারে।
নিত্যানন্দ-পাদপ্রক্ষালন করিবারে॥
নিত্যানন্দ-পাদোদক লহ শিরোপরি।
পাইবে পরম-প্রেমা-আনন্দ-লহরী॥
হেনমতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল।
শুনিঞা সবার হিয়া-আনন্দ বাঢ়িল॥
একে চাহে—আরে পাএ প্রভু-আজ্ঞাবাণী।
মস্তকে ধরিল পাদপ্রক্ষালনপানী॥
তবে অবধৌতপ্রভু প্রভু-আজ্ঞা শুনি।
বঙ্কিম (৩) নয়ানে ছলছল করে পানী॥
উঠিয়া আনন্দে সবজন করে কোলে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দহিল্লোলে॥
প্রেমায় বিহ্বল সভে করয়ে ক্রন্দন।
হৃদয়ে ধরয়ে অবধূতের চরণ॥
প্রেমমহ মহোৎসব বাঢ়িল অপার।
অন্তরে ঝলমল করে—বাহেতে (৪) বিকার॥
এছন দেখিয়া প্রভু গৌর ভগবান্।
অন্তর-সন্তোষে চাহে (৫) প্রসন্নবয়ান॥
সবজন স্তব করে বেঢ়ি চারিপাশে।
হেনকালে আচম্বিতে আইলা হরিদাসে॥

---

(১) 'এ প্রেমভকতি কিছু বা 'প্রেমভক্তি কিবা কেহো'।
(২) 'কি আরে রে আরে কি অদভুত কথা।
শ্রবণমঙ্গলগুণ নাম গোরাগুণ গাথা॥
ওকি আরে আরে হব। ধ্রু॥
(৩) 'ক্ষণেকে অবশ'।
(৪) 'ধনি' (৫) হরিগুণ'।

(১) 'দোলাইয়া'।
(২) 'হেন'। (৩) 'বঙ্কিম'।
(৪) 'কাঁপয়ে পুন ভাবের'।
(৫) 'অন্তরে সন্তোষ প্রভু'।

শুদ্ধ অক্রুর মণি(১) স্ফটিক গলে য। (২)
হেমমণি মুখর মঞ্জীর বাঙ্গ। (৩) পায়॥
পুলকিত সব অঙ্গ—সজল নয়ন।
প্রেমে টলমল তনু—হুঙ্কার গর্জ্জন॥
নির্ভর প্রেমায় নাচে প্রভুর সম্মুখে।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার প্রেমানন্দসুখে॥ (৪)
হেনকালে অদ্বৈত-আচার্য্য আচম্বিত।
প্রভুর নিকটে আসি হৈল উপনীত॥
ঠাকুর উঠিয়া কৈল বন্দন তাঁহার।
সবজন উঠিয়া করিলা নমস্কার॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় (৫) গৃহব্যবহারে।
আদেশিল আপনে ভোজন করিবারে॥
সম্ভ্রম পাইল তবে আচার্য্যগোসাঞি।
আজ্ঞা শিরে করি অন্ন ভুঞ্জিলা তথাই॥
হেনমতে সব-নিজজন-সঙ্গে পহু।
নিভৃতে বসিয়া ঘরে হাসে লহুলহু॥
নিজ-জন-সঙ্গে পহুঁ নিজকথা কহে।
যে কারণে কৈল প্রভু পৃথিবীবিজয়ে॥
(নিজ-ভাব-আস্বাদন অধর্ম্মবিনাশ।
ধর্ম্মসংস্থাপন নামকীর্ত্তনপ্রকাশ॥
দেশেদেশে প্রকাশ করিব ঘরেঘরে।
ব্রজভাব—দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গারে॥
তুঙ্গার অধিক রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধন।
আপনি ভুঞ্জিমু—ভুঞ্জাইমু ত্রিভুবন॥
সুরাসুরগণে দিমু এই প্রেমধন।
চণ্ডাল যবন মূর্খ স্ত্রী বালক জন॥
বৃন্দাবনসুখ আমি নদিয়া আনিঞা।
দেশেদেশে ভুঞ্জাইব তো-সভারে লঞা॥)
ইতি অপরূপ কথা নদিয়াবিহার (৬)।
একত্র এ সব কথা করিব প্রচার (৭)॥

(গদাধর নরহরি বৈসে দুইপাশে।
শ্রীরঘুনন্দন পদনিকটে বিলাসে॥)
অদ্বৈত-আচার্য্য আর নিত্যানন্দরায়।
আপনঠাকুর নিজগুণগাথা গায়॥
মুরারি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস।
হরিদাস-আদি যত প্রেমার আবাস॥
(শুক্লাম্বর বক্রেশ্বর শ্রীমান্ সঞ্জয়।
শ্রীধরপণ্ডিত-আদি যত মহাশয়॥)
একজন-মহিমা কহিতে জানে (১) কে বা।
আপনি অবনী অবতরে গৌরদেবা॥
উপমা দিবারে নাহি নদিয়া-প্রকাশ (২)।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥

শ্রীরাগ। দিশা॥)

(প্রাণ গোরাচাঁদ মোর। মূর্চ্ছা॥
না হারে হারে আরে হয়।
হরে রাম নারায়ণ শচীর দুলাল হেমগোরা॥ ধ্রু॥) (৩)
কহিব অপূর্ব্ব কথা শুন সর্ব্বজন।
শুনিলে সকল পাপ হয় বিমোচন॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আপন আবাসে।
শিষ্যগণসঙ্গে আছে বিনোদবিলাসে॥
নিজভক্তগণ-সব করি এক মেলি।
নিজগুণ সঙ্কীর্ত্তনে প্রেম নন্দে ভুলি॥
(হাসিয়া কহিল প্রভু ভক্ত সভাকারে—।
এই মোর হরিনাম দেহ ঘরেঘরে॥
নবদ্বীপে বাল বৃদ্ধ বৈসে যত জন।
চণ্ডাল দুর্গতি আর সুজন-দুর্জ্জন॥
সভারে লওয়াও হরিনাম গ্রন্থ করি।
অনায়াসে সবলোক যাউ ভব তরি'॥
শুনিঞা সকল ভক্ত কহিল প্রভুরে—।
না পারি হরিনাম দিতে ঘরেঘরে॥)
সেই নবদ্বীপে এক আছয়ে দুরন্ত।
অতি দুরাচার সেই—পাপে (৪) নাহি অন্ত॥
মহাপাপী বলি সে আছে দুইভাই।
নবদ্বীপের ঠাকুর সে জগাইমাধাই॥

---

(১) 'অক্রুর মুনি (?)' বা অক্রুর মাল।
(২) 'শুদ্ধ আমলকাঞ্চন ধরিলা গলে য়'।
(৩) 'মুকুট মঞ্জীর শোভে'।
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথি ও মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মা মূর্ত্তিমান্ হঞা।
দণ্ডবত করে প্রভুর চরণে পড়িয়া॥
চতুর্মুখে স্তুব করে বেদ উচ্চারিয়া।
সাম্য হও বলি প্রভু তোলে কোলে লঞা॥
সাম্য হঞা হরিদাস নাচে কাঁদে হাসে।
দিগবিদিগ নাহি—প্রেমানন্দে ভাসে॥"
(৫) 'দিয়া পূজে'। (৬) 'বিহারে'।
(৭) 'কে কহিতে পারে' বা 'কথা কহিব কাহারে'।

(১) 'পারে'। (২) 'গোরা-পরকাশ'।
(৩) 'ইতিমধ্যে বাণী'
হরি রাম নারায়ণ শচীর দুলাল হেম গোরা॥ ধ্রু॥"
(৪) 'মহাপাপে'।

ব্রাহ্মণী যবনী গুর্ব্বাঙ্গনা নাহি এড়ে।
সুরাপান পাইলে সকল কর্ম্ম ছাড়ে॥
দেব-গুরু-ব্রাহ্মণের হিংসা নিরন্তর।
বাহির হইলে বিনে-বধে না যায় ঘর॥
ব্রহ্মবধ গোবধ স্ত্রীবধ (১) শতশত।
লিখিতে না পারি—পাপ করিয়াছে কত॥
গঙ্গাকূলে বৈসে—গঙ্গাস্নান নাহি করে।
দেবতা পূজয়ে নাহি আজন্ম-ভিতরে॥
নিরন্তর স্বজন-বান্ধবে করে দণ্ড।
কৃষ্ণগুণসঙ্কীর্ত্তনে পরমপাষণ্ড॥ (২)
একদিন আছে প্রভু নিজজন-মেলে।
কথার প্রসঙ্গে তার কথা হেনকালে॥
কহিল সকল লোক প্রভুবিদ্যমানে।
শুনিঞা কম্পিলা প্রভু গুণে মনেমনে॥
অরুণ বরণ ভেল রাঙ্গা দুই আঁখি।
যে কহিলে তোমরা অন্তরে পাই সাক্ষী॥ (৩)
অজামিলনামে পাপী আছিল ব্রাহ্মণ।
মরিবার বেলে নাম লৈল 'নারায়ণ'॥
পুত্রস্নেহে (৪) 'নারায়ণ' নাম লৈল সেহ।
বৈকুণ্ঠ পাইল দ্বিজ পাঞা দিব্যদেহ॥
তাহাকে অধিক পাপী জগাইমাধাই।
উহার নিস্তার হবে কেমন উপায়॥ (৫)
তাহার লাগিয়া মোর অন্তর কাতর।
যে কিছু কহিয়ে—সভে শুনহ (৬) উত্তর॥
হরিনামসঙ্কীর্ত্তন কলিযুগধর্ম্ম।
নামগুণ-সঙ্কীর্ত্তনে সাধিব সব-কর্ম্ম (৭)॥
আনহ যেথানে যেই আছে বন্ধুজন।
মিলিয়া সকল লোক (৮) কর সঙ্কীর্ত্তন॥
গায়ন বায়ন সে মৃদঙ্গ করতাল।
উচ্চস্বরে কর নাম (৯) কীর্ত্তন রসাল॥
নগরে বেড়াব আমি কীর্ত্তন করিয়া।
আইল সকল লোক এ বোল শুনিঞা॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর তাঁর নিজজন।
অবধূত নিত্যানন্দ প্রসন্নবদন॥
হরিদাস, শ্রীনিবাস মিলি চারি ভাই।
মুরারি মুকুন্দদত্ত পণ্ডিত গদাই॥
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর শুক্লাম্বর।
সবজন মিলি আইলা ঠাকুরের ঘর॥
যেখানে আছিল ভক্তগণ যতমত।
প্রভুর আজ্ঞায় সভে ভৈগেল একত্র॥
একত্র হইয়া সভে সঙ্কীর্ত্তন করি।
বিজয় করিলা প্রভু বিশ্বম্ভর হরি॥
নদিয়ানগরে ভেল আনন্দহিল্লোল।
গগনে উঠিয়া লাগে হরিহরি বোল॥
নিজ ঘরে শুতিয়াছে জগাই-মাধাই।
নিজমদে মত্ত—নিদ্রা যায় দুইভাই॥
সেই পথে কীর্ত্তন করিয়া প্রভু যায়।
নদিয়ার লোক সব দেখিবারে ধায়॥
করতল-মৃদঙ্গাদি কীর্ত্তনের রোলে।
চতুর্দ্দিগে শুনি মাত্র হরিহরিবোলে॥
জাগিল সে দুইভাই কীর্ত্তনের রোলে।
মুখ তুলি চাহে—ক্রোধে ধর্ধর্ বোলে॥
রাঙ্গা দু-নয়ন করি চাহে ক্রোধ-দিঠি।
কি না ধ্বনি শুনি কর্ণে—মাইল যেন জাঠি॥
হৃদয়ের শেল যেন একটি শবদ।
জিতে সাধ থাকে যদি—হউ নিশবদ॥
তাহার কাছের লোক কহে তার আগে—।
সম্বরণ কর গোসাঞি ক্রোধ কর কাগে॥
আজ্ঞা কইলে যাব এখন (১) নিষেধ করিব।
কাহার শকতি আর এ পথে আসিব॥
জগন্নাথসুত দ্বিজ নিমাইপণ্ডিত।
কীর্ত্তন করয়ে সব-ব্রাহ্মণ-বেষ্টিত॥
নিষেধ করহ—তারা যাউ অন্যপথে।
নিশবদে রহু—যদি সাধ থাকে জিতে॥
মিছা গোল করি বুলে—নাহি চিনে মূল।
মোর হাথে হারাইবে জাতি প্রাণ কুল॥ (২)
ইহা বলি পাঠাইল আপনার দূত।
কহল ঠাকুর-আগে—শুনে শচীসুত॥
অধিক করয়ে হরিনামসঙ্কীর্ত্তন।
বাহু তুলি হরিহরি বোলে ঘনেঘন॥
দ্বিগুণ করিয়া প্রেমা বাঢ়ায় (৩) উল্লাস।
'হরিহরি বোল'-ধ্বনি পরশে (৪) আকাশ॥

---

(১) 'কয়ে'।
(২) 'অতঃপর একখানি মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"সহস্র কায়স্থ যদি শতজন্ম লেখে।
তথাপি তাহার পাপ অন্ত নাহি দেখে॥
(৩) 'দিলেন যজ্ঞ চিন্তা প্রভুকে নিরখি'। (৪) 'ভাবে'॥
(৫) 'তাহার নিস্তার হবে উপায় দেখি নাই।
(৬) 'তার শুনহ' বা 'আমার'।
(৭) 'সাধি সর্ব্ব ধর্ম্ম'। (৮) 'ভক্ত'। (৯) 'সভে'।

(১) 'কৈলে এখনই'।
(২) 'মিছা জান করি বুলে নাশিমু এখন।
মোর ঠাঞি হারাইবে জাতি প্রাণ ধন॥'
(৩) 'বাঢ়ায় প্রেমার'। (৪) 'মহানন্দে পূরিল'।

পাপিষ্ঠ হৃদয় (১) তাহা সহিবারে নারে।
চলিলা সে দুইভাই বাহিরদুয়া র॥
ক্রোধে রাঙ্গা আঁখি তার অরুণ বদন (২)।
খসি'ত পড়িতে যায় অঙ্গের বসন॥
টলবল করি যায় (৩)—ক্রোধে অচেতন।
থাক্ থাক্ করি বোলে তর্জ্জনগর্জ্জন॥
সম্মুখে দাঁড়াঞা তারা (৪) চারিপানে চায়।
আপনা চিনিঞা যাহ—বড়-ডাকে কয়॥
আরে রে বামনা তোর জিতে লাগে শনি (৫)।
ইহা বলি দুর্ব্বাক্য-বচনে পাড়ে গালি॥
ক্রোধ দেখি নদিয়ার লোক ত্রাসিত।
চারিপানে চাহি সভে হৈলা (৬) ভিতাভিত॥
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি আর নিত্যানন্দ
হরিদাস শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ॥
আপনে ঠাকুর সেই বিশ্বম্ভররায়।
নিজগণ সঙ্গে করি হরিগুণ গায়॥
হরিগুণ গায়ে সুখে—নাহি অবসাদ।
জগাইমাধাই ক্রোধে করে পরমাদ॥
ক্রোধে দুইভাই ধায় করে করি দণ্ড।
সম্মুখে পাইল ভাঙ্গা কুম্ভ একখণ্ড॥
কলসীর কাণা সে ফেলিয়া মারে ক্রোধে (১)
সে ভয়ে বাজিল নিত্যানন্দের মস্তকে॥
নির্ভরে বা জল কাণা—রক্ত পড়ে ধারে।
দেখি সর্ব্বনিজজন হাহাকার করে॥
দেখিয়া ঠাকুর চিত্তে বড় পাইল দুখ।
ডাকিয়া কহিল সেই পাপিষ্ঠ-সম্মুখ॥
তোমরা দোহারবিক (৮) দুরাচার নাহি।
পাপ বলি যার নাম সঞ্চারয়ে (৯) মহী॥
সকল করিলা মাত্র—নাহি কর এক।
এখনে করিলে সেই দেখ পরতেখ॥
ইহা বলি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কাছে।
আপন বসন তার শিরে বান্ধিয়াছে॥
নিত্যানন্দ শ্রীপাদের জানেন মহত্ত্ব।
ভূমিতে পড়য়ে পাছে তাহার রকত॥

পৃথিবীর অমঙ্গল জানি পাছে হয়।
মস্তকে বান্ধিল বস্ত্র প্রভু এই ভয়॥
(ক্রোধ করি সুদর্শনে ডাকে গৌরহরি।
দাণ্ডাইলা সুদর্শন করজোড় করি॥
কি কারণে আজ্ঞা মোর করিলা ঈশ্বর।
জয়জয় মহাপ্রভু শচীর কোঙর॥
প্রভু বোলে জগাই-মাধাইরে সংহার।
নিত্যানন্দ মারি বাথা দিলেক অন্তর॥
শুনি সুদর্শন অগ্নি প্রলয় হইয়া।
জগাইমাধাই-পানে চলিলা ধাইয়া॥
দেখিলেন জগাইমাধাই সুদর্শন।
কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ—ত্রাসিত মন॥
সুদর্শন দেখি নিত্যানন্দপ্রভু হাসে।
কি করিল ভগবান্ ঐশ্বর্য্যপ্রকাশে॥
করুণাতে উদ্ধার করিব ত্রিভুবন।
দীনহীন পতিত পামর দুষ্ট জন॥
জগাইমাধাই তারি' দীনবন্ধু হব।
পতিতপাবন-নামের গরিমা রাখিব॥
ইহা বলি নিত্যানন্দ চরণে ধরিয়া।
কহিলেন প্রভু-পদে বিনয় করিয়া—॥
এ দুই পতিত প্রভু মোরে কর দান।
পতিতপাবন-নাম থাকুক ব্যাখ্যান॥
আর আর যুগে দৈত্য করিলে সংহার (১)।
এবার এই দুই করহ উদ্ধার (২)॥
শুনি নিত্যানন্দ-বাণী প্রভু দয়াময়।
শঙ্খধ্বজ নিত্যানন্দ রোহিণীতনয়॥
তার বশ মুঞি হই—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
যে তুমি কহিলে তাহা করিব নিশ্চয়ে॥
একবার 'নিত্যানন্দ' বোলে জন্ম ধরি।
সে জন পবিত্র —হৈল সে লোক আমারি॥)
ঘরে গেলা মহাপ্রভু নিজজন লঞা।
জগাইমাধাই রহে (৩) বিস্মিত হইয়া॥
মহাপ্রভুর দরশন সংকীর্ত্তনশব্দে।
বিস্মিত হইয়া রহে—চাহে এক (৪) স্তব্ধে॥
মনে মনে অনুমান করয়ে অন্তর।
বিচার করয়ে (৫) মহাপ্রভুর উত্তর॥
হেন পাপ বেলু (৬)—যাহা মুক্তি নাহি করোঁ।
যাহা কহি করে —তাহা (৭) সন্ন্যাসিরে মারোঁ॥

---

(১) 'শরীরে'।
(২) 'দুই আঁখি তার অরুণ বরণ'।
(৩) 'ধায়'।
(৪) 'গিঞা' বা 'রহে'। (৫) 'জিহ্বানাশ হলি'।
(৬) 'চাহে লোক জেল'। (৭) 'রোষে'
(৮) 'তোরা দোহারবিক আর'।
(৯) পাপ বুলি যার নাম সঞ্চারিল'

(১) 'যুগে দৈত্য মারি করিল উদ্ধার'।
(২) 'নিস্তার'। (৩) 'চায়'। (৪) 'একদৃষ্টে রহে'।
(৫) করহ'। (৬) 'নাহি'। (৭) 'এই'।

শুণিতে-শুণিতে তার (১) অন্তর নির্ম্মল।
দেখদেখ মহাপ্রভুর করুণার বল ॥
কাতর হইয়া দোঁহে ধায় ঊর্দ্ধমুখে।
চমক লাগিল দেখি (২) নদিয়ার লোকে ॥
মহাপ্রভুর দ্বারে গিয়া হৈল উপনীত।
ঠাকুরঠাকুর বলি ডাকে বিপরীত ॥
নিজজন মেলি প্রভু বসিয়াছে ঘরে।
কে মোরে ডাকয়ে দেখ বাহির-দুয়ারে (৩) ॥
এখনে আমার ঠাঞি আনহ মু াবি।
আজ্ঞা পাঞা দোঁহাবে আনিলা কোলে করি ॥
প্রভুকে দেখিয়া তারা অতি (৪) আর্ত্তনাদে।
চরণে পড়িয় ভূমি (৫) দুইভাই কান্দে ॥
পতিতপাবন তুমি (৬) করুণার সিন্ধু।
সর্ব্বলোকনাথ যে বিশেষ দীনবন্ধু ॥
করুণাসাগর প্রভু সদয়হৃদয়।
আর্ত্তজন-আর্ত্তি দেখি (৭) তখনি দ্রবয় ॥
তুলিয়া পুছিল—শুন জগাইমাধাই।
কি কারণে কান্দ—কেনে আইলা মোর ঠাঞি ॥
নবদ্বীপে একাগ্র ঠাকুর দুইজন।
চতুর হইয়া কেনে কান্দহ এখন ॥
এ বোল শুনিয়া বোলে জগাইমাধাই।
তোমার কৃপায় মোরা আইনু তোর ঠাঞি ॥
গোবধ স্ত্রীবধ পাপ করিয়াছি কত (৮)।
লেখা-জোখা নাহি নরবধ কৈলু কত ॥
ধিক্ জাউ আমার নদিয়াব ঠাকুরাল।
গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যায় এ দেহ আমার ॥
ব্রাহ্মণী যবনী গুর্ব্বঙ্গনা নাহি এড়ি।
চণ্ডালিনী-আদি করি কাহুকে না ছাড়ি ॥
হিংসা বহি নাহি করি জগতের লোকে।
দেবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম নাহি বাসো(৯) মোকে ॥
তোর ঠাঁই আমি ছার আর কিবা বলি।
যত পাপ কৈলু তত শিরে নাহি চুলি ॥
অজামিলনামে(১০) পাপী বোলে সর্ব্বজন।
আমারে অধিক নহে—কহিল বচন ॥

নিস্তার করিল তার—নাম নারায়ণে।
আমা নিস্তারিতে নারে আসিয়া আপনে ॥(১)
আমার নিস্তার নাহি—মো জান আপনা।
আমারে কি গুণ তুমি(২) করিবে করুণা ॥
এতেক কাতর বাণী(৩) শুনিঞা ঠাকুর।
অকৈতব শুনি—দয়া বাঢ়িল প্রচুর ॥
আর্ত্তজনার আর্ত্তি দেখি ঠাকুরের আর্ত্তি।
করুণাবিগ্রহ আরে দয়াময়(৪) মূর্ত্তি ॥
করুণাসাগর করে করুণাপ্রকাশ।
করে ধরি লঞা গেলা জাহ্নবীর পাশ ॥
ধাইল নদিয়ার লোক দেখিতে কৌতুক।
প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু অতি অপরূপ ॥
ব্রাহ্মণসজ্জন সব দাণ্ডাইয়া চাহে।
সভা-বিদ্যমানে প্রভু দয়াবাণী কহে— ॥
তোর পাপ-পরিগ্রহ করিব ত আমি।
আপনে আপন পাপ উৎসর্গহ তুমি ॥
ইহা বলি হাথ পাতে তুলসীর তরে।
তুলসী না দেই তার দুইভাই ডরে ॥
দয়া করি পুন কহে গৌর ভগবান—।
জগাইমাধাই তোরা পাপ দেহ রে দান ॥
জগাইমাধাই বোলে—শুন প্রভু তুমি।
আমার যতেক পাপ লিখিতে না জানি ॥
আমি মহাধমাধম পাপাশয় পাপ।(৫)
তোরে পা দিতে হিয়া ডরে মোর কাঁপে(৬)।
এ বোল শুনিঞা আঁখি করে ছলছল।
মেঘের গম্ভীর-নাদে বোলে হরি বোল ॥
পুনরপি পাপদান চাহি কর পাতে।
জগাইমাধাই সে তুলসী দিল হাথে ॥
চৌদিগে ভেল ধ্বনি—হরিহরি বোল।
জগাইমাধাই বলি (৭) প্রভু দেই কোল ॥
নিস্তরিলা দুইভাই জগাইমাধাই।
এহেন পাতকী প্রভু পরশিতে পাই (৮) ॥
প্রেমে গদগদ স্বর—অর্দ্ধ-আধ-বোলে।
বসন ভিজিয়া গেল নয়ানের জলে ॥
পুলকে ভরিল অঙ্গ—কম্প কলবরে।
চরণে পড়িয়া ভূমে কহয়ে কাতরে ॥

(১) 'ভেল'। (২) 'সব'।
(৩) 'বলে অতি আর্ত্তস্বরে'। (৪) 'ডাকে'।
(৫) 'ভূমিতে পড়িয়া তারা'। (৬) 'প্রভু'।
(৭) 'দেখি প্রভু' বা 'দেখি দয়া'।
(৮) 'ব্রহ্মবধ শত শত'।
(৯) 'ভায়'। (১০) ম

(১) 'আমার নিস্তার নাই রহিল কারণে'।
(২) 'লাগি প্রভু'। (৩) 'করুণ'। (৪) 'এই ঠাকুরের'।
(৫) 'দুরাচার পাপময় মাগে'।
(৬) 'দান দিতে প্রাণ মোর কাঁপে' ॥
(৭) 'ধরি'। (৮) 'চাই' বা 'নাই'।

এহেন ঠাকুর আর আছে কোন্ জন।
দয়ার সাগর (১) মহা-পতিতপাবন॥
জগাইমাধাই হেন পাতকী (২) নিস্তারে।
শ্রীঅঙ্গ-পরশে তারা নাচে প্রেমভরে॥
জগাই-মাধাই-পাপ-পরিগ্রহ করি।
আপনে ন চয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর হরি॥
এ হেন করুণানিধি কে আছে ঠাকুর।
দোষ না দেখয়ে—স্নেহ করে এতদূর (৩)॥
জীবের উদ্ধার ক র নাচয়ে উল্লসে।
এ বড় ভরসা বান্ধে এ লোচনদাসে॥

ধানশী রাগ।

প্রভু রে দ্বিজচাঁদ॥ ধ্রু॥ (৪)
আ'-দিনে আর অপরূপ কথা শুন।
নবদ্বীপে প্র শ পরম মহা(৫) ন॥
ি জগৃহে বান্ধব 'হতে আছে হু।
প্রকা শয়ে বদনকমলে কথা (৬) মত॥
অনিম্নানদীর ধারা বহে অনিব র।
পিনাইল ভকত— বক মাতোয়ার॥
এইমনে আছে পঙ আনন্দ কৌতুকে।
আচম্বিতে আইল তথা এ' যে ভিক্ষুকে॥
বনমালী নাম ত র—পুত্র এক সঙ্গে।
বিপ্রকুলে জন্ম—বৈসে পূর্ব্ব দশবঙ্গে॥
দেখিল ত বিশ্বম্ভর ভকতবেষ্টিত।
পুত্রে' সহিত বিপ্র ভেল আনন্দিত॥
পুত্রের সহিত বিপ্র অনুমান করে।
কহিতে ন. পারে—কণ্ঠ (৭) গদগদস্বরে॥
ভালই হইল—আমি ভেগেলু দরিদ্র।
দরিদ্র লাগিয়া আইলু—ভৈগেলু পবিত্র॥
নিশ্চয় জানিলু বিশ্বম্ভর ভগবান্।
অনুভবে জা লি এ কভু নহে আন॥
জনম সকল আজি ভেল হেন বাসি।
দেখিলু মো বিশ্বম্ভর গোর গুণ র শি॥

দেখিতে নয়ান হিয়া জুড়াইল আমার।
নিভাইল দু'স্ত দারিদ্র্যজালা ছার॥
অমিয়-আ রে যেন সন্তোষ অন্তর।
গৌরচন্দ্র দেখিয়া সিঞ্চিত (১) কলেবর॥
তবে গৌর ভগবান দেখিয়া তাহারে।
করুণনয়ানে চাহে ব্রাহ্মণ-দোঁহারে॥
সুখে হরিগুণ গায় সে দোঁহার সনে।
প্রভুর প্রসাদ তারা পাইল প্রেমধনে॥
আনন্দে নাচয়ে বিপ্র—নাচে তার পুত্র।
তিলেকে ঘুচিল তার এ সংসারসূত্র॥
হেন মহাপ্রভু গোরা করুণার সিন্ধু।
ইহার অধিক আর নাহি দীনবন্ধু॥
তার-পর-দিন প্রভু (২) সঙ্কীর্ত্তনমাঝে।
নাচয় ঠাকুর বিশ্বম্ভর নটরাজে॥
হেনকালে সে দুই ব্রাহ্মণ আচম্বিত।
দেখিল ব লক এক —চিত (৩) চমকিত॥
গৌরশরীরে প্রভু ভেল শ্যামতনু।
ক পীতধটী শো ভ—করে বর-বেণু॥
ময়ূর পাখের চূড়া ঘন উড়ে বায়।
সেইরূপ দেখে যত অনুগত গায়॥
(রাধাসঙ্গে বৃন্দাবনে বিপিনের মাঝে।
দেখিলেন শ্যামতনু নটবররাজে॥
যমুনা তথ ই দে খ গোবর্দ্ধনগিরি।
বহুলা ভাণ্ডীর মধুবন আদি ক'রি।
গো গোপী গোপাল দেখে আর বন তাল।
নবদ্বীপে দেখিলেন মদনগোপাল॥)
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল ব্রাহ্মণ।
পুলকে আকুল অঙ্গ- সজল নয়ন॥
ঘনঘন হুহুঙ্কার মারে মালসাট।
এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি পাড়িলেক হাট॥
দেখিয়া ঠাকুর পুন পুনঃ সম্বরিল।
বরবর বলি পুন ব্রাহ্মণে ধরিল॥
শুন সবজন এই গৌর-গুণগাথা।
করুণা প্রকাশে এই নবীন (৪) বিধাতা॥
কম্বুবন্ধ ধুচ হৈল প্রেমধন দেই।
ঐছন ঠাকুর আর আছে কোন্ ঠা ই॥
সংসারের বহি (৫) স্বজে আপন সংসার।
স বরয়া (৬) প্রেমভক্তি বিষয়ের পার॥

---

(১) 'ঠাকুর' (২) পাপী কে'। (৩) 'করয়ে প্রচুর'।
(৪) অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"জগত-উদ্ধার লাগি পাতে নানা কাঁদ॥ আরে হয়
গদাধর গৌরাঙ্গ নরহরি জয় জয়।
শুনিলে গৌরাঙ্গ গুণ প্রেম লভ্য হয়॥'
(৫) 'পরকাশ প্রেম পর' বা প্রকাশ করয়ে মহা'।
(৬) 'যেন' (৭) 'উঠরে প্রেম'

(১) 'সিঞ্চিল' (২) 'একবালে নিজ জন'।
(৩) 'চিত্র' (৪) 'গোরা বিধিরা'।
(৫) সংসার বহিকৃত। (৬) 'বরিখয়ে'।

দিব্য মালা চন্দন প্রসাদ পরে নিতি। (১)
মমতা নাহিক—সব জনেই (২) পিরিতি ॥
নিঃসঙ্গ হইয়া সঙ্গ বিনে নাহি জীয়ে।
অকর্ম্ম হইয়া কর্ম্ম করয়ে বিবিধ ॥
বেদের বিচার বিধি যে আছে উচিত (৩)।
সকল করয়ে সেই কার্য্যে বিপরীত ॥
ঐছন প্রকাশে' নিজ প্রেমভক্তিধন।
এতেকে বলিয়ে 'নব বিধাতা রতন' ॥
এ হেন করুণাসিন্ধু মোর গোরারায়।
অনায়াসে সবজন পর-ধন (৪) পায় ॥
ঐছন ঠাকুর আর নাহি প্রেমদাতা।
কহয়ে লোচন—ভজ নবীন বিধাতা ॥

(গোরা'-রূপ যে দেখিয়াছে একবার
পাশরিতে নারে আর ॥
ঝুরি মরে জনম অবধি রে ॥ ধ্রু ॥)
তবে আর-এক-দিন শুন অপরূপ।
শ্রীবাসপণ্ডিত ঘরে আনন্দকৌতুক ॥
পিতৃকর্ম্ম করে সেই শ্রীবাসপণ্ডিত।
শুনয়ে সহস্রনাম অতি শুদ্ধচিত ॥
হেনকালে সেইঠাঁঞি গেলা গৌরহরি।
শুনয়ে সহস্রনাম মনোরথ পূরি ॥
শুনিতে-শুনিতে ভেল নৃসিংহ-আবেশ।
ক্রোধে রাঙ্গা দুনয়ান—ঊর্দ্ধ ভেল কেশ ॥
পুলকিত সব অঙ্গ—অরুণ বরণ (৫)।
ঘনঘন হুহুঙ্কার সিংহের গর্জ্জন ॥
আচম্বিতে গদা লঞা ধাইল সত্বর।
দেখিয়া সকল লোক কাঁপিলা অন্তর ॥
পলায় সকল লোক—না বান্ধয়ে কেশ।
সহিতে না পারে প্রভুর ক্রোধ-আবেশ ॥
পলায়নপর লোক দেখি নরহরি।
ক্ষণেকে ছাড়ল গদা আবেশ সম্বরি ॥
(সর্ব্ব-অবতার-বীজ শচীর নন্দন।
যখনে যে পড়ে মনে—হয় সেই মন।)
সব (৬) সম্বরিয়া প্রভু বসিলা আসনে।
বিস্মিত হইয়া কিছু বলিলা বচনে— ॥
না জানি কি অপরাধ ভৈ গেল আমার।
কিবা চিতে অনুমান (৭) ভেল তো-সভার ॥

এ বোল শুনিঞা সভে বলিলা বচন— ।
কি তোমার অপরাধ—কহ কহ কথন ॥ (১)
তার-পর-দিন কথা শুন সবজন।
আচম্বিতে আইল এক শিবের গায়ন ॥
নমস্কার কৈল গৌরহরির চরণে।
মহেশের গুণ গায় আনন্দিত মনে ॥
শিব শিব বলি ডাকে পরম উল্লাস।
শিব বর ভকতি তার দেহে পরকাশ ॥
শুনি আনন্দিত মন ভৈ গেল ঠাকুর।
শিবগুণ শুনি সুখ বাঢ়িল প্রচুর ॥
শিবের আবেশে নৃত্য করয়ে তখন।
আপনা পাশরে সুখে শিবের গায়ন ॥
তার সম ভাগ্যবান্ নাহি কোন জন।
আপনে ঠাকুর কৈল স্কন্ধে আরোহণ ॥
স্কন্ধে করি আনন্দে সে নাচয়ে গায়ন।
আবেশে হইল প্রভুর রকত-লোচন ॥
শিবের আদেশে কহে শিবের কথন।
খটক ডম্বরু—মুখে শিঙ্গার গর্জ্জন ॥
(রাম কৃষ্ণ বলিয়া সে ডাকে কাঁদে হাসে।
ক্ষণেকে কাঁদয়ে গোরা শিবের আবেশে ॥)
শ্রীবাসপণ্ডিত সেই সব তত্ত্ব জানে।
শিবস্তব পঢ়ে সেই সাবধ মনে ॥
পঢ়য়ে মহেশ (২) স্তব শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
আনন্দে নাচয়ে তার—জানে সব তত্ত্ব ॥
গায়নের কান্ধ হৈতে নাম্বিল ঠাকুর।
হরিপরায়ণ হরি গায়েন (৩) প্রচুর ॥
আনন্দে নাচয়ে যেন মদে (৪) মাতোয়ার।
হরিগুণ গায় সুখে সমুদ্র (৫) পাথার ॥
করুণাসমুদ্র করে করুণাপ্রকাশ।
শুনিতে আনন্দে ভোরা এ লোচনদাস ॥

(দিশা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে কে বা নাহি কান্দে।
অখিলজীবের মন প্রেম দিয়া বান্ধে ॥ ধ্রু ॥)
আর অপরূপ শুন (৬) আর-পরদিনে।
বান্ধবসহিত প্রভু নৃত্য-অবসানে ॥

(১) 'পরায় নিতি নিতি'।
(২) 'মমতা সভারে ভাব সমান'। (৩) 'বিদিত'।
(৪) 'প্রেম ভক্তি'। (৫) 'নয়ন'।
(৬) 'ক্রোধ' (৭) 'অভিমান'

(১) অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"শ্রীবাস কহিল তোমা দেখিল যেজন।
তাহার হইল সব বন্ধ-বিমোচন ॥"
(২) 'মহিম্ন' (৩) 'গুণ গায় ত'।
(৪) 'প্রভু প্রেমে'। (৫) 'আনন্দ'। (৬) 'কথা'।

ভূমিতে পড়িয়া প্রভু দণ্ডবত করে।
আনন্দে সকল লোক হরিহরি বোল॥
হেনই সময় এক ব্রাহ্মণী আসিয়া।
প্রভুপদধূলি লইল হাসিয়া॥
দেখ গৌর ভগবান্ সত্বরে উঠিলা।
ব্রাহ্মণীচরিত দেখি দুঃখিত হইলা॥
মহা-অনুতাপ করি বিরসবদন।
অসন্তোষে নাসিকায় নিশ্বাস সঘন॥
সত্বর উঠিয়া প্রভু ধাইল আচম্বিতে।
জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিলেন তুরিতে॥
জলে মগ্ন হৈল প্রভু—না পাই দেখিতে।
সব নিজজন ঝাঁপ দিল পাছে তাথে॥
নদিয়ার লোক সব গণিল প্রমাদ।
কান্দয়ে সকল লোক করয়ে বিষাদ॥
পুত্র-পুত্র করি ধায় শচী তার মাতা।
ঝাঁপ দিতে চাহে বিশ্বম্ভর হবি যথা॥
উন্মত্তী পাগলী শচী কান্দে উভরায়।
হাকান্দ কান্দনা কান্দে—ভূমিতে লোটায়॥
ঐছন প্রমাদ দেখি অবধূতরায়।
প্রভুর উদ্দেশে ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায়॥
জলে মগ্ন হৈয়া প্রভুর ধরিলেন হাথে।
ধরিয়া তুলিল গঙ্গাকূলে আচম্বিতে॥
দেখিয়া সকল লোক অতি আনন্দিত।
সব নিজজন কান্দে পাইয়া সম্বিত (১)॥
শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিশ্বম্ভর।
শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ শুক্লাম্বর॥ (২)
হরিদাস-আদি যতযত নিজজন।
গৌর-মুখ দেখি কান্দে ত্রাসিত মন।
আর সবজন দুঃখ পাঞাছে বিস্তর।
গৌরমুখ দেখি সুখে সভে গেলা ঘর॥
তবে সবজন মিলি প্রভু বিশ্বম্ভর।
মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা ত সত্বর॥
ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু (৩) চলিলা তুরিতে।
বিজয়-মিশ্রের ঘর গেলা আচম্বিতে॥
রজনী বঞ্চিয়া প্রভু উঠিলা প্রভাতে।
নন্দার উত্তর-কূপে গেলা আচম্বিতে॥

ভ্রমণ করয়ে—তার না বুঝিয়ে মন।
তবাস পাইলা সঙ্গে ছিলা যতজন॥
ব্রাহ্মণসজ্জন আর যত নিজজন।
সভে মিলি নিবেদিল বিনয়-বচন॥
পরসন্ন হও প্রভু গৌর গুণনিধি।
কাতরে কহয়ে এই সব অপরাধী॥
কৃপা কর মহাপ্রভু ছাড় অতি রোষ।
এমন কতেক নিবে সেবকের দোষ॥
করুণাসাগর প্রভু করুণাবিগ্রহ।
করুণার অবতার লোক অনুগ্রহ॥
এমন বিমুখ কেনে হও ত আপনে।
আমরা কি জানি তোর চিত-আচরণে॥
ঘরে আইস প্রভু ঘুচাহ প্রমাদ।
নিজ অনুগত দেখি করহ প্রসাদ॥
এতেক বিনয় যবে কৈল নিজজনে।
সদয় (১) হৃদয় প্রভু দ্রাবিলা তখনে॥
ঘরেরে আইলা প্রভু আনন্দিত মনে।
নিজগুণ গায় নিজ-অনুগতসনে (২)॥
নদিয়ানগরে ভেল আনন্দ উল্লাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

বরাড়ি রাগ। দিশা॥

হয় রে হয় আরে হয়॥ মূর্চ্ছা॥
নিছনি যাই রে গোরারূপের বালাই লইয়া।
বিলাইল প্রেমধন জগত ভরিয়া॥ ধ্রু॥ (৩)
শোক ছাড়ি হৃষ্টমনে তবে গোরহরি।
নিজজনসঙ্গে গেলা শ্রীবাসের বাড়ী॥
শ্রীনিবাস-হরিদাস-আদি যত জন।
বসিয়া ঠাকুর কাছে নিরিখে বদন॥
হেনকালে মহাপ্রভু সভা-সন্নিধানে।
কহয়ে অন্তরকথা—শুনে সর্ব্বজনে॥
ধন জন যৌবন—সকল অকারণ।
না ভজিনু সত্যবস্তু কৃষ্ণের চরণ॥
নিরন্তর দগধে সংসারে পোড়ায়ে দিয়া।
না করিলুঁ কৃষ্ণকর্ম্ম হেন দেহ পাঞা॥
সংসারে দুর্লভ এই মানুষ-শরীর।
কৃষ্ণ ভজিবারে কিবা পুরুষ নারীর॥

---

(১) 'হইয়া বিস্মিত' বা 'পাইয়া সম্বিত'।
(২) অতঃপর একখানি পুঁথি এবং মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"গদাধর নরহরি কান্দে প্রভু লঞা।
বাসুদেব জগদানন্দ কান্দে প্রভু চাঞা"
(৩) 'তথা'

(১) 'করুণ'। (২) 'যত অনুগতজনে'।
(৩) 'দুঃখি যে নিছনি কৈঞা মরিয়া যাই গোরা।
কোন্ বিধি নিরমিল নবীন কিশোরা॥ ধ্রু।'

কৃষ্ণ না ভজিলে এই মিছা সব দেহ।
পতি সুত পিতা মাতা মিছা সব গেহ॥
মায়েরে ছাড়িয়া আমি যাব দিগন্তর।
কহিল সভারে এই মরম-উত্তর॥
সব-লোকে বেলে আমি বিরুদ্ধ কহিয়ে।
মুরারি কহয়ে—ইহা শুনিতে মরিয়ে॥
কেহ না বোলয়ে ইহা শুন মহাপ্রভু।
আমার ত কারো মুখে নাহি শুনি কভু॥
এ বোল শুনিঞা সেই গৌর ভগবান্।
মুরারি ধরিয়া দিল আলিঙ্গন-দান॥
মুরারি করিয়া কোলে সান্ত্বাইলা ঘরে।
প্রভু-আলিঙ্গনে বৈদ্য আপনা পাশরে॥
পুলকিত সব অঙ্গ আ পাদমস্তক।
পঢ়িলা ত প্রাচীন আছিল এক শ্লোক॥

তথাহি (শ্রীভাগবতে ১০।৮১।১৬)—
"ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতন।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥" ইতি॥

এ বোল শুনিঞা সে প্রকাশে ঠাকুরাল।
কোটি রবিকিরণ বরণ উজিয়াল॥
আসনে বসিয়া কহে বচন মধুর।
এই আমি চিদানন্দ—না ভাবিহ দূর (১)॥
এ বোল শুনিঞা সভে আনন্দে বিহ্বল।
পুলকে ভরিল সভে সব কলেবর (২)॥
শ্রীবাসপণ্ডিত সেই উত্তম-আচার।
গঙ্গাজলে অভিষেক করয়ে তাহার॥
অভিষেক করি পূজা করে যথাবিধি।
তাহার পূজায় তুষ্ট হৈলা গুণনিধি॥
আনন্দে সকল লোক হরিগুণ গায়।
ভকত-বদন হেরি নাচে গোরারায়॥
(নরহরি-পাদপদ্ম ধরি শিরোপরি।
কহয়ে লোচনদাস গৌররূপমাধুরী॥)

তার-পর-দিনে কথা অপূর্ব্বকথন।
সাবধানে শুন সভে কহিব এখন॥
শিখায়ে সকল লোকে লোক-শিক্ষাগুরু।
করুণাসাগর প্রেমভক্তি-কল্পতরু॥
নিজজন বুঝাবারে করে যত কার্য্য।
সংহতি করিয়া আদি (৩) অদ্বৈত-আচার্য্য॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
গদাধর শুক্লাম্বর রাম আদি অন্ত॥
(নরহরি রঘুনন্দন শ্রীমুকুন্দদাস।
বাসুঘোষ জগদানন্দ আদি সর্ব্ব দাস॥)
যতেক ভকত সব সংহতি করিয়া।
দেব লয়ে যায় প্রভু আনন্দিত হইয়া॥
নেতধটী পরিধান—কান্ধে ত কোদাল।
করে সম্মার্জ্জনী বাঁধি সভার মিশাল॥
সঙ্গের যতেক জন ধরে সেই বেশ।
হাথে ঝাটা কান্ধে কোদাল উভ বান্ধে কেশ॥
দেবালয়-মার্জ্জনা করিতে যায় প্রভু।
হেন অদ্ভুত কথা নাহি শুনি কভু॥
কৃষ্ণের হড্ডিপ হইয়া বুলে দ্বারে-দ্বারে।
সকল বৈষ্ণব মেলি সম্মার্জ্জনা করে॥
এইমতে লোকশিক্ষা করায়ে ঠাকুর।
ভজহ সকল লোক—যে হও চতুর॥
প্রেমভক্তি-দাতা আর নাহি কোন জন।
জানিঞা ভজহ শ্রীগৌরাঙ্গচরণ॥
যুগে-যুগে কত কত অবতার আছে।
ভাবিলে সে ভজে—তার অনুরূপ আছে॥
আর কেহো নাহি করে হেন ঠাকুরাল।
ভক্তি বুঝাবারে করে কান্ধে ত কোদাল॥
না ভজিলে ভজে হেন জন কোন্ যুগে।
ঘরে ঘরে বুলে কেবা নিজভক্ত মাগে॥
ভজিলে-সে ভজে সেই বড়ই ঠাকুর।
ভক্তে সে কহয়ে ইহ অনে কহে দূর॥
(বিচার না করে পাত্রাপাত্র কোন দেশে।
বৃন্দাবনধন দিয়া সভারে সন্তোষে॥
ধর্ম্মাধর্ম্মপর প্রেম যাচই সভারে।
তারিল সভারে প্রভু শচীর কুমারে॥)
ব্রহ্মা মহেশ্বর কিবা লক্ষ্মী অনন্ত।
আপন বলিতে নারে এ হেন দুরন্ত॥
না ভজিলে নজবোলে নাহিক (১) ঠাকুর।
এই সে কারণে গোরাগুণে মন ঝুর॥
গোরাগুণ ভজ ভাই না করিহ হেলা।
সংসার তরিতে মাত্র সবে এই ভেলা॥
এহেন ঠাকুর কেহো না হইব আর।
কহয়ে লোচন সবে (২) গোরা-অবতার॥

---

(১) 'চিন্তান্তর, না হইল বিদুর'।
(২) 'বোলে হরিবোল'।
(৩) 'ভবে'।

(১) 'এ হেন'।
(২) 'সার'।

(মূর্চ্ছা॥) হরি নাম নারায়ণ
শচীর দুলাল হেমগোরা॥ ধ্রু॥ (১)
আর অপরূপ শুন গৌরাঙ্গচরিত।
শুনিলে পাইবে ইথে বড়ই পিরিত (২)॥
নিজজনসনে পহুঁ পথে চলি যায়।
কৃষ্ণকথারসে অঙ্গ আবেশে ঢুলায়॥ (৩)
সেই পথে ছিল কুষ্ঠব্যাধি একজনে।
বিনয় করিয়া কহে প্রভুর চরণে॥
ভূমিতে পড়িয়া সেই পরণাম করে।
কাতর হইয়া কিছু সবিনয়ে বোলে—॥
সবলোক বোলে প্রভু তুমি জনার্দ্দন।
তুমি সে পুরুষোত্তম তুমি সনাতন॥
তুমি দেবদেবেশ্বর ত্রিজগত (৪) বন্ধু।
আমারে উদ্ধার কর করুণার সিন্ধু॥
(পতিতপাবন শুনি আইলুঁ তোর ঠাঞি।
তারহ আমারে তুমি সভার গোসাঞি॥
অহে অকিঞ্চননাথ শচীর দুলাল।
তারহ আমারে প্রভু গৌরাঙ্গ গোপাল॥)
আমার অধিক পাপী নাহি ত্রিভুবনে।
দুঃসহ এ (৫) কুষ্ঠব্যাধি কর পরিত্রাণে॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু রুষিলা অন্তর।
ক্রোধদৃষ্ট্যে চাহে কুষ্ঠব্যাধির উপর (৬)॥
ঠাকুর কহয়ে—শুন পাপ দুরাচার।
বৈষ্ণবের নিন্দা তুমি কৈলে কেনে ছার॥
সংসারে যতেক জীব—সে-ই মোর মিত্র।
বৈষ্ণবের দ্বেষ করে—সে-ই মোর শত্রু॥
আপন নিন্দায় (৭) আমি কভু নাহি দুখী।
শ্রীবাসপণ্ডিত-নিন্দায় (৮) কেমনে হব সুখী॥
অকথ্য বচন তুঞি কহিলি তাহারে।
শতজন্ম ভুঞ্জিলেহ না ঘুচিব তোরে (৯)॥
বৈষ্ণবের অপরাধ করে যেই জন।
তার পরিত্রাণ আমি না করি কখন॥
বাহিরে পরাণ দেখ এই মোর দেহ।
বৈষ্ণব অন্তরে প্রাণ—নাহিক সন্দেহ।
বৈষ্ণবের সেবা করে মোর করে দ্বেষ।
তার পরিত্রাণ করি ঘুচাইয়ে ক্লেশ॥
বৈষ্ণবের হিংসা করে যেই মূঢ় জন।
নরকে পড়য়ে—তার নাহিক শরণ (১)।
(তুমি সে পাতকী মহাপামর দুরন্ত।
কত কাল নরক ভুঞ্জিবি—নাহি অন্ত॥
এ বোল শুনিঞা কুষ্ঠব্যাধি পড়ি কান্দে।
আকুল হইয়া কান্দে—স্থির নাহি বান্ধে॥
ভকত বুঝিয়া কৃপা আর অবতারে।
এবে সে পামর প্রভু কলিতে ঘরে ঘরে॥
যে তোমারে না ভজিবে—তাহারে মারিব।
পতিতপাবন-নাম কেমনে ধরিবে॥
জয় বিশ্বম্ভর নাম (২) সভার কল্যাণ।
জয় মহাবাহু ধর্ম্মসেতু অধিষ্ঠান॥
তোর সেতুবন্ধে লোক হবে ভবপার।
আমারে না কেল প্রভু শচীর কুমার॥
দেখিয়া করুণা যদি হঞাছে হৃদয়।
তথাপি বৈষ্ণববশ—স্বতন্ত্রতা নয়॥)
ইহা বলি (৩) গেলা প্রভু শ্রীবাস-আলয়।
বসিয়া সকল কথা কহে মহাশয়— ॥
পথেতে দেখিল কুষ্ঠব্যাধি একজন।
অপরাধ ভুঞ্জিব সে অনেক জনম॥
তোর অপরাধে সে গলিত সর্ব্বদেহ।
তাহারে দেখিয়া মোর না উঠিল নেহ॥
'পরিত্রাণ কর' বলি ডাকে কুষ্ঠব্যাধি (৪)।
কে করিবে পরিত্রাণ তোর অপরাধী॥
যদি বা আপনে তুমি দয়া-দিঠে চায়।
তবে সে নিস্তারে পাপী তোমার কৃপায়॥
এ বোল শুনিঞা তবে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা প্রভুর শুনিঞা চরিত॥ (৫)
মুঞি মহাধমাধম (৬)—মোরে হেন বোল।
মোর ছলে পাতকীর (৭) পরিত্রাণ কর॥
মোর ঠাঞি তার দোষ ঘুচিল সর্ব্বথা।
প্রসন্ন হইলুঁ আমি—ঘুচু তার ব্যথা॥

---

(১) 'গাও গাও গোরাগোসাঞিগুণ শুনি।
ত্রিভুবন মাঝে আর কে এমন আছে ভুবনমোহন নামখানি॥ ধ্রু॥ আরে হয়॥'
(২) 'হইবে হিয়া পরম পবিত্র'।
(৩) 'নাচায়'। (৪) 'তুমি দীন'।
(৫) 'দুঃখ পাই' বা 'নষ্ট হয়'।
(৬) 'ব্যাধি বরাবর'। (৭) 'আপনার দ্বেষে'।
(৮) 'দ্বেষী'। (৯) 'হব নিস্তারে'।

(১) 'খণ্ডন'। (২) 'নাথ'।
(৩) 'জানি'। (৪) 'ডাকে সেই অপরাধী'।
(৫) 'হাসিয়া কহেন প্রভু কহ বিপরীত'।
(৬) 'মো মহা অধম ছার'। (৭) 'পাপী যদি'।

এ বোল শুনিঞা প্রভু করে হরি-নাদ।
নিস্তারিল কুষ্ঠব্যাধি—হৈল (১) পরসাদ॥
(তথা গঙ্গাতীরে সেইক্ষণে কুষ্ঠব্যাধি।
পাইল শ্রীবাসকৃপা-পরম-ঔষধি॥
দিব্যদেহ সেইক্ষণে হইল তাহার।
গৌরাঙ্গ বলিয়া ধায় আরতি-বিথার॥
কোথা গেলা গৌরচন্দ্র অন্তরের চান্দ।
এমন কে তারে' ভবব্যাধি মহা-আন্ধ॥
এথা গৌরচন্দ্র শ্রীনিবাসঘর হৈতে।
কুষ্ঠব্যাধি দেখিবারে চলিলা তুরিতে॥
পথে কুষ্ঠব্যাধিসনে হৈল দরশন।
ধরিয়া পড়িলা ভূমি প্রভুর চরণ॥
তুলিয়া তাহারে প্রভু করিল আলিঙ্গনে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিলা সেইক্ষণে॥
হাসে কান্দে নাচে গায় গড়াগড়ি যায়।
'গদাধর বন্ধু' বলি নাচিয়া বেড়ায়॥
সব ভক্ত আনন্দিত হৈল তা দেখিয়া।
চমৎকার হৈল দেখি সকল নদিয়া॥
শুন সর্ব্বজন বিশ্বম্ভরের চরিত।
শুনিলে সে প্রেমভক্তি পাইবে তুরিত॥
অতি অপরূপ এই নদিয়াপ্রকাশ।
শুনিতে আনন্দে তোরা এ লোচনদাস॥

তবে আর-এক দিন প্রভু নৃত্য করে (২)।
আছিল ত একজন ব্রাহ্মণ দুয়ারে॥
হেনই সময়ে আইল আর এক ব্রাহ্মণ।
গৌরচন্দ্র নৃত্য করে—দেখিবারে মন॥
দ্বারেতে যে ছিল তারে না দিল যাইতে।
দুঃখিত হইল বিপ্র না পাঞা দেখিতে॥
দুঃখিত হইয়া বিপ্র নিজ ঘরে গেল।
আনন্দে নাচিল প্রভু—কিছু না জানিল॥ (৩)
তার-পর-দিনে প্রভু-গঙ্গাস্নান-কালে।
আচম্বিতে সেই দ্বিজ দেখিল প্রভুরে॥
দেখিলেক গঙ্গাস্নানে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধদৃষ্টে চাহে বিপ্র—কাঁপে কলেবর॥
প্রভুকে দেখিয়া বোলে সক্রোধ বচন—।
তোর ঘরে গেলুঁ তোরে দেখিবারে মন॥
তোর নৃত্য দেখিবারে বড় ছিল সাধ।
পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এক তাতে দিল বাধ॥
না দিল যাইতে মোরে বাহির-দুয়ারে (১)।
তেমনি বাহির তুমি হইবে সংসারে॥
ইহা বলি উপবীত ছিণ্ডিলেক ক্রোধে।
ক্রোধে অচেতন বিপ্র—নাহি পরবোধে॥
দ্বারের বাহির কৈল—আমি নাহি সহি।
শাপ দিল—হউ তুমি সংসারের বহি॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু হরিষ অন্তর।
ব্রাহ্মণের শাপ মোরে বড় (২) হৈল বর॥
(শাপ স্বীকার যবে কৈল ভগবান্।
শুনিঞা ব্রাহ্মণ ভয় পাইল বড় মন॥
আমি কি করিব প্রভু যে বোলাইলে তুমি।
তুমি-সর্ব্ব-পরিপূর্ণ সর্ব্ব-অন্তর্যামী॥
কুতর্কের গণ সব নিস্তার করিবে।
সন্ন্যাস করিয়া তা'সভারে প্রেম দিবে॥
সন্ন্যাসী বলিয়া 'গুরু' তোমারে বলিবে।
সেই নম্রভাবে প্রেম তা'সভারে দিবে॥
পর চতুরশিরোমণি গৌরহরি।
বিলাইবে পূর্ব্ব প্রেম-ভাণ্ডার উঘাড়ি॥
তোমার প্রতিজ্ঞা এই—ব্রহ্মাণ্ড ডুবাবে।
দুর্জ্জন সুজন সভ—কারে না রাখিবে॥
আমি সে বঞ্চিত হৈলুঁ তোর প্রেম-বানে।
কি হইবে মোর গতি পতিতপাবনে॥
শুনি প্রভু বোলে—শাপ নহে মোর বর।
মোর বাঞ্ছা পূর্ণ কৈলে—নাহি তোর ডর॥
শুনিঞা পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
তুলিয়া ত মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রভু-আলিঙ্গনে বিপ্র প্রেমায় আকুল।
গরগর কৃষ্ণপ্রেমে হইলা তরল॥
বিপ্রের মানসপূর্ণ কৈল ভগবান্।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম তারে দিল দান॥
হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর।
বুঝিতে না পারে দুষ্ট-অন্তর পামর॥)
ইহা বলি মহাপ্রভু অন্তর উল্লাসে।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাসে॥ (৩)

---

(১) 'হৈলা'।
(২) এককালে সেই প্রভু বিশ্বম্ভরে'।
(৩) 'কীর্ত্তন সমাপি সভে বিশ্রাম করিল'।

(১) 'বাটীর ভিতরে'। (২) 'বাণী মোরে'।
(৩) 'স্তবে সেই মহাপ্রভু অন্তর উল্লাস।
কাতর অন্তরে কহে এ লোচনদাস॥'

বিভাস রাগ। দিশা ॥

জয় জয় গৌরাঙ্গচান্দ
নদিয়া-উদয় কলিকালে ॥ ধ্রু ॥ মূর্চ্ছা ॥
না হারে আমার প্রভুর কথা শুন।
এ তিন ভুবন আলো কৈল যার গুণ ॥
না হারে গৌরাঙ্গচান্দের কথা শুন ॥
কি আরে হয় ॥
আর কথা কহি শুন বড় অপরূপ।
নদিয়ানগরে নিতি নৌতুন কৌতুক ॥
নিজঘরে বৈসে প্রভু আনন্দিতমন।
চৌদিগে বেঢ়িয়া বৈসে সব (১) নিজজন ॥
আচম্বিতে এক ধ্বনি উঠিল গগনে।
মধু দেহ বলি ডাকে এ মেঘ (২) নিস্বনে ॥
সেইক্ষণে ধরে প্রভু হলায়ুধ-রূপ।
নীলবসন শ্বেতপর্ব্বতস্বরূপ ॥
সুন্দর চরণ আর পদ্ম লোচনে।
আশ্চর্য্য দেখিয়া সভে হরষ হৈলা মনে ॥
সর্ব্বজন-প্রেমদাতা প্রেম বিলসয়।
আপন আবেশ ধরি নাচে (৩) মহাশয়॥
হরিনাম গাই সব-নিজজন-সনে।
সেইমনে (৪) গেলা অদ্বৈত মুরারির (৫) স্থানে ॥
তথা গিয়া কহে প্রভু গদগদভাষ।
মধু দেহ দেহ বলি অট্ট-অট্ট হাস ॥
দেহের বরণ যেন বালা দিননাথ।
মধু দেহ দেহ বলি ঘন পাতে হাথ ॥
তোয়পূর্ণ ভাজন ধরিয়া নিজকরে।
মধুপান করি তোলে রসের উদ্গারে ॥
টলবল করি নাচে যেন (৬) মাতোয়াল।
ঢেউ-ঢেউ (৭) করি তোলে রসের উদ্গার ॥
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে ক্ষণে কান্দে হাসে (৮)।
অধর মিঠাই' ক্ষণে অট্ট-অট্ট হাসে ॥ (৯)
দেখিয়া সকল লোক করয়ে স্তবন।
'হলধর' বলি কেহো ধরয়ে চরণ ॥
তবে সেই মহাপ্রভু লীলা বলরাম।
কহয়ে অমৃত-কথা অতি অনুপাম ॥

(১) 'ভক্ত'। (২) 'গভীর'।
(৩) 'আপনাকে প্রকাশ করয়ে'। (৪) 'ক্ষণে'।
(৫) 'আচার্য্যের'। (৬) 'প্রেমে'।
(৭) 'হেউ হেউ'। (৮) 'কাঁপে'।
(৯) 'অধর মধুরে ক্ষণে গদগদ ভাষে'।

শ্রীকৃষ্ণ নহিয়ে আমি—বলে হের (১) সুখী।
অদ্ভুত সুপেয় মধু আনি দেহ দেখি ॥
সেইখানে এক দ্বিজ ছিল দাঁড়াইয়া।
ইহ মন্দ' (২) বলি ফেলে অঙ্গুলে ঠেলিয়া ॥
অঙ্গুলি-ঠেলায় বিপ্র পড়ে বহুদূর।
লজ্জ সে পাইল বিপ্র ফেলিল ঠাকুর ॥
প্রভাতে আবেশ ভেল সায়াহ্নসময়।
লীল বলরাম পীড়া করে মহাশয় ॥
নরহরিপাদপদ্ম শিরের ভূষণ।
অন্ত গোরাগুণ কহে এ দাস লোচন ॥)

তার-পর-দিনে শুন অপরূপ আর।
নাচয়ে ঠাকুর বলদেব-ব্যবহার (৩) ॥
আচম্বিতে পরিতাপ করি পাইল মোহ।
বলরামস্মরণে নয়নে বহে লোহ ॥
ভূমিতে লোটায় মহাপ্রভু মুক্তকেশ।
মুখে জল দেই সব-জন পায় ক্লেশ ॥
ক্ষণেকে হইল সংজ্ঞা গদাধর দেখি।
কহিল কাতরবাণী ইঙ্গিত সে লখি ॥
(তুমি সে আমার বন্ধু প্রাণসম জানি।
তোর প্রেমে বশ আমি শুন দ্বিজমণি ॥
তের নাথ মুঞি হঙ—তুমি মোর প্রাণ।
গদাইর গৌরাঙ্গ বোল কর অবধান ॥
মোর যত ভব—তোথে নহে অগোচর।
আমার অন্তর জানি তোর কলেবর ॥
রাত্রিদিন মোর সঙ্গ তিলেক না ছাড়।
তোমা বিনে মোর কথা জানে কে বা দঢ় ॥)
মোর প্রিয় বন্ধু যত আছে ক্ষব যে জন।
আনহ সভারে—আমি দেখিব এখন ॥
আজ্ঞা পাইয় গদাধরপণ্ডিত সভারে।
আনিল আচার্য্যরত্ন-আদি যত আরে ॥
আসি। দেখিল যত মহোত্তমজন।
বিভোর হইল সভে (৪) সজললোচন ॥
কহিল আচার্য রত্ন মধুর বচন—।
কহনা আপনে বাপ ইহার কারণ ॥
শুনিঞা তবে বাণী কহে বিশ্বম্ভর।
কহিতে না পারে—কণ্ঠ গদগদস্বর ॥
অতি সুমধুর কহে আধ (৫) আধ-বোলে।

(১) 'বোলে হর'। (২) 'এহো মন্দ'।
(৩) 'বলদেবের আকার' বা বলদেবের বিহার'।
(৪) 'প্রভু'। (৫) 'সুমধুর কথা কহে'।

শ্বেতগিরি হলায়ুধ দেখিল মো বোলে (১)॥
সুবর্ণ শোণক সূর্য্য সম সব প্রভা।
ঝলমল করে অতি অসঙ্ক ব আভা॥
কহি' ত-কহিতে প্রভু সেই পুনর্ব্বার।
বলদেব দেখি শ্বেতপর্ব্বত-আকার॥
তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
সেইমতে তদাবেশে (২) পুন নাচে গায়॥
সকল বৈষ্ণবজন আনন্দে বিহ্বল।
প্রেম-প্রেমে সভে করে টলবল॥
আনন্দে ভরল সভার দিগবিদিগে।
দুইদিন ভেল প্রভুর আবেশ না ভঙ্গে॥
তবে তার-পর দিনে নৃত্যের সময়।
চৌদিগে বেঢ়িল সব ভক্ত মহাশয়॥
পদতলতালে মহী টলবল করে।
ঢুলা অরুণ আঁখি—আধ-আধ বোলে॥
মত্ত করিবর যেন গমন মন্থর।
চলিতে না পারে—প্রেমে ভৈগেল নির্ভর॥
হেন পহুঁ-আবেশ—অবশ (৩) তেন সঙ্গী।
নাচয়ে বিহ্বল বলরাম-রঙ্গে (৪) রঙ্গী॥
নাচিতে গাইতে ভেল সায়াহ্নসময়।
আচম্বিতে বয়ানে বারুণীগন্ধ কয়॥
বারুণীর দিব্যগন্ধে ভেল আমোদিত।
চৌদিগে নেহারে লোক হৈয়া চমকিত॥
দশদিগ আমোদিত বারুণীর গন্ধে।
মাতল ভকত অতি প্রেম-উনমাদে॥
হেনকালে শ্রীবাসপণ্ডিত দ্বিজবর্য্য।
দেখিলেন—শুন তার অনুভাব (৫) কার্য্য॥
আচম্বিতে দিব্য দিব্য পুরুষরতন।
সেইখানে দিব্য-বেশে হৈল উপসন্ন॥
কারো এক কর্ণে পদ্ম—কমল-লোচন।
এক যে কুণ্ডল কর্ণে—নীলিম বসন॥
পীত বস্ত্র (৬)—পরিধি বান্ধিয়া লটপটী।
কহিতে না পারি রূপ বেশ-পারপাটী॥
বনমালী নাম এক ব্রাহ্মণ তথাই।
কহিব তাহার কথা—শুন সব ভাই।
দেখিলেক কাঞ্চননির্ম্মিত কলেবর।
রত্নবিভূষিত যেন সুমেরু শিখর॥
দেখি অতি হৃষ্ট মন—তনু পুলকিত।
দেখিয়া সকল লোক ভেল চমকিত (৭)॥

হলায়ুধ-বেশে (১) নাচে তিন-লোক-নাথ।
সকল ভকত মেলি নাচে তার সাথ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ হরষিত-মনে।
সন্তে বসুদয়ে গেল নিজনিজস্থানে॥
এইমনে গোঙাইয়া সব (২) দিব নিশি।
সুরধনীস্নানে প্রভু যায় হাসিহাসি॥
সকল বৈষ্ণবগণ করি এক-মেলে।
করয়ে মার্জ্জন-স্নান সুরধনীজলে॥
নিজজনসঙ্গে পহুঁ হাসপরিহাসে।
কৌতুকে করয়ে ক্রীড়া তা'সভার বসে॥
স্নান সমাধিয়া প্রভু উঠিলা সত্বর।
প্রভু নমস্করি সভে গেলা নিজঘর॥
নিজ লয় গিয়া প্রভু আছে মহাসুখে।
প্রভাতে আইলা সভে প্রভুর সম্মুখে॥
কহিলা তত্ত্ব প্রভু শুন এক বাণী।
গদগদ কহিতে বেকত আধখানি॥
বরাহঠাকুর মোরে আলিঙ্গন দিল।
হলায়ুধ মোর হিয়া প্রবেশ করিল॥
নয়ানে অঞ্জন মোর (৩) মুরলীবদন।
কহিল অমৃত (৪) কথা—শুন নিজজন॥
কহিতে মহাপ্রভু শ্রীবাস দেখিয়া।
মার বাঁশী দেহ—চাহে শ্রীহস্ত পাতিয়া॥
তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর।
কহিল তাহারে তেঁহ ভক্ত সুচতুর॥
শুন শুন মহাপ্রভু এই তোর (৫) ঘরে।
রাখল ভীষ্মকন্যা মুরলী (৬) তোমারে॥
কপাট লাগিল বত্রে ঘরের দুয়ারে।
এখনি পাইবা বাঁশী—কহিল তোমারে।
এইমনে ক্ষণে ক্ষণে আনন্দকৌতুক।
নদিয়া বিহার এই বড় (৭) অপরূপ॥ (৮)
যে যে জানে কৃষ্ণরস—সে জানে মরম
নদিয়া-বিহার-কথা-যত বড় ধন॥
যে না জানে—তারে আমি করিয়ে বিনতি।
হেলা না করিহ—দেহ গোরাগুণে মতি॥
মন দিয়া চাহ ভাই কি আছে ইহাতে।
ত্রিজগতনাথ কৃষ্ণ (৯) লাগি পাবে হাতে॥

---

(১) 'সুখলে'। (২) 'তথা বেশে'। (৩) 'আবেশ'
(৪) 'রসে'। (৫) 'যে দেখিল সে শুনিল অনুভব'।
(৬) 'বেশ'। (৭) 'আনন্দিত'।

(১) 'হলায়ুধাবেশে'। (২) 'আনন্দে গোঙাব
(৩) 'ভেল' বা 'শোভে'। (৪) 'সকল'।
(৫) 'মোর'। (৬) 'বলিয়ে' বা 'কহিল'।
(৭) 'বুঝিতে না যায় বুঝা লীলা'।
(৮) 'ভক্তগণ লঞা প্রভু রঙ্গে মহাসুখ'। (৯) 'প্র

যা ভজিলে নাহি নাহি (১) নাহিক নিস্তার।
এ লোচনদাস ইহা বোলে বারবার॥

(তার-পর-দিনে প্রভু বসি দিব্যাসনে।
কহিতে লাগিলা কিছু সব ভক্তগণে॥
মোর এই সংকীর্ত্তনযজ্ঞের মহিমা।
সব শাস্ত্রে কহে ইহার মহামাহিমা॥
সর্ব্বধর্ম্মসার এই সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম।
বিশেষ জানিবে কালযুগে এই কর্ম্ম॥
পঞ্চম বেদ হৈতে প্রকাশ ইহার।
শিব তেঁই পঞ্চমুখে গায় অনিবার॥
নারদ বীণায় গাই বুলয়ে নাচিয়া।
শুক-সনকাদি ভক্ত বুলয় গাইয়া॥
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ এই বেদ লঞা।
গোপী-সঙ্গে নাচি বুলে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
নিত্য বৃন্দাবনে স্থিত পঞ্চম জানিবে।
তেঞি শিব গান করে মহাপ্রেম ভাবে॥
তথাপি গাইয়া (২) শিব ওর না পাইল।
হেন বেদ কলিযুগে প্রকাশ হইল॥
গাতে যেই করে সেই প্রবোধ হইয়া।
গানরূপে বেদের উচ্চারে মহাদয়া॥
সব-লোক-কর্ণ-গর্ত্ত—কুণ্ড-পরিসর।
জিহ্বা—স্রুব, ধ্বনি-রস—ঘৃত মনোহর॥
অন্তরে প্রবিষ্ট হঞা ভাব-অগ্নি জ্বলে।
অগ্নি-শিখা—পুলকাশ্রু কম্প করে বরে॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া সব জন নাচে।
সালোক্যাদি মুক্তি তার পশ্চাতে পাছে পাছে॥
কদাচ না দেখে সেই নয়ানের কোণে।
নাচিঞা বুলয়ে কৃষ্ণ-রস-আস্বাদনে॥
সে যজ্ঞ বেড়িয়া রহে বৈষ্ণব আচার্য্য।
জানিবে কীর্ত্তনযজ্ঞ—সর্ব্বযজ্ঞ-আর্য্য॥
ইহাতে জন্মিল এই প্রেম মহাধন।
ইহার গৃহস্থ—নিত্যানন্দ-আবরণ॥
গদাধরপণ্ডিত এই প্রেমের গৃহিণী।
এই তত্ত্ব জানিবে সকল ভক্তমণি॥
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি আমারে আনিঞা।
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ স্থাপে সুদৃঢ় (৩) হইয়া॥
শ্রীনিবাস-নরহরি-আদি ভক্তগণ।
তো'সভারে লঞা মোর যজ্ঞের স্থাপন॥

---

(১) 'না বুঝিলে না ভজিলে'॥
(২) 'তত্ত্ব কথা গাই'। (৩) 'সুদৃঢ়'।

এই যজ্ঞ কলিকালে দেহ ঘরেঘরে।
তরুক সকল লোক পতিত পামরে॥
এ বোল শুনিঞা ভক্ত কান্দিয়া-কান্দিয়া।
প্রভুর চরণে পড়ে ঢলিয়া-ঢলিয়া॥
সভারে করিল কোলে গৌর ভগবান্।
শুনি আনন্দিত কথা এ লোচন গান॥)

বরাড়ি রাগ। ধূলা-খেলা-জাত॥

আর অপরূপ কথা, শুন গোরা-গুণ গাথা,
লোক-বেদ-অগোচর বাণী।
আবেশে বশে (১) করে, ভক্তিযোগ-পরচারে,
করুণা বিগ্রহ গুণমণি॥
শুন কথা মন দিয়া, পাশ কথা পাশরিয়া (২),
আর সব (৩) কহিবার বেলা।
নিজজন সঙ্গে করি, শ্রীবিশ্বম্ভর হরি,
শ্রীচন্দ্রশেখরবাড়ী গেলা॥
কথা-পরসঙ্গে কথা, গোপিকার গুণগাথা,
কহিতে সে গদগদ ভাস।
অরুণ বয়ান (৪) ভেল, দুনয়ানে ঝরে নীর,
রসাবেশে রসের প্রকাশ॥
কমলা যাহার পদ, সেবা করে উনমত (৫),
হেন প্রভু গোপিকার হরে।
পরসঙ্গে হয় ভোর, হেন ভক্তি কৈল তার,
কথা মাত্র সে আবেশ (৬) ধরে॥
তবে বিশ্বম্ভর হরি, গোপিকার বেশ ধরি,
শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যঘরে।
নাচয়ে আনন্দ ভেলা, শ্রীবাস হেনই বেলা,
নারদ-আবেশ ভেল তার॥
প্রভুরে প্রণাম করে, বিনয়বচনে বোলে,
'দাস' করি জানিহ আমারে।
এমন কহিয়া বাণী, তবে সেই মহামুনি,
গদাধরপণ্ডিতেরে বোলে॥
শুনহ গোপিকা তুমি, যে কিছু কহিয়ে আমি,
তোর পূর্ব্বকথা কিছু (৭) জান।
অপূর্ব্ব কহিয়ে আমি, জগতে দুর্লভ তুমি,
তোর কথা শুন সাবধান॥

---

(১) 'বেশে'। (২) 'আন কথা তেয়াগিয়া'।
(৩) 'অপরূপ'। (৪) 'নয়ান' বা 'বরণ'। (৫) 'অবিরত'।
(৬) 'সেই বেশ'। (৭) 'তুমি'।

শুন তো-সভার কথা, আমি কহি গুণগাথা,
গোকুলে জন্মিলা জনেজনে।
ছাড়ি নিজ পাতিব্রত (১) সেবা কৈল অবিরত,
অভিমত পাঞা বৃন্দাবনে॥
প্রধান প্রকৃতি তুমি, কৃষ্ণশক্তি রাধা তুমি,
কি জানি তা কহিবারে আমি (২)।
রমণীর শিরোমণি, কৃষ্ণপ্রেম-সোহাগিনী,
তোর তত্ত্ব কি বলিতে জানি (৩)॥
ঐছন করিলে ভক্তি, কেহো নহে সমযুক্তি (৪),
পরম নিগূঢ় তিন-লোকে।
ব্রহ্মা মহেশ্বর দেবা, লখিমী অনন্ত কিবা,
তাকে ধিক পরসাদ তোকে॥
প্রহ্লাদ-নারদাদিক, সনাতন আদি শুক,
না জানয় তোর ভক্তি(৫)লেশ।
ত্রৈলোক্য-লখিমী-পতি, চাহে তোর পিরিতি,
স্ব-অঙ্গে ধরয়ে বর-বেশ॥
লখিমী যাহার দাসী, তোর প্রেম প্রতিআশী (৬),
হৃদয়ে ধরয়ে অনুরাগ।
সকল-ভুবনপতি, ভুলাইলা সে পিরিতি,
ধনিধনি তোঁহারি সোহাগ (৭)॥
তোমা সে জানিল তত্ত্ব, প্রভু-মর্ম্ম-মহত্ত্ব,
পিরিতি বান্ধিলি ভালমতে।
উদ্ধব-অক্রূর-আদি, সভে তোর পদসেবী (৮),
অনুগ্রহ না ছাড়িহ চিতে॥
এতেক কহিল বাণী, শ্রীনিবাস দ্বিজমণি,
শুনি আনন্দিত সবজন।
সকল বৈষ্ণব মিলি, সভে করে (৯) কোলাকুলি,
দেখি বিশ্বম্ভরের চরণ॥
নাচয়ে আনন্দে ভোরা, প্রেমে গরগর (১০) তারা,
হেনকালে আইলা হরিদাস।
দণ্ড এক করি করে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া বোলে,
গুণ গায় পরম উল্লাস॥

হরিগুণ-সঙ্কীর্ত্তন, কর ভাই অনুক্ষণ,
ইহা বলি অট্ট-অট্ট হাসে।
হরিগুণগানে ভোরা, দুনয়ানে বহে ধারা (১),
আনন্দে ফিরয়ে চারি-পাশে॥
শুনি হরিদাস-বাণী, সকল বৈষ্ণবমণি (২),
অমৃতে সিঞ্চিলা সব গা।
হরষেতে নাচে গায়, মাঝে নাচে (৩) গোরারায়,
কান্দিয়া ধরয়ে ছিরি-পা॥
তবে সর্ব্বগুণধাম, অদ্বৈত-আচার্য্য নাম,
আইলা সব বৈষ্ণবের রাজা।
রূপে আলোকিত মহী (৪), সম্মুখে দাণ্ডায়া চাহি,
প্রভু-অংশে জন্ম মহাতেজা॥
হরিহরি বলি ডাকে, চমক লাগিল লোকে,
আনন্দে নাচয়ে প্রেমভরে।
পুলকি সব গা, আপাদ মস্তক যা,
প্রেমবারি দুনয়ানে ঝরে॥
বিশ্বম্ভর-শ্রীচরণে, নেহারই ঘনেঘনে,
হুহুঙ্কার মারে মালসাট।
সকল বৈষ্ণব মিলি, প্রেমের পসার ডালি,
পসারিল অপরূপ হাট॥
সকল বৈষ্ণবগণে, অতি আনন্দিত মনে,
প্রেমের সাগরে দিল ডুব।
সকল বৈষ্ণব মিলি, আপনে শ্রীগৌর-হরি,
প্রকাশয়ে সংসারের সুখ॥
এখনে কহিব শুন, সাবধানে সবজন,
গোপিকা-আবেশ-বশ প্রভু।
হৃদয়ে কাঁচালি ধরে, শঙ্খ-কঙ্কণ করে,
দুটি আঁখি রসে ডুবুডুবু॥
পট্ট সে বসন পরে, নূপুর চরণে ধরে,
মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝাখানি।
রূপ ত্রিজগত মোহে, উপমা দিবার কাহে,
গোপীবেশে ঠাকুর আপনি॥
অলৌকিক (৫) অঙ্গতেজে, বায়ু বহে মলয়জে,
তঁহি নব মালতীর মালা।
সুমেরু শিখরে যেন, সুরধুনীজল হেন,
গোরা-অঙ্গে বহে দুই ধারা॥
সকল বৈষ্ণব-মাঝে, নাচে মহানটরাজে,
রসের আবেশে ভাব ধরে।

---

(১) 'সুত'। (২) 'কি জানি কহিতে আমি,
কৃষ্ণ আধা শক্তি রাধা তুমি'।
(৩) 'বলিব আমি'।
(৪) 'ঐছন করিতে শক্তি,
কেহ না জানয়ে যুক্তি'।
(৫) 'নারদ শুক, সনাতন যে সনক,
না জানএ তোর শক্তি'।
(৬) 'অভিলাষী'। (৭) তোর সভার ভাগ (ভাব)।
(৮) 'পদ সাধী'। (৯) 'মহানন্দে'।
(১০) 'প্রবোধ না মানে'।

(১) 'প্রবোধ না পায় তারা'। (২) 'মানি'।
(৩) 'করি' বা 'ফিরে' (৪) 'উপমা দিবারে নাহি'।
(৫) 'আলো করে'।

এমন করিতে পুন, লখিমী পড়িল মন,
সে আবেশে গেলা দেবঘরে॥
ঘরে সান্ধাইল আর্ত্তো, দিব্য চতুর্ভুজমূর্ত্তো,
দেখি-আগুইল তার কাছে।
আধ-নয়ানে চায়, আধ-পদ চলি যায়,
বসনে ঢাকিল আঁখি পাছে॥
তবে সব নিজজনে, পড়ি তার শ্রীচরণে
বিনয়-বচনে করে স্তুতি।
শ্রী-স্তব পঢে কেহো, আনন্দে বিভোর সেহো (১)
বর মাগে—দেহ প্রেমভক্তি॥
সর্ব্বজন স্তব করে, শুনি সেই সেইকালে,
আদ্যাশক্তি পড়ি গেল মনে।
সেই ত আবেশ ধবে, সর্ব্বজন চমৎকারে,
স্তব পঢে কৃত স্বরগণে॥
তবে স্তব কৈল সভে, সুবরূত মহাস্তবে,
তুষ্ট হঞা বোলে আদ্যাশক্তি।
দেবতা-আসনে বসি, কহে লহুলহু হাসি,
দেখিবাবে আইলুঁ প্রেমভক্তি॥
তো-সভার নৃত্যগীতে, আইলুঁ দেখিবার চিতে,
কহিলু আপন অভিলাষ।
এ বোল শুনিঞা পুন, কহে সেই সব জন,
নিজভক্তি কর পরকাশ॥
এ বর মাঙ্গিল যবে(২), আদ্যাশক্তি বোলে তবে,
শুন শুন শুন সবজনে।
আমি চণ্ডী পরচণ্ড, তোমারও (৩) হবে দণ্ড,
এই বর দিল সর্ব্বজনে॥
এ বোল শুনিঞা তবে, পরণাম করে সভে,
দণ্ডবত ভূমিতে পড়িয়া।
তবে সেই ঈশ্বরী, হরিদাস-করে ধরি,
কোলে বসাইল সে হাসিয়া॥
বসিয়া তাহার কোলে, হরিদাস ঘন দোলে (৪),
পাঁচবরিষের যেন শিশু।
আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে, আনন্দিত সবজনে,
হরিষ পাইল পক্ষ-পশু॥
এইক্ষণে একজন, কহেন এই বচন,
মুরারিকে চাহ দয়া-দিঠি।
এ তোমার নিজদাস, এ বোল শুনিঞা হাস,
অমিয়া-অধিক মহু (৫) মিঠি॥

(১) 'শ্রীস্তব পঢে আন, পদদ্বন্দে পরণাম'।
(২) 'সভে'। (৩) 'তোমা সভে'
(৪) 'হাসি বোলে'। (৫) 'মহা'।

নয়ান করুণাজলে, প্রেমে (১) ছলছল করে,
করুণ অরুণ মুখচন্দ্র।
হেনকালে শচীদেবী, আপনে শ্রীপাদ সেবী,
এমানন্দে ভেল পরমন্দ॥
তবে সেই কাত্যায়নী, সর্ব্বজন কাছে আসি,
নিজ সুত করি হেন মানে।
মাতৃস্নেহ করে লোকে, সর্ব্বজন দেখি তাকে,
প্রেমজলে ভরে (২) দু-নয়ানে॥
হেনকালে সেইক্ষণে, আসি এক ব্রাহ্মণে,
প্রভু বলি ডাকি উচ্চনাদে।
আর্ত্তজন-আর্ত্তি দেখি, ছলছল করে আঁখি (৩),
ভইগেল ঈশ্বর উন্মাদে॥
আপনি ঈশ্বর হঞা, নিজপ্রেম প্রকাশিঞা,
নিজগুণে করে ঠাকরাল।
সবজন বেরি-বেরি, দণ্ডপরণাম করি,
দেখি ঈশ্বর-আবেশ পুনর্ব্বার॥
এই মনে সব নিশে, গোঙাইয়া রসাবেশে,
প্রভাতে চলিলা নিজঘরে।
যত জন সঙ্গে যায়, দেখে যেন গোরারায়,
কেবল প্রচণ্ড দণ্ড ধরে॥
হেনমতে গৌরহরি, করুণা প্রকাশ করি,
অখিল ভুবনে একক হা।
করুণাকারণ আসি, দীনভাব পরকাশি,
আপি করে পৃথিবীর চিন্তা॥
হেন অপরূপ কথা, শুনিঞা সংসারব্যথা,
না ঘুচয়ে যাহার অন্তরে।
না ঘুচিব কোনকালে, যে ইথি সংশয় ধরে,
তারে ধিক নাহিক পামরে॥
যুক্তি অনুভব শাস্ত্র, তিনে কহে এইমাত্র,
সাক্ষাতে না দেখি পরচার।
বিচার না করে ইহা, না ছিল সে হৈলসিয়া,
কেমনে তার হইব নিস্তার॥
গোরা-অবতার হেন, করুণাপ্রকাশ যেন,
নাহি হয় না হইব আর।
যে বলু সে বলু লোকে, অনুভব কহি তাকে,
মনেমনে করুক বিচার॥
এইমাত্র মোর চিন্তা অন্তরে অন্তরব্যথা,
হেন অবতার যায় পাছে।
তা লাগি কান্দয়ে হিয়া, কাহারে কহিব ইহা,
গুণ গায় এ লোচন দাসে॥

(১) 'তাহে না 'ভবে'।
(২) 'ঝরে'। (৩) 'ভাসিঞা কুকবি কাব্দি'।

বরাড়ি রাগ ॥

(মোর প্রাণ আরে গোরাচান্দ নাচে হয়॥ ধ্রু ॥ (১)
কহিব অপূর্ব্ব কথা লোক-অগোচর।
কভু নাহি দেখি শুনি জগতভিতর॥
তিলেক সন্দেহ কেহো কর জানি চিতে।
প্রকাশ করিল প্রভু সব-লোক-হিতে॥
চন্দ্রশেখরের বাড়ী নাচিয়া গাইয়া।
ঘরেরে আইলা প্রভু আনন্দিত হৈয়া॥
আনন্দিত শ্রীচন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য।
তাহার বাড়ীর কথা কহিব আশ্চর্য্য॥
নাচিয়া আইল প্রভু—বর্ণ লাগে (২) ছটাকে।
উদয় করিল যেন চান্দ লাখেলাখে॥
অদ্ভুত শীতল শোভা অমৃত (৩) অধিক।
চাহিতে না পারি যেন চৌদিগে তড়িত॥
হৃদয়-আহ্লাদ করে—দেখি হেন সাধ।
আঁখি মেলিবারে নারি—তেজে করে আঁধ (৪)॥
চমক লাগিল সে নদিয়াপুর-জনে।
কিবা অপরূপ সে দেখিল এতদিনে॥
আসিয়া বৈষ্ণবজনে পুছে সবজন।
কি জান সন্দর্ভ কথা কহনা কথন (৫)॥
সকল বৈষ্ণব বোলে—আমরা কি জানি।
নাচিয়া আইলা বিশ্বম্ভর গুণমণি॥
এই মাত্র জানি, কিছু না জানিয়ে আর।
লোক-বেদ-অগোচর চরিত্র উহার॥
সাত-দিন অবিচ্ছিন্ন ছিল তেজোরাশি।
তেজের ছটায় নাহি জানি দিবানিশি॥
নিত্যই নূতন অতি আনন্দের (৬) কর্ম্ম।
প্রকাশয়ে শচীসুত করুণার (৭) ধর্ম্ম॥
তার-পর-দিনে শ্রীনিবাস দ্বিজবর।
পুছয়ে ঠাকুর-আগে হৃদয় উত্তর॥
কলিযুগে হরিনামগুণসঙ্কীর্ত্তন।
পূর্ণ ফল বালে কেনে আর যুগে ন্যূন॥
শুনিঞা ঠাকুর কহে—শুন শ্রীনিবাস।
ভাল কথা শুধাইলে—কহিব বিশেষ (৮)॥

সত্যযুগে পূর্ণ ধর্ম্ম ধ্যানমাত্র সাধি।
ত্রেতায় সাধয়ে যজ্ঞধর্ম্ম উদারধী॥
দ্বাপরে কৃষ্ণের পূজা কাহল এ মর্ম্ম (১)।
কলিযুগে শক্ত কেহো নহে এই (২) কর্ম্ম॥
আপনে ঠাকুর নামরূপী ভগবান্।
কলিযুগে সর্ব্বশক্তিময় হরিনাম॥
সত্য আদি তিনযুগে যত সবজন।
ধ্যান-যজ্ঞার্চ্চনাবিধি সেবে নারায়ণ॥
পাপ কলিযুগে লোক দুরন্তচরিত।
এই ত কারণে দয়া ভেল বিপরীত॥
আপনে ঠাকুর নিজসঙ্কীর্ত্তনরূপে।
অনায়াসে সর্ব্বসিদ্ধি (৩) সাধি কলিযুগে॥
সত্য-আদি যুগে যাহা সাধি মহাদুখে।
প্রভুর কৃপাতে সুখে সাধি কলিযুগে॥
নরহরি-পাদপদ্ম করি শিরোপরি।
কহয়ে লোচনদাস গৌরাঙ্গমাধুরী॥

এইমতে আনন্দে-সানন্দ দিন যায়।
আচম্বিতে খেদ উঠে প্রভুর হিয়ায়॥
নারিল নারিল এথা থাকিবারে আমি
দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবনভূমি॥
(কতি মোর কালিন্দী যমুনা বৃন্দাবন।
কতি মোর বহুলা ভাণ্ডীর গোবর্দ্ধন॥
কতি গেলা আরে মোর ললিতাদি রাধা।
কতি গেলা আরে মোর এ নন্দ যশোদা॥
শ্রীদাম সুদাম মোর রহিলা কোথায়।
ধবলী সাঙলী বলি (৪) অনুরাগে ধায়॥
খণে দন্তে তৃণ করে করুণা করিয়া।
ফুকরি-ফুকরি কান্দে চৌদিগ চাহিয়া॥
এ ভব-সংসার কালি কেমনে ছাড়িব (৫)।
সে নন্দনন্দনপদ কোথা গেলে পাব॥)
ইহা বলি ছিণ্ডিল গলার উপবীত।
কৃষ্ণে বিরহে দুখ ভেল বিপরীত॥
হরিহরি বলি ডাকে—ছাড়য়ে নিশ্বাস।
অশ্রুধারা গলে—কিছু না কহে বিশেষ (৬)॥ (৭)

---

(১) 'হরি বলি নাচে গোরা' উথলিল প্রেমধারা,
চঞ্চলে না চলে পদখানি।
রে দয়াল গোরা ॥"
(২) 'তাহার'। (৩) 'অমৃত সিঞ্চিত কিবা বচন'।
(৪) '[illegible]'। (৫) 'এখন'। (৬) 'অপরূপ'।
(৭) 'সর্ব্ব সার'। (৮) 'বিশাল'।

(১) 'ধর্ম্ম'। (২) 'কেহ শক্ত নহে সেই'। (৩) 'সার'।
(৪) 'কালী ধল বল প্রভু'।
(৫) 'তরিব'।
(৬) 'বিশ্বাস'।
(৭) 'অশ্রুধারা বহে ভিজে হৃদয়ের বাস'।

পুলকে পূরিত অঙ্গ অরুণ বরণ (১)।
দেখিয়া মুরারি কিছু কহয়ে বচন—॥
শুনশুন মহাপ্রভু গৌর ভগবান্।
তোমারে অশক্য কিছু নাহি পরিণাম॥
থাকিতে চলিতে তুমি পারহ সর্ব্বথা।
তথাপি আমার বোলে না দিবে (২) অন্যথা॥
তুমি যদি এখন চলিবে দেশান্তর।
স্বতন্ত্র হইব সব বৈষ্ণব (৩) অন্তর॥
স্বতন্ত্রে করিব কার্য্য (৪) যার মনে লয়।
পুন প্রবেশিব সভে সংসার-আলয়॥
যতেক করিলে নাথ কিছুই না হৈল।
নিশ্চয় করিয়া এই তোমারে কহিল॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু নিশবদে রহি।
খণ্ডিতে নারিলেন মুরারি যত কহি॥
তবে আর কথোদিন গেল ত কৌতুকে।
নয়ান ভরিয়া দেখে নদিয়ার লোকে॥
জননীর হৃদয় নয়ন স্নিগ্ধ করি।
বিষ্ণুপ্রিয়াসঙ্গে ক্রীড়া করে গৌরহরি॥
স্বজন-বান্ধবসঙ্গে আছে মহাসুখে (৫)।
সভার সন্তোষ যত আছে নবদ্বীপে॥
সকল-বৈষ্ণব-সনে কীর্ত্তন-বিলাস।
পুরনারীগণ দেখি ফেলায় হাবাস॥
ত্রৈলোক্য-অদ্ভুত রূপ—তাহে নাগরিমা।
বিনোদ-বিলাস-লীলা (৬) লাবণ্যের সীমা॥
আর তাহে ঝলমল অলঙ্কার-শোভা।
স্কন্ধ-বিলম্বিত-কেশে মালতীর গাভা॥
চন্দনতিলক পরিপাটী মনোহর।
রক্তপ্রান্ত বাস—বেশ ত্রৈলোক্যসুন্দর॥
নিজ পরিজন আর পুরজন সব।
সবেই দেখয়ে যার যেই অনুভব॥
হেনমতে নিজজনসঙ্গে আছে পহু।
স্বপ্ন কহে সভাকারে হাসি লহুলহু—॥
শুন সর্ব্বজন স্বপ্ন দেখিল রজনী।
আচম্বিত মোর ঠাঞি আইলা দ্বিজমণি॥
মোর কর্ণে কহিল সন্ন্যাসমন্ত্র এক।
এখন আমার মনে আছে পরতেক॥
যাবত হৃদয়ে মোর প্রবেশিল মন্ত্র।
সে অবধি মোর হিয়া না হয় স্বতন্ত্র॥

(১) 'লোচন বা বদন'। (২) 'বোল না কর'। (৩) 'জনের'। (৪) 'যেই'। (৫) 'নদীয়ার লোকে'। (৬) 'রস'।

কেমনে ছাড়িব আমি প্রিয়প্রাণনাথ।
তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন্ কাজ॥
ইন্দ্রনীলমণি জিনি পরমসুন্দর।
মোর বক্ষস্থলে বসি হাসে নিরন্তর॥
শুনিঞা মুরারিগুপ্ত কহিল উত্তর—।
সে মন্ত্রের যন্ত্রসমাস তুমি কর॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু কহিল বচন—।
তোমার বচনে মোর স্থির নহে মন॥
যত স্থির করি—তত উঠয়ে রোদন।
না বলিহ মোরে কিছু—শুনহ বচন॥
শব্দশক্তি করে হেন—কি করিব আমি।
লঙ্ঘিতে (১) না পারি পুন যত কহ তুমি॥
এ বোল শুনিঞা সভে অন্তর চিন্তিত।
কহয়ে লোচনদাস হৃদয় ব্যথিত॥ (২)
আর কথোদিনে শ্রীকেশবভারতী।
আইলা সন্ন্যাসী বর অতি শুদ্ধমতি॥
মহাতেজ ন্যাসিবর (৩) মহাভাগবত।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কত পুণ্যের পর্ব্বত॥
আচম্বিতে আসিয়া দেখিলা বিশ্বম্ভর।
বিশ্বম্ভর দেখি হৃষ্ট হৈলা ন্যাসিবর॥
উঠিয়া ঠাকুর করে চরণবন্দন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রেমে ঝরে দু-নয়ন॥
প্রভু-অঙ্গ নিরখয়ে সেই ন্যাসিরাজ।
মহাবুদ্ধি ন্যাসিবর বুঝি মন কাজ॥
কেশবভারতীগোসাঞি কহিল বচন—।
তুমি শুক প্রহ্লাদ কি—হেন লয় মন॥
এ বোল শুনিঞা পুন প্রভু বিশ্বম্ভর।
কান্দয়ে দ্বিগুণ ঝরে নয়নের জল॥
তবে পুন কহে ন্যাসী বিস্মিত হইয়া।
অনুমান করি মনে নিশ্চয় করিয়া॥
তুমি প্রভু ভগবান্—জানিল নিশ্চয়।
সর্ব্ব-লোক-প্রাণ তুমি—নাহিক সংশয়॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু করয়ে রোদন।
কতদিনে পাব আমি কৃষ্ণের চরণ॥
তোর কৃষ্ণে অনুরাগ অতি বড় হয়।
তে-কারণে যথাতথা দেখ কৃষ্ণময়॥

(১) 'খণ্ডিতে'।
(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"ধানশী রাগ॥
হরি বোল বোল বলি কান্দে মোর গোরা।
নয়ান বাহিয়া পড়ে প্রেম-ধারা॥"
(৩) 'সন্ন্যাসী যেন'

কতদিনে কৃষ্ণ মুঞি দেখিবারে পাব।
তোমার এমন বেশ কবে মোর হব॥
কৃষ্ণের উদ্দেশে মুঞি দেশেদেশে যাব।
কোথা গেলে প্রাণনাথ কৃষ্ণ মুঞি পাব॥
সন্ন্যাসির বেদ্য কথা কহি বিশ্বম্ভর।
দণ্ডবত হঞা প্রভু যান নিজঘর॥
শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু কহিল উত্তর—।
সন্ন্যাসিকে লঞা তুমি যাহ নিজঘর॥
প্রভুর বচন শুনি শ্রীবাস ঠাকুর॥
সন্ন্যাসী লইয়া ভিক্ষা দিলেন প্রচুর॥
ভিক্ষা করি সে-দিন রাখিয়া ন্যাসিবর।
যথাস্থানে প্রভাতে চলিলা যতীশ্বর॥
প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস প্রভুর নিকটে।
সন্ন্যাসিবিজয়-কথা কহে করপুটে॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু কাতর-অন্তর।
সন্ন্যাসিকে মনে করি (১) গেলা নিজঘর॥
ঘরে গিয়া মনেমনে অনুমান করে।
দঢ়াইলা—সন্ন্যাস করিব গোষ্ঠবি॥
ইঙ্গিত-আকারে তাহা বুঝিলা মুকুন্দ।
প্রভু রাখিবারে করে প্রকার-প্রবন্ধ॥
(আইলেন—যথা আছে সব ভক্তগণ।
কান্দিয়া কহিব সব ভক্তের চরণ॥)
শুনশুন সবজন আমার উত্তর।
সন্ন্যাস করিব এই প্রভু বিশ্বম্ভর॥
যাবত থাকয়ে—দেখ নয়ন ভরিয়া।
শ্রীমুখের কথা শুন শ্রবণ পুরিয়া॥
ছাড়িয়া যাইব প্রভু নিজগৃহবাস।
জননী ছাড়িব আর নিজ সব দাস॥
এ বোল শুনিঞা সভে ব্যথিত-হিয়ায়।
যুগান্ত করিয়া মনে চিন্তয়ে উপায়॥
(স্বতন্ত্র ঈশ্বর না রহিব কারু বশে।
ইহা বলি ভক্ত সব পড়িলা তরাসে॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে—ধূলায় ধূসর।
প্রাণনাথ আরে মোর প্রভু বিশ্বম্ভর॥
হা হা মহাপ্রভু কোথা যাইবে এড়িয়া।
মো-সভারে কলিসর্পে খাইবে ধরিয়া॥

কলিভয়ে তোর প্রভু লইনু শরণ।
তোর ভয়ে কলিসর্পে না লঙ্ঘে এখন॥)
হেনকালে আসি তথা প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীবাসপণ্ডিত দেখি কহিল উত্তর—॥
শুনশুন অহে দ্বিজ প্রিয় শ্রীনিবাস।
এক কথা কহি—যদি না পাও তরাস॥
প্রেম-উপার্জ্জনে আমি যাব দেশান্তর।
তো-সভারে আনি দিব—শুন দ্বিজবর॥
সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূরদেশ।
ধন-উপার্জ্জন লাগি করে নানাক্লেশ॥
আনিঞা বান্ধবগণে করয়ে পোষণ।
আমহ ঐছন আনি দিব প্রেমধন॥
এ বোল শুনিঞা কহে শ্রীবাসপণ্ডিত—।
তোমা না দেখিয়া প্রভু কি কাজ জীবিত॥
জীবিতশরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ।
দেহান্তরে করি তার শ্রাদ্ধ-তর্পণ॥
যে জায়ে—তাহারে তুমি দিও প্রেমধন।
তোমা না দেখিলে হবে সভার মরণ॥
মুকুন্দ কহয়ে—প্রভু পোড়য়ে শরীর।
অন্তর পোড়য়ে (১)—প্রাণ না হয় বাহির।
(মোর-সব অধম দুরন্ত দুরাচার।
তুমি শঠ খলমাত—বুঝিল বেভার॥
অচতুর গণ মোরা না বুঝিয়া তোরে।
শরণ লইনু সর্ব্ব (২) ছাড়িয়া সংসারে॥
ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়ি তোর পদ কৈলুঁ সারে।
পতিত করিয়া কেনে ছাড় মো-সভারে॥
পতিত-পাবন তুমি শাস্ত্রেতে জানিঞা।
শরণ লইনু সর্ব্বধর্ম্মেরে ছাড়িয়া॥
এখনে ছাড়িয়া যাহ মো-সভারে তুমি।
এ নহে উচিত প্রভু—নিবেদিল আমি॥
খলমাত না বুঝিয়া লইলুঁ শরণ।
বজর-অন্তর তোর হৃদয় কঠিন॥
বাহিরে কমল-রস সুগন্ধ পাইয়া।
অন্তরেহ এইমত— ছল মোর হিয়া॥
এখন জানিল—তোর কঠিন অন্তর।
বিষকুম্ভ—পয় যেন তাহার উপর॥
কাষ্ঠের মোদক যেন কর্পূর ছাইয়া।
গিলিতে না পারে যেন তাহা না বুঝিয়া॥
কুলবতী যেন কামে হঞা অচেতনে।
পিরিতি করয়ে পরপুরুষের সনে॥

(১) একখানি প্রাচীন পুঁথিতে,—
"এ বোল শুনিয়া প্রভু করয়ে রোদন"
হইতে সন্ন্যাসিবিজয়-কথা কহে করপুটে,
পর্য্যন্ত অংশ নাই; এবং তাহাতে 'মনে করি' পাঠের
পরিবর্ত্তে 'নমস্করি' পাঠ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(১) 'কাটয়ে'। (২) 'তোরে'।

ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়ি লোক করয়ে বেভারে।
কলঙ্কী করিয়া যেন ছাড়য়ে তাহারে॥
সে নারী অনাথ যেন হয় দুইকুলে।
সেইমত মো-সভারে করিবে আকুলে॥
তুমি দেশান্তরে যাবে—কি কাজ জীবনে।
সভাবে নিঠুর তুমি হৈলা কি কারণে॥
তিল এক তোর মুখ না দেখিলে মরি।
কান্দিতে-কান্দিতে কিছু কহয়ে মুরারি—॥
শুনশুন বিশ্বম্ভর গোর ভগবান।
অধম মুরারি বোলে—কর অবধান॥
রোপিলে অপূর্ব্ব বৃক্ষ অঙ্গুলি ধরিয়া।
বাঢাইলে দিবানিশি সিঞ্চিয়া কুড়িয়া॥
তিলে-তিলে রাখিলে-ঢাকিলে বহুযত্নে।
বান্ধিলে তরুর মূল দিয়া নানারত্নে॥
ফল ফুল-কালে গাছ ফেলাহ কাটিয়া।
মরিব আমরা-সব হৃদয় ফাটিয়া॥
নিরন্তর দিবানিশি আন নাহি জানি।
স্বপনেহ দেখিয়ে তব চাঁদমুখখানি॥
সংসারবাসনা মোর নিয়ত না হয়।
জগত-দুর্ল্লভ তব চরণের বায়॥
তুমি দেশান্তরে যাবে সভারে এড়িয়া।
খাইব সংসারব্যাঘ্রে সভারে ধরিয়া॥
দয়া করি নিদারুণ হৈলে কি কারণে।
ইহা বলি সভে মোর পাড়িলা চরণে॥
(অহে দীনবন্ধু প্রভু অনাথের নাথ।
পতিত-পাবন অহে তুমি জগন্নাথ॥
কেহো দন্তে তৃণ ধরি কাতর বচনে।
কেহো উর্দ্ধে বাহু তুলি ডাকে ঘনেঘনে॥)
প্রভু কহে—তোমরা আমার নিজদাস।
তো-সভারে কহি শুন আপন বিশ্বাস॥
কহিতে আরম্ভ মাত্র—গদগদ স্বর।
অরুণ-কমল আঁখি করে ছলছল (১)॥
সকরুণ-কণ্ঠে আধ-আধ বাণী কহে।
সম্বরিতে নারে ক্ষণে নিশবদে রহে॥
আমার বিচ্ছেদভয়ে তোমরা কাতর।
মোর কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল কলেবর॥
আত্মসুখ লাগি তোরা মোরে দেহ দুখ।
কেমন পিরীতি কর মোরে তোরা লোক॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর পোড়য়ে অন্তর।
দগধ ইন্দ্রিয়—দেহে যেন মহাজ্বর॥

(১) 'ঝরঝর'।

অগ্নি (১) হেন লাগে মোর সে-হেন জননী।
বিষ মিশাইল যেন তো-সভার বাণী॥
কৃষ্ণ-বিনু জীবন—জীবনে নাহি লেখি।
কি কাজ এ ছার জীবে (২)—যেন পশু পাখী॥
মড়ার যে-হেন সর্ব্ব অবয়ব আছে।
জীবকে (৩) জীয়ায় যেন লতা পাতা গাছে॥
কৃষ্ণ-বিনু ধর্ম্মকর্ম্ম, দ্বিজ—বেদহীন।
পতি-বিনু যুবতী যেন, জল-বিনু মীন॥
ধনহীন গৃহারম্ভে কিছু নাহি কাজ।
বিদ্যাহীন বৈসে যেন বিদ্বান্ (৪) সমাজ॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর ধক্‌ধক্ প্রাণ।
আর যত বোল—তাহ না সান্ধায়ে কাণ॥
ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দেশে (৫) দেশে।
যথা গেলে পাঙ প্রাণনাথের উদ্দেশে॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া।
নিজ-অঙ্গ-উপবীত ফেলাল ছিড়িয়া॥
কৃষ্ণকৃষ্ণ বলি ডাকে অতি আর্ত্তনাদে।
সকরুণ-স্বরে 'প্রাণনাথ' বলি কান্দে॥ (৬)

বিভাস রাগ। তর্জ্জাবন্ধ॥

(না হারে আরে হয়॥ দিশা॥)

শুন সবজন, সংসার দারুণ,
সংশয় করিল মোরে।
বিষম বিষয়, যেন বিষময়,
শুণিতে অন্তর পোড়ে॥
যতেন্দ্রিয়গণ, (৭) বলিয়ে আপন,
বাসনা না ছাড়ে কেহো।
নিত্যই নূতন, করাই ভোজন,
তভু না লেউটে সেহো॥
লোভ মোহ কাম, কেহো নহে ন্যূন,
মদ অভিমান ক্রোধে।
চিত চুরি করি, আছয়ে সন্ধি,
তিলেক নাহি প্রবোধে॥
বাহিরে বান্ধয়ে, ভ্রমাই (৮) মায়ামে,
আশ্রম এ জাতি কুলে।

(১) 'আগি'। (২) 'প্রাণে'।
(৩) 'জাবারে' বা জীবাকে'।
(৪) 'বিদ্যার'। (৫) 'দূর'।
(৬) 'সকরুণ স্বরে প্রাণনাথ বলি কাঁদে।
লাগিল গলায় মোর কৃষ্ণ-প্রেম-ফাঁদে॥"
(৭) 'যে ইন্দ্রিয়গণ'। (৮) 'ভোলায়'

কৃষ্ণ পাশরিয়া, বুলয়ে ভ্রমিয়া,
পাপ দুর্ব্বাসনা মূলে ॥
জগতে যতেক, দেখ অপরূপ,
কৃষ্ণ-আবরক সভে।
তবহুঁ যতন (১), মানুষ-জনম,
শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়ে যবে ॥
মানুষ-জনম, দুর্লভ জানিয়ে,
কৃষ্ণ ভজিবার তরে।
হেন দেহ পাঞা, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া,
মরিয়ে মিছা-সংসারে ॥
শুন সবজন, কাঁহলুঁ মরম (২),
আশীর্ব্বাদ কর মেরে।
কৃষ্ণে রতি হউ, এ দুঃখ পালাউ,
এ বর মাগোঁ সভাকারে ॥
কৃষ্ণের চরিত, গাও অবিরত,
বদনে লাগয়ে সাধে।
শ্রীমুখকমলে, নয়ান-যুগলে,
হিয়া বান্ধ' হরিপদে ॥
কি কহিব হিয়া, কৃষ্ণ না দেখিয়া (৩)
মরমে বিরহজ্বালা।
সংসারসাগরে, পড়িয়া (৪) পাথারে,
চিত বিয়াকুল ভেলা ॥
সে-ই পিতা মাতা, সে-ই সে দেবতা,
সে-ই গুরু বন্ধু-জনে।
সে-ই সে শুনায়ে, কৃষ্ণ কথা কহে,
ভজায়ে কৃষ্ণ-চরণে ॥
তোমরা বান্ধব, পরমবৈষ্ণব,
দয়া না-ছাড়িহ চিতে।
সন্ন্যাস করিব, প্রেম বিথারিব,
সব তোসভার হিতে ॥
এতেক উত্তর, কাঁহ বিশ্বম্ভর,
ভূমে গড়াগড় বুলি।
এ ধূলিধূসর, গৌরকলেবর,
লোটায়ে মুকুল-চুলি ॥
হরি হরি বোল, ডাকে উতরোল,
সঘন নিশ্বাস নাসা।
অঙ্গের পুলক, আপাদমস্তক,
গদগদ আধ ভাষা ॥

খনএ রোদন, খনএ বেদন,
খনে চমকিত চাহে।
খনে হাপ-ঝাপ, কলেবরকাঁপ,
খনে উঠে কৃষ্ণবিরহে ॥
(ক্ষণে উতরলী, বৃন্দাবন বলি,
ক্ষণে রাধা বলি ডাকে।
মালসাট মারি, বোলে হরিহরি,
ক্ষণে হাথ মারে বুকে ॥)
দেখি সবজন, গুণে' মনেমন,
অন্তর-কাতর (১) হঞা।
কি বলিব আরে, দুখের পাথারে,
পড়িল যেহেন গিয়া ॥
কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি,
স্বতন্ত্র তুমি সর্ব্বথা।
লোক বুঝাবারে, করুণা প্রচারে,
ভাবহ বিরহ-বেথা ॥
তুমি যে করিবে, নিজ-মন-সুখে,
তাহে কি বলিব (২) আনে।
তুমি সব জান, যে কর বিধা,
কি হয়ে (৩) জীব-পরাণে ॥
মোরা-সব জীব, না জানি কি হব,
কীট-পিপীলিকা হেন।
তুমি দয়াসিন্ধু, সব-লোক-বন্ধু,
বুঝিয়া করহ যেন ॥
এ বোল শুনিঞা, সে পঁহু হাসিয়া,
সভারে করিলা কোলে।
প্রেম প্রকাশিয়া, সভা সম্বোধিয়া(৪),
প্রবোধবচনে বোলে ॥
শুন সবজন, কাঁহয়ে (৫) বচন,
সন্দেহ না কর কেহো।
যথা-তথা যাই, তো-সভার ঠাঁই,
আছয়ে জানিহ এহো ॥
তবে বিশ্বম্ভর, গেলা নিজ ঘর,
সভারে বিদায় দিয়া।
সন্ন্যাস হৃদয়ে, সকল (৬) করয়ে,
জননী না জানে ইহা ॥

---

(১) 'যতন'। (২) 'বচন'।
(৩) 'শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া'। (৪) 'আনল'।

(১) 'চিন্তিত'। (২) 'কবিব'।
(৩) 'করে' বা 'হব'।
(৪) 'সম্ভোষিয়া'। (৫) 'প্রবোধ' বা অ ন্যার।
(৬) 'আপরে যতেক'।

শচীর অন্তরে, ধক্ধক্ করে,
সোয়াথ না পায় চিতে।
লোচন বোলে হেন, প্রেমার সাগর, (১)
কেমনে চাহে ছাড়িতে॥

আহিরী রাগ। দিশা॥

আরে পুত্র না ছাড়িহ মোরে।
তোমা বিনে কেহো নাঞি এ তিন সংসারে॥ (২)
এই মনে অনুমানে জানাজানি কথা।
সন্ন্যাস করিবে পুত্র শুনে শচীমাতা॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক-উপর।
অচেতন হৈলা শচী মূর্চ্ছিত-অন্তর॥
উন্মতী পাগল' শচী বেড়ায় চৌদিগে।
যারে দেখে তারে পুছে সব নবদ্বীপে॥
নিশ্চয় জানিল—পুত্র করিব সন্ন্যাস।
বিশ্বম্ভরের কাছে গিয়া ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
তুমি মাত্র পুত্র মোর আঁধোলের (৩) আঁখি।
তোরে না দেখিলে অন্ধকারময় দেখি॥
লোকমুখে শুনি বাপু করিবে সন্ন্যাস।
মোর মুণ্ডে ভাঙ্গি যেন পড়িল আকাশ॥
একাকিনী অনাথিনী—আর কেহো নাহি।
সকল পাশরি এক তোমার মুখ চাহি॥
নয়নের তারা মোর কুলের প্রদীপ।
তোমা পুত্র 'ভাগ্যবতী' বোলে নবদ্বীপ।
না ঘুচিহ আরে পুত্র মোর অহঙ্কার।
তুমি না থাকিলে (৪) লোকে হব ছারখার॥
ভাগ্য কার মানে লোক (৫) দেখে মোর মুখ।
এখন আমারে দেখি হৈল বিমুখ॥
তুমি হেন পুত্র মোর এ সংসারে ধন্য।
তোমা না দেখিলে মোর সকলি অরণ্য॥
দুখ দিয়া (৬) অভাগীরে ছাড়ি যাবে তুমি।
গঙ্গায় প্রবেশ করি মরি যাব আমি॥
এহেন কোমল-পায়ে কেমনে হাঁটিবে।
ক্ষুধা য় তৃষায় অন্ন কাহারে মাগিবে॥
ননীর পুতলী তনু—রৌদ্রেতে মিলায়।
কেমনে সহিব ইহা এ দুখিনা মায়॥

(হাপুতির পুত মোর সোণার নিমাই।
আমার ছাড়িয়া তুমি যাবে কোন্ ঠাঁই॥)
বিষ খাঞা মরিব সে তোর বিদ্যমানে।
তোমার সন্ন্যাস যেন না শুনিয়ে কাণে॥
আমারে মারিয়া বাপু যাইবে বিদেশে।
আগুনি জালিয়া তাথে করিব প্রবেশ॥
সর্ব্বজীবে দয়া তোর—মোরে অকরুণ (১)।
না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ॥
রূপে গুণে শীলে পুত্র ত্রিজগতধন্য।
কামিনীমোহন কেশ—কেশের লাবণ্য॥
স্কন্ধাবলম্বিত কেশে মালতী বাঁধিয়া (৩)।
জুড়ায় পরাণ মোর (৪) সে বেশ দেখিয়া॥
বয়স্যবেষ্টিত তুমি (৫) চলি যাহ পথে।
দেখিয় জুড়ায় হিয়া—পুথি বামহাথে॥
কেমনে ছাড়িবা বাপু (৬) নিজসঙ্গিগণ।
না করিবে তা-সভা-সহিত সঙ্কীর্ত্তন॥
সেহেন সুন্দর বেশে না নাচিবে আর।
যাহা দেখি মোহ পায় সকল সংসার॥
কেমনে না জীবে তার নিজপ্রিয়জন।
সভারে মারিয়া তার সন্ন্যাসকরণ॥
আগে মরিব আমি, তবে বিষ্ণুপ্রিয়া।
মরিবে ভক্ত সব বুক বিদরিয়া॥
মুরারি কুমুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস।
অদ্বৈত-আচার্য্য-আদি (৭) আর হরিদাস॥ (৮)
মরিবে সকল লোক না দেখিয়া তোমা।
এ সব দেখিয়া বাপু চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
পিতৃহীন পুত্র তুমি—দিল দুই বিভা।
অপত্য সন্ততি কিছু না দেখিল ইহা॥
তরুণ-বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
গৃহস্থ-আশ্রমে থাকি সাধ' সব কর্ম্ম॥
(কাম ক্রোধ লোভ মোহ যৌবনে প্রবল।
সন্ন্যাস কেমনে তোর হইবে সফল॥

---

(১) 'এ লোচন বোলে, প্রেমার সাগর'।
(২) 'কার বোলে আমার নিমাই হইবে সন্ন্যাসী।
তোমা না দেখিলে মরব জবন নৈরাশী॥'
(৩) 'এ দেহের' বা 'দেহে এক'।
(৪) 'তোমা না দেখিলে'। (৫) "যে বা জন'। (৬) 'ভাগী'।

(১) 'নিদ'রুণ'।
(২) 'সুদ লম্বিত'। (৩) গাঁথিয়া' বা 'বেড়িয়া'।
(৪) 'দেখিয় জুড়ায় হিয়া', 'জুড়ায় পরাণ পোএরা',
বা 'জুড়ায় নয়ান মোর'। (৫) 'শিশুতে বেষ্টিত হবে'।
(৬) 'বা জীবে তোর'।
(৭) 'গদাধর সাক্ষি'।
(৮) 'অতপর একখানি হস্তলিখিত পুথি ও মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"গদাধর নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
বাসুদেব দাস বক্রেশ্বর শ্রীরাম॥"

মনের নিবৃত্তি কলিকালে নাহি হয়।
মনের চাঞ্চল্যে সন্ন্যাসের ধর্ম্মক্ষয় ॥
গৃহিজন মনঃপাপে নাহি হয় বদ্ধ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম যায় মনোজসম্বন্ধ (১) ॥)
এতেক বচন যদি শচীদেবী কৈল।
শুনিঞা প্রবোধবাণী মায়েরে কহিল ॥ (২)
(নরহরি-পাদপদ্ম শিরের ভূষণ।
গৌরাঙ্গচরিত কহে এ দাস লোচন ॥)

—•—

(১) 'মনজে অশুদ্ধ' (?)।
(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"যথা রাগ।
চান্দমুখের বচন অমিয়া।
রূপ গঢ়ল কেমন বিধি ধৈরজ ধরিয়া ॥ ধ্রু ॥
ধ্রুবেরে বৈষ্ণব কৈল ধ্রুবের জননী।
কহিয়ে সে রস শুন অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
তথাহি—
ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং নচ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥
শুন মাতা ধ্রুবকথা একমনচিত্তে।
অতি উচ্চ পদ ধ্রুব পাইল যেনমতে ॥
ব্রহ্মার মানসপুত্র স্বায়ম্ভুব মনু।
মহাতেজ পরাক্রম যেন ব্রহ্মতনু ॥
তার দুই পুত্র—প্রিয়ব্রত উত্তানপাদ।
দুহে মহারাজা হৈল ব্রহ্মার প্রসাদ ॥
উত্তানপাদ মহারাজা দুই বিভা কবি।
সুরুচি সুনীতি নামে দুই ত সুন্দরী ॥
উত্তমাদি সাত পুত্র সুরুচির হৈল।
সুনীতির গর্ভে মাত্র ধ্রুবের জন্ম হৈল ॥
স্বামিতে সৌভাগ্য হৈল উত্তমের মাতা।
ধ্রুবের জননী হৈল স্বামিতে দুর্ভগা ॥
পাটমহারাণী হৈল সুরুচি সুন্দরী।
ধ্রুবের জননী গিয়া-তার সেবা করি ॥
ধ্রুবের মায়ের দুঃখ কহনে না যায়।
সে দুঃখের পাথর আসে সমুদ্র শুথায় ॥
খাঁকোড়ি-চাউলের অন্ন আলোণা ব্যঞ্জন।
ধ্রুবের মায়েরে দেয় করিতে ভোজন ॥
পাঁচ-বৎসর যখন ধ্রুবের বয়স।
দুঃখী হঞা ধ্রুবের মাতা পায় নানা ক্লেশ ॥
একদিন সুরুচি-সহিত মহারাজ।
নানারঙ্গে আছে উচ্চ সিংহাসন মাঝ ॥
উত্তমাদি সাত ভাই মা-বাপের সঙ্গে।
রত্নময়-সিংহাসনে আছেন নানারঙ্গে ॥
পাঁচ-বৎসরে ধ্রুব শিশুগণসঙ্গে।
ধূলায় ধূসর খেলা খেলায় নানারঙ্গে ॥
বাপের কোলে দেখিলে ভাই সাতজনে।
তা দেখিয়া উঠে ধ্রুব রত্নসিংহাসনে ॥
সিংহাসনে উঠিয়া বাপের কোলে যাইতে।
ধ্রুবের সতাই ঠেলি পেলিলেন ভূমিতে ॥
ভূমিতে পড়িয়া ধ্রুব কান্দিতে লাগিল।
স্ত্রীর বশ হঞা রাজা কিছু না বলিল ॥
ভূমিতে পড়িয়া ধ্রুব কান্দে অভিমানে।
মা দুর্ভগা বাপের, ইহা নাহি জানে ॥
ধ্রুবের সতাই বোলে—কান্দ অকারণে।
দাসীর পুত্র হঞা উঠ—রত্নসিংহাসনে ॥
জন্মেজন্মে তোমার মা কৃষ্ণ নাহি ভজে।
রত্নময় সিংহাসনে উঠ কোন্ লাজে ॥
অভাগীর পুত্র তোর মা অবৈষ্ণবী।
রত্নসিংহাসনে কোথা বসিবারে পাবি ॥
এতেক কহিল যদি ধ্রুবের সতাই।
কান্দিতে কান্দিতে ধ্রুব গেল মায়ের ঠাঞি।
মাএরে কহিল—মোরে সতাই মারিল।
সিংহাসন হৈতে মোরে ঠেলিয়া পেলিল ॥
সতাই বোলে—তোর মা কৃষ্ণ নাহি ভজে।
রত্নময়-সিংহাসনে বৈস কোন্ লাজে ॥
আর এক অদভুত আওয়ায় বাসি।
এতকাল নাহি জানি—তুমি তার দাসী ॥
এ বোল শুনিঞা কান্দে ধ্রুবের জননী।
কৃষ্ণ নাহি ভজি বাপু মুঞি অভাগিনী।
জনমে-জনমে আমি কৃষ্ণ নাহি ভাবি।
কৃষ্ণের সেবক আমি তাহা নাহি সেবি ॥
না কান্দ না কান্দ বাছা দুর্ভগার বেটা
দাসীপুত্র বলিয়া সতাই দিলে খোঁটা ॥
ধ্রুব কান্দি মাএ বোলে প্রবোধবচন।
গোরাগুণ গায় সুখে এ দাস লোচন ॥

—•—

সিন্ধুড়া।
অভাগীর উদরে পুত্র, জন্ম হৈল তোর ধ্রুব,
কৃষ্ণসেবা নাহি করি আমি।
বাপের দুলাল নহ, সিংহাসনে চড়িতে চাহ,
হতভাগা না জন্মিলে তুমি ॥
না কান্দ না কান্দ ধ্রুব, তোরে কহি অনুভব,
শুনশুন আমার বচন।
তোমার সতাই পূর্ব্বে, কৃষ্ণ আরাধিয়াছিল,
সৌভাগ্য হইল তেকারণ ॥
কৃষ্ণের চরণ ভজে, সিংহাসন কিসে লাগে,
যাহা চাহ তাহা তুমি পাবে।
মিছা অভিমান তেজ, কৃষ্ণের চরণ ভজ,
অনায়াসে সব তুমি পাবে ॥
তুমি হেন মোর বেটা, সতার জুরে খোঁটা,
কেমনে চড়িবে বাপের কোলে।

আমি জন্ম অভাগিনী, এ বোল শুনিয়া ধ্রুবী,
ভাসিতে লাগিল অশ্রুজলে ॥
আরে ধ্রুব শুনশুন আমার বচন।
তোর দুঃখবিমোচন, করিতে না পারে আন,
বিনে এক কমললোচন ॥
ব্রহ্মা-আদি দেব যত, কৃষ্ণসেবা করি কত,
উচ্চপদ লৈল স্বর্গভূমি।
তুমি যদি কৃষ্ণভক্ত, সিংহাসন কোন্ পদ,
ত্রৈলোক্যপূজিত হবে তুমি ॥
মাএর বচন শুনি, ধ্রুব মনে মনে গুণি,
কোথা পাব কৃষ্ণের উদ্দেশ।
মধুবনে কৃষ্ণ পাবে, তথারে কেমনে যাবে,
তোরে আমি করি উপদেশ ॥
উত্তানপাদের পুত্র, যদি হও তোর সুত,
সেই সিংহাসন যদি পাও।
তবে ধ্রুবনাম ধরো, তোমাকে সৌভাগ্য করো,
সেই সিংহাসন যদি লেও ॥
মায়ের চরণধূলি, শিরেতে ভূষণ করি,
শুভক্ষণে যাত্রা করি চড়ে।
শ্রীকৃষ্ণচরণ ধ্যান, মনে করি অনুমান,
স্বর্গে দেবতা হাহাকার পড়ে ॥

সুহই রাগ।

তুমি মোরে কহ উপদেশ।
কোথা গেলে পাব শ্যামবন্ধুর উদ্দেশ ॥ ধ্রু।
আর অপরূপ কথা শুন সর্বজন।
প্রভু বোলেন—শচীমাতা করেন শ্রবণ ॥
মায়ের চরণধূলি শিরেতে বন্দিয়া।
মায়েরে প্রবোধ দেন কান্দিয়া-কান্দিয়া ॥
চলিলেন মধুবন ধ্রুবমহাশয়।
কৃষ্ণভক্তি উচ্চপদ করিঞা হৃদয় ॥
পথশ্রমে ধ্রুব যদি ক্ষুধায় পীড়িত।
মধুময় পাকা ফল পায় আচম্বিত ॥
তৃষ্ণায় পীড়িত হঞা ধ্রুব চলি যায়।
সুবাসিত গন্ধ জল পথমধ্যে পায় ॥
দেখি সব দেবগণে লাগে চমৎকার।
না জানি এই ধ্রুব কার লবে অধিকার ॥
পথে যাইতে নারদ ধ্রুবের লাগি পাইলা।
মধুরবচনে কিছু কহিতে লাগিলা ॥
খেলার সময় তুমি রাজার নন্দন।
মান-অভিমান চিত্তে কর অকারণ ॥
এখন বন যাবরে তোমারে নহে বিধি।
বৃদ্ধকালে ভজিহ গোবিন্দ গুণনিধি ॥
ধ্রুব বোলে—বৃদ্ধকালে কৃষ্ণ সেবো যদি।
যুবাকালে মরিলে কেমন তার বিধি ॥
ইহা শুনি মহামুনি হরষিত হৈলা।
দ্বাদশ অক্ষর-মন্ত্র ধ্রুবেরে কহিলা।

পূর্বে কৃষ্ণ না ভজিয়া পাইল এত দুখ।
সতাইর বাক্যবাণে বিন্ধ হৈল বুক ॥
তুমি বড় দয়াবান্—মুঞি অভাগিয়া।
দুঃখ দূর কর কৃষ্ণ-উপদেশ দিয়া ॥
হেন পদ লৈব কৃষ্ণ-সেবার প্রভাবে।
যাহা নাহি পায় মোর বাপ বড়বাপে ॥
মধুবন যাহ ধ্রুব কালিন্দীর তীরে।
সুস্থির আসন করি বসি রহ স্থিরে ॥
বীজমন্ত্র সদা তুমি করহ সহায়।
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥
এই মন্ত্র সদা তুমি করিহ জপ।
সাতদিবসের মাঝে পাবে অনুভব ॥
দীক্ষা-শিক্ষা পাঞা ধ্রুব হরিষ হইলা।
প্রণাম করিয়া বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥
কথোকদিবসে আসি মধুবন পাইল।
কল্পতরু বৃক্ষ দেখি অবিজ্ঞা ছাড়িল ॥
উত্তানপাদের বেটা মধুবন পায়।
আনন্দে গোবিন্দদাস গোরাগুণ গায় ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

হৃদএ মহাশয় গোবিন্দচরণে শরণ লৈব।
ও রাঙ্গাচরণের অনেক মাধুরী এবে সে জানিলুঁ ॥ ধ্রু

মধুবন দেখি ধ্রুবের আনন্দ বাঢ়িল।
তীর্থ-উপবাস করি রজনী বঞ্চিল ॥
প্রাতঃস্নান করি ধ্রুব মন্ত্রজপ করে।
না পাইল ক্ষুধাতৃষ্ণা—ভাসে অশ্রুজলে।
পাঁচ সাত-দিনে এক-বদরি-ভক্ষণ।
পক্ষান্তরে জলবিন্দু তুলসী-অর্পণ ॥
একান্ত ত্রিশ ত্রিশ কাল উপবাসে।
পারণা আহার ধ্রুব করে একমাসে ॥
ঊর্দ্ধবাহু করপুটে একপায়ে ভর।
মন্ত্র জাপ করে ধ্রুব দ্বাদশ-অক্ষর ॥
কালিন্দীর জলে ঊর্দ্ধ চরণ যুগলে।
গ্রীষ্মকালে তপ করে চারিদিগে অগ্নি জ্বলে ॥
শীতকালে কালিন্দীর জলে পড়ি রহে।
বর্ষাতে মস্তকেতে তাতে এত দুঃখ সহে ॥
ভাবিতে-ভাবিতে ধ্রুবের লাগিল সমাধি।
ত্রিভঙ্গ রহিলা কৃষ্ণদর্শন অবধি ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে লাগে চমৎকার।
না জানিএ ধ্রুব কার লবে অধিকার ॥
ব্রহ্মা বোলে—পাছে লয় মোর অধিকার।
ব্রহ্মপদ লবে ধ্রুব জানি প্রতিকার ॥
পূর্ব বরুণ বোলে—মোর পদ লবে।
কৃষ্ণ দিবেন ইহা জানি অনুভবে ॥
ইন্দ্র বোলেন—ধ্রুব মোর পদ লবে।
শুভক্ষণে কৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করি দিবে ॥
ইন্দ্র বোলে—মোর পদ সভার অভিলাষ।
মোর পদ লবে ধ্রুব করিয়া উল্লাস ॥

সর্ব্বদেবগণে বোলে উচ্চাসনে আমি।
মোর পদ লবে ধ্রুব বড় পরিশ্রমী॥
ধ্রুবের উৎকট তপ ভঙ্গ করিবারে।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণে নানা যুক্তি করে॥
ত্রিভঙ্গে আছেন ধ্রুব একমনচিত্তে।
ইন্দ্র-আদি লঞা ব্রহ্মা গেলা পরীক্ষিতে॥
ধ্রুবের কর্ণমূলে কেহো ডাকে উচ্চ রোলে—।
মরিতে আইল ধ্রুব মরিবার তরে॥
আর কেহো বোলে—ধ্রুব মৈল তোর বাপ।
কেহো বোলে—আরে ধ্রুব যায় কালসাপ॥
আর কেহো বোলে—ধ্রুব মৈল তোর মা।
কেহো বোলে—ধ্রুব ঝাট পলাইয়া যা॥
আর কেহো বোলে—ধ্রুব দাবাগ্নি আইল।
কেহো বোলে—অহো ধ্রুব মইল মইল।
ইন্দ্র হস্তী লঞা ধ্রুবের বুকে দিল দাঁত।
শুণ্ডে বেড়াইয়া আনে ধ্রুবের গাঁত॥
বায়ু অজাগর হঞা ধ্রুবেরে গিলিল।
সূর্য্য ব্যাঘ্র-রূপ ধরি ধ্রুবের রক্ত পিল॥
নাগ-পাশে বান্ধি ধ্রুবে আনলে পেলিল।
চন্দ্র ডুবাইল ধ্রুবে কালিন্দীর জল।
জিহ্বায় কৃষ্ণের নাম স্ফুরিল যাহার।
কে টিসর্পদংশনে কি করিব তাহার॥
ত্রিভঙ্গ-ধেয়ান কেহ ভাঙ্গিতে নারিল।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ গেল পলাইয়া॥
একমনে ভাবে ধ্রুব প্রভুর চরণ।
আনন্দে গাইল গুণ এ দাস লোচন।

যথা রাগ।

রাঙাচরণে শরণ লইনু গোপাল এ দীনদয়াল। ধ্রু।

তোমার নাম পতিতপাবন।
জয় রে জয় রে জয় অধমতারণ॥
আর অপরূপ কথা শুন সর্ব্বজন।
নারদ কৃষ্ণের কিছু কহিব বচন॥
বৈকুণ্ঠে কমলা-সনে রত্নসিংহাসনে।
নারদের বীণাগীত শুনে তিনজনে॥
ঈষত হাসিয়া কৃষ্ণ নারদেরে কহে—।
আজি কেনে বীণাগীতে মন নাহি রহে॥
নারদ বোলেন—শুন কমললোচন।
যে কারণে বীণাগীতে নাহি রহে মন॥
তোমার ভকতে মন হরি নিল মোর।
মনের দরিদ্র নাথ তুমি সর্ব্বকাল।
নারদের বোল শুনি কমললোচন।
কহ মোরে কোন্ ভক্ত করেন স্মরণ।
উত্তানপাদের বেটা বড় মহামতি।
স্বামীতে দুর্ভগা তার মাতা ত ( ) ত।
ধ্রুবের সতাই তার নাম সুরুচি।
স্বামিসঙ্গে নাম রঙ্গে সিংহাসনে॥
উত্তমাদি সাত ভাই মা-বাপের সঙ্গে।
রত্নসিংহাসনে বসি হাসে খেলে রঙ্গে॥
বাপের কোলে দেখিলেন ভাই সাতজনে।
তা দেখিয়া উঠে ধ্রুব রত্নসিংহাসনে॥
সিংহাসনে উঠিয়া বাপের কোলে যাইতে।
ধ্রুবের সতাই ঠেলি পেলিল ভূমিতে॥
ভূমিতে পড়িয়া ধ্রুব কান্দিতে লাগিল।
স্ত্রীর বশ হঞা রাজা কিছু না বলিল॥
সতাইর বোলে ধ্রুব পড়িল সঙ্কটে।
মধুবনে তপ করে কালিন্দীনিকটে॥
নারদের বোল শুনি কমললোচন।
ঈষৎ হাসিয়া বোলে মধুর বচন—॥
অদীক্ষিতজনে আমি কৃপা নাহি করি।
অদীক্ষিতজনের অপরাধ নাহি ধরি॥
আমারে ভাবিবে যেবা প্রতিজ্ঞা করিয়া।
মধুবনে তপ করে মাতা পিতা ছাড়িয়া॥
বৈষ্ণবীর গর্ভে কভো অবৈষ্ণব নহে।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী হৈলে সব দুঃখ সহে॥
বৈষ্ণবপ্রতিজ্ঞা আমি অবশ্য করিব।
যেই বর চাহে ধ্রুব সে-ই বর দিব॥
প্রেমভক্তিডোরে বান্ধিয়াছে ভক্তজন।
না পারি বহিতে ভক্তি বান্ধি (?) ভক্তজন।
না পারি বহিতে ভক্ত করিলে স্মরণ॥

* * * * *

নারদ বোলেন—ধ্রুব অদীক্ষিত নহে।
তুমি কৃপা কর গিয়া দাবানলে দহে॥
নারদের মুখে শুনি কমললোচন।
গরুড়ে চড়িয়া আইলা সেই মধুবন॥
ধ্রুবে কহিল কৃষ্ণ ঈষত হাসিয়া—।
বর দিতে আইলাঙ তোমায় বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া॥
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা শুনি আনন্দ বাড়িল।
ধ্যান ভাঙ্গি যোড়হস্তে সম্মুখে রহিল॥
ধ্রুব বোলে—মহাপ্রভু কি বর মাগিব।
মোরে কৃপা কর—তোমার মহিমা বাড়িব॥
প্রভু বোলে—তোমার কার্য্য অবশ্য করিব।
যেই পদ চাহ তুমি সে-ই পদ দিব॥
সংপ্রতি কহ কেনে আইলা মধুবনে।
সতমাএ বসিতে না দিল সিংহাসনে॥
বড় উচ্চপদ যদি তোরে নাহি দিব।
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম কেমনে ধরিব॥
ধ্রুব বোলে—উচ্চপদ তৃণ হেন বাসি।
তোমার ভক্ত নহিলে সব ভস্মরাশি॥
কৃষ্ণ বোলে— ধ্রুব সিংহাসন দিব আমি।
ত্রিজগতে উচ্চপদ থাক গিয়া তুমি॥
উত্তানপাদের বেটা তুমি হবে রাজা।
আমার মহিমা গাবে তোমার সব প্রজা॥
সভার উপরে ঋষি বাস স্থান মণ্ডল (?)।
ধ্রুবলোক বলে যেন কহিল সকল॥

এই বর দিয়া কৃষ্ণ হইলা অন্তর্দ্ধান।
বিশ্বকর্ম্মা ধ্রুবলোক করিল নির্ম্মাণ॥
এই বর পাঞা ধ্রুব করিলা গমন।
গোরাগুণ গায় সুখে এ দাস লোচন॥

যথা রাগ।

আইস রে প্রাণের গৌর গোপাল॥ ধ্রু॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা শুনি ধ্রুব দেশেরে চলিল।
এথা সে উত্তানপাদের বৈরাগ্য বাড়িল॥
ধ্রুবের সভাই কান্দে—ধ্রুব কোথা গেল।
মুঞি অভাগিনী পুত্রে ঠেলিঞা পেলিল॥
রাজা বোলে—ছিল মোর পুত্রবধ লেখা।
কতদিনে হব আর ধ্রুব-সনে দেখা॥
রাজা বোলে—ধ্রুবের মা তুমি পাটরাণী।
আজি হৈতে তোমার দাসী সকল সতিনী॥
পুত্র না দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া।
ভূমিতে পড়িয়া আছে মূরছিত হঞা॥
হেনকালে নারদ দেখিয়া আচম্বিত।
উঠিলেন মহারাজ অন্তরে চিন্তিত॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল আসন বসিতে।
আপন অন্তরকথা লাগিল কহিতে—॥
পাঁচবচ্ছরের এক বালক আমার ছিল।
না জানিএ সে বালক কোথাকারে গেল॥
নারদ বোলেন—ধ্রুবের অনেক সঙ্কট।
কৃষ্ণভক্তি পাঞা আইল দেশের নিকট॥

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
স্বর্গে স্থিতাস্তত্র পিতরোঽপি ধন্যা
ধন্যাঃ সুতো বৈষ্ণবনাম লোকে॥
যস্যাস্তি বৈষ্ণবঃ পুত্রঃ পুত্রিণী সা বিধীয়তে।
অবৈষ্ণবশতপুত্র-জননী শূকরী-সমা॥

যার বংশে বৈষ্ণব হএ একজনে।
পিতৃমাতৃশ্বশুর কুল উদ্ধারণে।
শ্রীকৃষ্ণ ভজি আইল তোমার বালক।
জানিয়া সে বংশে তোমার ধ্রুব তিলক॥
নারদের বোলে রাজা হরিষ মনোরথে।
চুয়া-চন্দনের ছড়া দিল রাজপথে॥
ধান্য দধি মঙ্গল দূর্ব্বা কুঙ্কুম কস্তুরি।
সুগন্ধ পুষ্প উজ্জ্বল দীপ জ্বলে সারাসারি॥
হাতা উদিশে রাজা অনুব্রজী ধায়॥
কথোদূরে গিয়া তবে ধ্রুবের লাগি পায়॥
ধ্রুবেরে দেখিঞা রাজা প্রাণ পাইল বোলে।
লক্ষলক্ষ চুম্ব দিয়া পুত্র কৈল কোলে॥
ধ্রুবেরে আনিঞা পুন সত্তে কৈল রাজা।
হাতে-হাতে সমর্পিল পাত্র আর প্রজা॥
ধ্রুবের তরে রাজ্য-দিঞা রাজা গেল বনে।
কথো দিন রাজ্য কৈল আনন্দিতমনে।
বলে দাপে নানাদেশ নিল একে-একে।
চল্লিশবৎসর রাজ্য কৈল নিষ্কণ্টকে॥
দেব-গন্ধর্ব্ব-মধ্যে নানা বিক্রম করি।
মাকে সঙ্গে লঞা ধ্রুব গেলা ধ্রুবপুরী॥
শচী বোলে—আমিহ যাইব তোমার সঙ্গে।
থাকিব তোমার সঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে॥
তুমি হেন সোণার পুত্র যাবে মুড় মুড়ি।
মুঞি মুণ্ড মুড়াইয়া হইমু নাড়ি॥
রক্তবস্ত্র পরিব—কুণ্ডল দিমু কাণে।
যোগিনী হইয়া আমি যাব তোমার সনে॥
মাএর বচনে প্রভু অস্তব্যস্ত হৈলা।
কি দিব প্রবোধ বলি চিন্তিতে লাগিলা॥
সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শচীর নন্দন।
মাএরে প্রবোধ করে এ দাস লোচন॥"

(বরাড়ি রাগ। দিশা॥

হেন অদভুত কথা শ্রবণ-মঙ্গল নাম রে।
শুন গোরা-গুণ-গাথা শচীর দুলাল চাঁদ রে (১)॥ধ্রু॥)
অস্তব্যস্ত নহ—শুন আমার (২) বচন।
মিছা-কাজে দুখ চিত্তে কর কি কারণ (৩)॥
বারেবারে কহি তোরে—নাহি অবধানে।
মিছা কর (৪) লোহ মোহ ক্রোধ অভিমানে॥
কে তুমি তোমার পুত্র—কে বা কার (৫) বাপ।
মিছা 'তোর মোর' কার কর অনুতাপ॥
কি নারী পুরুষ আর কে বা কার পতি।
শ্রীকৃষ্ণচরণ বিনু আর নাহি গতি॥
সে-ই পিতা সে-ই মাতা সে-ই বন্ধুজন।
সে-ই হর্ত্তা সে-ই কর্ত্তা সে-ই মাত্র ধন॥
তা বিনু সকল মিছা—কহিল এ তত্ত্ব।
তা বিনু সকল মিছা যতেক জগত॥ (৬)
বিষ্ণুমায়াবন্ধে সব লোক সুযন্ত্রিত (৭)।
নিজ মদ অহঙ্কারে কেবল পীড়িত॥
নিজ ভাল ভাল বলি যেই (৮) করে কর্ম্ম।
পরকালে বন্দী হয় সেই সব (৯) ধর্ম্ম॥
কর্ম্মসূত্রে বন্দী হৈয়া বুলয়ে ভ্রমিয়া।
আপনা না জানে মূঢ় (১০) কৃষ্ণ পাশরিয়া॥

---

(১) 'সিন্দুড়া রাগ। চান্দমুখের বচন অমিঞা।
রূপ নিরমিল কোন্ বিধি ধৈরজ ধরিয়া॥'
(২) 'মাতা শুনহ'। (৩) 'অকারণ'।
(৪) 'মর'। (৫) "তোর"
(৬) 'তা বিনু সকল মিথ্যা জগতে যতেক।
মিছা মায় বন্ধ মাতা দেখ পরতেক॥'
(৭) 'সুবঞ্চিত'। (৮) 'নিজ ভাল লাগি যেই যেই'।
(৯) 'বন্ধ হয় সেই সব' বা 'বন্দী হয় নাহি পর'
(১০) 'লোক' বা 'জার'।

চতুর্দ্দশলোকমধ্যে মনুষ্যের জন্ম।
দুর্ল্লভ করিয়া জানি—কহিল এ মর্ম্ম॥
বিষয়বিপাকে ইথি আছয়ে অপার।
ক্ষণেকভঙ্গুর এই অনিত্য সংসার॥
তবহু দুর্ল্লভ জানি মনুষ্যশরীর।
শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যে মায়ায় হৈয়ে(১) স্থির॥
শ্রীকৃষ্ণভজন মাত্র যেই করে (২) দেহে।
মুক্তবন্ধ হয় যদি কৃষ্ণে করে নেহে॥
পুত্রস্নেহে কর মোরে যত বড ভাব।
শ্রীকৃষ্ণচরণে হৈলে কত হয় লাভ॥
সংসারে আরতি করে মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণে আরতি (৩) করে ভব তরিবারে॥
সে-ই সে পরমবন্ধু সে-ই মাতা-পিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই (৪) প্রেমভক্তিদাতা॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর অন্তর কাতর (৫)।
চরণে পড়িয়া বলি শুবন উত্তর (৬)॥ (৭)
বিস্তর পিরীতি মোরে করিয়াছ তুমি।
তোমার আজ্ঞায় শুদ্ধচিত্ত হই আমি॥
আমার নিস্তার হয় তোর পরিত্রাণ।
শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজ—ছাড় পুত্রজ্ঞান॥
সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণপ্রেমার কারণে।
দেশে-দেশে হৈতে আনি (৮) দিব প্রেম-ধ[illegible]॥
আনের তনয় আনে রজত-সুবর্ণ।
খাইলে বিনাশ পায—নহে পরধর্ম্ম (৯)॥
ধন-উপার্জ্জন ক'রে আনে বড (১০) [illegible]।
ধনই খাউক কিবা আপনি মরুক॥
আমি আনি দিব কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন।
সকল-সম্পদময় কৃষ্ণের চরণ॥
ইহলোকে পরলোকে অবিনাশী প্রেমা।
আজ্ঞা দেহ বেদনী মা—চিত্তে দেহ ক্ষমা।
([illegible] [illegible]তা মাতা সভে পায়।
[illegible] হিয়ায় বুঝহ হিয়ায়॥
[illegible] [illegible]গুরু সভে জানে।
[illegible] (১১)—পশু পক্ষ মানে॥)

([illegible] ।
[illegible] (৩) 'পরতি'।
[illegible] ( ) '[illegible]ড়য়ে অন্তর'।
[illegible] [illegible] বনম উত্তর'।
[illegible] পুত্র[illegible] পাঠ—
[illegible] মাতা।
[illegible]॥"
(৮) 'আন তোরে'। (৯) 'ধর্ম্ম'।
(১০) 'লাগি করে নানা'। (১১) 'গুরু আছে ভজে তারে'।

ইহা শুনি শচীদেবী বিস্মিত হিয়ায়।
বিশ্বম্ভর-মুখপদ্ম একদৃষ্টে চায়॥
চতুর্দ্দশলোকনাথ মায়া কৈল দূর।
সর্ব্বজীবে দেখে শচী এক সমতুল॥
সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণবুদ্ধি হৈল।
'আপন তনয়' বলি মায়া দূর কৈল॥
(নবমেঘ জিনি দ্যুতি শ্যাম কলেবর (১)।
ত্রিভঙ্গ মুকুলাধর বংশীতাম্বর॥
গোপ গোপী গোপালের সনে বৃন্দাবনে। (২)
দেখিল আপন পুত্র চকিত তখনে॥
দেখি শচী চমৎকার হইলা অন্তরে।
পুলকে আকুল অঙ্গ—কম্প কলেবরে॥)
স্নেহ নাহি ছাড়ে শচী (৩) আপন সম্বন্ধ।
কৃষ্ণ হৈল (৪) পুত্র হৈলা ভাগ্যের নির্ব্বন্ধ॥
জগত-দুর্ল্লভ কৃষ্ণ আমার তনয়।
কারু বশ নহে—মোর শক্ত্যে (৫) কিবা হয়॥
এত অনুমান শচী কহিল বচন।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষরতন॥
মোর ভাগ্যে যতদিন ছিলা মোর বশে (৬)।
এখন আপনসুখে করহ সন্ন্যাসে॥
এক নিবেদন মোর আছে তোর ঠাঁই।
ঐছন সম্পদ মোর কি লাগিয়া যায়॥
ইহা বলি সকরুণ ভেল কণ্ঠস্বর।
সাত পাঁচ ধারা গলে নয়নের জল (৭)॥
ফুকার-ফুকার কান্দে শচী সুচরিতা।
মায়ের কান্দনে প্রভু হেঁট কৈল মাথা॥
পুনরপি মুখ তুলি কহে বিশ্বম্ভর—।
শুন গো জননি তুমি আমার উত্তর॥
যে দিন দেখিতে তুমি চাহ অনুরাগে।
সেইক্ষণে আমা তুমি দেখিবারে পাবে॥
এ বোল শুনিঞা শচী করয়ে (৮) ক্রন্দন।
[illegible] [illegible]॥

—

(১) 'শ্যামল সুন্দর'।
(২) [illegible] কথানি পু[illegible] পাঠ,—
'যমুনা বেষ্টিত দেখে পরম [illegible]॥
[illegible] বামে ললিতা সুন্দর [illegible]।"
( ) 'পুন'। (৪) [illegible]হয়'। (৫) '[illegible]ক্তি'।
(৬) 'বাসে'। (৭) 'আঁখি বহে নিরন্তর'
(৮) 'নথরে'।

বরাড়ি রাগ। ধুলাখেলাজাত ॥

(করুণা-ছন্দ ॥)

তবে দেবী শচীরাণী, কহে মন-কাহিনী,
হিয়া-দুঃখে বিরস বদন।
মুখে না নিঃসরে বাণী, দু-নয়ানে ঝুরে পানী,
দেখি বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন ॥
সুধাইতে নারে কথা, অন্তরে মরম-বেথা,
লোকমুখে শুনি ঘানাঘুনা।
ইঙ্গিতে বুঝিল কাজ, পড়িল অকাল-বাজ,
চেতন হরিল সেই দীনা ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণে, প্রভু দিন-অবসানে,
ঘরেরে আইলা হরষিতে।
করিয়া ভোজন-পান, সুখে শয্যায় শয়ান,
বিষ্ণুপ্রিয়া আইলা (১) ত্বরিতে ॥
চরণকমল-পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে,
নেহারয়ে কাতর-বয়ান।
হৃদয়-উপরে থুঞা, বান্ধে ভুজলতা দিয়া,
প্রিয়-প্রাণনাথের চরণ ॥
দু'নয়ানে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর,
চরণ বাহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে,
বিষ্ণুপ্রিয়ায় পুছে আভিপারা ॥
মোর প্রিয়-প্রিয়া (২) তুমি, কান্দ কি কারণে জানি,
কহ দেবি ইহার উত্তর।
থুঞা উরু-উপর, চিবুকে দক্ষিণ কর,
পুছে কিছু (৩) মধুর অক্ষর ॥
কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিদরিয়া যায় (৪) হিয়া,
পুছিতে না কহে (৫) কিছু বাণী।
অন্তরে গুমরে প্রাণ, দেহে নাহি সম্বিধান,
নয়ানে ঝরয়ে মাত্র পানী ॥
পুনঃপুনঃ পুছে পহুঁ সুমতি না দেই তত্ত্ব,
কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া।
প্রভু সব (৬) কলা জানে, পুছে নানা-বিধানে,
অঙ্গবাসে বয়ান মুছিয়া ॥
নানারঙ্গ পরথাব (৭), করিয়া বাঢ়ায় ভাব,
যে কথায় পাষাণ মাজরে (৮)।
প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী,
কহে কিছু গদগদ-স্বরে ॥

---

(১) 'সাড়িলা'। (২) 'হৈয়া'। (৩) 'বাণী'।
(৪) 'ফাটিতে বিদরে'। (৫) 'পারে'।
(৬) 'নানা'। (৭) 'প্রস্তাব'। (৮) 'মুঞ্জরে'।

শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাত,
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোকমুখে শুনি ইহা, বিদরিতে চাহে হিয়া,
আগুনিতে প্রবেশিব আমি ॥
যো লাগি জীবন ধন, রূপ নবযৌবন,
বেশবিলাস ভাব (১) কলা।
তুমি যবে ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে,
হিয়া পোড়ে যেন বিষজ্বালা ॥
আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন যুবতী,
তুমি মোর প্রিয় প্রাণনাথ।
বড় প্রতিআশা ছিল, নিজদেহ সমর্পিবু, (২)
এ নব-যৌবনে দিবে হাত ॥ (৩)
ধিক্ জাউ মোর দেহে, এক নিবেদও তোহে, (৪)
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
শিরীষকুসুম যেন, সুকোমল চরণ,
পরশিতে ডর লাগে হাথে ॥
ভূমিতে দাণ্ডাও যবে, ডরে প্রাণ হালে তবে,
সিঞ্চা পড়য়ে সব (৫) গায়।
অরণ্যকণ্টক-বনে, কোথা যাবে কোন্ খানে (৬),
কেমনে হাঁটিবে রাঙ্গা-পায় ॥
সুধাময় মুখ-ইন্দু, তাহে ঘর্ম্ম বিন্দুবিন্দু,
অলপ-আয়াস (৭) মাত্র দেখি।
বরিষা বাদল-বেলা, ক্ষণে বারি ক্ষণে (৮) ক্ষয়া,
সন্ন্যাসকরণ মহাদুখী ॥
তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি,
আমারে ফেলাহ কার ঠাঁয়।
ধর্ম্ম-ভয় নাহি তোরা, শচী বৃদ্ধ আধমরা,
কেমনে ছাড়িবে তেন মায় ॥
মুরারি মুকুন্দদত্ত, তেন সব ভকত,
শ্রীনিবাস আর হরিদাস।
অদ্বৈত-আচার্য্য-আদি, ছাড়িয়া কি কার্য্য সাধি,
কেমনে বা করিবে সন্ন্যাস ॥
তুমি প্রভু প্রেমরাশি, জগজনে হেন বাসি,
বিপরীত চরিত আশয়।
তুমি দেশান্তরে যাবে, শুনিলে মরিবে সবে,
আরজিল অপযশময় ॥

---

(১) 'বিলাস লীলা'। (২) 'দেহ প্রাণ সমর্পিল'।
(৩) 'প্রেম বিলসিব তোমা সাথ'।
(৪) 'ধিক যাউ জীবন, করো এই নিবেদন'।
(৫) 'সিক্তিতাপ আইসে মোর' বা 'সিঞ্চিতা পড়য়ে সর্ব্ব'।
(৬) 'কার সনে'।
(৭) 'আলপ অনল'। (৮) 'বাবিয়ম'।

কি কহিব মুঞি ছার, মুঞি তোর সংসার,
সন্ন্যাস করহ মোর ডরে।
তোমার নিছনি লঞা, মরো মুঞি বিষ খাঞা,
সুখে নিবসহ নিজঘরে॥
(প্রভু) না যাইহ দেশান্তরে, কেহো নাহি এ সংসারে,
বদন চাহিতে পোড়ে হিয়া।
কহিতে না পারে কথা, অন্তরে মরম ব্যথা,
কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া॥
শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া-বাণী, তবে সেই গৌর (১) মণি,
হাসিয়া তুলিয়া নিল কোলে।
বসনে মুছিয়া মুখ, করে নানা কৌতুক,
'মিছাদুখ না ভাবিহ' বোলে (২)॥
আমি তোরে ছাড়িয়া, সন্ন্যাস করিব গিঞা,
এ কথা বা কে কহিল তোকে।
যে করি সে করি যবে, তোমারে কহিব তবে,
এখনে না মর (৩) মিছাশোকে॥
ইহা বলি গৌরহরি, আশ্লেষ-চুম্বন করি,
নান রস-কৌতুক বিহারে।
অনন্ত (৪) বিনোদ প্রেমা, লীলা-লাবণ্যের সীমা,
বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিলা প্রকারে॥
বিনে দ-বিলাস-রসে, ভৈগেল রজনীশেষে,
পুন কিছু পুছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
হিয়ায় আগুনি আছে, তে-কারণে পুন পুছে,
প্রিয়-প্রাণনাথ-মুখ চাঞা॥
প্রভু-কর বুকে (৫) দিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া,
মিছা না কহিও মোর ডরে (৬)।
হেন অনুমান করি, যত কহ—চাতুরী,
পলাইবে মোর অগোচরে॥
তুমি নিজবশ প্রভু, পরবশ নহ কভু,
যে করহ আপনার সুখে।
সন্ন্যাস করিবে তুমি, কি বলিতে পারি আমি,
নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে॥
এ বোল শুনিঞা পহু, মুচকি হাসিয়া লহু,
কহে শুন মোর প্রিয়-প্রিয়া (৭)।
কিছু না করিহ চিতে, যে কহিয়ে (৮) তোর হিতে,
সাবধানে শুন মন দিয়া॥

জগতে যতেক দেখ, 'মিছা' করি সব লেখ,
'সত্য' এক সবে ভগবান্।
সত্য আর বৈষ্ণব, তা-বিনে যতেক সব,
'মিছা' করি করহ গেয়ান॥
(মিছা সুত পতি নারী, পিতা মাতা যত বলি (১),
পরিণামে কেবা বা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণচরণ বহি, আর ত কুটুম্ব (২) নাহি,
যত দেখ এ মায়া তাহার॥)
কিবা নারী পুরুষ, সভারি সে আত্মা এক,
মিছা-মায়াবন্ধে হয়ে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এই কথা না বুঝয়ে কোই॥
(রক্ত-রেতঃ-সম্মিলনে, জন্ম বিষ্ঠা-মূত্র-স্থানে,
ভূমে পড়ে হঞা অগেয়ান।
বাল যুবা বৃদ্ধ হঞা, নানাদুখে কষ্ট পাঞা,
দেহে-গেহে করে অভিমান॥
বন্ধু করি যারে পালি, তারা সব দেই গালি,
অভিমানে বৃদ্ধকাল বঞ্চে (৩)।
শ্রবণ-নয়ান-আন্ধে, বিষাদ ভাবিয়া কান্দে,
তভু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে॥)
কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি এ সংসারে,
মায়াবন্ধে পাশরে আপনা।
অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিজপ্রভু পাশরিয়া,
শেষে মরে নরকযন্ত্রণা॥
তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা,
মিছা শোক না করিহ চিতে (৪)।
এ তোরে কহিলুঁ কথা, দূর কর আন-চিন্তা,
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে (৫)॥
আপনে ঈশ্বর হঞা, দূর করে নিজ-মায়া,
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্নচিত।
দূরে গেল দুখ-শোক, আনন্দে ভরল বুক,
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত॥
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুজ দেখিয়া,
পতি-বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তভু
পড়িয়া চরণতলে, প্রণতি (৬) মিনতি করে,
এক নিবেদন শুন প্রভু॥
মো অতি অধম ছার, জনমিল এ সংসার,
তুমি মোর প্রিয় (৭) প্রাণপতি।

(১) 'গোরা গুণ'।
(২) 'বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিলা প্রকারে'।
(৩) 'এখন কেনে কর'। (৪) 'অন্তর বা আনন্দ'
(৫) 'শিরে'। (৬) 'তরে'।
(৭) 'বিষ্ণুপ্রিয়া'। (৮) 'কহিয়ে'।

(১) 'আদি করি'। (২) 'বন্ধু মিত্র'।
(৩) 'নিন্দে'। (৪) 'শোক না করিহ আর মনে'।
(৫) 'চরণে'। (৬) 'কাকুতি'। (৭) 'হেন মোর'।

এহেন সম্পদ মোর, দাসী হৈয়া ছিলু তোর,
কি লাগিয়া ভেল অধোগতি॥
ইহা বলি বিষ্ণুপ্রিয়া, কান্দে উতরোলি হঞা(১),
অধিক বাঢ়ল পরমাদ।
প্রিয়জন-আর্ত্তি দেখি, ছলছল করে আঁখি
কোলে করি করিলা প্রসাদ॥
শুন দেবি বিষ্ণুপ্রিয়া, এ তোরে কহিল হিয়া,(২)
যখনে যে তুমি(৩) মনে কর।
আমি যথাতথা যাই, আছিয়ে তোমার ঠাঁই,
সত্যসত্য কহিলাম(৪) দঢ়॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞাবাণী শুনি, বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণি,
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি প্রভু।
নিজসুখে কর কাজ, কে দিবে তাহাতে বাধ,
প্রত্যুত্তর না দিলেক তভু(৫)॥
বিষ্ণুপ্রিয়া হেঠমুখী, ছলছল করে আঁখি,
দেখি প্রভু সরস সম্ভাষে।
প্রভু-আচরণ-কথা, শুনিতে লাগয়ে ব্যথা,
গুণ গায় এ লোচনদাসে॥

বরাড়ি রাগ। দিশা॥

মোর প্রাণ আরে দ্বিজচাঁদ নাবে হয়॥
(মদনমোহন গোরা-রূপের মাধুরি।
সদাই জাগিছে রূপের বালাই লৈঞা মরি॥ ধ্রু॥)

এইমনে অনুমানে দিন-রাত্রি যায়।
আগুন জ্বালিল যেন সভার হিয়ায়॥
সকল ভকতগণ একত্র হইয়া।
গোরা-গুণগাথা কহে মরমে(৬) কান্দিয়া॥
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া দোঁহে কান্দে দিবানিশি।
দশদিক্ অন্ধকার—শূন্য হেন বাসি॥
পুরজন পরিজন সোয়াথ না পায়।
ছটফট করি সব নগরে বেড়ায়॥
হেনই সময়ে শ্রীনিবাস দ্বিজরায়।
কাতরহৃদয় কিছু প্রভুরে সুধায়—॥
এক নিবেদন আছে—কহিতে ডরাঙ।
আজ্ঞা পাইলে প্রভু-সঙ্গে মুঞি(৭) চলি যাঙ॥

(১) 'উতরোল হিয়া'। (২) 'তোমারে কহিল ইহা'।
(৩) 'যেই ক্ষণে তুমি'।
(৪) 'এই সত্য কৈল মুঞি'। (৫) 'এই শুন প্রভু'।
(৬) 'গায় সভে কান্দিয়া' বা 'কথা কহে মরমে'।
(৭) 'তোর সঙ্গে'।

আর যে বা পারে সেহ সঙ্গে চলি যাউ।
তোমা না দেখিলে কেহো না রাখিবে জীউ॥(১)
আগে ত মরিব আমি—শুন বিশ্বম্ভর।
আপন-অন্তরে-কথা কহিল গোচর॥
এ বোল শুনিঞা পঁহু লহু-লহু হাস।
যে কিছু কহিয়ে তাহা শুন শ্রীনিবাস॥
আমার বিচ্ছেদ লাগি না পাবে তরাস।
কভু না ছাড়িব আমি তোমা-সভার পাশ॥
বিশেষে তোমার ঘরে কৃষ্ণের(২) মন্দিরে।
নিরন্তর আছি আমি—মন (৩) কর স্থিরে॥
প্রবোধবচন বলি তুষিল তাহারে।
মুরারিগুপ্তের ঘরে গেলা সন্ধ্যাকালে॥
হরিদাস সঙ্গে করি মুরারি-মন্দিরে।
নিভৃতে কহয়ে তারে (৪) দেবতার ঘরে॥
শুনহ মুরারি তুমি আমার বচন।
মোর প্রিয়-প্রাণ তুমি—কহি তে-কারণ॥
কহিব উত্তম (৫) কথা—শুন সাবধানে।
উপদেশ কহি তোর (৬) হিতের কারণে॥
অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঁঞ ত্রিজগতে ধন্য।
তাহা অধিক বন্ধু (৭) মোর নাহি আর অন্য॥
আপনে ঈশ্বর-অংশ—অখিলের গুরু।
যে চাহে আপনা হিত—তার সেবা করু॥
জগতের হিত সেই বৈষ্ণবের রাজা।
পরমভকতি করি কর তার পূজা॥
তার দেহে পূজা পাইলে কৃষ্ণ পূজা পায়।
নিভৃতে কহিল তোরে—রাখিবে হিয়ায়॥
(আমি আর গদাধরপণ্ডিত-গোসাঞি।
নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস রামাই॥
জানিবে আমার দেহ এ সব সহিতে।
অন্তর কহিল তোরে—রাখিহ হিয়াতে॥)
এ বোল শুনিঞা সে মুরারি বৈদ্যরাজ।
অন্তরে জানিল প্রভুর অন্তরের কাজ॥
কান্দিতে-কান্দিতে প্রভুর পড়িলা চরণে।
নিশ্চয় জানিলা প্রভুর সন্ন্যাসকরণে॥
হরিদাস চরণে করিয়া নমস্কার।
আত্মসমর্পণ করে বিনয় অপার॥

(১) 'তোমা না দেখিলে কেহো না রাখয়ে জীউ।
প্রাণ বিনে দেহরক্ষা কে বোলে বা হউ॥'
(২) 'দেবতা'। (৩) 'প্রাণ'।
(৪) 'কহিল কিছু'। (৫) 'অপূর্ব্ব'।
(৬) 'আমি' বা 'তোরে'। (৭) 'প্রিয়'।

মুরারিকান্দনা প্রভু শুনিতে কাতর।
অস্তেব্যস্তে উঠিয়া চলিলা নিজঘর ॥
মুরারিকে প্রবোধ করিলা এই বাণী—।
তোমার নিকটে নিরন্তর আছি আমি ॥
সন্ন্যাস করিব—তার আছয়ে বিলম্ব।
পরিণামে যে কহিল—এই অবলম্ব' ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু নিজঘরে যায়।
কাতর-অন্তরে কথা এ লোচন গায় ॥

করুণাশ্রী রাগ ॥

(কি আরে হায় হয় ॥
যে প্রভুর স্মরণে হয় দুঃখবিমোচন।
কি আরে হয় ॥ ধ্রু ॥)(১)

রজনী বঞ্চয়ে প্রভু আনন্দ-হিয়ায়।
আছিল অধিক করি(২) পিরিতি বাড়ায় ॥
মায়ের সন্তোষ করে হৃদয়(৩) জানিঞা।
যে কথায়ে থাকয়ে অন্তর-সুস্থ হঞা ॥
পুরজন(৪) পরিজন যার যে উচিত।
এইমনে সভাকারে করয়ে পিরিত ॥
(বৈরাগ্য-আবেশ প্রভু পরিত্যাগ করি।
ঘরেঘরে নিজপ্রেম-পরকাশ করি ॥
কারু ঘরে হাস্য-পরিহাস্য-কথা কহে।
যার যেন হিয়া তেনমতে সব মোহে' ॥
আছিলা গুপত-বেশে যারা সঙ্গে যাইতে।
মায়ার প্রভাবে তারা আইলা ঘরেতে ॥
নানা আভরণ পরে' শ্রীঅঙ্গে চন্দন।
হাস-বিলাস-রসময় অনুক্ষণ ॥
সব লোক জানিলেক—না হবে সন্ন্যাস।
স্বচ্ছন্দ হইল সব লোক নিজদাস ॥)
শয়নমন্দিরে সুখে (৫) শয়ন করিলা।
তাম্বুল-স্তবক-করে বিষ্ণুপ্রিয়া আইলা(৬) ॥
হাসিয়া সম্ভাষে (৭) প্রভু আইস-আইস বোলে।
পরম পিরিতি করি বসাইলা কোলে ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুঅঙ্গে চন্দন লেপিল।
অগোর কস্তুরী গন্ধে তিলক রচিল ॥
দিব্য মালতীর মালা দিল গোরা-অঙ্গে।
শ্রীমুখে তাম্বুল তুলি দিল নানারঙ্গে ॥
তবে মহাপ্রভু সে রসিকশিরোমণি ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-অঙ্গে বেশ করয়ে আপনি ॥
(দীর্ঘকেশ কামের চামর যিনি আভা।
কবরী বান্ধিয়া দিল মালতীর গাভা ॥
মেঘ বন্ধ হৈল যেন চাঁদের কলাতে।
কিবা উগারিয়া গিলে—না পারি বুঝিতে ॥)
সুন্দর ললাটে দিল সিন্দূরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে করি আছে যেন ইন্দু ॥
সিন্দূরের চৌদিগে চন্দনবিন্দু আর।
শশিকোলে সূর্য্য তারা(১) ধায় দেখিবার ॥
খঞ্জন-নয়নে দিল অঞ্জনের রেখ।
ভুরু কাম-কামানের গুণ করিলেক।
অগোর কস্তুরী (২) গন্ধ কুচোপরি লেপে।
দিব্যবস্ত্রে রচিল (৩) কাঁচুলী পরতেকে ॥
(নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিল তাহার ॥
তাম্বুল হাসির সঙ্গে বিহরে অপার ॥)
ত্রৈলোক্য-অদ্ভুত(৪) রূপ নিরখে বদন।
অধরমাধুরী (৫) সাধে করয়ে চুম্বন ॥
ক্ষণে ভুজলতা বেঢ়ি আলিঙ্গন করে।
নব-মালতী যেন করিবর-কেরে ॥
নারঙ্গ (৬) বিথারয়ে বিনোদ-নাগর।
অ ভুরু আনের কাজ—কাম-অগোচর ॥
(সুমেরুর কোলে-যেন বিজুরি-প্রকাশ।
মদন মুগধে'দেখি (৭) রতির বিলাস ॥)
হৃদয়-উপরে থোয়—না শুয়ায় (৮) শয্যা।
পাশ পালটিতে নারে—দোঁহে একমজ্জা (৯) ॥
বুকে-বুকে মুখে-মুখে রজনী গোঙায়।
রস-অবসাধে (১০) দোঁহে সুখে নিদ্রা যায় ॥
রজনীর শেষে প্রভু উঠিলা সত্বরে।
বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা যায় অতি অগোচরে ॥
বৈরাগ্য-সময়ে প্রেমা উথারে অধিক।
সন্ন্যাস করিব বলি উনমত চিত ॥

---

(১) 'ধানশ্রী রাগ। দিশা ॥ অকি আরেরে আরে হয় ॥ ধুয়া ॥ এমন অদভুত কথা শ্রবণমঙ্গল নাম রে শুন গোরাগুণগাথা ॥ অকি আরে হয় ॥ ধ্রু ॥
(২) 'অধিক করিয়া প্রভু'।
(৩) 'মায়েরে সন্তোষ করয় পিরিতি'।
(৪) 'পরিতোষে'। (৫) 'প্রভু'।
(৬) 'সম্পুটে করি বিষ্ণুপ্রিয়া গেলা'। (৭) 'সুভাষে'।

(১) 'রবি-কোলে তারা যেন'। (২) 'চন্দন'।
(৩) 'বস্ত্র পরিল'। (৪) 'মোহন'।
(৫) 'বাঁধুলী'।
(৬) 'রস'। (৭) 'জিনি'। (৮) 'নাহি থোয়'।
(৯) 'নাহি দোঁহে একমনা'। (১০) 'অবসানে'।

এ সময়ে বিথারয়ে রঙ্গ-রস-ভাব।
ইহার কারণ কিছু শুন লাভালাভ॥
যে জন যেমনে ভজে—তারে তেন প্রভু।
ভজন অধি -ন্যূন না করয়ে (১) কভু॥
তাহাতে বিশেষ আছে অধিকারিভেদ।
অমায়া সন্ধ্যা ভক্তি এ বেদ (২) নির্ব্বেদ॥
ভক্তিমাত্র কৃষ্ণ ভজিবারে (৩) নারে কেহো।
অমায়া নিশ্চলা প্রেমভক্তি হয় (৪) সেহো॥
বিনি অনুরাগে প্রেমা ভক্তি হয় যবে।
কৃষ্ণে বন্দী করিবারে নারে কেহো তবে॥
ঐছন ঠাকুর গোরা করুণার সিন্ধু।
অনুরাগে প্রেমার ভিখারী দীনবন্ধু॥
করুণায় প্রকাশয়ে নিজ অনুরাগ।
বিচ্ছেদ হৃদয় যেন বাচে তার ভাব (৫)॥ (৬)
(ভাব-সঙ্গে যে জন দেখয়ে মোর অঙ্গ।
তার সং মোর প্রেম কভু নহে ভঙ্গ॥)
এহেন করুণানিধি আছে আর কে।
আপনা বাঞ্ছিতে প্রেম অনুরাগ (৭) দে॥
এই ত কারণে বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রসাদ।
ইহা জানি মনে কেহো না গুণ প্রমাদ॥
নরহরি-পাদপদ্ম করি শিরোপরি।
কহয়ে লোচন গোরাচাঁদের মাধুরী॥"(৮)

করুণশ্রী রাগ।

(প্রভু রে গোরা রে আরে হয়।
গোরাচাঁদ নাহারে হয়॥ ধ্রু॥) (৯)

প্রাতঃকালে উঠি প্রভু প্রাতঃক্রিয়া করি।
'সন্ন্যাস করিব' দঢাইল গৌরহরি॥
কাঞ্চন (১০) নগরে আছে ভারতীগোসাঞি।
সন্ন্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাই॥
একান্ত করিয়া মনে কৈল বিশ্বম্ভর।
যাত্রাকালে লইল দক্ষিণনাসার স্বর॥
চলিলা ত মহাপ্রভু গঙ্গার সমীপে।
গঙ্গাসন্তরণে যান ছাড়ি নবদ্বীপে॥
গঙ্গা নমস্করি নবদ্বীপ ছাড়ি যায়ে।
বজ্জর পড়িল যেন সভার মাথায়ে॥ (১)
(কিবা দিন-মাঝে যেন রবি লুকাইল।
সরোবর তেজি হংসগণ কোথা গল॥
কিবা দেহ তেজি প্রাণ গেল আচম্বিতে।
ভ্রমরা ছাড়িল যেন পদ্মের পিরিতে॥
বিচ্ছেদ-বিয়োগময় হৈল নবদ্বীপে।
শোকের পর্ব্বত যেন সভাকারে চাপে॥)
নিজজন পরিজন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে (২) অঙ্গ আছাড়িয়া॥
শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিষ্ণুপ্রিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মরা যেন রহিলা পড়িয়া॥
(অবয়ব আছে—প্রাণ গেল ত ছাড়িয়া।
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে ভূমি লোটাইয়া॥)
শচীদেবী কান্দে ডাকে নিমাই বলিয়া।
আগুনে পুড়িল যেন ধক্‌ধক্‌ হিয়া॥
দশদিগ্‌ শূন্য হৈল অন্ধকারময়।
কেমনে বঞ্চিব মুঞি ঘর ঘোরময় (৩)॥
গিলিবারে আইসে মোরে এ ঘরকরণ।
বিষ যেন লাগে ইষ্টকুটুম্ববচন॥
মা বলিয়া আর মোরে না ডাকিবে কেহো।
আমারে নাহিক যম—পাশরিল সেহো॥ (৪)

---

(১) 'কৃপা নাহি হয়' বা 'ন্যূন না করিও'।
(২) 'সবেদ'। (৩) 'নিনে কৃষ্ণ লভিবারে'।
(৪) 'যবে'। (৫) 'অনুরাগ'।
(৬) 'করুণা প্রকাশে প্রভু নিজ অনুরাগে।
গৌরাঙ্গবিচ্ছেদে সে হৃদয়ে জাতি লাগে॥"
(৭) 'অনুরাগে গোরা'।
(৮) 'অনুরাগে প্রেমা বাঢ়ে খণ্ডে অপরাধ॥
প্রেমভকতি তার করে পরকাশ।
আনন্দহৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥'
(৯) 'বিভাষ॥ মূর্চ্ছা॥ হরিরাম॥'
(১০) একখানি পুঁথিতে বরাবরই 'কঞ্চন' পাঠের পরিবর্ত্তে 'কণ্টক' পাঠ আছে।

(১) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'পূর্ণচন্দ্র ছাড়ে যেন রজনীর মাঝে।
বিপরীত রাত্রি যেন দেখে সর্ব্বরাজ্যে॥'
(২) 'কান্দে'। (৩) 'মোর ঘর—ঘর নয়'।
(৪) ইহার পরে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"আরে গৌর আয় আয় রে আয়।
বুক বিদরিয়া কান্দে কাঙ্গালিনী মায়॥ ধ্রু॥
প্রাণের দোসর, নিমাই আমার,
বিশেষ নদীয়াচন্দ।
ওরূপ নিরখিতে, নয়ান থাকিতে,
কেবা করিলেক অন্ধ॥ ১
কোথা হৈতে আইল, কেশব ভারতী
ধরিয়া সন্ন্যাসিবেশ।
পড়া না শুনায়া, পণ্ডিত করিল
কে লয়্যা যায় দূরদেশ ২

(কিবা সুখ পাই পুত্র ছাড়িল আমারে।
হাপুতি করিয়া মোরে গেলা কোথাকারে ॥
হায়হায় নিদারুণ নিমাই হইয়া।
কোন্ দেশে গেলা পুত্র—কে দিবে আনিঞা ॥
বুক ফাটে—তোর বাপ সোঙরি মাধুরী।
মা বলিয়া আর না ডাকিব গৌরহরি ॥
অনাথিনী করিয়া কোথারে গেলে বাপ।
মনে ছিল—জননীরে দিব আমি তাপ ॥
পঢ়িয়া-শুনিঞা পুত্র ইহাই শিখিলা।
অনাথিনী অভাগিনী মায়েরে করিলা ॥
কোথা বিষ্ণুপ্রিয়া এড়ি পলাইয়ে গেলা।
ভকত-সভার প্রেম কিছু না গণিলা ॥)
বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে—হিয়া নাহিক সম্বিত।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে—উনমত-চিত ॥
বসন না দেয় গায়ে—না বান্ধয়ে চুলি।
হাকান্দ (১)-কান্দনা কান্দে—উমতি পাগলী ॥
প্রভুর অঙ্গের মালা হৃদয়ে করিয়া।
জ্বালহ আগুনি—তাথে মরিব পুড়িয়া ॥

কেশব ভারতী, মো কবো মিনতি,
মো তোর দাসের দাসী।
চব্বিশবৎসরের, আমার নিমাই,
কে না করিলে সন্ন্যাসী ॥ ৩
বারাও নদীয়ালোক, দেখমিয়া চান্দমুখ,
মোর গোরা সন্ন্যাসেবে যায়।
এ ধন সম্পদ, নিছন করি তোবে,
যে মোর নিমাই রহায় ॥ ৪
নদিয়ানগরে, ব্যথিত ঘরেঘরে,
কি নারী পুরুষ জাতি।
গোরাগুণ শুনি, পাষাণ হয় পানী,
স্থির নহে কুলবতী ॥ ৫
শচীর হৃদয়ে, প্রাণ নাহি রয়ে,
কে জানে মরম কথা।
পণ্ডিত তাহা শুনি, কান্দয়ে গুণমণি,
বড়ই মনের ব্যথা ॥ ৬
নিশি-পরভাতে, উদয় দিননাথে,
সভারে বান্ধিয়া এথা।
বৈরাগ্য হৃদয়ে, নদীয়া ছাড়ি যায়ে,
কেশব ভারতী যথা ॥ ৭
রত্নমালা গলে, রাখি প্রিয়াকোলে,
চলিলা মন-হাবাসে।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, অবনীতে ধন্য,
গাবই লোচনদাসে ”

(১) "আকান্দ"।

গুণ বিনাইতে নারে—মরয়ে মরমে।
সবে এক বোল বোলে—যে ছিল করমে ॥
অমিয়া-অধিক প্রভু তোর যত গুণ।
এখনে সকল সেই ভৈগেল আগুন ॥
রহস্য-বিনোদ-কথা কহিবারে (১) নারে।
হিয়ার পোড়নে কান্দে অতি-আর্ত্ত (২)-স্বরে ॥
চৌদিগে ভকত মরে অন্তর-যন্ত্রণা।
কি কহিব (৩) সম্বরিতে না পারে আপনা ॥
অনেক শকতি সভে (৪) বোলে ধীরেধীরে।
কি দিব প্রবোধ তোরে—প্রাণ (৫) কর স্থিরে ॥
যে দেখিলে যে শুনিলে এতকাল ধরি।
প্রাণ স্থির কর—সেই সব মনে করি ॥
কি জানহ ভগবান্ কারু (৬) আপনার।
শুনিঞাছ যতযত পূর্ব্ব অবতার ॥
লোক-বেদ-অগোচর চরিত্র তাহার।
বড়ভাগ্যে নাম ধরে সম্বন্ধ তোমার ॥
যারে যেই আজ্ঞা কৈলা—থাক সেইমতে।
সেই আজ্ঞা পালন করহ দৃঢ় (৭) চিতে ॥
এতেক বচন যবে বৈল ভক্তগণ।
শুনিঞা কাতর হিয়া—সম্বরে ক্রন্দন ॥ (৮)
(তবে নিত্যানন্দ লঞা সব ভক্তগণ।
যুক্তি করে—কোথা গেলে পাব দরশন ॥
কেহো বোলে—যত তীর্থ করিব গমন।
যথা গেলে গোরাচাঁদের পাব দরশন ॥
কেহো বোলে—বৃন্দাবন যাব বারাণসী।
নীলাচলে যাব যথা থাকয়ে সন্ন্যাসী ॥ (৯)

---

(১) 'বিনাবাবে' বা 'সহিবারে'।
(২) 'উচ্চ'। (৩) 'করিব'।
(৪) 'উঠি' বা 'করি'।
(৫) 'কে দিবে প্রবোধ তোরে মন'।
(৬) 'কি কাহব ভগবান্ নহে।
(৭) 'রূপ ধ্যান দৃঢ় কর'।
(৮) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'কহিল লোচন ইহ, কহন না হয়।
সংবরণ কর প্রাণ করুণাহৃদয় ॥"
আর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"প্রভু রে।দ্বিজচান্দ ॥ মূর্চ্ছা ॥
না হারে জয় জয় প্রভু রে।দ্বিজচান্দ ॥ ধ্রু ॥"
(৯) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"এইমনে সব ভক্ত কহে নানা কথা।
নিত্যানন্দ বোলে শুন আমার ব্যবস্থা ॥
কাহারে না কহ কিছু—আমি যে কহিএ
অভিপ্রায় বুঝি যথা গেলা গৌররায়ে ॥

কাঞ্চন-নগরে আছে ভারতী গোসাঞি।
সন্ন্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাই॥
এই বাক্য কভু প্রভুর মুখে শুনিঞাছি।
সত্য করি এই বাক্য দৃঢ় নাহি বুঝি॥
মিথ্যা-বাক্যে সব লোক ধাইব তথারে।
আগে আমি তত্ত্ব জানি কহিব সভারে॥
ধীর ভক্ত জনকথো দেহ মোর সঙ্গে।
ধরিয়া আনিব মোর প্রভু সে গৌরাঙ্গে॥
তবে সব ভক্তগণ মনে অনুমানে।
মুখ্যমুখ্য জনকথো দিল তার সনে॥
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য পণ্ডিত দামোদর
বক্রেশ্বর-আদি করি চলিলা সত্বর॥
এই সব লঞা নিত্যানন্দ চলি যায়।
প্রবোধিয়া শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার হিয়ায়॥
এথা গৌরহরি শীঘ্র চলিলা সত্বর।
কোটি-কুঞ্জর মত্ত গমন সুন্দর॥
ঝরঝর নয়নে ঝরয়ে প্রেমধারা।
পুলকে আকুল অঙ্গ সোণার কিশোরা॥
ঊর্দ্ধবাস কেশ প্রভু করিয়া বন্ধন।
মথুরার পথে যেন করিয়াছে গমন॥
রাধার বিরহভাবে হইয়া আকুল।
কোথা রাধা গেল মোর কোথায় গোকুল॥
সে গমন ক্ষণে-ক্ষণে স্থির হইয়া।
মালসাট মারে ক্ষণে চৌদিগে চাহিয়া॥
এই মতে প্রেমাবেশে চলি যায় পথে।
অখিলের গুরু মোর প্রভু জগন্নাথে॥) (১)
কাঞ্চন-নগরে আইল প্রভু বিশ্বম্ভর।
যথা আছে কেশবভারতী ন্যাসিবর॥
পরমভকতি করি (২) পরণাম করে।
উঠিয়া সম্ভ্রমে ন্যাসী নারায়ণ স্মরে (৩)॥
বড় ভাগ্য মানি দোঁহে সরস সম্ভাষে।
বিশ্বম্ভর বোলে—মোরে করাহ সন্ন্যাস॥
এই মনে দুইজনে আছে এক-কালে (৪)।
আইলা নিত্যানন্দচন্দ্র শেখরাদি-মেলে॥ (৫)

(১) একখানি পুঁথিতে উল্লিখিত বন্ধনীমধ্যগত অংশের পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র নিম্নলিখিত দুইপংক্তি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা,—
"তবে ভক্তগণ সব করি অনুমান।
মুখ্য মুখ্য জন পাঁচ করিল পয়ান॥"
(২) 'ভাবে'। (৩) 'বোলে'।
(৪) 'বসি এক মেলে, বা 'আছেন যেই কালে'।
(৫) 'শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য গেলা হেন কালে'।

সন্ন্যাসিকে নমস্করি প্রভু নমস্করে।
হাসিয়া কহয়ে প্রভু—ভাল হৈল আইলে॥
(তোমার গমনে মোর সকাল মঙ্গল।
সন্ন্যাস হইব মোর জনম সফল॥)
এ বোল বলিয়া পুন (১) ভারতী সম্ভাষে।
প্রণতি-মিনতি করে সন্ন্যাসের আশে॥
ভারতী কহয়ে—শুনশুন (২) বিশ্বম্ভর।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে কাঁপয়ে অন্তর॥
এহেন সুন্দর তনু—তরুণ বয়েস।
জনম অবধি নাহি জান দুঃখ-ক্লেশ (৩)॥
অপত্য-সন্ততি নাহি হয়ে ত তোমার।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে না হয় আমার॥
পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ হৈলে রাগের নিবৃত্তি।
তবে সে সন্ন্যাস দিতে তোরে হয় যুক্ত (৪)॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু কহে লঘু-বাণী—।
তোমার সাক্ষাতে আমি কি বলিতে জানি॥
মায়া না করিহ মোরে শুন ন্যাসিমণি। (৫)
ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব কে বা জানে তোমা বিনি (৬)॥
সংসারে দুর্লভ এই মানুষের জন্ম।
তাহাতে দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি পরধর্ম্ম॥
বড়ই দুর্লভ তাহে ভক্তজন সঙ্গ।
মানুষের এ দেহ তিলেকে হয় ভঙ্গ॥
বিলম্ব করিতে এ দেহ যায় যবে (৭)।
তবে আর বৈষ্ণবের সঙ্গ হবে কবে॥
মায়া না করিহ মোরে করাহ (৮) সন্ন্যাস।
তোর পরসাদে মুঞি হঙ কৃষ্ণদাস॥
ইহা বলি করুণ-অরুণ দু-নয়ান।
ছলছল করে অশ্রু-কাতর বয়ান॥ (৯)
(হুঙ্কার-গর্জ্জন সিংহ জিনি পরাক্রম।
বিস্ময় সব দেহ—অতি সুলক্ষণ॥
হরিহরি বলি ডাকে মেঘের গর্জ্জনে।
অবিরাম প্রেমবারি ঝরে দু-নয়ানে॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া বংশী-বংশী বলি ডাকে।
ক্ষণে রাসমণ্ডলী বলিয়া অঙ্গ ঝাঁকে॥
গোবর্দ্ধন রাধাকুণ্ড বলি ডাকে হাসে।
চমৎকার হেন ন্যাসী অন্তর তরাসে॥)

(১) 'প্রভু'॥ (২) 'আরে'। (৩) 'লেশ'।
(৪) 'হয় উপযুক্ত'।
(৫) 'ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব তুমি জানহ আপনে'।
(৬) 'বিনে'। (৭) 'যদি যাবে'। (৮) 'দেহ তু'।
(৯) 'সতত পঞ্চ ধারা আঁখি বহে ঘনেঘন'।

অন্তরে চিন্তিয়া (১) কিছু বোলে ন্যাসিরাজ।
অন্তরে (২) জানিল—মোর ভাল নহে কাজ ॥
জগতের গুরু এই জগতের নাথ।
'গুরু' বলি আমারে করিব জোড়-হাথ ॥
এত অনুমানি ন্যাসী কহিল উত্তর—।
সন্ন্যাস করিবে যদি—যাহ নিজ-ঘর ॥
সাক্ষাতে জননী-ঠাঞি হইবে বিদায়।
তোর পত্নী সুচরিত্রা—যাবে তার ঠাঁয় ॥
সাক্ষাতে সভার ঠাঁঞি বিদায় হইয়া।
আসিবে আমার ঠাঁই—সভারে বুঝাঞা ॥
(মনে আছে—গোরাচাঁদে করিয় বিদায়।
আসন ছাড়িয়া আমি যাব অন্যঠাঁয় ॥
অন্তর্যামী ভগবান্ এ মন জানিঞা।
পালিব তোমার আজ্ঞা—বলিল হাসিয়া ॥
চলিলেন মহাপ্রভু নবদ্বীপ-পুরে।
দেখিয়া ভাবিল ন্যাসী আপন অন্তরে ॥
যার লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের গণ বৈসে।
তারে পলাইয়া আমি যাব কোন্ দেশে ॥
ভ্রান্তমতি আমি কিছু দেখিয়া না দেখি।
সভার জীবন এই সর্ব্বজন-সাখী ॥
ইহা ভাবি সন্ন্যাসী ডাকিয়া গৌরহরি।
বলিতে লাগিলা কিছু অনুনয় করি—॥)
আর এক বোল বোলোঁ (৩)—শুন বিশ্বম্ভর।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে বড় লাগে ডর ॥
তুমি জগতের গুরু—কে গুরু তোমার।
মিছা বিড়ম্বনা কেনে করহ আমার ॥
এ বোল শুনিঞা কান্দে (৪) বিশ্বম্ভররায়।
আরতি করিয়া ধরে সন্ন্যাসীর পায় ॥
প্রণতজনেরে কেনে বোল দুর্ব্বচন।
মরিলে কি ছাড়ি আমি তোমার চরণ ॥
মোরে যত বোল—মোর বুঝিবার মন।
এক নিবেদন আছে—শুনহ বচন ॥
একদিন রাত্রিশেষে দেখিলুঁ স্বপন।
সন্ন্যাসের মন্ত্র মোরে কহিল ব্রাহ্মণ ॥
(দেখ দেখি এই বটে হয় কিবা নহে।
ইহা বলি ভারতীর কর্ণে মন্ত্র কহে ॥) (৫)

ইহা বলি সন্ন্যাসীর (১) কর্ণে কহে মন্ত্র।
প্রকারে হইলা গুরু আপনি স্বতন্ত্র ॥ (২)
বুঝিল সকল কাজ (৩) ভারতীগোসাঞি।
সন্ন্যাস করাব তোরে—শুনহ নিমাঞি ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু নাচয়ে সানন্দে।
হুঁহুঁকার বোলয়ে গম্ভীর-মেঘনাদে ॥
গৌর-শরীরে ভেল পুলক সারি-সারি।
অমিয়া পসারে যেন অঙ্গের মাধুরী ॥
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার।
দেখিয়া সকল লোক করে হাহাকার ॥(৪)
কাঞ্চন-নগরের লোক দেখিবারে ধায়।
যে দেখয়ে—তার হিয়া-নয়ন জুড়ায় ॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা অন্ধ কি নারী পুরুখ।
কিবা সে পণ্ডিতজন এ গণ্ড-মূরুখ ॥
শিশুগণ ধায় আর কুলের যুবতী।
নিজ ছায়া নাহি চিনে হেন রূপবতী ॥
কাঁখে কুম্ভ করি কেহো দাঁড়াইয়া চাহে।
নড়িতে না পারে—সেহ নড়ি ধরি ধায়ে ॥
পঙ্গু সে আতুর কিবা (৫) গর্ভবতী নারী।

---

(১) 'অন্তর জানিঞা'। (২) 'মরমে'।
(৩) 'মোর'। (৪) 'তবে'।
(৫) একখানি পুঁথিতে পূর্ব্বের চারি পংক্তি এইরূপ পরিবর্ত্তিত আকারে বিস্তৃত হইয়াছে। যথা—
"একদিন রাত্রিশেষে দেখিল স্বপনে।
সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে মোর কাণে ॥
সেই বিপ্র মোর কর্ণে কহিল যতেক।
এখনে আমার মনে আছে পরতেক ॥"

(১) 'এইমতে ভারতীর'।
(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"মন্ত্র শুনি সন্ন্যাসী হইলা প্রেমময়।
কম্প পুলকিত অঙ্গ—রাধাকৃষ্ণ কয় ॥
বৃন্দাবন যমুনা ফুকারে ঘনেঘন।
রাধাসঙ্গে কৃষ্ণ কথা মদনমোহন ॥
ইহা বলি সন্ন্যাসী কান্দয়ে ঘনেঘন।
বুঝিলেন—এ জন কৃষ্ণ—শচীর নন্দন ॥
ইহার পীরিতি সেই ভাগ্য সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণপ্রীতিহীন ধর্ম্ম নহে সুলক্ষণ ॥"
(৩) 'তত্ত্ব'।
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"নবদ্বীপ হইতে গদাধর নরহরি।
আসিয়া মিলিলা তারা বলি হরি হরি ॥
দণ্ডবত প্রণতি করএ বহুতর।
হাসিয়া করিল কোলে শচীর কোঙর ॥
প্রভু কহে—ভাল হইল তোমরা আইলা।
কৃষ্ণ অনুগ্রহ-হেতু তোমরা মিলিলা।
আদ্যোপান্ত তোরা দুই সঙ্গী মোর সঙ্গে।
গো-সভা দেখিয়া চিত্তে অতি বড় রঙ্গে ॥
দেখি কান্দে দুই মহাশয়।
ডাহিন-বামেতে দোঁহে রহিল নিশ্চয় ॥"
(৫) 'অন্ধ ধায় আর'।

শ্রী অঙ্গ দেখিয়া সন্ন্যাসীরে পাড়ে গালি ॥(১)
ধন্যধন্য করি লোক বাখানয়ে রূপ।
এতকালে দেখিল এ অতি অপরূপ(২)॥
ধন্যধন্য জননী ধরিল পুত্র গর্ভে।
দেবকীসমান সেই শুনঞাছি পূর্ব্বে॥
কোন্ ভাগ্যবতী হেন পাঞাছিল পতি।
ত্রৈলোক্যে তাহার সম নাহি ভাগ্যবতী (৩)॥

রূপ দেখি নিজ আঁখি নাড়িবারে নারি।
ইহার সন্ন্যাস কিবা সহিবারে পারি॥
কেমনে বা জীবে' সে ইহার জননী।
এ কথা শুনিলে মাত্র মরিবে(৪) রমণী ॥(৫)
এত অনুমান করি কান্দে সব লোক।
ডাকিয়া কহয়ে প্রভু—না করিহ শোক॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে—শুন মাতাপিতা।
সাধ লাগে—কৃষ্ণের চরণে দেহ মাথা॥
যার যেই নিজ পতি—সেই তাহা চাহে।
তার চিত্ত বান্ধিবারে করয়ে উপায়ে॥
রূপ যৌবন যত এ রস(৬) লাবণ্য।
নিজ পতি ভজিলে সে সব হয় ধন্য॥
মনেমনে কর— এ সভার অনুভব(৭)।
পতি বিনু যুবতীর মিছা হয় সব (৮)।
কৃষ্ণপদ বিনু মোর নাহি অন্য গতি।
নিজ অঙ্গ দিয়া মো ভজিব প্রাণপতি॥

(১) অত পর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'এমন বালকে কে বা করায় সন্ন্যাস।
সন্ন্যাসের ধর্ম্ম নহে—লোকে উপহাস
কঠিন অন্তর ইহার—দয়া হীন মন।
নগরে না রাখি ইহা—কহিল বচন।
সন্ন্যাসীকে সভে নিন্দা করে বারবার।
গোরামুখ দেখি সভার আনন্দ অপার॥"
(২) 'না হ দেখি এহেন রূপ'।
(৩) 'নাহিক যুবতী'।
(৪) 'হিয়া ফাটি মরিবেক ইহা'।
(৫) অত পর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
হেন বুঝি—পিতা মাতা নাহি ইহা [illegible]।
অচ্যুতানন্দ নিত্যানন্দ বেদনা [illegible]
বৃন্দাবনমাঝে ফিরা যাব [illegible]।
তাহা অন্বেষণে বুলে কান্দিয়া কান্দিয়া
[illegible] বিরহ লো[illegible] এত সন্ন্যাস ক[illegible]।
লক্ষণ জানিল—এই নন্দের নন্দন
(৬) এ রূপ যৌবন গুণ বৈদগ্ধী।
(৭) 'সভাই অনুমান'।
(৮) যার প্রাণ।

ইহা বলি মহাপ্রভু করিয়ে রোদন।
ক্ষণেক অন্তরে সব কৈল সম্বরণ॥
পুনরপি আসিবরে করয়ে প্রণাম।
অপর অপরকথা মাগয়ে (১) বিধান ॥(২)
তবে পর-দিনে প্রভু গুরু-আজ্ঞা লঞা।
সন্ন্যাস-বিধান-কর্ম্ম করয়ে হাসিয়া॥
করিল সকল কর্ম্ম—যে ছিল বিহিত।
'সন্ন্যাস করিব' বলি আনন্দিত-চিত॥
আপনে আচার্য্যবন্ত কৃষ্ণপূজা করে।
চৌদিগে বৈষ্ণব সব হরিহরি বোলে॥
গুরুর সম্মুখে রহে পুটাঞ্জলি করি।
মাগয়ে সন্ন্যাসমন্ত্র পরণাম করি॥
মুণ্ডন করিল প্রভু—শুন তার কথা।
যা শুনিলে সভার হৃদয়ে লাগে ব্যথা॥
সকল বৈষ্ণবজনে লাগে হিয়াকাঁপ।
মুণ্ডনের কালে বস্ত্র মুখে দেই ঝাঁপ॥
কমলাপালিত কেশ ত্রৈলোক্যসুন্দর।
লোর সহিত নাম্বে (৩) এ গজকন্ধর॥
শিখণ্ড চূড়ার বেশে মোহিল জগত।
যাহার বেয়ানে জীয়ে সকল ভকত (৪)॥
গোপবধূ যাহা লাগি ছাড়িলেক লাজ (৫)।
জাতি-কুল-শীল-ভয়ে পাড়িলেক বাজ॥
যার গুণগানে(৬) শিব বিরিঞ্চি নারদ।
আপনারে ধন্য মানে সকল সম্পদ॥
হেন কেশ মুণ্ডন করিতে চাহে পহু।
কান্দিয়ে সকল লোক—না তুলয়ে মুহু॥ (৭)
নাপিত [illegible] দেই হাথ শিরের উপরে।
[illegible] শির স্পর্শ করে থর-হরে (৮)॥

(১) 'কাজ করয়ে'।
(২) অত পর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
গৌরহরিপাদপদ্ম মনে করি ধ্যান।
কাতর অন্তরে কথা এ লোচন গান॥
কথা [illegible] অমি কে কি আরে রে আর হয়।
প্রভু [illegible] ইহ দুঃখ নাহি রয় ॥ ধ্রু।
(৩) [illegible]। (৪) 'জগত'।
(৬) [illegible]। (৭) 'ধরে লোকে বুলে'।
(৮) [illegible]র একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
[illegible] নিন্দা বৈল বচন বিনয়।
[illegible]—তুমি মোরে হব ত সহায়॥
আমি ত সন্ন্যাসী হঞা কৃষ্ণের হইব।
মস্তক মুণ্ডন কর—তোর ভাল হব॥
(৮) [illegible] পরশিবে।

কাঞ্চন-নগরের লোক এ নারী-পুরুষে।
ফুকরি-ফুকরি কান্দে সকরুণ-ভাষে ॥
ন পিত কহয়ে—প্রভু নিবেদী চরণে।
তোর শিরে হাথ দিব কাহার পরাণে ॥
আমার শকতি নাহি করিতে মুণ্ডন।
সুন্দর কুঞ্চিত কেশ ত্রৈলোক্যমোহন ॥
দেখিতে শীতল(১) হয় হৃদয়-নয়ন।
যে কর সে কর প্রভু না কর মুণ্ডন ॥
এরূপ মানুষ নাই জগতভিতর।
তুমি সর্ব্বলোকনাথ—জানিল অন্তর ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু অসন্তোষ পায়।
বুঝিয়া নাপিত কাজ অন্তরে(২) ডরায় ॥
পুন নিবেদন করে অন্তরে কাতর—।
কেমনে বা হাথ দিব এ শির-উপর ॥
অপরাধ লাগি মোর ডরে হালে গা।
তোর শিরে হাথ দিয়া ছোব কার প ॥
কার পায় হাথ দিয়া করিব নিজবৃত্তি।
অধম নাপিত মুঞি হঙ ছাব জাতি(৩)।
এ বোল শুনিঞা প্রভু সদয়-হৃদয়।
না করিহ বৃত্তি তুমি—ঠাকুর কহয় ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম সুখে গোঙাইবে।
অন্তকালে বাস তোর মোর লোকে হবে(৪) ॥(৫)
মুণ্ডনের কালে সে নাপিতে বর পায়।
কাতর হৃদয়ে এ লোচন দাস (৬) গায় ॥

[পূরবী সিন্ধুড়া রাগ ॥] (৭)

মুণ্ডন করিল প্রভু করি শুভক্ষণে।
সন্ন্যাস করয়ে শুভদিন-সংক্রমণে ॥
মকর লেউটে কুম্ভ আইসে হেন বেলে।
সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেনকালে ॥
চৌদিগে বৈষ্ণবগণ করে সঙ্কীর্ত্তনে।
মন্ত্র কহে ন্যাসী বিশ্বম্ভরের শ্রবণে ॥
মন্ত্র পাঞা বিশ্বম্ভর পুলকিত-অঙ্গ।
শতগুণ বাঢে কৃষ্ণপ্রেমার তরঙ্গ ॥
অরুণ-নয়নে জল ঝরে অনিবার।
ক.ণ মালসাট মারে—ছাড়ে হুহুঙ্কার ॥
'সন্ন্যাস করিল' ইহা বলিয়া (১) উল্লাস।
পুনঃপুন প্রেমানন্দে অট্ট-অট্ট-হাস ॥ (২)
হেনই সময়ে কহে ভারতীগোসাঞি—।
কি নাম তোমার হব (৩)—শুনহ নিমাঞি ॥
যতেক বৈষ্ণবগণ ছিল সেইখানে।
সভে মিলি ন্যাসবর (৪) করে অনুমানে ॥
বুদ্ধি-অনুসারে (৫) কহে—যার যেই মনে।
হেনকালে শুভবাণী উঠিল গগনে ॥ (৬)
ধ্বনি শুনি সর্ব্বলোক হৈল চমৎকার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম করহ (৭) ইহার ॥
নিদ্রারূপা মহামায়া দেবী ভগবতী।
আচ্ছাদিল সর্ব্বজন—ছন্ন ভেল মতি ॥
যতেক করয়ে সব নিদের স্বপনে।
আপনে ঠাকুর সভায় (৮) করায় চেতনে ॥
আপনেই কৃষ্ণ—কৃষ্ণ বুঝায়ে সভারে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শেখি বাখানে ইহারে ॥

---

(১) 'বিস্মিত' বা 'হরষিত'। (২) 'অন্তর কাজ নাপিত'॥
(৩) 'জাতি এই কর্ম্ম নিতি' বা 'ছাব এই জাতিবৃত্তি'।
(৪) 'হইব গোলোকে' বা 'স্বর্গলোকে হবে'।
(৫) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"আমারে মুণ্ডন করি যত অস্ত্রগণ।
গঙ্গাজলমাঝে লঞা কর সমর্পণ ॥
শুনি হরিদাস মনে ভাবিতে লাগিলা।
আমার মঙ্গল কর্ম্ম কভু না হইলা ॥
মুণ্ডন না কর যদি তবুহ বিনাশ।
মুণ্ডন করিলে মোর হয সর্ব্বনাশ ॥
ইহার পীরিতি করি—যে হউ সে হউ।
ধর্ম্মাধর্ম্মময় পরম-আত্মাতত্ত্ব ইহ ॥"
(৬) 'অন্তরে বেদনা এ লোচনে' বা 'হৃদয়ে কথা এ লোচন'। (৭) 'ধানশী রাগ ॥

হেম জলদ-অবতার।
সঘনে বরিখে প্রেমধার ॥ ধ্রু ॥
(১) 'সভামধ্যে নাচে প্রভু হৃদয়ে'।
(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"কাঞ্চন-নগরে লোক সেরূপ দেখিয়া।
নিশ্চয় জানিল যেন রাধাবিনোদিয়া ॥
ভক্তগণ মুখ হেরি আছয়ে আনন্দে।
আপনে ঠাকুর নাচে—নাচে নিত্যানন্দে ॥
গদাধর নরহরি নাচে কাছেকাছে।
সকল বৈষ্ণব নাচে গোরা কবি মাঝে ॥
করতাল মৃদঙ্গ আর কীর্ত্তনের বোল।
চৌদিগে সকল লোক বোলে হরিবোল ॥
নটবরশেখর সুগড় সহচর।
রাধাকৃষ্ণগুণগানে প্রেমায় বিভোর ॥"
(৩) 'থুইব তোর'। (৪) 'মনে মনে'।
(৫) 'অনুমানে'।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সুধারসবাণী।
আগম-নিগম-নিগূঢ় মন্ত্রখানি ॥"
(৭) 'রাখহ'। (৮) 'এই'।

এতেক বচন যবে দৈবমুখে শুনি।
আনন্দিত সর্ব্বলোক করে হরিধ্বনি ॥
আনন্দ-হৃদয় প্রভু বোলে হরিবোল।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম আজি হৈতে মোর ॥
গুরুর চরণে করি প্রণতি বিস্তর।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর ॥
গমন-উদ্যম দেখি সেই ন্যাসিরাজ।
ডাকে—হেদে দণ্ড ধর—না করহ ব্যাজ ॥ (১)
গুরুর বচন শুনি লেউটিয়া আসি।
স-বসন দণ্ড পাইয়া লহলহ হাসি ॥
গ্রহণ করিল গুরুর (২) স-বসন দণ্ড।
প্রণতি করয়ে বহু (৩) ভকতি প্রচণ্ড ॥ (৪)
গুরুর আজ্ঞায় প্রভু সেদিন তথাই।
গুরু ভক্তি করি সুখে বঞ্চিলা গোসাঞি (৫) ॥
রজনী (৬) বৈষ্ণব-মেলে করে সঙ্কীর্ত্তন।
গুরুর সংহতি নৃত্য করয়ে মোহন ॥
কেশবভারতী নাচে প্রেমানন্দ-সুখে।
ঠাকুর নাচয়ে—হরি বোলে সর্ব্বলোকে ॥
প্রেমানন্দে পূর্ণ দোহেঁ (৭) পাশরে আপনা।
ব্রহ্ম-সুখ অল্প করি মানে দু'জনা ॥
এইমনে কথোক্ষণে (৮) নৃত্য-অবসানে।
বসিয়া কহয়ে ন্যাসী—বিশ্বম্ভর শুনে ॥
মোর হাথ হইতে দণ্ড এক নিলে আমার।
দণ্ডাগ্র পরশি পুন বোলে নাচিবার ॥
ইহা বলি বিহ্বল হইয়া নাচে পুন।
ঠাকুর নাচয়ে আর (৯) অপরূপ শুন ॥
আনন্দে বৈষ্ণব সব নাচয়ে কৌতুকে।
হরি-হরি বোলে প্রেমানন্দে চতুর্দ্দিগে ॥

এইমনে আনন্দে-সানন্দে রাত্রি (১) যায়।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু মাগেন বিদায় ॥
গুরু প্রদক্ষিণ করি করয়ে প্রণাম।
নীলাচল যাই যাতে পাই সাম্বধান (২) ॥
গুরুর চরণে আজ্ঞা মাগয়ে ঠাকুর।
কেশবভারতীর হিয়া করে দুরু-দুরু।
ছলছল করে আঁখি করুণার জলে।
বিদায়-সময়ে গোরাচাঁদে করে কোলে ॥ (৩)
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি আপনার সুখে।
করুণা-কারণে পরব্রজে বুল লোকে ॥ (৪)
গুরুভক্তি লওয়াইবারে কর বিধি (৫) কর্ম্ম।
সংস্থাপন করিবারে সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম ॥
সর্ব্বলোক নিস্তারিতে করুণাপ্রকাশ ॥
আমা বিড়ম্বিতে কৈলে এই ত (৬) সন্ন্যাস ॥
আমার নিস্তার যেন হয় বিশ্বম্ভর।
এই মোর বাক্য তুমি পালিহ অন্তর ॥
আজ্ঞা দিলা চল নীলাচল-গিরিরাজে।
কিছু না বলিল গোরচন্দ্র আর (৭) লাজে ॥
চরণ-পরশ করি চলিল ঠাকুর।
পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাঢ়িল প্রচুর ॥
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলি ডাকে প্রেমার (৮) উল্লাস।
ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে অট্ট অট্ট হাস ॥
বুক বাঞা পড়ে ধারা নয়নের জলে।
সুরনদীধারা যেন সুমেরু-শিখরে ॥
কদম্বকেশর জিনি বিপুল (৯) পুলক।
কণ্টকিত সর্ব্ব অঙ্গ আপাদমস্তক ॥

---

(১) 'দণ্ড করে করি হের ধর বলি ডাক'।
(২) 'প্রভু' (৩) 'গুরু'
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"আমি সে সকল ছাড়ি করিনু সন্ন্যাস।
তুমি না ছাড়িলে মোরে জন্মেজন্মে বাঁশ।
রাম-অবতারে তুমি ধনুক হইয়া।
রহিলে আমার হাথে ছুষ্টের লাগিয়া ॥
কৃষ্ণ অবতারে বংশী হঞা মোর করে।
মোহিত করিলে তুমি অখিল সংসারে।
ইবে দণ্ড হঞা মোর আগমনা করেছ।
কলিযুগে পাষণ্ডদলন হেতু রীতে ॥
ইহা বলি মহাপ্রভু বোলে হরিবোল।
আকর্ষণ করে মহা প্রেমার হিল্লোল ॥"
(৫) 'রজনী গোঙাই'। (৬) 'সকল'।
(৭) 'দেহ'। (৮) 'দুইজনে'। (৯) 'পুন' বা 'কহোঁ'।

(১) 'দিন'। (২) 'সন্নিধান'।
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ-আলিঙ্গন।
ভারতীর প্রেমভক্তি হইল তখন।
গুরু বোলে—আমিহ যাইব তোমার সঙ্গে।
থাকিব তোমার সঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥"
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'যে চরণ কমলার হৃদয়-বিলাস।
যে চরণ বলি-কালি-শিরের উল্লাস।
যে চরণ গরুড়ের স্কন্ধের ভূষণ।
সে চরণ ধরণীতে করাহ ভ্রমণ ॥
ধরণীর ভাগ্যনিধি কে পায় পরশিতে।
দেশেদেশে ভ্রমণ করহ ইচ্ছামতে ॥"
(৫) 'হেন'। (৬) 'মাত্র করিলে' বা 'কেনে' করিলে'।
(৭) 'পাঞা'। (৮) 'অন্তর'।
(৯) 'একটি'।

মত্ত করিবর যেন রঙ্গে চলি যায়।
নির্ভর প্রেমায় ক্ষণে কৃষ্ণ বলি গায় (১)॥
ক্ষণেকে পড়ে ভূমি—রহে স্তব্ধ হঞা।
ক্ষণে লম্ফ দিয়া উঠে হরিবোল বলিঞা॥
ক্ষণে গোপিকার ভাব—ক্ষণে দাস্যভাব।
ক্ষণে ধীরে-ধীরে চলে—ক্ষণে শীঘ্র ধাব॥
এইমনে দিবারাত্রি না জানে আনন্দে।
রাঢ়দেশে না শুনিল কৃষ্ণনাম-গন্ধে॥ (২)
কৃষ্ণনাম না শুনিঞা খেদ উঠে চিতে।
নিশ্চয় করিল জলে প্রবেশ করিতে॥
(দেখি সব ভক্তগণ করে অনুতাপ।
গৌরাঙ্গ গোলোকে যায়—'কি হবে রে বাপ॥
তবে নিত্যানন্দপ্রভু বোলে বীরদাপে—।
রাখিব চৈতন্য আমি আপন প্রতাপে॥
সেইখানে শিশুগণ গোধন চরায়।
নিত্যানন্দ-প্রভু তার প্রবেশে হিয়ায়॥)
নিশ্চয় করিয়া গেলা (৩) জলের সমীপ।
হরি বলি এক (৪) শিশু ডাকে আচম্বিত॥
তাহা শুনি লেউটি আইলা গৌরহরি।
বোল বোল বোলে ডাকে শিশু-হস্ত ধরি॥
তোমারে করুন কৃপা প্রভু ভগবান্।
কৃতার্থ করিলে শুনাইয়া হরি-নাম॥
প্রেমানন্দে ভাসে প্রভু আনন্দিত হিয়া। (৫)
ভিক্ষা করিলা প্রভু কথোদূর গিয়া॥ (৬)

হেনমতে (১) দিবানিশি নাহি জানে সুখে।
তিনদিন বহি অন্নজল দিলা মুখে॥
হেন মনে প্রেমানন্দে দিনরাতি যায়।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যে দিলেন বিদায়॥ (২)
কহিল ঠাকুর—পুন হৈব দরশন।
ফিরে যাইবে দেশে—না হও বিমন॥ (৩)

---

(১) 'আনন্দে ক্ষণে কৃষ্ণ বলি ধায়' বা 'আবেশে ক্ষণে কৃষ্ণগুণ গায়'।

(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"সাত দিন বুলে প্রভু নামের উদ্দেশে।
কোথাহ না শুনে কৃষ্ণ-নাম গুণ-যশে॥
শিশ্নোদরপরায়ণ দেখে সর্ব্বলোকে।
জীবের দুর্গতি দেখি পাইল বড় শোকে॥"

(৩) 'যে কালে গেলেন প্রভু'। (৪) 'সব'।

(৫) 'তাহা শুনি' হইতে 'আনন্দিত হিয়া' পর্য্যন্ত অংশটুকু, একখানি পুঁথিতে এইরূপ পরিবর্ত্তিত আকারে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা—.
"প্রভু বোলে গঙ্গা কতদূর এথা হৈতে।
সভেই কহিলা—একপ্রহরের পথে॥
প্রভু বোলে—এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব শুনিল হরিনামের প্রচার॥
ইহা বলি চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লৈঞা॥"

(৬) উল্লিখিত 'দেখি সব' হইতে 'দূর গিয়া' পর্য্যন্ত কয়েক পংক্তি, একখানি পুঁথিতে এইরূপ বিপর্য্যস্ত ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা—
"নিশ্চয় করিয়া আইল জলের সমীপ।
হরিধ্বনি রাখাল সব উঠে আচম্বিত॥
গোচারণ করে সর্ব্ব রাখালের গণ।
ভক্তসঙ্গে নিত্যানন্দ দিল দরশন॥
দেখিলেন জলে মগ্ন হন গৌরহরি।
চিন্তায় আকুল নিত্যানন্দ মহাবলী॥
হেন বুঝি অবতার সম্বরে (সংবরে?) ঠাকুর।
কৃষ্ণনাম না শুনিঞা হঞাছে ব্যাকুল॥
না তরিল কলিলোক দুষ্টমহাপাপ।
গৌরাঙ্গ গোলোকে যায় কি হৈল রে বাপ॥
রাখিব গৌরাঙ্গ আমি আপন প্রভাবে।
গদাধর নরহরি শুন ভক্ত সভে॥
কান্দে সব ভক্ত সব নিত্যানন্দ-পায়।
নিত্যানন্দ প্রবেশিলা রাখাল-হিয়ায়॥
সভার হৃদয়ে প্রবেশিল নিত্যানন্দ।
কৃষ্ণ বলি কান্দে নাচে রাখাল আনন্দ।
এই হেতু রাখালের গণ হরি বোলে।
শুনিঞা ফিরিলা গোরাচাঁদ কুতূহলে।
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভাব বিস্তার।
কোলে করি কান্দে প্রভু শচীর কুমার॥
তোমার প্রতাপে কলিলোকের নিস্তার।
জয় জয় নিত্যানন্দ মহিমা অপার॥
তাহা শুনি গোরাচন্দ্র আনন্দ হইয়া।
ভিক্ষা করিল প্রভু কত দূর গিয়া॥"

(১) 'তিন দিন'

(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"নবদ্বীপবাসী সব আমার লাগিয়া।
কান্দএ আমার লাগি ডাকিয়া-ডাকিয়া॥
নিশ্চয় না জানে আমার সন্ন্যাসকরণ।
সভারে জানাহ মোর এই বিবরণ॥"

(৩) এই স্থানে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"এই মত মহাপ্রভু পথে চলি যায়।
উত্তরিলা মহাপ্রভু গ্রাম কুলিয়ায়॥
পথে চলি যায় প্রভু হরিষ অন্তরে।
ভিক্ষা করিল রূপচক্রবর্ত্তি ঘরে।
অনেক সন্তোষ প্রভু পাইলা রঙ্গে।
প্রভাতে চলিলা পুন ভক্তগণসঙ্গে॥
মহাবেগে যায় প্রভু লয়্যা ভক্তগণ।
নপাড়া-গ্রামেতে গিয়া দিল দরশন॥
এক ভক্তজনে প্রভু বহে এক বাণী—।
ভিক্ষা করি দ্বিজঘরে আনহ তোড়ানি

এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
কণ্টক-নগরে যায় শ্রীচন্দ্রশেখর॥ (১)
হেথা নবদ্বীপবাসী একমুখে (২) রহে।
শ্রীচন্দ্রশেখর আসি কিবা বার্ত্তা (৩) কহে॥
কহয়ে লোচন— হা কহনে না যায়।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য নবদ্বীপ পায়॥

করুণশ্রী রাগ॥

(অকি আরে রে আরে হর॥ ধ্রু॥)

নবদ্বীপে প্রবেশিতে আচার্য্য-শেখর।
নয়নে গলয় জলধারা নিরন্তর (৪)॥
নবদ্বীপবাসী যত তাহারে দেখিয়া।
অন্তরে পেভয়ে প্রাণ (৫) ধক্‌ধক্ হিয়া॥
সকল বৈষ্ণব আসি মিলিলা সেখানে।
সম্বরিতে নারে অশ্রু—কাতর বয়ানে॥
পুছিতে না পারে কিছু—মুখে নাহি রা য়॥
শুনি শচীদেবী অউদড়-চুলে ধায়ে॥
('আচার্য্য' বলিয়া ডাকে উন্মতি পগলী।
না দেখিয়া গৌরাঙ্গে হইলা উতরোলি॥)
আমার নিমাই কোথা থুঞা আইলে তুমি।
কেমনে মুড়ালে মাথা কোন্ দেশ ভূমি (৬)॥
কোন্ ছার সন্ন্যাসী সে হৃদয় দারুণ।
বিশ্বম্ভরে মন্ত্র দিতে না হইল করুণ॥

সেহেন সুন্দর কেশ-লাবণ্য দেখিয়া।
কোন্ ছার নাপিত সে নিদারুণ হিয়া॥
কেমন পাপিষ্ঠ তেন কেশে (১) দিল ক্ষুর।
কেমনে বা ছিল সেই নিদয়া নিঠুর॥
আমার নিমাই কার ঘরে ভিক্ষা কৈল।
মস্তক মুড়াঞা বাছা কেমন বা হৈল॥
আর না দেখিব পুত্র বদন তোমার।
অন্ধকার হৈ মোর সকল সংসার॥
রন্ধন করিয়া আর নাহি (২) দিব ভাত।
সেহেন শ্রীঅঙ্গে আর নাহি দিব (৩) হাত॥
সুন্দর-বদনে চুম্ব না দিব মো আর।
এতেক বিলাপ যবে শচীদেবী কৈল।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধিতে জনকতো গেল॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
পশু-পক্ষ-লতা-তরু এ পাষাণ ঝুরে॥
(হায়-হায় কিবা দৈব হইল আমারে।
গৌর বিনু আমার সকল আন্ধিয়ারে॥
সে হাস্য লাবণ্য দেহ (৪) না দেখিব আর।
না শুনিব বচনচাতুরী সুধাসার॥
অনাথিনী করিয়া কোথাকারে গেলা তুমি।
তোমা ভাবিব তুয়া (৫) গুণ—নিবেদিয়ে আমি॥
কোন্ ভাগ্যবতী সে না তোমারে দেখিয়া।
নিন্দিল কতেক মেয়ে কান্দিয়া-কান্দিয়া॥
কেন্ অভাগিনী-কোল ছাড়িয়া আইলা।
খণ্ডব্রতা অভাগিনী কেনে না মরিলা॥
পূজিল তোমার মুখ অনঙ্গ-নয়নে।
কেমনে ধরিব হিয়া তোমা-অদর্শনে॥
বিচ্ছেদে মরিল তোর যত বর-নারী।
আমি অভাগিনী দেহ এতকাল ধরি॥
মরি-মরি গৌরাঙ্গসুন্দর কতি গেলা।
আমি নারী অনাথিনী (৬) সহজে অবলা॥
কোন্ দেশে যাব—লাগ পাব কোন্ ঠাঞি।
যাইতে না দিব কেহো—মরিব এথাই (৭)॥
মায়ে অনাথিনী করি গেলা কোন্ দেশে।
কেমনে বঞ্চিব তেঁহ তোমার হুতাশে॥
পাপিষ্ঠ শরীর মোর প্রাণ নাহি যায়।
ভূমিতে লোটাঞা দেবী করে হায়-হায়॥

প্রভুর আজ্ঞায় দ্বিজ গেলা তথাকারে।
না দিলে তোড়ানি (?) গেলা প্রভুরবাবরে॥
প্রভুর সম্মুখে আসি কহিল বচন—।
না দিল তোড়ানি প্রভু পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ॥
তাহা শুনি মহাপ্রভু ধায় মহাবেগে।
আপনা না ধরে গৌর কৃষ্ণ-অনুরাগে॥
যতেক ভকত প্রভু পাইসে পাছে পাছে।
পথমধ্যে দেখি এক তিয়া পোতা আছে॥
তাহার তলায় প্রভু করিলা বিশ্রাম।
সপুলক ঘনঘন লয়ে হরিনাম॥
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু আনন্দিতমন॥
ধরিয়া তাহারে প্রভু দিলা আলিঙ্গন॥"

(১) অতঃপর একথা ন পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"মরিব তোমারে প্রভু আমি না দেখিয়া।
মরিব যে নবদ্বীপের শোকাগ্নে পুড়িয়া॥"

(২) 'এথা নবদ্বীপের লোক একদৃষ্টে'।

(৩) 'দেখ আসি কিবা'।

(৪) 'ঝরয়ে জল পেভয়ে অন্তর'।

(৫) 'করে'। (৬) 'জমি'।

(১) 'ত র শিরে'। (২) 'কাবৃ পাতে'।

(৩) 'কমল অঙ্গে না বুলাব'। (৪) 'মুখ'।

(৫) 'সাঙরি মরিব'। (৬) 'অভাগিনী'।

(৭) 'তথাই'।

বিরহ-অনল-শ্বাস বহে অনিবার।
অধর শুখায়—কম্প হয় কলেবর ॥
কেশ-বাস না সম্বরে ধূলায় পড়িয়া।
ক্ষণে ক্ষীণ হয় অঙ্গ রহে ত ফুলিয়া ॥)
ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় রাঙ্গা-চরণ-ধেয়ানে।
সম্বেদন পায় ক্ষণে (১) অনেক যতনে ॥
প্রভু প্রভু বলি ডাকে ক্ষণে আর্ত্তনাদে।
বিষ্ণুপ্রিয়া-কান্দনাতে সবজন কান্দে ॥
প্রবোধ করিতে যেই যেই জন গেল।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল ॥
সবজন বোলে—হের শুন বিষ্ণুপ্রিয়া।
কি দিব প্রবোধ তোরে—স্থির কর হিয়া ॥
তোর অগোচর নহে তোর প্রভুর কাজ।
বুঝিয়া প্রবোধ দেহ নিজ-হিয়া-মাঝ ॥
(প্রবোধিয়া সব ভক্ত একত্র হইয়া।
বিচার করয়ে গোরাচাঁদের লাগিয়া ॥
সন্ন্যাস করিল মো-সভারে দুখ দিয়া।
এখানে ছাড়িয়া গেলা নিদারুণ হৈয়া ॥
রহিব কেমনে তাহা ছাড়িয়া আমরা।
নিদারুণ মো-সভারে ছাড়িলেন গোরা ॥
ভাবোধিক দয়াল তাহার বড় নাম।
নাম হৈতে তারে পাই—এই মুখ্য কাম ॥
তার বাক্য আছে পূর্ব্ব মো-সভার তরে।
নাম যেন লয়—সে-ই পাইব আমারে ॥
এত চিন্তি নাম লৈতে বসিলা সভাই।
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া আর যতযত যেই ॥
কি বালক বৃদ্ধ কিবা যুবক-যুবতী।
নাম লৈতে বসিলা গৌরাঙ্গ করি গতি (২) ॥
নামপাশে বান্ধিল গৌরাঙ্গ মত্ত (৩)-সিংহ।
দাণ্ডাইলা মহাপ্রভু—গতি হৈল ভঙ্গ ॥
নিত্যানন্দ-অঙ্গ হেলিয়া রহিলা।
অঝর-নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিলা ॥
যাহ নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আজি তুমি।
শান্তিপুরে সভারে দেখয়ে যেন আমি ॥
শুনি নিত্যানন্দমনে আনন্দ হইল।
দেখা দিব সভাকারে—এই সত্য কৈল ॥)
কহয়ে লোচনদাস কাতর-হিয়ায়।
তবে (৪) প্রভু গোরাচাঁদ করিলা বিজয় ॥

———

(১) 'সম্বিত না হয় হিয়া,
(২) 'লই বসিলা গৌরাঙ্গে মন মতি'।
(৩) 'মন'। (৪) 'এথা'।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গে চলি যায়।
হাসিয়া ঠাকুর তারে দিলেন বিদায় ॥
নবদ্বীপ যাহ তুমি—শুনহ বচন।
নদিয়ানগরে মোর যত বন্ধুজন ॥
সভারে কহিও মোর 'নারায়ণ'-বাণী।
অদ্বৈত-আচার্য্য-ঘরে উত্তরিব আমি ॥
সভারে লইয়া তুমি আইস তথাকারে।
একত্রে হইবে দেখা (১) আচার্য্যের ঘরে ॥
ইহা বলি মহাপ্রভু চলিলা সত্বর।
নিত্যানন্দ যান তবে নদিয়ানগর ॥
নদিয়ানগরের লোক জীয়ন্তেতে মরা।
কাটিলে-কুটিলে রক্ত-মাংস নাহি তারা ॥
উদরে নাহিক অন্ন—টলমল তনু।
সর্ব্ব অন্ধকার তারা (২) গোরাচাঁদ বিনু ॥
আচম্বিতে নিত্যানন্দ নদিয়া-নগরে।
গায়ে বল হৈল—সভে (৩) ধাইলা সত্বরে ॥
চলিতে না পারে পথে টলমল করে।
দেখিতে না পায় পথ নয়ানের জলে ॥
সকল বৈষ্ণব কান্দে পড়িয়া চরণে।
পুছিতে না পারে কিছু নীরব (৪) বদনে ॥
শচী অতি উনমতি ধায় ঊর্দ্ধমুখে।
এ ভূমি-আকাশ শচীর জুড়িলেক দুখে ॥
আর্ত্তনাদে ডাকে শচী—আরে অবধূত।
কোথা থুঞা আলি মোর নিমাই সোণার সুত ॥
ইহা বলি কান্দে শচী বুকে (৫) কর হানে।
টলমল করে,—নাহি চাহে পথপানে ॥
শচী দেখি অভ্যুত্থান করিলা ঠাকুর।
শচী কহে—মোর পুত্র আইসে কতদূর ॥
নিত্যানন্দ কহে—খেদ না করিহ চিতে।
আমারে পাঠাইল তোমা-সভাকারে নিতে ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-ঘরে রহিব ঠাকুর।
খেদ না করিহ—দেখা হইব অদূর ॥
চলহ সকল লোক প্রভু দেখিবারে।
সেইমনে সেইক্ষণে সর্ব্বজন চলে ॥
(আবালবৃদ্ধ যুবতী মূক (৬) ধীর জন।
মূর্খ কিবা তপস্বী—চলিলা সর্ব্বজন ॥)

(১) 'সঙ্গে'।
(২) 'দশদিক্ অন্ধকার' বা 'সর্ব্বে অন্ধকারে সেই'।
(৩) 'সর্ব্বজন শুনি তবে'। (৪) 'বিরস'।
(৫) 'ডাকে শচী শিরে'।
(৬) 'বাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী'।

শচী আগে-আগে ধায় (১) গায়ে হৈল বল।
আনন্দে চলিয়া যায় বৈষ্ণবসকল॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-ঘরে উত্তরিল গিয়া।
ভাঙ্গিল কাঁকালি তঁহা প্রভু না দেখিয়া॥ (২)
অদ্বৈত-আচার্য্যে কথা পুছে নিত্যানন্দ—।
তোমার আশ্রমে প্রভু করিলা নির্ব্বন্ধ॥
আমারে পাঠাঞা দিল এ সভারে নিতে।
আর কিছু না জানিয়ে কি আছয়ে চিতে॥
ইহা বলি দোঁহে মেলি করে কোলাকুলি।
গৌরাঙ্গসন্ন্যাস শুনি অদ্বৈত বিকলী॥
মুঞি অভাগিয়া সঙ্গ না পাইল তার।
কবে চাঁদমুখ মো দেখিব আরবার॥
শচী উনমতি পুছে তখনি-তখন।
সবজন বোলে—প্রভু আসিব এখন॥
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল সবজনার হৃদয়।
আইলা ত মহাপ্রভু হেনই সময়॥
আছিল-অধিক কোটিগুণ দেহ-ছটা।
আর তাহে উজ্জ্বল চন্দন-দীর্ঘ-ফোঁটা॥
গোরা-গায়ে অরুণ-বসন উজিয়ার।
প্রাতঃকালের সূর্য্য জিনি বরণ তাহার॥
দণ্ড-করে আইসে প্রভু (৩) সিংহের গমনে।
দেখিয়া সকল লোক পড়িলা চরণে॥
হিয়া জুড়াইল দেখি অঙ্গের ছটাক।
পাশরিল সর্ব্বলোক (৪) দুখ লাখেলাখ॥ (৫)
প্রেমায় ভরিল হিয়া—নাহি শোক দুখ।
একদৃষ্টে চাহে শচী বিশ্বম্ভরমুখ॥
যতেক আছিল দুখ—কিছু নাহি চিতে।
অমিয়া-সিঞ্চিল মুখ দেখিতে-দেখিতে॥
অদ্বৈত- আচার্য্যগোসাঞি আনন্দ-হিয়ায়।
দিব্যাসনে বসাইল প্রভু গোরারায়॥

(১) 'চলে'।
(২) "বস্ত্রগুপ্ত দোলায় আইলা শচীদেবী।
ঘরে গোরাবিরহে রহে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী॥"
(৩) 'স্কন্ধে এস্তে মত্ত'। (৪) 'মনে' বা 'শোক'।
(৫) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"প্রাণ হারাইলে যেন প্রাণ পায় জনে।
ধন হারাইলে যেন ধনী পায় ধনে॥
পতি হারাইলে যেন পতিব্রতাগণ।
দুখী যেন পুনর্ব্বার পাঞা দরশন॥
জল ছাড়ি মৎস্য যেন ছটপট করে।
আচম্বিতে জল পাইলে যেন কুতূহলে।
এইমতে সবজন গৌরাঙ্গ দেখিয়া।
পুলকে আকুল অঙ্গ হরিষন্ত হৈয়া॥"

পাদপ্রক্ষালন করি মুছিলা বসনে।
পাদোদক-পান কৈল সব নিজজনে॥
জয়জয়ধ্বনি শুনি হরি-হরি-বোল।
সকল বৈষ্ণব-হিয়া আনন্দহিল্লোল॥
তেজ (১) দেখি আনন্দিত হৈলা হরিদাস (২)।
মুরারি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস॥
দণ্ড-পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া।
ছলছল করে আঁখি বদন (৩) দেখিয়া॥
আনন্দ-গদগদ স্বর—অঙ্গ পুলকিত।
মইল-শরীরে জীউ আইল আচম্বিত॥
হেনমনে নিজজনে দেখি গোরারায়।
কৃপাদিঠে চাহে—দয়া বাঢ়িল হিয়ায়॥
কারে নিজ করে প্রভু (৪) পরশন করে।
হাসিয়া সম্ভাষে' কাহো কোলে চাপি ধরে॥
যার সেই অভিমত করয়ে ঠাকুর।
সভার অন্তরে প্রেমা বাঢ়িল প্রচুর॥
হৃষ্ট হৈলা সবজন—দূরে গেল শোক।
আনন্দে মঙ্গলধ্বনি হরি বোলে লোক॥
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি ভক্ত সুচতুর।
তাহার আশ্রমে ভিক্ষা করিলা ঠাকুর (৫)॥ (৬)
আর সব জন—যার যেই অনুরূপ।
ভোজন করিলা সভে আনন্দ (৭)-কৌতুক॥
সন্ন্যাস করিলা প্রভু—কারো নাহি মনে।
আনন্দে গোঙায় দিনরাত্রি সঙ্কীর্ত্তনে॥
সঙ্কীর্ত্তনে ভোরা প্রভু নিজ-গুণ গায়।
আনন্দহৃদয়ে আপে নাচয়ে নাচায়॥ (৮)

(১) 'প্রভু'। (২) 'সব দাস'। (৩) 'চরণ'।
(৪) 'কেহো নিজ করে অঙ্গ' বা 'কারো অঙ্গে নিজ অঙ্গ'। (৫) 'প্রচুর'।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"পাক কৈল শচীমাতা জগত-জননী।
আনন্দে আসিলা সীতাদেবী ঠাকুরাণী॥
ভোজন করায় অদ্বৈত বড় পরিপাটী।
সকল ব্যঞ্জন পাত্রে দিল মিঠি মিঠি॥
ভোজন করয়ে প্রভু ত্রিদশের রায়।
দেখিয়া সকলভক্ত আনন্দ হিয়ায়॥"
(৭) 'সুখে পরম'।
(৮) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"নাচে নিত্যানন্দ আর নাচে হরিদাস।
মুরারি মুকুন্দ নাচে নাচে শ্রীনিবাস॥
গদাধর নরহরি নাচে দুইপাশে।
বাসুদেব ঘোষ নাচে গদাধর দাসে॥
সবভক্ত নাচে ঘোর গৌরাঙ্গ বেঢ়িয়া।
গণিতে না পারি তা-সভার নাম লঞা॥

(সর্ব্বভক্তগণ নাচে প্রেম-রস-রঙ্গে।
অদ্বৈত-আচার্য্য নাচে নিজপুত্র-সঙ্গে ॥
সভার হৃদয়ে প্রেম বাড়িল অপার।
অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বকার ॥)
সভার হৃদয়ে ভেল আনন্দ-উল্লাস।
ঐছন শুনিঞা সুখী এ লোচনদাস ॥

ভাটিয়ারি রাগ। দিশা ॥

(ভায়্যা আরে আরে গোরা-গোসাঞির মহিমা-
গুণ গাইয়॥ মূর্চ্ছা ॥
আরে ভায়্যা প্রাণ-ভায়্যা সংসারবাসনা রে ছাড়িহ
জগতে যাবত কাল জীয়, মহাপ্রভুর
চরণ না ছাড়িহ। ধ্রু ॥)

এইমতে শুভরাত্রি সুপ্রভাত হৈল।
প্রাতঃক্রিয়া করি প্রভু আসনে বসিল ॥
(দণ্ড-করে যেন সর্ব্বরাজের ঈশ্বর।
অরুণ-বসন অঙ্গে করে ঝলমল ॥)
যত নিজজন কাছে আছএ বসিয়া।
হাসিহাসি কহে প্রভু সভা সম্বোধিয়া (১)—॥
শ্রীনিবাস আদি করি যত ভক্তগণ।
আপন আশ্রমে সভে করহ গমন ॥
নীলাচল যাব জগন্নাথ দেখিবারে।
প্রসন্নবদনে প্রভু যদি দয়া করে ॥
তোমরা থাকিবে—আজ্ঞা করিবে পালন।
নিরন্তর দিবা-নিশি করিবে কীর্ত্তন ॥
(হরিনাম ভক্তসেবা করিবে স্থাপন।
এই ধর্ম্ম করি যেন তরে সর্ব্বজন ॥)
নির্ম্মৎসর-অন্তর হইবে (২) সর্ব্বজন।
সভে সভাকার মন কর (৩) আরাধন ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু উঠিলা সত্বরে।
বাহু বেঢ়ি সভ কারে (৪) আলিঙ্গন করে ॥
প্রেম-জলে দু-নয়ান করে ছলছল।
সকরুণ কণ্ঠ ভেল গদগদ স্বর ॥
হেন ই সময়ে সেই প্রভু (১) হরিদাস ॥
দন্তে তৃণ ধরি পড়ে পাদাম্বুজ-পাশ ॥ (২)
আর্ত্ত আর্ত্তনাদে কান্দে সকরুণ স্বরে।
শুনিতে সকল-লোক-হৃদয় বিদরে ॥
ব্যথিত হইল প্রভু সজলনয়ন।
কাতর-অন্তর কিছু কহিছে বচন—॥ (৩)
এইমত ভাগ্য মোর হবে কতদিনে।
পড়িয়া কান্দিব জগন্নাথের চরণে ॥
কহিব কাতর কথা পাদাম্বুজ পাঞা।
সফল করিব আঁখি (৪) শ্রীমুখ দেখিয়া ॥
এ বোল বলিতে (৫) চারিপাশে ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সভে করয়ে রোদন ॥
চেতন হারল শচী কান্দিতে না পায় (৬)।
এবিবারে চাহে নিজ পুত্রের গলায় ॥
কেহো পায়ে (৭) ধরি কান্দে আউদড়-চুলি।
অনেক যতনে তবে (৮) আপনা সম্বরি ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
প্রভুরে কহিতে কিছু করে অনুবন্ধ (৯) ॥
স্বতন্ত্র ঠাকুর তুমি—মো সব অধীন (১০)।
দীন দুরাচার (১১) পাপী—তাহে ভক্তিহীন ॥
কি বলিতে পারি প্রভু করিলা সন্ন্যাস (১২)।
এখন ছাড়িয়া যাহ নিজ সব দাস ॥
একেশ্বর কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় অন্ন চাহিবে কাহাতে ॥
শচীর দুলাল তুমি দুর্ল্লল-চরিত (১৩)।
দুখানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত ॥
ভক্তজন-নয়ন-আমন্দ-দিঠিপাতে।

অনন্ত গৌরাঙ্গ লীলা—কে বর্ণিতে পারে।
সভাই বেঢ়িয়া নাচে প্রভু বিশম্ভরে ॥
দেখি শচীমাতা লীলা নারায়ণী সঙ্গে।
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে নিজ পুত্র সঙ্গে ॥"

(১) 'সম্বোধিয়া'।
(২) 'বিমর্ষ অন্তর হইলেন' বা 'উৎকর্ষ ছাড় অন্তর না করে'।
(৩) 'চিত্ত করিবে' বা 'চিত্ত করে'।
(৪) পসারিয়া সভা'।

(১) 'তথা আসি' বা 'সেই শ্রী'।
(২) একখানি পুঁথিতে পূর্ব্ব দুই পংক্তি এইরূপ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে,—
"হেনই সময়ে সেই শ্রীহরিদাস।
তেমাতে আমার কভু নাহিক উদাস ॥
তোমা লাগি জগন্নাথে করিমু নিবেদন।
তোমাকে লইব আমি শ্রীপুরুষোত্তম।"
(৩) 'বিস্মিত হইল প্রভু কমললোচন।
কহয়ে করুণাবাণী—শুনে সর্ব্বজন ॥"
(৪) 'আজ্ঞা'। (৫) 'শুনিতে'।
(৬) 'মুখে নাহি বায়'।
(৭) 'গলা'। (৮) 'শকতি প্রভু'। (৯) 'করিল প্রবন্ধ'।
(১০) 'মুঞি অতি দীন' বা 'মো ছার অধীন'।
(১১) 'দুরাচার ছার'। (১২) 'কহিতে জুয়ায়'।
(১৩) 'অকত ব্যথিত'।

এ দেহ প্রেমার তরু বাড়ে হাথেহাথে॥
অনেক আছিল প্রেমফল-প্রাপ্তি আশে।
সন্ন্যাস করিয়া শূন্য করাইল আশে (১)॥
পাপিষ্ঠ-শরীরে প্রাণ না যায় ছাড়িয়া।
ঘরে চলি যাব তোরে বিদায় করিয়া॥
এখনে চলিয়া যাব মো সব (২) অধম।
তোর ধর্ম্ম নহে—তুমি পতিতপাবন॥
করুণা-কর্দ্দমে তনু গাঢ়িয়াছে (৩) বিধি।
বিনোদ-বিলাস-লীলা দিয়া নানা নিধি (৪)॥
কেবল পরম প্রেমা (৫)—তাহে জীবন্যাস।
ত্রৈলোক্য-অদ্ভুত রূপ করিয়া (৬) প্রকাশ॥
উপমা দিবার নাহি ত্রৈলোক্য-ভিতর।
তোমার নিষ্ঠুর বাণী—জগত কাতর॥
এমত করিতে প্রভু না জুয়ায় তোবে।
আপনে রুইয়া বৃক্ষ—কাটি' কেনে মূলে॥
যে যায়—তাহারে লহ সহাত করিয়া।
নহে বা মারব সভে আগুনে পুড়িয়া॥
হের দেখ তোর মাতা শচী অনাথিনী।
সহিতে না পারি উহার বিনাশ-প্রা-বাণী॥ (৭)
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
শূন্য হৈল নবদ্বীপ নগর-বাজারে॥
শূন্য যেন (৮) লাগে সর্ব্ব বৈষ্ণবের ঘর।
সভারে সভার বাড়ী যোজন-অন্তর॥
যেখানে বসিয়া প্রভু কহিলে নিজকথা।
দেখিলে মারব—আর (৯) নাহি যাব তথা॥
রহস্য-বিনোদ কথা না শুনিব (১০) আর।
না দেখিব নৃত্যাবেশ—প্রেমার প্রচার॥
নাচিবার বেলে আর না করিব কোলে।
না দেখিব অরুণ-নয়নে প্রেম-জলে॥
হুহুঙ্কার-শব্দামৃত না শুনিব আর।
কে মোর রোধিল (১১) কর্ণ-নয়ান-দুয়ার॥
কেমনে না দেখি জ ব' তো মুখচান্দ।
নয়ান থাকিতে কে বা করাইল আন্ধ॥

(১) 'সুখ করিলা নৈরাশে'।
(২) 'চলিব এই মো ছার'।
(৩) ধর্ম্মে তো তৎপর তনু বাঢাইল।
(৪) 'বিধি'। (৫) 'আত্মা'। (৬) 'প্রেমার'।
(৭) 'রোদন করিতে যায় এ দিন রজনী'।
(৮) 'শনি যেন' বা 'শূন্যময়'।
(৯) 'সঙ্গে', 'প্রভু' বা 'তাহা'।
(১০) 'নিভৃত কথা না কহিব'।
(১১) 'বান্ধিল'।

না দিহ (১) বিদায় প্রভু—যাব তোর সঙ্গে।
তোমার নিঠুর-বাণী পোড়ে সব অঙ্গে॥
(আহিড়ী ঘণ্টার রব যেমন করিয়া।
কাছে মৃগী আইসে—তারে মারয়ে ধরিয়া॥
তেমতি তোমার প্রেম বুঝিল এখন।
লোভ দেখাইব পাছে মারি' কি-কারণ॥
তোমার বিচ্ছেদে ভক্ত সভাই মরিবে।
ভকতবৎসল-নাম কেমনে ধরিবে॥)
শচীরে বিদায় দিবে করি (২) কোন্ যুক্তি।
তাহার সমীপে ইহা (৩) কহে কোন্ ব্যক্তি॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মরিব শবদমাত্র শুনি।
এ কথার সম্বিধান করহ আপনি॥
এতেক বচন যবে ভক্তগণ বৈল।
অন্তর-করুণ প্রভু হাসিতে লাগিল॥
শুনহ সকল ভক্ত বচন প্রচুর (৪)।
কোনকালে তো-সভারে নহিব নিষ্ঠুর॥
নীলাচলে বাস আমি করিব সর্ব্বথা।
সর্ব্বদা আসিবে যাবে—দেখা পাবে (৫) তথা॥
আছিল-অধিক প্রেমা বাড়িল অপার।
হরিনাম (৬) সঙ্কীর্ত্তনে ভাসিব সংসার॥
কাহার হৃদয়ে না থাকিব (৭) দুখ-শোক॥
সঙ্কীর্ত্তনসমুদ্রে ডুবাব (৮) সর্ব্বলোক॥
কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা মোর মাতা শচী।
যে ভজয়ে (৯) কৃষ্ণ—তার কোলে আমি আছি॥
এ বোল শুনি প্রা সভে পড়িলা চরণে।
সত্য কর প্রভু যেই কহিলা বচনে॥
সত্যসত্য বলি প্রভু বোলে বারবার।
নীলাচল-বাস সত্য হইব আমার॥
শচীদেবী দাঁড়াইতে (১০) নারে স্থির হৈয়া।
দাঁড়াইলা দু-জনার হাথেত ধরিয়া॥
(নিদারুণ হৈয়া কোথাকারে যাবে তুমি।
তোমা না দেখিলে বাপ মরি যাব আমি॥
সভে তোর বদন দেখিব কতবার।
আমি অভাগিনী মুখ না দেখিব আর॥
সভার প্রবোধ (১১) বাছা করিলে আপনে।
আমার প্রবোধ বাপ হইব কেমনে॥

(১) 'দিব'। (২) 'দিতে করে'।
(৩) 'সম্মুখ হইয়া'। (৪) 'লোক বচন উত্তর'।
(৫) 'সর্ব্বথা যে যাবে সভে দেখা হবে'। (৬) 'গুণ'।
(৭) 'থাকিব'। (৮) 'শবদে ডুবিব'। (৯) 'ভজিবে'।
(১০) 'সম্মুখে রহিতে শচী'। (১১) 'বিদায়'।

আমার দ্বিতীয় কেহো নাহি এ সংসারে।
বিষ্ণুপ্রিয়া শেলমাত্র বুকের ভিতরে॥)
হাসিয়া কহেন প্রভু সকরুণ-হিয়া—।
মিছা-শোকে মর পূর্ব্ব-জ্ঞান পাশরিয়া॥
চলি যাহ—শোক কিছু না করিহ চিতে।
নির্ম্মৎসর হই রহ সভার সহিতে॥
দণ্ডবত করি প্রভু মায়ের চরণে।
প্রবোধ করিল প্রভু কথার বিধানে॥
মায়ে প্রবোধিয়া (১) প্রভু বোলে হরিবোল।
সত্বরে চলিলা—উঠে কান্দনের রোল॥
অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে চলি যায়।
দণ্ড-দুই গিয়া প্রভু পাছুপানে চায়॥
দাঁড়াইলা মহাপ্রভু আচার্য্য-বিলম্বে।
উত্তরিলা আচার্য্য কাঁকালি অবলম্বে॥
বয়ান বিরস—ঘর্ম্ম বিন্দু-বিন্দু তায়।
কাতর-অন্তরে (২) কিছু প্রভুরে সুধায়—॥
তুমি পরদেশে যাবে—এই মোর দুখ।
তাহাতেই আর এক (৩) পোড়ে মোর বুক॥
আপন অন্তঃকথা কহিল গোচর।
নিশ্চয় কহিবে প্রভু ইহার উত্তর॥
তোর নিজজন যত তোমার বিচ্ছেদে।
কান্দয়ে কাতর হঞা পদ-অরবিন্দে॥
আমার পাপিষ্ঠ হিয়া না দরবে(৪) কেনে।
এ কাঠ-কঠিন—অশ্রু নাহিক নয়ানে॥
আমার অধিক আর দুরাচার নাহি(৫)।
তোমার বিচ্ছেদে হিয়ায় প্রেমা উঠে নাহি॥
এ বোল শুনঞা প্রভু হাসি কৈল কোলে।
কহিব ইহার তত্ত্ব—শুন মোর(৬) বোলে॥
তোমার প্রেমায় আমি ছাড়িতে(৭) না পারি।
তে-কারণে তোর প্রেমা গাঁঠিতে সম্বরি॥
ইহা বলি আউলাইলা বসনের গ্রন্থি (৮)।
প্রেমার বিভোর সে আচার্য্য মনে চিন্তি(৯)॥
নয়নসাগরে(১০) বহে সাত পাঁচ-ধারা।
নির্ভর প্রেমায় সম্বোধন(১১) নাহি তারা॥(১২)
অন্ত-ব্যস্তে সম্বরণ করিলা(১৩) ঠাকুর।
সম্বরণ কৈল তবে আচার্য্য চতুর॥

এই ত কারণে তোর প্রেমা উঠে নাই।
তোমার প্রেমায় আমি চলিতে না পাই॥
তোর প্রেমার বশ আমি—শুনহ আচার্য্য।
পূর্ব্ব সোঙরণ কর—বিথারহ(১) কার্য্য॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
সকল বৈষ্ণব গেলা আপনার ঘর॥
কহয়ে লোচনদাস গোরা-ঠাকুরাল।
সন্ন্যাস নহেক—বুকে রহি গেল শাল (২)॥

ভাটিয়ারি রাগ। (৩)

সভারে বিদায় দিয়া চলিলা ঠাকুর।
শূন্যাকার হৈল সব নবদ্বীপপুর॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর অবধূতরায়।
নরহরি-আদি কথোজন সঙ্গে (৪) যায়॥
(শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর।
এই-নিজজন-সঙ্গে চলিলা ঈশ্বর॥
জগন্নাথ দোলেতে দেখিব মনে করি।
সত্বরে চলিলা প্রভু বলি হরিহরি॥)
প্রেমায় বিভোল প্রভু চলি যায় পথে।
টলমল করে তনু—না পারে হাঁটিতে॥
ক্ষণে শীঘ্রগতি ধায় সিংহপরাক্রমে।
ক্ষণে হুহুঙ্কার দেই ডাকে হরিনামে॥

---

(১) 'এ বোল বলিয়া'। (২) 'বচনে'।
(৩) 'তোরে না দেখিয়া প্রভু'।
(৪) 'নিঠুর প্রাণ না যায় বা'। (৫) 'কহি'
(৬) 'সুমধুর'। (৭) 'যাইতে' বা 'চলিতে'।
(৮) 'গ্রন্থ'। (৯) 'মতিমন্ত'। (১০) 'দুনয়নে'।
(১১) 'সম্বোধন'। (১২) 'সম্বরিতে নারে প্রেম সোণার কিশোরা'। (১৩) 'প্রেমানন্দ সম্বরে'।

(১) 'সঞ্চারিয়া বিথারহ নিজ'
(২) 'রহিল হিয়া রহি গেল শেল'।
(৩) একখানি পুথির পরিবর্ত্তিত ও পরবর্দ্ধিত পাঠ,--
"সুহই সিন্ধুড়া রাগ॥
অরুণ-নয়নে আরে, প্রেমজলে টলটল,
ধারা বহে ত বিথার।
প্রেমভরে ভুবন, চতুর্দ্দশ দোলই,
ধরণী ধরই না পার॥ ধ্রু।
গোরা নাচে মদন জিনিঞা ঠামে।
চৌদিকে ঝলমল, হেরি ভকত লোক,
যয়ে সুমেরুগিরি-ভাণে॥
চান্দবদনে রো- দন শুনি ঘন ঘন,
মৃগ পাখী আদি রোয়ে।
মুকুন্দ দামোদর, সঙ্গে গদাধর,
হরি হরি সঘনে বোলয়ে॥
মহীতলে বিজয়, পতিতজন-পাবন,
ভুবনপাবন উদ্ধারিতে আয়ে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ অদ্বৈত,
ঠাকুর জ্ঞানদাস গুণ গায়ে॥"
(৪) 'আর নিজজনা কত সঙ্গে চলি'।

ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় সকরুণ কান্দে।
ক্ষণে মালসাট মারে প্রেমার উন্মাদে॥
অরুণ-নয়নে জলধারা অনিবার।
বিপুল-পুলকে সে ঢাকিল কলেবর॥
ক্ষণেকে মন্থরগতি—অলৌকিক কহে।
ক্ষণে অট্ট-অট্ট হাস—দাঁড়াইয়া রহে॥
যদি বা কখন ভক্ষ্য উপসন্ন হয়।
'নিবেদিত নহে' বলি কছুই না লয় (১)
অনেক যতনে দুই-তিনে করে ভিক্ষা।
লোক-অনুগ্রহ সে প্রকাশে' লোকশিক্ষা॥
সব-নিশি জাগরণ—লয় হরিনাম।
ডাকিয়া পড়য়ে এই শ্লোক গুণধাম॥

তথাহি—

"রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ (২) মাম
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি (৩) মাম্॥" ইতি

এই শ্লোক সুমধুরস্বরে গায় প্রভু।
প্রেমার আনন্দে গদগদ ভাষে (৪) লহু॥
(দোলে জগন্নাথ দেখিবার যাত্রিগণ।
প্রভুসঙ্গে যায় তারা আনন্দিতমন॥)
এককালে একঠাঞি যাত্রিকসমূহ।
পথে রহিয়া ছ দানী পাপিষ্ঠ দুরূহ॥ (৫)
অনেক যন্ত্রণা দুখ দিছে তা-সভারে।
আগাইয়াছিলা প্রভু লেউটে সত্বরে॥
অবধূত গদাধরপণ্ডিত বিস্ময়।
কি কারণে পুন লেউটিয়া প্রভু যায় (৬)॥
চিন্তিতে-চিন্তিতে তারা যায় পাছে-পাছে।
কথোদূরে দেখে—দানী যাত্রী বান্ধিয়াছে॥
কারণ দেখিয়া তারা ভেল চমকিত।
পুলক-ভরল অঙ্গ—অতি আনন্দিত॥
যাত্রিকে দেখিয়া প্রভু বিরস (৭)-বদন।
ত্বরায়ে চলিলা মত্ত সিংহের গমন॥
প্রভু কে দেখিয়া যাত্রী কান্দে উভরায়।
ত্রাস পাঞা শিশু যেন মায়ের কোলে পায়॥
দীন বন (৮) জন্তু যেন দগ্ধ দাবানলে।
সন্তপ্ত হইয়া পড়ে জাহ্নবীর জলে॥
প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে যাত্রিগণ।
দেখি পাপিষ্ঠ দানী ভাবে মনেমন—॥ (৯)

এরূপ মানুষ নাহি জগত-ভিতর।
'এই নীলাচলচন্দ্র' জানিল অন্তর॥
ইহা-সভাকারে আমি দিলুঁ এত দুখ।
কি করয়ে জানি মোর ভয়ে কাঁপে (১) বুক॥
এতেক চিন্তিয়া মনে সেই মহাদানী।
প্রভুর চরণে পড়ি বোলে কাকু-বাণী—॥
ছাড়িল যাত্রিকগণ—না সাধিব দান।
অন্তরে জানিল প্রভু—তুমি ভগবান্॥
(ইহা বলি চরণে পড়িয়া সেই কান্দে।
তাহার মাথাতে দিল চরণারবিন্দে॥
কম্প-গদগদস্বরে নানা স্তব করে—।
বিষয়ী বলিয়া ঘৃণা না করিহ মোরে॥)
এ বোল শুনিঞা প্রভু মুচকি হাসিয়া।
সুখে চলি যায় যাত্রিগণ ছাড়াইয়া॥ (২)
হেনই সময়ে কথোদূরে আর দানী।
ডাকিতে-ডাকিতে আইসে উভ করি পাণি॥
দেখিয়া ঠাকুর তাহে উভ কৈল বাই।
হাথসানে সেই দানী রহে সেইঠাঞি॥
(ঝরঝর নয়ন—পুলক কলেবর।
হরে-কৃষ্ণ-নাম সেই বোলে নিরন্তর॥)
দেখি নিত্যানন্দ-গদাধরের উল্লাস।
গৌরাঙ্গচরিত্র কহে এ লোচনদাস॥

সিন্ধুড়া রাগ। দিশা॥

(ভাই রে গাও গাও গোরাগোসাঞির গুণ গান॥ মূর্চ্ছা॥ অহো অহো অহো গৌরাঙ্গ (৩)-চরণকমল কর ইচ্ছা। জগতে যতেক দেখ, আপনা করিয়া লেখ, হো হো হো হো হো হো রে ভাই রে, সে পুন সকল কাল মিছ, ভাই রে গাও গাও গুন॥ ধ্রু॥)

এইমনে গোরাচান্দ (৪) চলি যায় পথে।
যেখানে যে দেবস্থল দেখিতে-দেখিতে॥
রহি-রহি যায় প্রভু প্রতি গ্রামেগ্রামে।
নর্ত্তন করিয়া যায় (৫) দেবতার স্থানে॥

---

(১) 'খায়' (২) 'ত্রাহি' বা 'পাহি'। (৩) 'রক্ষা' বা 'ত্রাহি'।
(৪) 'বাণী আধ' বা 'হাসে লহু'। (৫) 'দুর্ম্মুখ'।
(৬) 'লেউটিলা মহাশয়'। (৭) 'অরুণ'। (৮) 'হীনবল'
(৯) এই দুই পংক্তির পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত পাঠ,—
"ঐছন সভার চিত্তে ভৈগেল শোকে।
প্রভুর চরণ ধরি কান্দে সর্ব্বলোকে॥
দেখিয়া সে পাপী দানী গুণে মনেমনে।
জানিল সাক্ষাৎ এই দেব নারায়ণে॥"

(১) 'হালে' (২) 'চলিলা ঠাকুর হরিধ্বনি যে করিয়া'।
(৩) 'অহো আ হো রে রাঙ্গা'। (৪) 'পহুঁ' (৫) 'গব

এক অদভুত কথা শুন তার মাঝে।
যে করিলা নিত্যানন্দ অবধূতরাজে॥
নিত্যানন্দ-করে দণ্ড দিয়া গৌরহরি।
কিছু আগাইলা নিত্যানন্দ পাছু করি॥
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু যায় মহাবেগে।
আপনা পাশরে কৃষ্ণপ্রেম অনুরাগে॥
গদাধর-আদি যত গণ সঙ্গে (১) যায়।
দেখি নিত্যানন্দ আরো দূরে পাছু আয় (২)॥
গুণিতে-গুণিতে প্রভু (৩) যায় ধীরে-ধীরে—।
মোর বিদ্যমানে প্রভু দণ্ড ধরে করে॥
সেহেন সুন্দর বাঁশী ত্রৈলোক্যমোহন।
ছাড়িয়া ধরিল দণ্ড—সহিব কেমন॥
সন্ন্যাস করিল প্রভু মুণ্ডাইল মাথা।
জন্মাবধি রহিল দারুণ এই (৪) ব্যথা॥
চিন্তিতে-চিন্তিতে দুখ বাঢিল বিস্তর।
ভাঙ্গিলেন থুঞা দণ্ড উরুর উপর॥
ভগ্ন দণ্ড তুলিয়া ফেলিল লঞা (৫) জলে।
প্রভুর তরাসে পাছু (৬) ধীরে ধীরে চলে॥
কথোক্ষণে একত্র হইলা দুইজনে।
পুছ ইল প্রভু—দণ্ড না দেখিয়ে কেনে॥
প্রভুর সঙ্কোচে কিছু না দেয় উত্তর।
বিস্ময় লাগিল প্রভু চিন্তএ অন্তর॥
পুনরপি পুছে প্রভু—দণ্ড থুইলে কোথা।
দণ্ড না দেখিয়া হিয়ায় লাগে বড় ব্যথা॥
এ বোল শুনিঞা কহে নিত্যানন্দরায়—।
তোর করে দণ্ড দেখি পোড়ে মো হিয়ায়॥
সন্ন্যাস করিলে একে মুড়াইলে মুণ্ড।
তাহার অধিক দুখ—কান্ধে কর (৭) দণ্ড॥
সহিতে না পারি ভাঙ্গি ফেলাইল জলে।
যে কর সে কর—গদগদভাষে বোলে॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু হৈলে দুঃখিত।
ক্রোধিয়া কহিল—সব কর বিপরীত॥
মোর দণ্ডে বৈসে মোর যত দেব (৮) গণ।
হেন দণ্ড ভাঙ্গ কি সাধিলে প্রয়োজন॥
(তুমি সদা উনমত—বুদ্ধি স্থির নয়।
বাতুলের প্রায় রীত—বালক আশয়॥
পাণ্ডিত্য-ধর্ম্মেতে ধর্ম্মী নহ কদাচিত।
আশ্রম ছাড়াও—কার্য্য কর বিপরীত॥)

দেবতা-আশ্রম পীড়া নাহি জান দোষ।
কিছু যদি বলি—তবে কর মহারোষ॥
এ বোল শুনিঞা নিত্যানন্দ পাছু (১) হাসে।
প্রভু র কহয়ে কিছু গদগদভাষে—॥
দেবতা-আশ্রম-পীড়া নাহি কার আমি।
ভাল কৈল—মন্দ কৈল,—সব জান তুমি॥
তোর দণ্ডে বৈসে তোর যত দেবগণ।
কান্ধে করি লঞা যাহ (২) সহিব কেমন॥
তুমি তার ভাল কর, আমি করি মন্দ।
কি কারণে তোর সনে করিব আর (৩) দ্বন্দ্ব॥
অপরাধ কৈলু—দোষ ক্ষম একবার
তোর নামে নিস্তারয়ে সকল সংসার॥
(তোর অধিক পতিতপাবন নাম তোর।
এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন মোর॥)
নামমাত্র নিস্তারয়ে জগতের লোক।
সন্ন্যাস করিলে ভক্তগণে বড় (৩) শোক।
সেহেন বিনোদ চূড়া মুণ্ডাইলে মাথা।
ভক্তজন-হৃদয়ে দারুণ এই ব্যথা॥
মোর প্রাণ পোড়ে নিরন্তর ইহা দেখি।
হয় নয় পুছ— বংশ ও [illegible] সাখী॥
ভাঙ্গিয়া ফেলিল [illegible] ভক্তগণদুখে।
দণ্ড নহে শেল যেন ছিল মোর বুকে॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু না দিল উত্তর।
বিরস-বদন কিছু হৈবিব অন্তর॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সব রস (৫) জানে।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড এ লোচন গানে (৬)॥

ভাটিয়ারি রাগ। দিশা॥

(ভাইয়া গাও রে ওরে ওরে গোর-গোসাঞির
মহিমাগুণ গাইহ॥ মূর্চ্ছ।
আরে ভায়্যা প্রাণভায়্যা সংসারবাসনা না করিহ।
জগতে যাবত-কাল জীয়॥
মহাপ্রভুর চরণ না ছাড়িহ॥ ধ্রু॥)

তবে সেই মহাপ্রভু চলি যায় পথে।
তমোলোকে (৭) উত্তরিল মহা পুণ্যক্ষেত্রে॥

---

(১) 'সঙ্গে চলি'। (২) 'অতি দূর পাছু হয়'।
(৩) 'ঢুলিতে ঢুলিতে সেই'। (৪) 'এই হৃদয়ের'।
(৫) 'মহা'। (৬) 'সঙ্কোচে লাজে'।
(৭) 'হাথে ধর'। (৮) 'সদা যত দেব' বা সব দেবতার।

(১) 'লহু'। (২) 'বহ প্রভু'।
(৩) 'মোর সনে কর এত'।
(৪) 'দেখিয়া ভক্তজনের হইল'
(৫) মহাপ্রভুর সর্ব্বতত্ত্ব' (৬) 'ভণে'
(৭) তাম্বুলিতে' বা 'তাম্রলিপ্তে'।

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান দেখি শ্রীমধুসূদন।
প্রেমায় অবশ প্রভু (১) আনন্দিত মন॥
এইমনে কথোদিন পথে চলি যায়।
উত্তরিলা মহাপ্রভু গ্রাম রেমুণায়॥
মহাপুরী-রেমুণাতে আছয়ে গোপাল (২)।
দেখিবারে ধায় প্রভু আনন্দ অপার॥ (৩)
পূর্ব্বে বারাণসী তীর্থে উদ্ধবস্থাপিত॥
ব্রাহ্মণ-কিরিপা-ছলে এথা আচম্বিত॥
ইহা বলি পুনঃপুন করে নমস্কার।
'উদ্ধবের প্রভু' বলি করে হুহুঙ্কার॥
নয়ন সফল আজি—দেখিল ঠাকুর।
উদ্ধব-সম্বন্ধে প্রেমা বাঢ়িল প্রচুর॥
'উদ্ধব উদ্ধব' বলি ডাকে আর্ত্তনাদে।
প্রেমায় বিহ্বল ক্ষণে ভূমে পড়ি কাঁদে॥
অরুণ-নয়ানে নীর ঝরে অনিবার।
পুলকে পূরিল অঙ্গ কম্প বারেবার (৪)॥
'উদ্ধবের প্রভু' বলি প্রদক্ষিণ করি।
নিজজনসঙ্গে নাচে বোলে হরিহরি॥
উথলিল প্রেমানন্দ—বাঢ়িল উল্লাস।
প্রেমায় ছাইল সব এ ভূমি-আকাশ॥
আনন্দে দেবতা সব রহে অন্তরীক্ষে।
অনিমিখ আঁখি তারা প্রভুকে নিরীখে॥
সহস্রনয়ানে ইন্দ্র চাহে একদিঠে।
অমৃত-অধিক গোরা-অঙ্গ লাগে মিঠে॥ (৫)
হেনই সময়ে সেই মুরতি গোপাল (৬)।
মস্তক-উপরে পুষ্প-মুকুট তাহার (৭)॥
আচম্বিতে মস্তকের মুকুট খসিতে।
ভূমিতে পড়িবামাত্র (৮) তুলি লৈল হাথে॥
চৌদিগে বৈষ্ণবগণ হরিহরি বোলে।
আকাশ পরশে হেন প্রেমার হিল্লোলে॥
দেখিলেন দেবরাজ প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্ভুত দেখিয়া কান্দে প্রণতকন্ধর॥
দিনান্তে নাচয়ে প্রভু—নাহিক বিরাম।
সন্ধ্যার সময়ে ভেল নৃত্য-অবসান॥

(১) 'প্রেমার আবেশে প্রভুর'। (২) 'গোপীনাথ রহে'।
(৩) 'তাহারে দেখিয়া প্রভু ভাল ভাল কহে'
(৪) 'গদগদ স্বর'।
(৫) 'অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"গৌরগোপাল—দেবগণ থুইল নাম।
অভিষেক করি কৈল পূজা অনুপাম।"
(৬) 'মূর্ত্তি গোপীনাথ'। (৭) 'মুকুটের সাথ'
(৮) 'ভূমে না পড়িল প্রভু'।

নানা উপহারদ্রব্য কৃষ্ণে নিবেদিত।
প্রভুর সম্মুখে বিপ্র কৈল উপনীত॥
আনন্দিত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ।
সস্বাদে করিল মহাপ্রসাদ-ভোজন॥
রজনী গোঙায় কৃষ্ণকথার আনন্দে।
প্রভাতে চলিলা নিজগণ লঞা সঙ্গে॥
এইমতে প্রভু পথে যাইতে (১) যাইতে।
নদী-বৈতরণী তটে গেলা আচম্বিতে॥
স্নানদান কৈলা নদী পতিতপাবনী।
আর তাহে স্নান কৈল ঠাকুর আপনি॥
তবে চলি যায় সেই পরম চতুর। (২)
দেখিবারে বাঢ় সাধ বরাহঠাকুর॥
যাহা দেখি সর্ব্বলোক উদ্ধারে দু-কুল।
তবে চলি যায় প্রভু গ্রাম যাজপুর॥
যাহা যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মা লঞা দেবগণ।
ব্রাহ্মণেরে দিল গ্রাম করিয়া শাসন॥ (৩)
মহাপাপী নর যদি সে নগরে মরে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া শিবরূপ ধরে (৪)॥
শতশত (৫) আছে তাহে মহেশের লিঙ্গ।
তাহা (৬) নমস্করি যায় গৌরগোবিন্দ॥
আনন্দহৃদয়ে যায় বিরজা দেখিতে।
বিরজা-মহিমা কে বা পারয়ে কহিতে॥
কোটীকোটি পাতক নাশয়ে দরশনে।
বিরজা দেখিল প্রভু হরষিতমনে॥
বিরজাকে নমস্করি কহিল বচনে—।
দেহ প্রেমভক্তি মোরে কৃষ্ণের চরণে॥
এইমত মহাপ্রভু পথে চলি যায়।
পিতৃপিণ্ডদান কৈল এ নাভিগয়ায়॥
ব্রহ্মকুণ্ড-জলে স্নান কৈল হরষিতে।
দেবকার্য্য সমাধিয়া চলিলা তুরিতে॥ (৭)
মহাপুণ্যস্থান সেই শিবের নগর।
দেখিতে-দেখিতে প্রভু ভৈগেল নির্ভর (৮)॥

(১) 'নানা স্থান পথে দেখে'।
(২) 'প্রভু ব্রাহ্মণ নগর'।
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'মহাপুণ্য স্থান সেই বোলে সর্ব্বজন।
তথা মৈলে নাহি যায় যমের ভুবন।"
(৪) 'পুরে চলে'। (৫) [illegible]।
(৬) 'সভা'।
(৭) 'কৌতুকে ভ্রমেন প্রভু নগর দেখিতে'।
(৮) 'দেখি লিঙ্গ ভুবনেশ্বর'।

কহিতে না পারি সে নগর-পরিপাটী।
ত্রিলোচন-আদি করি আছে লিঙ্গ কোটি ॥ (১)
হেনই সময়ে সেই (২) শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
প্রভুর সাক্ষাতে কহে—যে জানয়ে তত্ত্ব—॥
এই হইতে দানীকে নাহিক আর ভয়।
আমি সর্ব্ব জানি দুষ্ট যে যেখানে রয় ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু মুচকি হাসয়ে।
কি বলিব তোরে মুঞি—তুমি মহাশয়ে ॥
(আমি ত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম করিয়াছি আশ্রয়।
দানী কি করিব মোর—কহ ত নিশ্চয় ॥
শুনিঞা মুকুন্দ কিছু ভয় না পাইল।
তবু দুখ দেয় প্রভু তোমারে কহিল ॥
শুনিঞা ঠাকুর বোলে—শুনহ মুকুন্দ।
রাখিবে আমার দেহ সকল কুটুম্ব ॥

তথাহি (শান্তিশতকে ৪। ১)—
"ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী,
সত্যং সূনুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃসংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং দিশোঽপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং,
যস্যৈতে হি কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ ॥"
ইতি

শুনিয়া মুকুন্দ ভয় না পাইল চিতে।
কহিল তাহারে প্রভু হাসিতে হাসিতে— ॥)
এতদূর প্রতিপালি আনিলে আমারে।
ইহা বলি চলি গেলা (৩) ভিক্ষা করিবারে ॥ (৪)
গদাধর-আদি করি যত সঙ্গিগণ।
ঠাঞি ঠাঞি গেলা করিবারে ভিক্ষাটন ॥
হেনকালে এক দানী রাখে তা'সভারে।
মহাক্রোধ করি দানী বান্ধে মুকুন্দেরে ॥

(১) 'দেবকার্য্য............কোটি' এই অংশের পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত পাঠ,—
"শীঘ্রগতি গেলা প্রভু সেই নগরেতে ॥
প্রভু কহে—এ মণ্ডপে করিব বিশ্রাম
ইহা বলি মহাপ্রভু লয় হরিনাম ॥
কৌতুকে উন্মত্ত প্রভু নগর দেখিতে
প্রভুকে প্রণাম করে শিবের ভকতে
মহাপুণ্যস্থল সেই শিবের নগর।
আনন্দে দেখিতে যায় শচীর কোঙর ॥
লোচনাদি করি আছে লিঙ্গ লক্ষ কোটি।
দেখিতে সুন্দর সেই নগরের মাটি ॥"
(২) 'আসি' বা 'তথা'।
(৩) 'গেলা প্রভু'।
(৪) এই স্থানে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ —
"উৎকণ্ঠা বাড়িল সর্ব্বনগর দেখিতে।
ভক্তগণ সঙ্গে করি লড়িলা ত্বরিতে ॥"

সারাদিন রাখিয়াছি—ক্রোধ নাহি পড়ে (১)।
অনেক বচনে (২) প্রবোধিল সন্ধ্যাকালে ॥
তা-সভার আছিল কম্বল একখণ্ড।
কাড়িয়া লইল সেই পাপিষ্ঠ পাষণ্ড (৩) ॥
সন্ধ্যাকালে সভে ভিক্ষা করি স্থানেস্থানে।
সঙ্কেত (৪) মণ্ডপে সভে আইলা জনেজনে ॥
সেই ত মণ্ডপে আপে আছেন (৫) ঠাকুর।
দেখি সর্ব্বজন-হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥ (৬)
চরণে পড়িয়া কান্দে শ্রীমুকুন্দদত্ত।
আজিহো না জানি প্রভু তোমার (৭) মহত্ত্ব ॥
তোমার সম্মুখে বৈল—নাহি দানি-ভয়।
তাহার লাগিয়া মোর এতদূর হয় ॥
জানিঞা-না-জানোঁ মুঞি—তুমি ভগবান্।
তোমার উপরে আর কে সাধিব দান ॥
তোমারে নির্ভয় করিবারে কহোঁ কথা।
ভাল হৈল—দানী মোর করিল অবস্থা ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু গদাধরে পুছে।
প্রত্যক্ষ কহিল দানী যত করিয়াছে ॥
শুনিঞা ঠাকুর বৈল—নহ উতরোল।
'ভাল হৈব' বলি মাত্র বৈল এক (৮) বোল ॥
(সেই রাত্রে সেই দেশে দানির ঈশ্বর।
স্বপ্নে দেখা দিল তারে শচীর কোঙর ॥
ক্ষীরোদ-সমুদ্রে দেখে অনন্তশয়নে।
লক্ষ্মী-সরস্বতী করে চরণ সেবনে ॥
তাহার অন্তরে দেখে সনকাদি গণ।
ব্রহ্মা-আদি দেব দূরে করয়ে স্তবন ॥
দেখিয়া দানির রাজা কাঁপিল অন্তরে।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তিহোঁ পড়িলা ফাঁপরে ॥
বিরজা-নিকটে আছ সন্ন্যাসীর বেশে।
মোর ভৃত্য দুখ দিল তোর সব দাসে ॥
কাঁপিল অন্তরে—ত্রাস পাইল অপার।
সত্বরে চলিল যথা শ্রীগৌরগোপাল ॥)
কথোক্ষণে সেইখানে সেই দানীশ্বর।
প্রভু নমস্করি করে বিনয় বিস্তর—॥
(তুমি ভগবান্ ক্ষীর-নীধির বিলাস (৯)।
জীব নিস্তারিতে প্রভু করিয়াছ সন্ন্যাস ॥ (১০)

(১) 'ক্রোধে নাহি ছাড়ে'। (২) 'যতনে'।
(৩) 'দুরন্ত'। (৪) 'শঙ্কর'। (৫) 'আইলা আপনে'।
(৬) দেখিয়া সকল লোক আনন্দবিহ্বল'।
(৭) জানিলাম প্রভু তোমার যতেক।"
(৮) 'কৈলে মাত্র কহিলেন এই'। (৯) 'নিবাস'।
(১০) 'তুমি জগন্নাথ প্রভু তুমি শ্রীনিবাস'।

তুমি ভব-ঘোর-অন্ধকারের চন্দ্রিমা ॥
তুমি বেদ—বেদের পরমতত্ত্ব-সীমা ॥
শুনি গোরাচাঁদ হাসি বলিলা তাহারে—।
অচিরাতে কৃষ্ণ কৃপা করুন তোমারে ॥
ইহা বলি চরণ ধরিলা তার মাথে ।
প্রেমায় বিভোর হঞা নাচে উর্দ্ধহাথে ॥
তারে অনুগ্রহ করি সে দেশে রাখিয়া ।
অধিকার কৃষ্ণভক্তি তারে শিখাইয়া ॥)
হেনই সময়ে কহে বৈষ্ণবসকল—।
অনেক অবস্থা কৈল তোমার নফর ॥
কাড়িয়া লইল আমা'সভার কম্বল ।
এ বোল শুনিঞা সেই সঙ্কোচ অন্তর ॥
নেতুন কম্বল দিল দানির ঈশ্বর ।
সন্তুষ্ট হইল তবে বৈষ্ণব-অন্তর ॥
তবে সেই দানীশ্বর পবণাম করি ।
বিদায় হইযা গেলা আপনার বাড়া ॥
(ঘরে গিয়া কৃষ্ণসেবা করিল আশ্রয় ।
সঙ্কীর্ত্তনে হরিনামে অহার্নশি রয় ॥)
এইমনে সকল বজনী গেল সুখে ।
প্রাতঃকালে প্রাতঃক্রিয়া (১) করিলা কৌতুকে ॥
বিরজা দেখিতে প্রভু যায় আরবার ।
যাহা দেখি সব লোক তরয়ে সংসার ॥
বিরজাকে নমস্করি চলি যায রঙ্গে ।
উঠিল কৃষ্ণের প্রেমা—পুলকিত অঙ্গে ॥
চলিলা ঠাকুর সেই (২) সিংহপরাক্রমে ।
ক্রমেক্রমে উত্তরিলা একাম্রক গ্রামে ॥
সেই গ্রামে আছে শিব পার্ব্বতী-সহিতে ।
দেখিবারে ধায় প্রভু উনমত্তচিতে ॥
কথোদূর হৈতে প্রভু-দেখিলা দেউল ।
উৎকণ্ঠা াড়িল চিত্তে—প্রেমায় বাউল (৩) ॥
দেউল-উপরে শোভে পতাকা সুন্দর ।
শিবলিঙ্গময় সেই এক ম্র-নগর ॥
পতাকা দেখিয়া প্রভু নমস্কার করি ॥
ক্রমেক্রমে গিয়া প্রবেশিলা শিবপুরী ॥
এককোটী লিঙ্গ আছে একাম্রনগরে ।
হাঁটিয়া যাইতে প্রাণ হালে কাঁপে ডরে ॥
বিশ্বেশ্বর-অ দি কার াছে লিঙ্গ কোটি ।
দেখিতে সন্দেশ যেন (৪) নগরের মাটী ॥
মহা-বিন্দুসরোবরে সর্ব্বতীর্থ-জলে ।

(১) 'স্নান' । (২) 'পথে' ।
(৩) 'আকুল' । (৪) 'সুন্দর সেই' ।

আর নানা পুণ্যতীর্থ বৈসয়ে নগরে ॥
পুরী প্রবেশিয়া দেখে পার্ব্বতী-শঙ্কর ।
নমস্কার করি প্রভু প্রেমায় বিভোর ॥
সর্ব্বজন দেখিল সে পার্ব্বতী মহেশ ।
লিঙ্গ-দরশনে সভার খণ্ডিলেক ক্লেশ ॥
মহেশ দেখিয়া প্রভুর অবশ (১) শরীব ।
টলমল করে তনু—নাহি রহে স্থির ॥
অরুণনয়নে জল ঝরে অনিবার ।
পুলকিত গণ্ড—স্তব পঢে বারবার ॥

তথাহি স্তবঃ—

"নমোনমস্তে ত্রিদিবেশ্বরায়, ভূতাধিনাথায় মৃড়ায় নিত্যম্ ।
গঙ্গাতরঙ্গোক্ষিত-বালচন্দ্র,-চূড়ায গৌরীনয়নোৎসবায় ॥
সুতপ্তচামীকর চন্দ্রনীল-পদ্ম-প্রবালাম্বুদকান্তিবস্ত্রৈঃ ।
সুনৃত্যরঙ্গেষ্টবরপ্রদায়, কৈবল্যনাথায় বৃষধ্বজায় ॥"

এই মনে মহাপ্রভু পঢ়ে শিবস্তব ।
চৌদিগে স্তব পঢে সকল বৈষ্ণব ॥
হেনই সময়ে সেই শিবের সেবকে ।
গন্ধ চন্দন মালা দিলেন প্রভুকে ॥
শিব নমস্করি প্রভু বাহিরে আসিয়া ।
বিশ্রাম করিলা এক গৃহে প্রবেশিয়া ॥
ভক্ত-নিবেদিত অন্ন ভোজন করিলা ।
পথের আয়াসে নিশি শুতিয়া রহিলা ॥
শয়নসময়ে (২) কৃষ্ণপাদাম্বুজ ধ্যানে' ।
হেনকালে কয়য়ে হৃদয়ে অনুমানে—॥
শিবমহাপ্রসাদ পাইয়া ভাগ্যবশে ।
ভক্ষণ করিযে হেন আছে প্রতিআশে ॥
এই মনে মহাপ্রভু অনুমানকালে (৩) ।
পানা-পরসাদ লহ—একজন (৪) বোলে ॥
হাসিয়া (৫) প্রসাদ পানা লইলা ঠাকুর ।
পানা-পান কার সুখ বাঢ়িল প্রচুর ॥ (৬)
সবজন দিল যে আছিল অবশেষ ।
ভক্ষণ করিল ব (৭) ভকতিবিশেষ ॥
এইমনে আনন্দে বঞ্চিল সেই রাতি ।
প্রভাতে উঠিল (৮) প্রভু ত্রিজগত-পতি ॥
প্রাতঃক্রিয়া করি স্নান বিন্দু-সরোবরে ।
চলিলা ঠাকুর নমস্করি মহেশ্বরে ॥

(১) 'আবেশ । (২) 'শয়নে স্বপনে' । (৩) 'কয়ে' ।
(৪) 'বিপ্র (৫) 'উঠিয়া' ।
(৬) 'আবেশে নাচয়ে হিয়া করে দুরদুর' ।
(৭) 'পানা পান করি সভার' ।
(৮) 'চলিলা' বা 'উঠিয়া' ।

প্রভুর সংহতি সে চলিল নিজজন।
এই পরসঙ্গে এক কহিব কথন (১)॥
মুরারিতে দামোদরে যে হৈল বচন।
শুন সাবধানে সভে—কহিব এখন॥
মুরারিকে পুছিলা পণ্ডিত দামোদর—।
শিবের নির্ম্মাল্য কেনে লইলা ঈশ্বর॥
অগ্রাহ্য শিবের নির্ম্মাল্য ভৃগু-শাপে।
তবে কেনে পরিগ্রহ কৈল প্রভু আপে॥
আপনে ব্রহ্মণ্যদেব অই মহাপ্রভু।
জানিঞা-শুনিঞা কেনে (২) লঙ্ঘিবেক তভু॥
মুরারি কহয়ে—শুন শুন দামোদর।
আমি কি জানিয়ে প্রভুর মরম-উত্তর॥
নিজ-বুদ্ধি-অনুমানে যে কহি উত্তর।
তোর মনে লয় যদি—রাখিহ অন্তর॥
শিবের সেবক যেই শিব-সেবা করে।
উচ্ছিষ্ট না লয়—হরি-হরে ভেদ করে॥
তাহারে ব্রাহ্মণ-শাপ—কহিল এ তত্ত্ব।
অশুদ্ধ তাহার মতি—না জানে মহত্ত্ব॥
অভিন্ন করিয়া যেই করয়ে সেবন।
শিবের নির্ম্মাল্য সেই করয়ে ভক্ষণ॥
শিবের নির্ম্মাল্য খায় অভেদচরিত।
সে জনে অধিক হরি-হরের পিরিত॥
(মহেশ্বর প্রভু সব বৈষ্ণবের রাজা।
সেই-ভাবে যেই জন করে তার পূজা॥
তাহার হস্তেতে শিব করেন ভোজন।
সে প্রসাদ খাইলে হয় বন্ধবিমোচন॥
বস্তুত সে মহেশ্বর প্রভুর গমনে।
আতিথ্য করিল সে পরমহর্ষ মনে॥
শাপ আদি যত শুন—বহির্ম্মুখপ্রতি।
সুহৃদ্ভাবে কৈলে হয় শ্রীকৃষ্ণে পিরিতি॥)
লোকশিক্ষা-হেতু প্রভু কৈল অবতার।
দামোদর বোলে—এক ঘুচিল জঞ্জাল॥
শুনিঞা সকল লোক আনন্দিত-চিত।
কহয়ে লোচনদাস চৈতন্যচরিত॥

(বোল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোরাচাঁদের মধুর নাম-
খানি॥ মুচ্ছা॥ ভাই রে আর নাহি তরিবার তরে॥
জগত-দুর্লভ এই কথা।
জগতে যাবত জীয়, শ্রবণ ভরিয়া পীয়,
কভু না ছাড়িহ গুণ-গাথ॥ ধ্রু॥)

(১) 'এখন'। (২) 'আজ্ঞা'।

তবে পুন শুন গোরাচাঁদের চরিত।
বাড়িথয়ে প্রভু প্রেমা নূতন (১) অমৃত॥
পথে চলি যায় প্রভু নিজজন সঙ্গে।
দেখিল ত কপোত-ঈশ্বর মহারঙ্গে॥
তারে নমস্করি প্রভু চলি যায় পথে।
পুণ্যতীর্থ মহা (২)লিঙ্গ দেখিতে-দেখিতে॥ (৩)
তবে সে ভার্গবী (৪) নামে নদী ভাগ্যবতী।
তাথে স্নান কৈল নিজজনের সংহতি॥
স্নান সমাধিয়া প্রভু চলি যায় পথে।
জগন্নাথ-মন্দির দেখিল আচম্বিতে॥
চন্দ্রের কিরণ জিনি (৫) উজ্জ্বল দেউল।
পবনচালিত তাথে পতাকা রাতুল (৬)॥
নীলগিরি-মাঝে হারমন্দির সুন্দর।
কৈলাস জিনিঞা তেজ অদ্ভুত ধবল (৭)॥
অভিন্ন (৮)-অঞ্জন এক বালকের ঠান।
দেউল-উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান॥
স-বসন হস্তে ঘন করয়ে আহ্বান।
দেখিয়া বিহ্বল—তারে করে পরণাম॥
ভূমিতে পড়িল প্রভু—নাহিক সম্বিত।
নিঃশব্দে রহিল—যেন ছাড়িল জীবিত॥
দেখিয়া সকল (৯) লোক মূর্চ্ছিত-অন্তর।
প্রভুপ্রভু বলি ডাকে—না দেই (১০) উত্তর॥
কি হৈল কি হৈল বলি চিন্তে (১১) শুণে তারা।
কিছু না নিঃস্বরে—যেন (১২) জীয়ন্তেই মরা॥
হেনই সময়ে প্রভু উঠিলা সত্বর।
পুলকিত সব অঙ্গ—প্রেমায় বিভোর (১৩)॥
দেখিয়া সকল লোক জীল পুনর্ব্বার।
মইল-শরীরে যেন জীউর সঞ্চার॥
তা-সভারে মহাপ্রভু পুছয়ে বচনে—।
দেউল-উপরে কিছু দেখহ (১৪) নয়নে॥
নীলমণি-কিরণ বরণ উজিয়ার।
ত্রৈলোক্যমোহন এক সুন্দর ছাওয়াল (১৫)॥

---

(১) 'মহা প্রেম অতুল'। (২) 'পাপা'।
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"প্রেমায় বিভল প্রভু চলি যায় পথে।
উত্তরিলা মহাপ্রভু তুলসী চৌরাতে॥"
(৪) 'বেকুলী'।
(৫) 'যেন'। (৬) 'বাহুল'। (৭) 'সকল'।
(৮) 'নিবিড়'। (৯) 'অঙ্গ দেখি সর্ব্ব'।
(১০) 'পায়'। (১১) 'চিন্তে'।
(১২) নিকলে মুখে' বা 'স্ফুরয়ে যেন'।
(১৩) 'কম্প কলেবর'। (১৪) 'দেখেছ'
(১৫) 'কুমার'।

কিছু না দেখিয়া তারা কহয়ে—দেখিল ।
পুন মোহ যায় পাছে আশঙ্কা হইল ॥
পুন তা সভারে প্রভু (১) কহিছে উত্তর—
দেউলধ্বজায় (২) দেখ বালক সুন্দর ॥
প্রসন্নবদনে পূর্ণামৃত যেন রূপ ।
আলোল অঙ্গুলি করকমলে (৩) অপরূপ ॥
আমারে ডাকয়ে কর (৪)কমল-লবণ্য ।
বামকক্ষে বেণু শোভে ত্রিজগত-ধন্য ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর ।
আনন্দে চলিয়া যায় বৈষ্ণব সকল ॥
কোটি-ইন্দু জিনিঞা সে গৌর-অঙ্গ-ছটা ।
ঝলমল করে সে চন্দন-দীর্ঘ-ফোটা ॥
(গৌর-গায় অরুণ বসন উজয়ার ।
প্রাতঃকাল-সূর্য্য জিনি বরণ তাহার ॥)
জগন্নাথমন্দির দেখিয়া গোরারায় ।
পুনঃপুনঃ পরণাম করি চলি (৫) যায় ॥
নয়নে গলয়ে জল অবিরলধারে ।
বিপুল-পুলকে সে ঢাকিল কলেবরে ।
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু হৃদয় সত্বর (৬) ।
উত্তরিলা মহাতীর্থ মার্কণ্ডেয় সর (৭)॥
স্নান-দান কৈল প্রভু যে বিধি আচার ।
চলিলা সত্বরে তবে (৮) করি নমস্কার ॥
যজ্ঞেশ্বর-নমস্কারি অতিহৃষ্টমনে ।
উৎকণ্ঠা-হৃদয়ে যায় সত্বর-গমনে ॥
পুনরপি জগন্নাথমন্দির দেখিয়া ।
পুন পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া ॥
অঝর ঝরয়ে দুই-নয়নের নীর ।
বিহ্বল হইয়া কান্দে আরতি গভীর (৯) ॥
এইমতে গোরাচাঁদের আরতি দেখিয়া ।
দেখা দিল জগন্নাথ পাণি পসারিয়া ॥
'আইস আইস' বলি ডাকে জগত-রায় (১০) ।
দেখিয়া বিহ্বল প্রভু ভূমিতে লোটায় ॥ (১১)
আনন্দে হাসিয়া চিছু (১২) কাহিল বচন—
কৃপা কর জগন্নাথ দেখিল চরণ ॥ (১৩)

(১) 'কিছু' ॥ (২) উপরে । (৩) 'চালে' ।
(৪) 'কিবা' । (৫) 'প্রণমিয়া গৌর প্রভু' । (৬) 'অন্তর'
(৭) 'প্রভু মার্কণ্ডেয়' । (৮) 'তারে' বা 'প্রভু' ।
(৯) অ'কর শয়ার' । (১০) 'বিহ্বল-হিয়ায় ।
(১১) দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজগত্রা..' ।
(১২) '..া মহা ঠাকু ..রে'
(১৩) এইস্থানে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"পুনরপি না দেখিয়া কান্দিয়া বিহ্বল ।
পুনরপি দেখি প্রভু হইলে গদগদ ॥"

পুন না দেখিয়া পুন করয়ে রোদন ।
পুনরপি দেখি অতি উল্লাসিতমন ॥
কেবল উদ্ভট (১) প্রেমা-পুলকিত (২) অঙ্গ ।
হুহুঙ্কার-নাদে প্রেমা-অমিয়া-তরঙ্গ ॥
তবে সেইমতে প্রভু চলিলা (৩) সত্বর ।
উত্তরিলা বাসুদেব-সার্ব্বভৌম-ঘর ॥
সার্ব্বভৌম প্রভুরে দেখিয়া হরষিতে (৪) ।
গৃহব্যবহারে (৫) দিল আসন বসিতে ॥ (৬)
সার্ব্বভৌম দেখি প্রভু কহিল বচন ।
জগন্নাথ দেখিবারে উৎকণ্ঠিত মন ॥
কেমনে দেখিব আমি দেব-দেব-রায় ।
সাক্ষাৎ করিতে মোর সম্ভ্রম হিয়ায় ॥
এ বোল শুনিঞা সার্ব্বভৌম মহাশয় ।
প্রভু-অঙ্গ নিরখিয়ে বিস্মিত-হৃদয় ॥
এ তপ্তকাঞ্চন গৌর সুমেরুসুন্দর ।
নয়নচন্দ্রমা মুখ (৭) করে ঝলমল ॥ (৮)
সিংহগ্রীব কম্বুকণ্ঠ সুদীর্ঘলোচন (৯) ।
আজানুলম্বিত ভুজ—সব সুলক্ষণ ॥ (১০)
দেখিয়া বিহ্বল (১১) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ।
গুণিতে না পারিলা দেখি সকল আশ্চর্য্য ॥
এরূপ মানুষ নাহি সকল জগতে ।
দেবতাভিতরে ইহা না পারি গণিতে ॥
বৈকুণ্ঠনায়ক প্রভু (১২) আইলা আপনে ।
'এই সেই ভগবান্' বুঝি অনুমানে(১৩) ॥(১৪)

(১) 'বৈকুণ্ঠ্য উৎকণ্ঠা' । (২) 'অরুণিত' ।
(৩) 'তবে সেই মহাপ্রভু চলিলা" বা 'প্রেমায় বিহ্বল প্রভু হৃদয়' ।
(৪) 'উল্লাসিত চিত্তে' । (৫) 'সন্তুষ্ট হইলা' ।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"নম নারায়ণ বলি কইল নমস্কার ।
রাধাকৃষ্ণে নীত্র মতি হউক সভার ।
প্রভু-আশীর্ব্বাদ-বাণী শুনি ভট্টাচার্য্য ।
বুঝিলেন—বৈষ্ণবসন্ন্যাসী মহা আর্য্য ॥"
(৭) 'বয়নচন্দ্রিমা রূপ' ।
(৮) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"তপ্তকাঞ্চন যেন শ্রীঅঙ্গের ছবি ।
প্রেমায় অরুণ—যেন প্রভাতের রবি ।"
(৯) 'সরোজ নয়ন' ।
(১০) অতঃপর দুইখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"উজ্জ্বল কৃষ্ণের প্রেমা আর্ত্তবিহ্বল ।
পুলকে আকুল তনু করে ঝলমল ॥"
(১১) 'সম্ভ্রমে' ।
(১২) 'কিবা' । (১৩) জানিলু লক্ষণে' ।
(১৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—

এতেক চিন্তিয়া সার্ব্বভৌম মহাজন।
আপ। তনুজ (১) দেখি কহিছে বচন॥
সত্বরে চলহ তুমি চৈতন্যসংহতি।
সাবধানে শুনিবে—যে কহে মহামতি॥
শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু যথা আছে।
সঙ্গতি সহিতে ইহায় (২) থোবে তার কাছে॥
এ বোল শুনিয়া হৃষ্ট হৈলা গোরারায়।
চলিলা ত সার্ব্বভৌম-তনুজ সহায়॥
সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু তনু(৩) টলমল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ—প্রেমায় বিহ্বল॥
থির চলিবারে নারে—আউলাইল অঙ্গ।
সাবধানে কাছেকাছে (৪) যায় সব সঙ্গ॥
অনেক যতনে (৫) সিংহদ্বারে প্রবেশিলা।
সেখানে তুরিতে নাটমন্দিরে উঠিলা(৬)॥
গরুড়ের পাছে রহি থির-দিঠে চায়।
দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজগতরায়॥
অতি-উলসিত হিয়া ভরল আনন্দ।
অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন পুলক-কদম্ব॥
সাত পাঁচ ধারা বহে নয়ানের জল।
আপনা পাশরে—প্রেমানন্দ পরবল (৭)॥
ভূমিতে পড়িলা প্রভু—অবশ শ্রীঅঙ্গ।
বাতাসে খসিল যেন সুমেরুর শৃঙ্গ॥
প্রেমার আমোদে মূর্চ্ছা হৈলা ভগবান।
দুইহস্ত দৃঢ়মুষ্টি—মুদ্রিত-নয়ান॥

ব্যত্যস্ত-বসন (১) ভেল—বিবশ শরীরে।
দেখি দ্বিজগণ গেলা (২) দেউল বাহিরে॥
(আসন ছাড়িয়া জগন্নাথ প্রভু তুলি।
দোঁহার পরশে দোঁহে ভেল কুতুহলী॥
বাহু-বাহু দিয়া সে তখনি (৩) কৈল কোলে।
জগন্নাথ-সম্মুখে নাচয়ে (৪) হরি বোলে॥
(গৌরাঙ্গ-পরশে জগন্নাথ প্রেমে ভোরা।
আসন-উপরে তবে বসাইলা গোরা॥
নাচে হরি বলি প্রভু শচীর নন্দন।
প্রবিষ্ট হইলা সভে মন্দিরে তখন॥
গদাধর নাচে হরিদাস (৫) নিত্যানন্দ।
শ্রীনিবাস দামোদর মুরারি মুকুন্দ॥
আর সব ভক্তগণ নাচয়ে হরিষে।
রাধা-কানু-গুণগান কীর্ত্তন প্রকাশে॥]
তবে সভে অনুমনি সঙ্গী যত জন।
প্রভু লঞা আইলা সার্ব্বভৌমের আশ্রম॥ (৬)
সার্ব্বভৌম-ঘরে প্রভুর সম্বেদন হৈল (৭)।
গুণসঙ্কীর্ত্তনে পুন (৮) নাচিতে লাগিল॥
দেখি সার্ব্বভৌম বাসুদেব ভটাচার্য্য।
হৃদয়ে আহ্লাদ মহা (৯) দেখিয়া আশ্চর্য্য॥
তবে পুন মহাপ্রভু-নৃত্য-অবসানে।
ভিক্ষা-আমন্ত্রণ তারে দিল সার্ব্বভৌমে(১০)॥
(প্রসাদ আনিতে দিল ব্রাহ্মণের গণ।
প্রভুসঙ্গে সার্ব্বভৌম করয়ে মিলন॥
ইষ্টগোষ্ঠী করে বিদ্যা জানিবার তরে।
তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে কিছু লাগিলা প্রভুরে—॥
তোর জন্মস্থান কোথা (১১) কহিবে আমারে।
প্রভু কহে—যে কহিলে—সে-ই সত্য হয়ে॥
ভটাচার্য্য কহে—তুমি কি(১২) কহ কথন।
এক কহ,—আর কহ,—কিসের কারণ॥
প্রভু মৌনী হই রহে সমুদ্রগম্ভীর।
পুনর্ব্বার প্রভুরে জিজ্ঞাসে বিপ্র ধীর—॥

"বিপ্রবধূগণ মোর গোরাঙ্গে দেখিয়া।
প্রেমে গরগর সে ধরিতে নারে হিয়া॥
জানিল নাগর বিদগধশিরোমণি।
কপটসন্ন্যাসী এই প্রভু বহুমণি॥
রাধা-অনুরাগ-ভাব অন্তর-বাহিরে।
সেই ভাবকান্তিতে উজ্জ্বল কলেবরে॥
বৃন্দাবনে রাধা হারাইয়া অনুরাগী।
তে-কারণে সন্ন্যাস করিল এ বৈরাগী॥
দেশেদেশে উকতিয়া আইলা নীলাচলে।
নিশ্চয় জানিল—ইহা আছিল গোকুলে॥
কাঁচা কাঞ্চন জিনি ঢলঢল তনু।
সুমেরুশিখর কলেবর-শোভা জনু॥
জয়জয় বধূগণ করে হুলাহুলী।
সার্ব্বভৌম অদ্ভুত দেখিয়া হরি বলি॥"

(১) 'অনুজ'। (২) 'সংহতি হইয়া যাঞা'।
(৩) 'গেলা প্রভু প্রেম'। (৪) 'পাছে পাছে'।
(৫) 'শকতে'। (৬) 'উত্তরি নাটমন্দির চলিলা'।
(৭) 'প্রেম-আনন্দ হিল্লোলে' বা 'প্রেমে আনন্দ বহল'।

---

(১) 'অরুণ বরণ'। (২) 'দ্বিজগণ ভেল'।
(৩) 'বাহু দিয়া মহাপ্রভু তারে' বা 'বাহে বাহু দিয়া জগন্নাথ'। (৪) 'প্রভু হরি'। (৫) 'নরহরি'।
(৬) 'প্রভু লঞা গেলা সার্ব্বভৌমের ভবন।
আনন্দে সকল লোক করে সন্তর্পণ॥
(৭) 'প্রভু সম্বোধন কৈল'। (৮) 'প্রভু'।
(৯) 'বিস্ময় ভেল' বা 'সঙ্কোচ কিছু'।
(১০) 'তবে কৈল তত্ক্ষণে'।
(১১) 'কথা তত্ত্ব'। (১২) 'যে'।

তোর মাতা-পিতা কে বা (১)—কহনা আমারে
প্রভু কহে—সত্য এই তুমি যে কহিলে ॥
ভট্টাচার্য্য পুনর্ব্বার তথাপি জিজ্ঞাসে—।
কহিবে তোমার কোথা হইল সন্ন্যাসে ॥
প্রভু কহে এই সত্য জানিবে নিশ্চয়।
শুনি সর্ব্বভৌম মনে বড়ই বিস্ময় ॥
বুঝিতে নারিল কিছু প্রভুর নির্ণয়।
কোটিসরস্বতীকান্ত অখিলের জয় ॥
কিবা বা ঈশ্বর—কিবা বাতুলস্বভাব।
মনে কুণ্ঠা—ক্রোধ মাত্র হৈল তার লাভ ॥
আনাইল ভট্টাচার্য্য অনেক প্রসাদ।
উঠিলা প্রসাদ দেখি প্রেমার উন্মাদ ॥)
জগন্নাথ-অন্নমহাপ্রসাদ পাইয়া।
মস্তকে বান্দিলা প্রভু হাসিয়া-হাসিয়া ॥
(হুঙ্কার করিল এক গম্ভীর-শবদে।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিল সেই (২) প্রভু-সিংহনাদে ॥
দেব গন্ধর্ব্ব নর শৃগাল কুক্কুর।
আইলা গৌরাঙ্গ-কাছে যত নাগকুল ॥
সভাব মুখে তে সেই প্রসাদ আনন্দে।
দেখে গদাধর আদি প্রভু (৩) নিত্যানন্দে ॥
কেহো না কহিল কিছু—তত্ত্ব সব জানে।
প্রসাদ পাইল সব (৪) লঞা ভক্তগণে ॥)
নিজজনসঙ্গে অন্ন করিল ভোজন।
হেনকালে শ্রীনিবাস কহিল বচন— ॥
এক নিবেদেও প্রভু কহিতে (৫) ডরাও।
নির্ভয়ে পুছিয়ে প্রভু যদি (৬) আজ্ঞা পাও ॥
প্রসাদ পাইয়া তুমি হাসিলা যেকালে (৭)।
চকিত দেখিল—ইহা কহিবে আমারে ॥ (৮)
এ বোল শুনিঞা প্রভু অধিক-উল্লাস;
কহয়ে অন্তর-কথা করিয়া প্রকাশ— ॥
কাত্যায়নী-প্রতিজ্ঞায় প্রসাদ হেন ধন।
শৃগাল-কুক্কুরে খায়—শুনহ ব্রাহ্মণ ॥
ইন্দ্র চন্দ্র গন্ধর্ব্ব কিবা দেবগণে। (৯)
সভার দুর্লভ বস্তু—না পাই যতনে (১০)
নারদ-প্রহ্লাদ-শুক-আদি ভক্তগণ।

(১) 'কোথা'। (২) 'ভেদিল শব্দ'। (৩) 'নরহরি'।
(৪) 'পুন'। (৫) 'নিবেদন প্রভু করিতে'।
(৬) 'জিজ্ঞাসো যদি তুয়া'।
(৭) 'প্রভু হা সলে সে কেনে'।
(৮) মোর চিত্তে হইল কিছু আছে তোর মনে'।
(৯) 'ইন্দ্র আদি শিব ব্রহ্মা আদি যত জনে'।
(১০) 'পায় যেয়ানে'।

তাহার দুর্লভ এই—কহিল মরম ॥
হেন মহাপ্রসাদ ভুঞ্জয়ে সবজনে।
কহিল মরমকথা এই মোর মনে ॥
হেন মহাপ্রসাদ পাইয়া যে বা জন।
অন্নবুদ্ধি করিয়া বা না করে ভক্ষণ ॥ (১)
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তার আছিল যে ধর্ম্ম।
সেহো নষ্ট হয় সে শূকর-যোনি জন্ম ॥
কুক্কুরের মুখে হইতে পড়ে যদি তভু।
পাইলে মাত্র খাবে ইথে দোষ নাহি কভু ॥
তবে মহাপ্রভু ভিক্ষা করিল (২) সাদরে।
সন্ধ্যাকালে যায় জগন্নাথ দেখিবারে ॥
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিয় দেখয়ে শ্রীমুখ।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তরকৌতুক ॥
ধূপ দীপ মাল্য গন্ধ (৩) মনোহর গন্ধ।
নিবেদন করে বিপ্র দেখিয়া আনন্দ ॥
ঝলমল তেজ দেখি বদন (৪) ছটাক।
একত্র হইল যেন চাঁদ লাখেলাখ ॥
নূতন মেঘের জিনি অঙ্গের কিরণ (৫)।
তাহে অপরূপ দুই কমললোচন ॥
দেখিয়া আনন্দ-সিন্ধু ডুবিলা ঠাকুর।
ভূমিতে লুটায়—প্রেম বাড়িল প্রচুর ॥
সুমেরুপর্ব্বত যেন দীঘল শরীর।
ভূমে গড়াগড়ি যায় আনন্দ-অথির ॥
(গৌরাঙ্গ-করণে জগন্নাথ হৈলা গোরা।
ভাবময় হৈল দেহ—পরম বিভোরা ॥
গৌরময় বলরাম আর পাণ্ডাগণ।
ভাবময় দেহ সভার হইল তখন ॥
গৌরাঙ্গ তুলিয়া পাণ্ডা করিল আরতি।
অচল-ব্রহ্মের কাছে সচল-মুরতি ॥
জগন্নাথ প্রকাশ হইলা ন্যাসিরূপে।
হেন অপরূপ না দেখিল কারো বাপে ॥)
তবে চিত্তে সম্বেদন হৈল কথোক্ষণে।
আপন আশ্রমে গেলা নিজজনসনে ॥

(১) 'হেন মহাপ্রসাদ' হইতে 'ভক্ষণ' পর্য্যন্ত দুই পংক্তির পরিবর্ত্তিত পাঠ,—
"অন্নবুদ্ধি করি যেবা করয়ে ভক্ষণ।
মহাপাতকী তার নরকে গমন।"
(২) 'করিয়া'।
(৩) 'নৈবেদ্য' বা মাল্য আর'।
(৪) 'করে অঙ্গ রূপেয়' বা 'দেহ দেখি বদন'।
(৫) 'দুতি অঙ্গের বরণ'।

এইমনে জগন্নাথ দেখি তিনবার।
দিবারাত্রি না জানয়ে আনন্দপ থায় (১)॥ (২)
হেনমনে নিজজনসনে কথোদিন।
কৌতুকে গোঙায়ে প্রভু প্রেমপরবীণ॥
হেনই সময়ে কথা শুন সাবধানে।
পুরুষোত্তমে প্রথম-প্রকাশ যেনমনে॥
সে কশিক্ষা ক'র প্রভু হঞা অকিঞ্চন।
না বুঝি মানুষ-জ্ঞান করে মূঢ়জন॥
(সমুদ্রভিতরে টোটা করি গৌরবায়।
নিজজনসঙ্গে তাঁহা নিজগুণ গায়॥)
বিদ্যা-বিমোহিতচিত্ত শ্রীসার্ব্বভৌম।
প্রভুর পরোক্ষে কিছু করিল বিভ্রম॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন যত সম্পূর্ণ সভায়।
তার মধ্যে কহে দ্বিজ যে ছিল হিয়ায়॥
মহাবংশে জন্ম ন্যাসী সুপণ্ডিত জন।
তরুণবয়সে নহে সন্ন্যাসকরণ॥
এ সময়ে অনুচিত সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
না বুঝিয়া কৈল দ্বিজ এত বড় কর্ম্ম॥
পুনরপি সংস্কার (৩) করু আপনার (৪)।
বেদান্ত শিখিয়া করু (৫) আশ্রম-আচার॥
(সন্ন্যাসির ধর্ম্ম নহে কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
বেদান্ত আমার ঠাঁই করুক শ্রবণ॥
জগন্নাথ যতবার করয়ে ভোজন।
ততবার সন্ন্যাসী সে করয়ে ভক্ষণ॥
যুবাকালে এত ভক্ষণ যে জন করয়।
তার কাম-নিবৃত্তি কেমন-মতে হয়॥
ঘর মনে পড়ে—তেঞি 'বাধা' বলি কান্দে।
বিপাকে পড়িলা ন্যাসী সন্ন্যাসীর ফান্দে॥)
এথা গোরাচাঁদ আছে নিজজনসঙ্গে।
কৃষ্ণকথা-আলাপনে—প্রেম-পরসঙ্গে (৬)॥
আচম্বিতে মুচকি হাসিয়া গোরা পঁহু (৭)।
অবিরলধারে যেন বরিখয়ে মহু॥
জানিঞা সকল পঁহু চলিলা তথায়।
সার্ব্বভৌম বাস যথা বেদান্ত পঢ়ায়॥

নিজজনসনে সেইখানে উপনীত।
দেখি ভট্টাচার্য্য উঠে চমকিতচিত (১)॥
বসিতে আসন দিল সগৌরব বাণী (২)।
ঠাকুর মাগয়ে বিধি—কি করিব আমি॥
তুমি সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য সব জান।
অতএব পুছিয়ে তোরে—কহ ত বিধান॥
সন্ন্যাস-আশ্রম-ধর্ম্ম না বুঝিয়ে আমি।
সন্ন্যাস করিল—বিধি বিচারহ তুমি॥
(তুমি সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা বেদশাস্ত্র বাখান।
কি বিধান আছে কিছু পঢ়াহ এখন॥)
তরুণবয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
কি বিধান আছে পুন উপবীতকর্ম্ম॥ (৩)
এ বোল শুনিঞা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
হৃদয় সঙ্কোচ কিছু (৪) গুণয়ে আশ্চর্য্য—॥
এখনি কহিল কথা নিজশিষ্যসনে।
এ কথা সকল ন্যাসী জানিল কেমনে॥
মনে অনুমান করি লজ্জায় পীড়িত।
কিছু না কহিল—রহিয়ায় রহিল বিস্মিত॥
তার-পর দিনে প্রভু সার্ব্বভৌম-ঘরে।
নিজজন সঙ্গে গেলা তারে দেখিবারে॥
বেদান্ত পঢ়ায় সার্ব্বভৌম ঘরে বসি।
বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রভু পুছে হাসিহাসি॥
বেদান্ত-নিগূঢ়-কথা পুছিল ঠাকুর।
কৃষ্ণ-পাদাশ্রয় কথা অমৃত-অঙ্কুর॥ (৫)

(১) 'অপার'।
(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"নিজুড়া॥ বড় সে গৌরাঙ্গ প্রেমদাতা।
না ভজিতে প্রেম দেই—এমন ঠাকুর কোথা॥ ধ্রু॥"
(৩) 'সংসার'।
(৪) 'আরবার'। (৫) 'পড়াইয়া করাই'।
(৬) 'প্রেমসুধানন্দ-রসরঙ্গে'।
(৭) 'হাসয়ে লহলহ'।

(১) 'হই চমকিত'।
(২) 'মানি'।
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"জগন্নাথ প্রসাদে মত্ত করাইলে মোরে।
কাম শান্তি করিবারে নারি জরাকালে॥
ঘর মনে পড়ে—তেই কান্দি বাধা বলি।
কীর্ত্তনের মাঝে তেঞি করিএ বিকলি॥"
(৪) 'মহা' বা 'মানি'।
(৫) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"বেদে নরাকৃতি (কৃষ্ণ ?) শাস্ত্রে জানাইলেন।
তুমি তাহা নাহি মান আত্মবুদ্ধিবলে।
ব্রহ্মার বচন ব্রহ্মসংহিতাতে কহে।
সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বর হএ॥
রসময় দেহ তার শ্যাম কলেবর।
আর অবতার অংশ—কৃষ্ণ পূর্ণবর॥
ভাগবতে এই কথা ব্যাস জানাইলে।
তুমি তাহা নষ্ট করি আর মত বল
রাধা পূর্ণতত্ত্ববস্তু বরাহসংহিতাতে কহে।
আর সব প্রকৃতি তার অংশজ্যোতি হএ॥

মি সার্ব্বভৌম হৈলা (বিস্মিত অন্তর।
ঝিল—মনুষ্য নহে শচীর কোঙর ॥
জায়ে পীড়িত হৈলা) হৃদয়ে তরাস।
তকাল নাহি শুনি এমত নির্য্যাস (১) ॥
ড়িল-শুনিল যত এতকাল ধরি।
ড়াইল শিষ্যগণে অহঙ্কার করি ॥
খনে শুনিল এ বেদান্তসিদ্ধান্ত।
ই মহাপ্রভু সেই সরস্বতী-কান্ত (২)
ত অনুমানি সার্ব্বভৌম দ্বিজরাজ।
রজোড়ে স্তুতি করে দেখিয়া সে (৩) কাজ ॥
সেই সময়ে প্রভু ষড়ভুজশরীর।
খি সার্ব্বভৌম হৈলা আনন্দে অস্থির ॥
উর্দ্ধ দুইহাথে ধরে ধনু আর শর।
ধ্য দুইহাতে ধরে মুরলী অধর ॥
দুইহাতে ধরে দণ্ড কমুণ্ডল।
খি সার্ব্বভৌম হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥
রণে পড়িয়া কান্দে বিনয় বিস্তর।
স্তুতি করে সার্ব্বভৌম গদগদস্বর ॥]

গৌতমীতন্ত্র সনৎকুমারসংহিতা।
রাধাতত্ত্ব তাহাতে হইলা বিরচিতা ॥
বেদ অর্থশাস্ত্র লেখে ব্যাস মুনিবর।
ব্যাসনিন্দা করি তুমি পাও কিবা ফল
বৃন্দাবনস্থান কৃষ্ণস্থান চিন্তামণি।
বিহার করেন কৃষ্ণ স্থান চিন্তামণি
রমণীর শিরোমণি রাধা মহাদেবী।
মহাতত্ত্ব দেব কৃষ্ণ বেদ অনুভাবি ॥
দোহার কীর্ত্তন গায় যত গোপীগণ।
সে কীর্ত্তন নিন্দা কর তুমি সে অধম ॥
কীর্ত্তনমহিমা কথা ভাগবতে কয়।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ সব বিনাশয় ॥
হেনমতে পাপ বিনাশয়ে পাপাগরি।
পাছে কৃষ্ণদাস চিন্তামণি নাম ধরি ॥
প্রসাদ খাইলে কোটিকোটি পাপ নাশে।
তুমি কহ লোভ মোহ কামের প্রকাশে ॥
বৈষ্ণবমহিমা সব শাস্ত্রে ত প্রমাণে।
তুমি শাস্ত্র নাহি মান-কোন্ শাস্ত্র-জ্ঞানে ॥”

(১) ‘এহেন বিশ্বাস’।
(২) ‘হয় ঈশ্বর স্বতন্ত্র’। (৩) ‘বুঝিয় স্ত’।

সগদ্গদস্বরে পড়ে সহ শ্লোক স্তব।
“চৈতন্যসহস্র (১) নাম জানে,’ লোক সব। (২)
বিহ্বল হইয়া পড়ে পাদাম্বুজ পাশ (৩)
কহয়ে লোচন সার্ব্বভৌমের প্রকাশ ॥

এইমনে আছে প্রভু আনন্দ-কৌতুকে।
আনন্দে দেখয়ে নীলাচলবাসী লোকে ॥
আছিল-অধিক জগন্নাথের প্রকাশ।
সভার হৃদয়ে সুখ পরশে’ আকাশ ॥ (৪)
চৈতন্যচরিত-কথা কে কহিতে জানে। (৫)
সম্বরিতে নারি—কিছু কহিয়ে বদনে (৬) ॥
শ্রীমুরারিগুপ্ত বেঝা ধন্য তিনলোকে।
পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল তাহাকে ॥
কহিল মুরারিগুপ্ত শ্লোকপরবন্ধে।
যে কিছু শুনিল সেই দোঁহার প্রসাদে ॥
শুনিঞা মাধুরী-লোভে (৭) চিত্ত উতরোলে।
নিজদোষ না দেখিয়া মন ভোর ভেলে ॥
যে কিছু কহিল নিজবুদ্ধি-অনুরূপ (৮)।
পাঁচালাপ্রবন্ধে কহোঁ মো ছার মূরুখ (৯) ॥
সূত্রখণ্ড আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড সায়।
শেষখণ্ড আছে পুন (১০) কহিব কথায় ॥
চৈতন্যচরিত্র-কথা চৈতন্য-প্রকাশ।
মধ্যখণ্ড সায়—কহে এ লোচনদাস ॥

---

(১) ‘চৈতন্য মাহাত্ম্য’।
(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
“জয় রঘুবীর যদুবীর মহাশয়।
জয় দ্বিজবীর গৌরসিংহ সর্ব্বাশ্রয় ॥
বিদ্যামদে মত্ত হঞা তোমা নিন্দা কৈনু।
তোমার অভয় পদে মুক্রি বিকাইনু ॥
অপরাধ রক্ষা কর জয় গৌরহরি।
পরম দয়াল তুমি সভার উপরি ॥
সার্ব্বভৌমে কৃপা কৈল গৌরমহাসিংহ।
আনন্দ বাঢ়িল সব ভক্ত-মহাভৃঙ্গ ॥”
(৩) ‘আশ’
(৪) “আছিল অধিক প্রীত বাঢ়িল সভার।
জগন্নাথে মহাপ্রভু প্রকাশে অপার ॥”
(৫) পারে’। (৬) ‘কহয়ে অন্তরে’ বা ‘কহয়ে বিধানে’।
(৭) ‘মুরারি ভবে’। (৮) ‘মুক্রি বুদ্ধি-অনুসারে’।
(৯) ‘কহে মো ছার পামরে’। (১০) ‘কথা বা ‘তাহা’।

ইতি শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে

মধ্যখণ্ডসমাপ্ত ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

শেষখণ্ড।

(জয় নরহরি-গদাধর-প্রাণনাথ।
কৃপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত।)
শেষখণ্ডকথা কহি (১) অমৃতের সার।
শুনিতে বাঢ়য়ে (২) সুখসাগরপাথার॥
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য যে কহিল স্তুতি।
কথোদিন রহিল তাঁহে দিবারাতি॥
সেতুবন্ধ দেখিবারে চলিলা ঠাকুর।
কূর্ম্মনামে বিপ্র (৩) দেখে কূর্ম্মনামে পু ।
বাসু দেব-নামে বিপ্র আছে সেই গ্রা ম।
দুইজনা-সঙ্গে দেখা হইল এক-ঠামে।
প্রভুদরশ ন তার হ ইল নিষ্ফল।
গ লিয়ে গোর দেহ প্রেমায় বিহ্বল॥
স্তু মকরন্দর (৪) স্তু—র ে জাস্ত- ন
ি বক্ষবর্ষ সুদা া- লাচন
দেখি দেখিতে হয় আকার বাড়িল।
এই কৃষ্ণ গৌরচন্দ্র নিশ্চয় জানিল॥
হা হা মহাপ্রভু বলি পড়িলা চরণে।
সর্ব্বলোক কান্দে তার প্রেমার কান্দনে॥
তুলিয়া দোহারে প্রভু কৈল আ লিঙ্গন।
প্রকাশ করিল কথা মধুর বচন —॥
শুনশুন অহে দ্বিজ বচন আমার।
কি কাজে আইলা মহী—কি কর আচার॥
কলিযুগে ধর্ম্ম—হরি নামসঙ্কীর্ত্তন।
প্রকাশ করল কৃষ্ণ নাম-মহাধন।
নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে বহহ আনন্দ।
নাচহ নাচহ লোক হউ মুক্তবন্ধ (৫)॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিল সত্বর
আপনাকে আপে তারা হইলা অ চর॥
চলিতে না পারে পথে বাড়ে প্রেমরঙ্গ
কথোদূর গিয়া দেখে জীয়ড় নৃসিং ॥

(১) 'কর।
(২) 'পাইয়ে'। (৩) 'বিপ্র দেশ। (৪) ন
(৫) 'সকল লোক হইক কুতুহল

কহিব পূর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
প্রেমায় বিহ্বল কথা কহয়ে আপনি॥
শুনশুন সর্ব্বলোক বহহ আনন্দ।
যেনমতে অবতার জীয়ড় নৃসিংহ॥
স্মরণ হইল মোর পূর্ব্বের কাহিনী।
একচিত্তে সাবধানে শুন সভে বাণী॥ (১)
এখানে আছিল এক পু ভূয়া গোয়াল।
কৃষি কর্ম্ম করে পু । বিহান-বিকাল॥
সসা-নামে খন্দ মহী (২) কৈল উপার্জ্জন।
হইল মায়াধু (৩) খন্দ বড়ই সম্পূর্ণ॥
দিব-রাত্রি রাখে খন্দ—নাহি অবসর।
না জানি কখন। ই গন্ধ া জঘর॥
(এ দন ম. মন কল বিচার -।
খন্দ রাখিবারে না ন আসিব আর (৪)॥ ( )
এইমনে আছে পু া মনের হরষে।
আচম্বিতে দেখে খন্দ খাঞা যায় কিসে॥ (৬)
আরদিন রাত্রি জাগে তৃতীয় প্রহর।
আচম্বিত আইল এক বরাহ ডাগর॥
দেখিয়া গোয়ালা সেই হইল সাবধান।
খন্দ খায় বরাহ সে সারে দুই কাণ॥

(১) 'একচিত্ত হঞা তাহা শুন সর্ব্বপ্রাণী'।
(২) 'ভূমে'। (৩) 'মাড়োয়া'।
(৪) 'দিব কারে জব।
(৫) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"ভাবিঞা করিলন—কৃষ্ণে নিয়োজিব।
তারে সমর্পিলে আমি অন্ত কার্য্য পাব
কৃষ্ণনাম ডাকি খন্দ নিয়োজিল তারে।
তোর নামে কিছু আমি দিব বৈষ্ণবেরে।"
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"দেখিয়া গোয়ালা দুঃখ অনেক ভাবিল।
কৃষ্ণ তুমি খন্দ মোর সব নষ্ট কৈল॥
কান্দিয়া গোয়ালা বৈল—শুন নারায়ণ।
কে খায় খাইল খন্দ—দেখিব নয়ন॥
ইহা বলি কুড়্যার আশ্রয় করি রহে।
জাগিয়া রহিল সেই খন্দ মহামোহে

খন্দ খায় লতা ছিঁড়ে আপনার সুখে।
দেখিয়া গোয়ালা গুণ দিলেক ধনুকে ॥
খন্দ খাও লতা ছিঁড সার' দুই কাণ।
আজি মোর হাতে তুমি হারাবে পরাণ ॥
ইহা বলি সন্ধান পুরিয়া এড়ে বাণ।
নির্ভয়ে বাজিল—বরা স্মরে' রামরাম ॥
ধাঞা সান্ধাইল পর্ব্বত-গভর-ভিতরে।
দেখিয়া গোয়ালা পুঁড়া পড়িল ফাঁপরে ॥
বরাহ হইয়া কেনে স্মরে' রামরাম।
বরাহ না হয় এহ সেই ভগবান্ ॥
এতেক চিন্তিয়া পুঁড়া কাতর-অন্তর।
গভর-নিকটে যাঞা কহিছে উত্তর— ॥
কে তুমি কে তুমি বোলে—উত্তর না পায়।
তিন উপবাস (১) কৈল কাতর-হিয়ায় ॥
কি কর্ম্ম করিলুঁ আমি অধম-দুরন্ত।
মো-সম পাতকী নাহি পামর-পাষণ্ড ॥
দয়া উপজিল প্রভু করুণা-নিধান।
আকাশ-কথায় কহে—আমি ভগবান্ ॥
আমারে মারিলি—তোর কৈল (২) অপচয়
চিন্তা না করিহ—যাহ আপন আলয় ॥
এ বোল শুনিঞা পুঁড়া অধিক কাতর।
উপবাসে-উপবাসে দগ্ধ (৩) কলেবর ॥
এইমনে উপবাস করিল অনেক।
আচম্বিতে গগনে উঠিল ধ্বনি এক— ॥
কেনে রে অবোধ পুঁড়া মর অকারণ।
অপরাধ নাহি—যাহ আপন ভবন ॥
পুনরপি বোলে পুঁড়া কাতরবচন—।
তোমারে মারিলুঁ বাণ—কি কাজ জীবন ॥
মরিলেহ নাহি ঘুচে এ দোষ আমার।
এ দোষের উচিত হবে (৪) যমের প্রহার ॥
শুদ্ধ হইব আর আমি কোন প্রকারে।
সবে আমি মাত্র বাণ মারিল তোমারে ॥ (৫)
এ বোল শুনিঞা বাণী হইল আরবার—।
নাহি অপরাধ—তুষ্ট হইলাম (৬) ॥ (৭)

এ বোল শুনিয়া পুঁড়া কহে কর জুড়ি—।
তোমার আজ্ঞায় মুক্তি বোলো ভয় (১) ছাড়ি ॥
কেমনে জানিব—মোর (২) ঘুচিল এ দোষ।
পরসাদ সাক্ষী পাইলে হও মো সন্তোষ ॥
এ কথা কহিব আমি রাজার গোচরে।
এইমত আজ্ঞা তুমি কহিবে (৩) তাহারে ॥
তবে সে প্রতীত মুঞি পাঙ (৪) হিয়া-সাক্ষী।
সবজন জানে তুমি কৈলে মোরে (৫) সুখী ॥
তবে পুনরপি আজ্ঞা করিলা ঈশ্বর।
যে বলিলা সে-ই হবে—পাইলে তুমি বর ॥
এ বোল শুনিঞা পুঁড়া হরষিত হঞা।
মহাবেগে রাজদ্বারে উত্তরিল গিয়া ॥
দ্বারিকে কহিল—আরে শুন দ্বারিবর।
যে কিছু কহিয়ে—রাজার করহ গোচর ॥
কহিব অপূর্ব্ব কথা—লোকে অবিদিত।
শুনিঞা আমারে রাজা করিব পিরিত ॥
এ বোল শুনিঞা দ্বারী রাজারে কহিল।
রাজার আজ্ঞায় পুঁড়া গোচর হইল ॥
দণ্ডবত করি কহে সব বিবরণ।
আদ্যোপান্ত যত কথা কৈল নিবেদন ॥
শুনিঞা ত মহারাজে বিস্ময় লাগিল।
নিশ্চয় করিয় কহ—পুঁড়াকে কহিল ॥
পুনরপি কহে পুঁড়া করিয়া নিশ্চয়—।
সেইখানে চল রাজা ঘুচাহ বিস্ময় (৬) ॥
আমারে যেমত আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
সেই ত আজ্ঞা তুমি পাইবে অদূর ॥
রাজা বোলে—আজ্ঞা যদি কবয়ে ঈশ্বর
আজন্ম হইব আমি তোমার নফর ॥
এ বোল বলিয়া রাজা চলিলা সত্বর।
পদব্রজে চলিলা যথা পর্ব্বত-গভর ॥

---

(১) 'তবে ত এবেণ'। (২) 'মা'রলে তুমি কৈলে'।
(৩) উপবাসে উপবাসে ক্ষীণ' বা 'উপবাস থাকি বোলে দগ্ধ'।
(৪) 'এ দোষে উদ্ধার নাহি' বা 'এ দোষে উচিত মোর'।
(৫) 'শুদ্ধ হই আমি কেমন প্রকারে।
তবে তুমি মাত্র বাণ মারহ আমারে ॥'
(৬) 'হইলাম তোমার'।
(৭) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'এ কমনগ এ তোর লেখা এত দিন।
কিন্তু 'বধ্ যে' প্রাণ— তারে কহিল ॥
মোর 'পতুলো'ক প্রভু লাগ নাকেরে।
আর লোক নরক যাবে—যে দে মরে মোরে।'
অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"পূর্ব্বজন্মে যত অপরাধ কৈলে তুমি।
এহো কালে তোর পাপ নষ্ট কৈলুঁ আমি ॥"
(১) 'প্রভু কভু নাহি'।
(২) 'জা'নব প্রভু' বা 'জানিব মুক্তি'
(৩) 'তোর কহিব'। (৪) 'মোর হউ'।
(৫) 'হৈলা মহা' বা 'কৈলে মোরে'
(৬) 'গোসাই ঘুচুক সংশয়'।

পর্ব্বতগহ্বর-দ্বারে এক-মন-চিতে।
বিস্তর মিনতি করে লোটাঞা ভূমিতে॥
দ্রবিলা ঠাকুর—আজ্ঞা উঠিলা গগনে—।
মিথ্যা নহে শুন রাজা পুঁডার বচনে॥ (১)
দুগ্ধসেচন তুমি কর এইস্থানে।
দুগ্ধের সেচনে আমা পাবে বিদ্যমানে॥
এ বোল শুনিঞা রাজা হরষিত চিতে।
ঘোষণা পড়িল রাজ্যে দুগ্ধ যে আনিতে (২)॥
প্রভুর আজ্ঞায় দুগ্ধ ঢালে সেইখানে।
আচম্বিতে মাথার চূড়া দেখে বিদ্যমানে॥ (৩)
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার।
আনন্দে ভাসয়ে সুখসাগর-পাথার॥
হরিহরিবোল শুনি চৌদিগ ভরিয়া।
নাচয়ে সকল লোক দুবাহু তুলিয়া (৪)॥
যত দুগ্ধ ঢালে—তত উঠয়ে শরীর।
উঠয়ে শরীর—দেখে এ নাভিগভীর॥
অধিক ঢালয়ে দুগ্ধ মনের হরিষে।
প্রভু-সব-অবয়ব (৫) দেখিবার আশে॥
উঠিল শরীর—জানু দেখে বিদ্যমান।
না ঢালিল দুগ্ধ—আজ্ঞা ভেল পরমাণ॥
তবহুঁ ঢালয়ে দুগ্ধ মনের হরিষে।
পদতল দুইখানি না উঠিল শেষে (৬)॥
হেনকালে আজ্ঞাবাণী উঠিল গগনে—।
না উঠিব পদ—আর না করিয়ো যতনে॥
এ বোল শুনিঞা রাজা হরিষ-বিষাদ
মহামহোৎসব করে পাঞা পরসাদ॥

দেউল-মন্দির দিল নানা ভোগ রাগ।
দু-নয়ান ভরি দেখে হিয়া (১) অনুরাগ॥ (২)॥
এইমনে আছে রাজা আনন্দিত চিতে (৩)।
ডিঙ্গা লঞা এক সাধু আইলা আচম্বিতে॥ (৪)
ঠাকুর দেখিতে সেই (৫) আইলা সওদাগর।
দুই নারী লঞা গেলা মন্দিরভিতর॥
প্রভু নমস্করি সাধু ভৈ গেল বাহিরে।
সাধু বাহির হৈল—দ্বার লাগিল মন্দিরে॥

---

(১) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত
"তুমি সাক্ষী হইবে পুঁড়া হইল অন্যায়
ই [illegible] অার যম-অধিকার॥
এ বোল শুনিঞা রাজা নাচয়ে আনন্দে।
গোয়ালার চরণ ধরিয়া পড়ে কান্দে
তুমি মোর গুরু হঞা [illegible] মিলাইলা।
কৃষ্ণের শ্রীমুখকথা তুমি শুনাইলা
গোয়ালার পায়ে পড়ে বান্ধবগণ সঙ্গে।
দেখিয়া কৃষ্ণের দয়া উপাজল অঙ্গে॥
মোর ভক্ত জানি [illegible] না করিলে তুমি।
তোরে দেখা দিব রাজা—কহিল যে আমি॥"
(২) 'আহরিতে'
(৩) 'লক্ষ লক্ষ দুগ্ধভার দিল সেইক্ষণে'
(৪) 'আনন্দে উভ বাহু করিয়া'।
(৫) 'পদতলে দুইখানি'। (৬) 'দেখিবার আশে

(১) 'প্রভু অঙ্গ নিরখয়ে হৈয়া'।
(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"পুঁড়ারে কহেন রাজা বিনয় করিয়া—।
তুমি রাজ্যের রাজা হও মোরে কৃপা দিয়া
গোপ বোলে—অজ্ঞান হইয়া কহ কথা।
রাজা নাহি লব—মোহে কেনে দেহ ব্যথা॥
তোখে-যোখে কৃষ্ণসেবা করিব আনন্দে।
কোন্ সুখ রাজাপদ—ছাড়িয়া গোবিন্দে॥
শুনি রাজা বিনয় বলিল করজুড়ি।
তুমি আমি সেবার হইনু অধিকারী॥
(৩) 'মহারাজা আছে এক চিত্তে'।
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"তার সঙ্গে দুই স্ত্রী পরমা সুন্দরী
সাধুসঙ্গে যায় তবে দেখিতে শ্রীহরি॥
সাধু নাহি লয় সঙ্গে [illegible] কারণে
দুই স্ত্রী কান্দে ধরি সাধুর চরণে
[illegible] সঙ্গে করি [illegible] দেখাও।
[illegible] তুমি না ছাড়াও।
[illegible] সঙ্গে না লইব তো সভারে।
প্রসাদ আনিব আমি—তোরা থাক ঘরে
তারা বোলে—তুমি যে কহিলে সেই হয়।
[illegible] সাধ হঞাছে নিশ্চয়।
তবে সাধু ক্রোধ করি [illegible] সভারে বোলে—।
তোরা [illegible]—আমি থাক ঘরে
শুন দুই [illegible] বচন—।
[illegible] সাধুর॥
চলিলা সুন্দরী [illegible] হাসিয়া।
লজ্জা হৈল [illegible] একাকী দেখিয়া।
সাধুর হৃদয়ে প্রভু দয়া প্রকাশিঞা।
স্ত্রীএরে একান্ত সাধু দেখে দাণ্ডাইয়া।
ধিক্-ধিক্ আমি ছার পাপিষ্ঠ হৃদয়।
হেন স্ত্রীএ অসম্মান—যুক্ত কিছু নয়॥
সাধু বোলে—চল সঙ্গে লব তো-সভারে।
পরমপবিত্র তোরা পুণ্য-কলেবরে।
স্বামীর সুরূপা সেই—যার কৃষ্ণব্রত।
অখিল-পূজিত সেই পরম মহৎ॥
(৫) 'তথা' বা 'তবে'।

সেউটিয়া দেখে—দুই নারী নাই পাশে।
মন্দির-ভিতরে তারা প্রভুকে সম্ভাষে॥
বুঝিয়া সে সাধু স্তব করে আর্ত্তনাদে। (১)
প্রবিলা ঠাকুর তারে কৈলা পরসাদে॥
ঘুচিল মন্দির দ্বার—দেখে দুইজন।
পাষাণ হইয়া প্রভুর পাঞাছে চরণ॥
নিজ ভাগ্য মানি পা'য়ে পড়ে সওদাগর।
পরসাদ করি প্রভু বোলে—মাগ বর॥
চরণে পড়িয়া (২) সাধু করে পরণাম।
বর যাচে—মোর নামে হউ তোর নাম॥
মা-বাপে থুইল মোর এ নাম 'জীয়ড়'।
আপনার নামে প্রভু-নাম মাগে (৩) বর॥
'জীয়ড় নৃসিংহ' নাম তেঞি পরকাশ।
আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস॥

সিন্ধুড়া রাগ (৪)

তবে মহাপ্রভু জীয়ড়-নৃসিংহ দেখিয়া।
চলিলা ত পরদিনে সে দিন বঞ্চিয়া॥
চলি যায় পথে। প্রেমা-পরবশ-চিত।
কাঞ্চী-নগরে প্রভু ভেল উপনীত॥ (৫)
রত্নময় পুরী সেই কাঞ্চীনগর।
নগর দেখিয়া তুষ্ট হৈল ন্যাসিবর॥
বিষয়ির মুখ প্রভু নাহি দেখে কভু। (৬)
আচম্বিতে রাজদ্বারে উত্তরিলা প্রভু॥
রাজার দুয়ারে গিয়া দ্বারিকে কহিল।
রাজপুত্র কোথা আছে—নিভৃতে পুছিল (৭)॥
প্রভুকে দেখিয়া দ্বারী পরণাম করে।
এই ভগবান্—হেন মনে মনে বোলে॥

প্রভু কহে—রাজপুত্রে জানাহ বচন;
তাহার নিমিত্তে মোর এথা আগমন॥
চলিল ত দ্বারী রাজপুত্র (১) যথা আছে।
নিজ অন্তঃপুরে (২) যথা দেবতা পূজিছে॥
প্রণাম করি দ্বারী জানায় বচন—।
এক মহাযতি গোসাঞি দ্বারে আগমন॥
এ বোল শুনিঞা রাজা না বলিল কিছু।
তরাসে দ্বারী সে পলাইয়া যায় পাছু॥
দ্বারেতে আসিয়া দ্বারী করে নিবেদন—
জানাইতে না পারিল তোমার বচন॥
দেবতা পূজয়ে রাজা নিজ অন্তঃপুরে (৩)
কাহার শকতি তথা যাইবারে পারে॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
যথা পূজা করে—তথা চলিলা আপনে (৪)॥
এক-অংশে দ্বারে রহে—আর অংশে যায়।
যথা পূজা করে সেই রামানন্দ রায়।
ধ্যান করএ কৃষ্ণ—দেখে গৌরচন্দ্র।
পুনরপি ধ্যান করে—জপে মহামন্ত্র॥
পুনরপি সেই গৌর দেখয়ে নয়নে।
কি হৈল কি হৈল বলি গুণে' মনেমনে॥
পুনরপি ধ্যান করে সুদৃঢ়-হিয়ায়।
পুনরপি গৌরচন্দ্র হিয়ায় সান্ধায়॥
কি কি বলি আঁখি মিলি চাহে চারিভিতে।
গৌরচন্দ্র ন্যাসিবর দেখে আচম্বিতে॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া রাজা উঠিলা সম্ভ্রমে।
চরণবন্দনা করি নেহারয়ে ক্রমে॥
আপাদমস্তক প্রভুর (৫) নেহারয়ে অঙ্গ।
গৌর-অঙ্গ দেখি হিয়ায় উপজিল রঙ্গ॥
বিস্ময় লাগিল—ন্যাসী আইলা কেমতে।
প্রভুরে কহএ কিছু হাসিতে-হাসিতে—॥
মোর অভ্যন্তরে তুমি আইলা কেমনে।
বড়ভাগে' দেখিলাম তোমার চরণে॥
প্রভু কহে—তুমি কেনে না চিন আপনা।
আমারে না চিন—আমি(৬) নিতে আইলুঁ তোমা॥(৭)

---

(১) 'উচ্চ'।(২) 'এ বোল শুনিয়া'। (৩) 'মাগে'।
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"পতি ছাড়ি কৃষ্ণ পতি দেখিবারে গেল।
সে-কারণে কৃষ্ণ পতি সুদৃঢ় পাইল"
(৫) 'শ্রীরাগ। গোরাচাঁদ জীবন আমার।
যাহারে আরে হর গুণ অমিয়া মধুর।' ধ্রু'
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"নগর দেখিয়া প্রভুর বাড়য়ে আনন্দ।
যথায় আছেন শ্রীরায় রামানন্দ॥"
(৭) অতঃপর একখানি পুথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"রাজা গোদাবরী স্নান করি বিপ্রসঙ্গে।
আসি অন্তঃপুরে কৃষ্ণ সেবা করে রঙ্গে॥
প্রভু আসি হেনকালে দ্বারে আগমন।
পরমমোহন কান্তি জগমোহন" (৭) 'কহিল'।

(১) 'সেই রাজা'। (২) 'অভ্যন্তরে'।
(৩) 'রাজা চলিলা কোথাকে'।
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"অন্তর্যামী ভগবান্ জানিয়া অন্তরে।
চলিলা ত মহাপ্রভু রাজ-অন্তঃপুরে॥"
(৫) 'পুলক'। (৬) 'তুমি'।
(৭) অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"এইরূপ বোলে প্রভু মধুরবচনে।
আমারে না চিন—আমি নন্দের নন্দনে॥

এ বোল শুনিঞা প্রভু অট্ট-অট্ট হাস।
আপনা চিনায় প্রভু করয়ে পরকাশ ॥
যে ছিল সেখানে কৃষ্ণ-শেতরঞ্চ-ছ্যুতি।
সকল দেখায় এক (১) গৌরবমূরতি ॥ (২)
পশু পক্ষ বৃক্ষ আর যত লতা পাতা।
গৌর-অঙ্গ-ছটায় ঝলমল করে তথা ॥
দেখিয়া জানিল কাজ রামানন্দরায়।
প্রেমায় বিহ্বল ধরে নিজপ্রভু পায় ॥ (৩)
চরণে পড়িয়া কান্দে (৪) অবশ শরীর।
করে ধরি লঞা প্রভু ভৈগেলা (৫) বাহির ॥
রায় রামানন্দ আর প্রভুতে মিলন।
গোরা-গুণগাথা গায় এ দাস লোচন ॥

(শ্রীরাগ ॥

পাপ তাপ হয় যমভয়।
জয় শচীনন্দন জয়জয় ॥ ধ্রু ॥ (১)
তবে মহাপ্রভু সেই আনন্দ-কৌতুকে।
চলিতে আনন্দ দেহ (২) ভরিল পুলকে ॥
এইমনে ক্রমেক্রমে পথে (৩) চলি যায়।
গোদাবরী তীর পঞ্চবটীতে সত্তায় ॥ (৪)
এই মহা-পুণ্যতীর্থ—পঞ্চবটী নাম।
যাহাতে আছিলা সীতা লক্ষ্মণ শ্রীরাম ॥
পঞ্চবটী দেখি প্রভু প্রেমে অচেতন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি ডাকে ঘনঘন ॥
এইখানে কুঁড়েঘর বাঁধিলা লক্ষ্মণ।
মৃগী মারিবারে রাম করিলা গমন ॥
শ্রীরাম-উদ্দেশে পাছে চলিলা লক্ষ্মণ।
এইখানে সীতা হরি নিলেক রাবণ ॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু প্রেমায় বিহ্বল (৫)।
মারু-মারু বোলে ক্ষণে বোলে ধরু-ধরু ॥ (৬)
লক্ষ্মণ-লক্ষ্মণ বলি ডাকে উরায়ায়।
সীতা স্মঙরিয়া (৭) কান্দে অবশ হিয়ায় ॥
সঙ্গের সঙ্গীসব পাছাইতে (৮) নারে।
আপনেই মহাপ্রভু আপনা সম্বরে ॥
তবে আর দিন পথে চলিলা ঠাকুর।
ক্রমেক্রমে উত্তরিলা কাবেরীর কূল ॥
কাবেরীর কূলে দেখে শ্রীরঙ্গনাথ।
দেখিয়া প্রেমায় নাচে নিজজন-সাথ ॥

এ বোল শুনিঞা রাজা ছলছল-আঁখি।
সেইরূপ দেখি তবে পাইল নিরালাক্ষী।"
(১) 'সব পাসরিল দেখি শ্রী' বা 'সবহুঁ দেখিএ এক'
(২) অতঃপর একখানি পুঁথি এবং মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"কাফল এ দশবাণ কাঞ্চন-বরণ।
তাহা ছাড়ি হৈলা প্রভু শ্যাম সুচিকণ ॥
কাবড়া-কুসুমাক্রান্ত অঙ্গের বরণ।
ময়ূরশিখণ্ড শিরে—মুরলীবদন
নানা আভরণ অঙ্গে চিকণিয়া কালা।
পীতবস্ত্র পরিধান—গলে বনমালা ॥
তাহা দেখ মহারাজ আনন্দিতমন।
পুনরপি হৈলা প্রভু গৌরবরণ ॥"
(৩) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"পুনর্ব্বার হইয়া প্রভু শ্যাম কলেবর।
ত্রিভঙ্গ মুরলামুখ ধর পীতাম্বর ॥
রাধা বামে পরমসুন্দরী মহাশক্তি।
চৌদিগে বেড়িয়া গোপী যতাঙ্গ যুবতী ॥
বৃন্দাবনে রত্নময় সুর-সিংহাসনে।
দেখি রাজা পরম আনন্দ রাণীগণে ॥
পুনর্ব্বার হৈলা প্রভু সন্ন্যাস-মুরুতি।
অরুণ অম্বর অঙ্গে যেন মহাযতি ॥
রাণীগণ দেখি কান্দে আনন্দিত মনে।
সন্ন্যাসীর বেশে কেন রাধার রমণে ॥"
(৪) 'বিবশ হইল রাজা'।
(৫) 'হৈলা প্রভু বাহির'।

(১) 'আহিরী রাগ'
আঁক আরে কি আরে গোরাচাঁদ আরে হয়।
শচীর দুলাল চাঁদ আরে হয় ॥ ধ্রু ॥'
কিংবা 'অকি আরে কি আরে রে
গোরাঙ্গ কি নারে হয় ॥ ধুয়া ॥
না হারে রে জয় শচীর দুলাল চাঁদ গুনবে
সুন্দর গুণ গোরা হয় ॥'
(২) 'হিয়া'। (৩) 'প্রভু'।
(৪) 'অতঃপর একখানি পুথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"সর্ব্বতীর্থসার এই নাম পঞ্চবটী।
এইখানে শূর্পণখার নাক-কাণ কাটি ॥"
(৫) 'প্রেমে মাতোয়ারা'।
(৬) 'রাম রাম বলি প্রভু ডাকে বারেবার'।
(৭) 'সীতাকে বিভাকর'।
(৮) 'আবরিতে'।

তথায় ত্রিমল্ল (১) ভট্ট ঠাকুর দেখিয়া।
নিরীখয়ে শ্রীঅঙ্গ বিস্মিত হইয়া॥
দেহের কিরণ—আ'র প্রেমার আরম্ভ।
কদম্ব-কেশর জিনি পুলক-কদম্ব॥
সর্ব্বশোক জিনি তনু যে হন সুমেরু।
প্রেম-ফল-ফুল ক'লয়াছে (২) কল্পতরু॥
হরিহরি বলি ডাকে অতি উচ্চনাদে।
দেখিয়া চৌদিগ ভরি সব লোক কাঁদে॥ (৩)
ঐছন দেখিয়া সে ত্রিমল্লভট্টাচার্য্য।
কৌতুকে সকল ক। জানিল আচার্য্য॥
এই সেই ভগবান্—কভু নহে আন।
নিশ্চয় জানিল এই সর্ব্বজন-প্রাণ॥
এতেক জানিঞা সে ত্রিমল্লভট্টরায়।
আপন আশ্রমে সে প্রভুরে লঞা যায়॥ (৪)
তার প্রেমে মহাপ্রভু তার বশ হঞা।
চাতুর্ম্মাস্য রহিল পরমপ্রীতি পাঞা॥
চাতুর্ম্মাস্য রহি প্রভু চলিলা ত্বরিতে।
পথে দেখা পরমানন্দপুরীর সহিতে॥
দোঁহে দোঁহা দেখি স্নিগ্ধ হৈলা দুইজন (৫)।
নিরখিতে দোঁহাকার ঝরয়ে নয়ন॥
দেখিতে পরমানন্দপুরীর স্মরণে।
গুরু মাধবেন্দ্রপুরী যে কৈল বচনে॥ (৬)

কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম রাখিবারে।
জ মিব কৃষ্ণ প্রথমসন্ধ্যার (১) ভিতরে॥
গৌর দীর্ঘকলেবর—বাহু আজানুসম।
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ কমললোচন॥
করুণার গয় প্রভু প্রেমার আবাস।
নিজ করুণায় দয়া করিব প্রকাশ॥
মোর ভাগ্য নাহি—মুঞি দেখিব নয়নে।
তোর দেখা হৈলে মোর করিহ স্মরণে॥
সেই এই গুরুবাক্য মনেতে পড়িল।
এই সেই ভগবান—নিশ্চয় জানিল॥ (২)
দেখি পরণাম করে পরমানন্দপুরী।
কি করহ বলি প্রভু তোলে হাথে ধরি॥
গাঢ়-আলিঙ্গন কৈল পরমসন্তোষে।
চলিলা ঠাকুর—কহে এ লোচনদাসে॥

ধানশী রাগ।

(গোরাচান্দ জীবন আমার রে॥
গোর পরাণ আমার॥ ধ্রু॥)

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে (৩)।
পথে চলি যাইতে সপ্ততাল-বিমোচনে (৪)॥
সপ্ত তালতরু সেই আছে যে (৫) পথেতে।
দেখি আচম্বিতে প্রভু লাগিলা হাসিতে॥
ধাঞা গিয়া সপ্ততাল করিলা পরশে।
জয়জয়জয়ধ্বনি (৬) উঠিল আকাশে॥
মুনিশাপে ছিল সে গন্ধর্ব্ব সাত-জন।
প্রভুর পরশে তারা পাইল মোচন॥ (৭)

---

(১) সকল হস্তলিখিত পুথিতে সর্ব্বত্রই 'ত্রিমল্ল' নামের পরিবর্ত্তে 'বিমল' নাম আছে।

(২) 'ধরিয়াছে যেন' বা ফলে ভরিয়াছে।

(৩) অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
ঐছন দেখিয়া ভট্ট ভাবে মনেমনে।
নিশ্চয় জানল এই ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

(৪) অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"সর্ব্বজীবে কৃষ্ণভক্তি দিনেদিনে বাঢ়ে।
তার বাড়ী গেলা প্রভু প্রথম আষাঢ়ে॥
সেইখানে রথযাত্রা কৈল দরশন।
রথ অগ্রে নৃত্য করে শ্রীশচীনন্দন॥
শ্রাবণ থাকিয়া প্রভু করিল ঝুলনা।
নাম-গুণ সঙ্কীর্ত্তনে নাচে সর্ব্বজনা।
ভাদ্রেতে থাকিয়া কৃষ্ণ-জন্ম-যাত্রা কৈল।
গোপবেশে গোরাচাঁদের বহু নৃত্য হৈল॥
আশ্বিনে থাকিয়া প্রভু শচীর নন্দন।
আনন্দে লঞা করে নামসঙ্কীর্ত্তন॥"

(৫) 'দুঁহার মন'।

(৬) অতঃপর মুদ্রিতগ্রন্থের অতিরিক্ত পাঠ,—
"তথাহি বায়ুপুরাণে॥
কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥ ইতি॥"

(১) কলিযুগের বা কলিসন্ধ্যার।

(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
'মাধবেন্দ্র বলি বলি করিল স্মরণ।
শুনিয়া আনন্দমনে করএ ক্রন্দন॥
মাধবেন্দ্র কীর্ত্তন করিয়া প্রভু নাচে
হরিহরি বলি ভক্ত নাচে কাছেকাছে।
ক্ষণে হুহুঙ্কার দেই পরম আনন্দে
মাধবেন্দ্র বলি প্রভু প্রেমানন্দে কান্দে
এতদিনে সন্ন্যাস মোর সফল হইল।
মাধবেন্দ্রধ্বনি মোর কর্ণে প্রবেশিল॥

(৩) 'সর্ব্বজনে'। (৪) 'যাইতে সপ্ত তরু তমাল মোক্ষণে'

(৫) 'তমাল তরু দেখিয়া'। (৬) 'মহানন্দ'।

(৭) অতঃপর মুদ্রিতগ্রন্থের অতিরিক্ত পাঠ,—
"জোড়হস্ত করি সবে প্রণত কৈল।
দিব্য দেহ পাঞা তারা বৈকুণ্ঠে চলিল॥
দেখিয়া সকল লোক করে নমস্কার।
সবে বোলে—এই ন্যাসী রাম-অবতার॥'

তবে সেই মহাপ্রভু পথে চলি যায়।
আনন্দে বিভোল প্রভু হরিগুণ গায়॥
প্রেমায় আনন্দে নাহি জানে পথশ্রমে।
সেতুবন্ধ উত্তরিলা পথে (১) ক্রমেক্রমে॥
সেতুবন্ধ গিয়া দেখে রামেশ্বর-লিঙ্গ।
আনন্দে নাচয়ে প্রভু যেন মত্ত সিংহ॥
লিঙ্গ-প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার।
সেতুবন্ধ দেখি হরি বোলে বারোবার॥
অনুরাগে কান্দে ডাকে—শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কখন আবেশে ডাকে—অঙ্গদ হনূমান্॥
ক্ষণেকে আবেশে ডাকে—সুগ্রীব মোর মিত।
ক্ষণে বিভীষণ বলি ডাকে বিপরীত॥
(প্রেমায় বিহ্বল—দিগবিদিগ নাহি জানে (২)।
সেতুবন্ধ দেখি নাচে স -ভক্ত-সনে॥)
এইমনে দিবানিশি পাশরে আপনা।
লেউটিয়া মহাপ্রভুর বাঢ়িল করুণা॥
এইমতে মহাপ্রভু পথে চলি (৩) আসি।
পুন মহাপ্রভু গোদাবরীতীর্থে বসি॥
পুনরপি উড্রদেশে আইলা ঠাকুর।
জগন্নাথ-ভাবে (৪) প্রেমা বাঢ়িল প্রচুর॥
তবে ত দেখিল প্রভু শ্রীআলালনাথ।
বিষ্ণুদাস উড়িয়াকে কৈল আত্মসাথ॥
(জগন্নাথ দেখি প্রভু হইলা কুতূহলী।
সঘনে তুলিয়া বাহু হরিহরি বলি॥)
পুরুষোত্তমে আসি প্রভু আছে মহাসুখে।
কহয়ে লোচন এ আনন্দ বড় লোকে॥

বরাড়ি রাগ। ধূলা-খেলা-জাত॥

এখানে কহিব কথা, শুন গোরা (৫)-গুণগাথা,
ত্রিজগতে অতি অনুপাম।
মনঃকথায় বান্ধি (৬) আলি, মুকুতা-প্রবাল ঢালি,
সন্ন্যাসী নৃসিংহানন্দ নাম॥
সুবর্ণ-মণি-মাণিক্যে, দিব্যরত্ন চারিদিগে,
মনেমনে বান্ধিল জাঙ্গাল।
মথুরা-পর্য্যন্ত দিয়া, কৃষ্ণে সমর্পিব ইহা,
হেনকালে প্রত্যাগম কাল॥

---

(১) 'আসি'।
(২) 'ধনুস্তীর্থে স্নান কৈল আনন্দিত মনে'।
(৩) 'পথ ক্রমেক্রমে প্রভু লেউটিয়া'।
(৪) 'দেখি'। (৫) 'গোরাচাঁদ'।
(৬) 'মনোরথে বান্ধি'।

না হৈল জাঙ্গাল সায়, দুখ রহিল হিয়ায়,
মনেমনে করে অনুতাপ।
(কানাইর) নাটশালা-পর্য্যন্ত, হইল জাঙ্গাল-অন্ত,
সন্ন্যাসির বৈকুণ্ঠ হৈল লাভ॥
এ কথা আছিল চিতে, চলে প্রভু আচম্বিতে,
না জানি কোথারে চলি যায়।
ক্রমেক্রমে চলি যাইতে, কানাইর নাটশালা হৈতে,
পুনঃ লেউটিলা গোরারায়॥
এ কথা বেকত নহে, পরমানন্দপুরী কহে,
কহ প্রভু ইহার কারণ।
আদ্যোপান্ত যত (১) কথা, তাহারে কহিল তথা,
মনঃকথা-সিদ্ধির কারণ॥
পুরুষোত্তম-আদি অন্ত, মথুরাপুরী পর্য্যন্ত,
স্বর্ণ-মণি-মাণিক্যে দিব আলি (২)।
সন্ন্যাসির এমন (৩) হিয়া, এ মোর (৪) জাঙ্গাল দিয়া,
চলি যাবে গোরা বনমালী॥
শুন শুন সর্ব্বজন, সাবধানে দিয়া মন,
শ্রীগোরাচাঁদের পরকাশ।
মনঃকথা নৃসিংহানন্দ, সিদ্ধ কৈল গৌরচন্দ্র,
গুণ গায় (৫) এ লোচনদাস॥

(শ্রীরাগ॥

গোরাচাঁদ না রে হয়, বিহরই নীলাচলমাঝে॥ ধ্রু॥)
তবে নীলাচলে প্রভু ভক্তগণসঙ্গে।
কীর্ত্তনবিলাস করে আছে নানা (৬) রঙ্গে॥
অনেক ভক্তগণ মিলিয়া তথায়।
প্রেম বিলসয়ে প্রভু নাচয়ে নাচায়॥
(নানা দেশে আছিল যতেক ভক্তগণে।
ক্রমেক্রমে মিলিলেন চৈতন্যচরণে॥
আনন্দে আছয়ে প্রভু নীলাচল-বাসে।)
কহিব সকল পাছু অনেক প্রকাশে॥
মথুরা চলিব—মনঃকথা আচম্বিত।
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল হিয়া—উনমত্ত-চিত॥
চলিলা মথুরা-পথে চৈতন্য ঠাকুর।
পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাঢ়িল প্রচুর॥

---

(১) 'আদ্য অন্তে এই'।
(২) 'স্বর্ণমণিমাণিক্যে দিব আলি', 'স্বর্ণমণিমাণিক দিল আলি' বা 'হীরা মণি মাণিক্যে দিব আলি'।
(৩) 'এই'। (৪) 'এই মন'।
(৫) 'গৌরপদ বিনু আন, মনে কিছু নাহি জান অবে রস'।
(৬) 'করে সঙ্কীর্ত্তন' ব 'প্রভু করে বহু

অনুরাগে ধায় প্রভু—রাঙ্গা দুই আঁখি।
সংঙ্গের গমনে ধায়—দেখিতে না দেখি॥
সঙ্গের সঙ্গিগণ না পাবে হাটিতে।
কথোদূরে যায় প্রভু ডাকিতে ডাকিতে॥
(ঝারিখণ্ডপথে প্রভু চলিলা সত্বর।
কান্দাইলা পশু-পক্ষ-বৃক্ষাদি প্রস্তর॥
গৌরাঙ্গ বেড়িয়া মৃগ-ব্যাঘ্রগণ নাচে।
হিংসা নাহি—সর্ব্বমুখে নাচে প্রভুকাছে॥
বনজন্তুগণ সব কৃতার্থ করিয়া।
চলিলা গৌরাঙ্গ পথে প্রেম বিনোদিয়া॥)
ক্রমেক্রমে উত্তরিলা তীর্থ বারাণসী।
অনেক আছয়ে (১) তথা পরমসন্ন্যাসী॥
বিশ্বেশ্বর নমস্করি (২) চলি যায় পথে।
প্রয়াগে মাধব দেখি হরষিতচিতে॥
(রূপ-সনাতন-গোসাঞী প্রভুরে মিলিলা।
অনুগ্রহ করি তাবে শক্তি সঞ্চারিলা॥)
তথা বেণী (৩) স্নান করি দেখি অক্ষয়বট।
যমুনাতে পার হৈলা আগরা নিকট॥
দেখিলা অদ্ভুত সে রেণুকা (৪) নামে গ্রাম।
অবতার কৈলা যেইস্থানে পরশুরাম॥
তথা বৃন্দাবন-মুখে যমুনা বিমুখী।
দেখিয়া বিহ্বল প্রভু প্রেমসুখে সুখী॥
রাজগ্রামে গিয়া পারে দেখয়ে (৫) গোকুল।
সম্বরিতে নারে হিয় ভৈগেল আকুল (৬)॥
হিয়া সম্বরিল (৭) প্রভু অনেক যতনে।
আনন্দে বিহ্বল পারে দেখে মহাবনে (৮)॥
যাইতে-যাইতে আর গিয়া কথোদূর।
সুনিকট হৈল যেই (৯) দেখে মধুপুর॥
মধুপুর দেখি প্রভু উনমতচিত।
প্রেমায় বিহ্বল—যেন নাহিক সম্বিত॥
(অক্রুর অক্রুর বলি ভূমিতে পড়িল।
মাথুর-বিরহভাবে মূর্চ্ছিত হইলা॥)
দিবানিশি রাতি জানে—আছে সেই খানে।
সম্বেদন নাহি প্রভুর—আছে তিন (১০) দিনে॥
গতাগতি করে লোক দেখয়ে আশ্চর্য্য।
কৃষ্ণদাস নামে এক আছে দ্বিজবর্য্য॥

প্রভুরে দেখিয়া সেই গুণে মনে মনে—।
কোথা হৈতে আইলা এই পুরুষরতনে॥
বড় ভাগ্যে দেখিলাঙ (১) ইহার চরণ।
এই শুক প্রহ্লাদ কিবা (২) হেন লয় মন॥
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু পুছিল তাহারে।
কি নাম তোমার কহ শুন দ্বিজবরে॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে—শুনশুন ন্যাসিবর।
কৃষ্ণদাস নাম মোর—করিল উত্তর॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু অট্ট-অট্ট-হাস।
কৃষ্ণের সকলি (৩) জান তুমি কৃষ্ণদাস॥
জুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্ভাষে।
তুমি দেখাইবে যথ যে আছে বিশেষে॥
মথুরামণ্ডল এই কৃষ্ণের অন্তরীণ।
সকল জানহ তুমি ভকতপ্রবীণ॥
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ—সব তুমি জান।
মথুরামণ্ডল মোরে দেখাও স্থানেস্থান॥
(দ্বিজ কহে—সব স্থান না জানিয়ে আমি।
দ্বাদশ-বনের স্থান সবে আমি জানি॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু প্রেমানন্দে হাসে।
তাহার শরীরে (৪) শক্তি করিলা প্রকাশে॥
মহানন্দে বোলে—আমি সব দেখাইব।
কৃষ্ণজন্ম হৈতে কংসবধ শুনাইব॥)
দ্বিজ কহে—শুন (৫) শুন শুন মহাশয়।
নন্দের নন্দন তুমি (৬) জানিল নিশ্চয়॥
(তোমার দর্শনে মোর ব্রজদরশন।
আচম্বিতে সব মোর হৈল স্ফুরণ॥)
যেখানে যে জানি আমি (৭) স্থানের মরম।
যেখানে সে ভগবান্ জনম-করণ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু হরিষ হিয়ায়।
কৃষ্ণদাস কোলে করি কৃষ্ণ-গুণ গায়॥
সেদিন রাখিলা কৃষ্ণদাসের আলয়।
মথুরামণ্ডল-কথা সর্ব্বরাত্র কয়॥
মথুরামণ্ডল-মধ্যে যমুনা ভাগ্যবতী।
যাহার দুকূলে কৃষ্ণ বিহরে পিরীতি॥
যমুনার পূর্ব্বকূলে আছে পাঁচ বন।
পশ্চিমেতে সাত বন কহিব এখন॥

(১) 'বসএ'। (২) 'দেখি প্রভু'।
(৩) 'ত্রিবেণীতে'। (৪) 'সুনা'।
(৫) 'রাজগ্রাম দিয়া দেখে ওপারে'।
(৬) 'বাউল'। (৭) 'স্থির করে'।
(৮) 'পায় দেখি বৃন্দাবনে'।
(৯) 'গিয়া প্রভু'। (১০) 'তেজ দুই'

(১) 'দেখিলো মো'। (২) 'কিয়ে'।
(৩) 'কৃষ্ণরস সব' বা 'কৃষ্ণের সকল তত্ত্ব'।
(৪) 'হৃদয়ে' (৫) 'কৃষ্ণদাস কহে'।
(৬) 'তুমি সেই ব্রজনাথ' (৭) 'দেখাইব যেইজানি'

কৃষ্ণের বিহার এই দ্বাদশ বনে।
ভক্ত বিনে কেহ ইহার মরম না জানে॥
কংসের সদন এই যমুনা-পশ্চিমে।
তাহার উত্তরে বন বৃন্দাবন-নামে॥
মথুরা হইতে সেই যোজনেক পথ।
অনেক রহস্যকথা কহিব (১) তাহাত॥
কুমুদ-নামে বন আছে তাহার নৈঋতে।
সওয়া-যোজন পথ মথুরা হইতে।
খদিরবন আছে প্রভু (২) তাহার দক্ষিণে।
ডেড়-যোজন পথ মথুরার সনে (৩)॥
তালবন আছে প্রভু দক্ষিণে (৪) মথুরার।
অর্দ্ধ-যোজন ভূমি মথুরা তাঁহার॥
এক নদীধারা আছে মানস-গঙ্গা নামে।
বৃন্দাবন-পশ্চিমে সে মথুরা-ঈশানে (৫)॥
কাম্যকবন হৈতে মধু (৬) বনের উদ্দেশ।
কালীদহ-পশ্চিমে যমুনা-পরবেশ।
সরস্বতী নামে এক ধারা আছে তাথে।
মথুরার উত্তর সে প্রবেশ যমুনাতে॥
মথুরা-পশ্চিমে আছে গোবর্দ্ধনগিরি।
আউট-যোজন সে মথুরা হইতে ধরি॥
কহিব কাম্যকবন গোবর্দ্ধন-পশ্চিমে।
মথুরা হইতে আউটযোজন লোক গণে॥
বহুলানামে বন আছে মথুরা-ঈশানে।
মানস-গঙ্গার পার সে দুই-যোজনে॥
এই সাত বন সে পশ্চিমে যমুনার (৭)।
কহিব ত পূর্ব্বকূলে পাঁচ বন আর॥
মহাবন নামে বন যমুনা-নিকটে।
মথুরা হইতে সেই যোজনেক বাটে॥
বিল্ব-নামে বন আছে পশ্চিমে তাহার।
অর্দ্ধ-যোজন সে মথুরা হইতে পার॥
তাহার উত্তরে আছে লোহ-নামে বন।
ভাণ্ডীর-নামে বন আছে তাহার ঈশান॥
একত্রই দুই বন যমুনার কূলে।
মহাবন হৈতে লোকে আউট-যোজন বোলে॥
এই দ্বাদশ বন মথুরামণ্ডল।
কৃষ্ণের বিহার স্থান দেখাব সকল॥
এইমনে কথালাপে প্রভাত হইল॥
যে বিধি আছিল প্রভু প্রাতঃক্রিয়া কৈল॥

উৎকণ্ঠা-হৃদয়ে দিল কৃষ্ণদাসে ডাক।
দেহকে জিনিঞা সে অধিক অনুরাগ॥
দেখিতে চলিলা প্রভু মথুরামণ্ডল।
আপনে ঈশ্বর কৃষ্ণদাসে করে ছল॥
কৃষ্ণদাস কহে—প্রভু (১) ইথে কর মন।
পুরীর তিন দিগে দেখ গড়ের পত্তন॥
পূরুবে যমুনা-নদী বহে দক্ষিণমুখে।
উত্তর-দক্ষিণ-দ্বার গড়ের দুইদিগে॥
কংসের আবাস দেখ পুরীর নৈর্ঋতে।
পূরুবে উত্তরে (২) দুই দুয়ার তাহাতে॥
বসিবার চৌতারা দেখ বাড়ীর উত্তর (৩)॥
পুরীর বায়ুকোণে দেখ হের (৪) কারাগার॥
সূত্রস্থান হের দেখ ইহার দক্ষিণে।
বিবরি কহিব কিছু—শুন সাবধানে॥
কংসভয়ে বসুদেব লঞা যায় পুত্র।
আচম্বিতে কৃষ্ণ তার কোলে কৈল মূত্র॥
এইখানে বসুদেব বসিলা সত্বর।
প্রস্রাব করিলা কৃষ্ণ—দ্রাবল পাথর॥
মূত্রচিহ্ন রহিল এ পাষাণ-উপরে।
'মূত্রস্থান' ভেঞি লোক বোলয়ে ইহারে॥
ইহার উত্তরে (৫) দেখ উদ্ধবের ঘর।
এ বোল শুনিতে প্রভুর গলে দুই ধার॥
কণ্টকিত ভেল অঙ্গ আপাদ-মস্তক।
কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক॥
এই উদ্ধবের ঘর মুঞি (৬) আইনু এবে।
এথা যে করিল কৃষ্ণ—কহো অনুভবে॥
এইখানে কৃষ্ণ আর উদ্ধবের কথা।
দেখিয়াছ হেন বাসো—মনে লাগে ব্যথা॥
এ বোল বলিতে প্রভু চাহে চারিদিগে।
তবে কহ কৃষ্ণদাস—কহে অনুরাগে॥
উদ্ধবের পূর্ব্বে দেখ রজকের ঘর।
মালাকারবাস দেখ পূরুবে ইহার॥
ইহার দক্ষিণে দেখ (৭) কুব্জীর ঘর।
তাহার দক্ষিণে (৮) রঙ্গস্থান মনোহর॥
বসুদেব-আবাস দেখ তার অগ্নিকোণে (৯)।
এ বোল শুনিতে প্রভু হাসে মনেমনে॥

(১) 'দেখিবে'।
(২) 'মাবে বন আছে' (৩) 'মথুরা-ঈশানে'।
(৪) 'পশ্চিমে' (৫) 'মথুরার বায়ুকোণে'।
(৬) 'মোহন'। (৭) 'মথুরার।

(১) 'গোসাঞি'। (২) 'পশ্চিমে'।
(৩) 'ভিতর'। (৪) 'কংস'। (৫) 'দক্ষিণে'।
(৬) 'বসুদেবের ঘর মুঞি ছাড়ি'।
(৭) 'উত্তরে দেখহ তুমি' (৮) 'নৈঋতে'।
(৯) 'এই ঘাম মধ্যখানে'।

গদগদ স্বর কিছু অরুণ বদ'ন।
উগ্রসেন-বাড়ী দেখ তাহার ঈশান॥
দেখহ বিশ্রান্তিঘাট দক্ষিণে তাহার।
গতশ্রম নাম মূর্ত্তি এথা প'চার॥
ক'ংস মারি টানিঞা' ফেলিতে হৈল খাল (১)।
তেঞি 'কংসখালি' ঘাট দক্ষিণে তাহার (২)॥
দেখহ প্রয়াগঘাট তাহার দক্ষিণে।
তাহার দক্ষিণে ঘাট এ তিন্দুক (৩) নামে॥
সপ্ততীর্থ বলি ঘা' ইহার দক্ষিণে।
তাহার দক্ষিণে দেখ ঋষিতীর্থ-নামে॥
ইহার দক্ষিণে দেখ মোক্ষতীর্থ আর।
তাহার দক্ষিণে কোটি-তীর্থের প্রচার॥
তাহার দক্ষিণে দেখ বোধিতীর্থ নামে।
দক্ষিণে গণেশতীর্থ দেখ বিদ্যমানে॥
এইত দ্বাদশ ঘাট—সর্ব্বতীর্থসার।
পুরীর দক্ষিণে (৪) রঙ্গভূমি দেখ আর॥
তাহার দক্ষিণে আর দেখ অপরূপ।
দুরাশয় কংস রাজা খনি.লক কূপ॥
কৃষ্ণ মারি ইহাতে ফেলিব—এই কাম।
কংস খনিল কূপ—'কংসকূপ' নাম॥
দেখহ অগস্ত্যকুণ্ড নৈঋ'তে তাহার।
সেতুবন্ধ-সরোবর উত্তরে ইহার॥
এ বোল শুনিতে প্রভু কি কি বলি ডা.ক।
অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন অঙ্গের পুলকে॥
সেতুবন্ধ-সরোবরের শুন বিবরণ।
সাবধানে শুন প্রভু হঞা একমন॥
এককালে আছে কৃষ্ণ গোপীগণ-মেলে।
রাসক্রীড়া করে এই সরোবরকূলে (৫)॥
রাধাকে কাহে ল—আমি সেই বঘু'াথ।
রাবণ মারিল আমি বানরের সাথ॥
এ বোল শুনিঞা রাধা মুচাক হাসয়ে।
মিছা কথা কহে কৃষ্ণ—এই ত আ' য়ে॥(৬)
দেখিয়া তর (৭) হঞা ছয়ে রাধা'—।
কি লাগিয়া হাস রাই বোলহ আম রে। (৮)

রাধা বোলে—মিছা কথা না বলিহ আর।
তুমি সে কেমন হৈলে রাম-অবতার॥
(মহাজিতেন্দ্রিয় তেহোঁ পরম ঈশ্বর।
তোমাতে সম্ভবে নাহি তাঁর ব্যবহার॥)
সমুদ্র বান্ধিলা তেহেঁ। (১) এ গাছ-পাথরে।
তুমিহ বান্ধহ দেখি এই সরোবরে॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু লহু-লহু হাসে—।
আমি জলে থুইলে সে ইটা-পাথর ভাসে॥
এ বোল শুনিঞা গোপী বলিছে বচন—।
আনিয়ে পাথর দেখি বান্ধহ এখন॥
মিছা গর্ব্ব না করিহ—শুনহ কানাই।
পাথর ভাসয়ে জলে—কভু শুনি নাই॥
ঠাকুর কহয়ে—আন' এ গাছ (২) পাথর।
পাথরে বান্ধিব আমি এ সরোবর॥
এ বোল শুনিঞা তারা বহি আনে ইটা।
কাষ্ঠ খান-খান আনে পাথর গোটা-গোটা॥
এ গাছ-পাথরে সরোবর গেল বান্ধা।
ভালভাল বোলে গোপী—মুচকি হাসে রাধা॥
রাধার কারণে সরোবরে হৈল সেতু।
'সেতুবন্ধ-সরোবর' কহি এই হেতু॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু অন্তর-উল্লাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

সপ্তসমুদ্রকুণ্ড ইহার উত্তরে।
দেবকীর সাত পুত্র মারিতে পাপেরে॥
ইহার উত্তরে দেখ [illegible] ভূতেশ্বর।
দেখ সরস্বতী-কুণ্ড (৩) পুরীর উত্তর॥
এইখানে দেখ দশ-অশ্বমেধ-ঘাট।
ইহার দক্ষিণে সোম-তীর্থের এ বাট॥
কণ্ঠাভরণ-মজ্জন [illegible] র দক্ষিণে।
নাগতীর্থ-ধারা বহে পাতালগমনে॥
[illegible]মন-আদি (৪) কু ঘাটে গেলা ত র।
পুরী প্রদক্ষিণ করে নিজ অনুভবে॥
এ মনে [illegible]
[illegible] প্রভু [illegible]
[illegible]
[illegible]

(১) 'ফেলিল এইখানে'
(২) 'ইহার হৈল না ম'।
(৩) 'তরুকলা'।
(৪) 'বাহিরে' (৫) 'জলে'।
(৬) 'কৃষ্ণ মধ্যা কথা কহে রাধিকা বলয়ে'।
(৭) 'ভ বাড়'।
(৮) 'কি লাগি হাসহ তুমি আমার উপরে'।

(১) 'সেতু'। (২) 'তোমরা আনহ'। (৩) 'গঙ্গা'।
(৪) 'আদি'

রজনী প্রভাত হৈল—হিয়ার উল্লাস।
প্রাতঃক্রিয়া করি বেগে—আইস কৃষ্ণদাস॥
কৃষ্ণদাস বোলে—প্রভু শুনহ বচন।
মথুরামণ্ডলভূমি একুইশ যোজন॥
দ্বাদশ বন ছয়-যোজন-ভিতর।
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ—দেখাব সকল॥
নারদবচন কংস শুনে এইখানে।
বসুদেব-দেবকীরে বান্ধে এইস্থানে॥
এইখানে হৈল কৃষ্ণ চতুর্ভুজ দেখি।
এথা পরিহার মাগে বসুদেব দেবকী॥
এইখানে বসুদেব কৃষ্ণ লঞা কোলে
নিদ্রায় প্রহরিগণ পড়ি গেল ভোলে॥
ফণা-ছত্র ধরিয়া বাসুকি পাছে ধায়।
যমুনাতে পার সে শৃগালী আগে যায়॥
এই মহাবনে নন্দঘোষের বসতি।
নিশিতে প্রসবিলা কন্যা যশোদা পুণ্যবতী॥
নন্দ-ঘরে পুত্র থুইয়া কন্যারে আনিল।
দেবকীর কন্যা বলি কংসেরে ভাণ্ডিল॥
পাপিষ্ঠ সে কংসরাজ মারিতে কন্যারে।
বিচ্যুত হইয়া তেঁহ গেল আকাশেরে॥
অপরূপ কংস স্তুতি করয়ে দোঁহারে।
গগনে আকাশ (১) বাণী শুনে হেনকালে॥
শুনিঞা সে বাণী ধর্ম্ম হিংসিতে লাগিল।
নিশ্চয় করিয়া নিজ মরণ জানিল॥
মথুরা আইলা নন্দ পুত্রোৎসব করে।
বসুদেব কৈল—রাখ শিশুরে আবরি (২)॥
সাতদিবসের কৃষ্ণ পুতনা বধিল।
মাসেকের কালে শকট ভাঙ্গিয়া ফেলিল॥
তৃণাবর্ত্ত মারে কৃষ্ণ হঞা বিশ্বম্ভর।
জৃম্ভায়ে মায়েরে বিশ্ব দেখাইল উদর॥
ছয়মাসের পরে নামকরণ হইল।
মৃত্তিকা-ভক্ষণে বিশ্বরূপ দেখাইল॥
মন্থনের দণ্ড ধরি নাচিল এইখানে।
দুগ্ধ উথলিতে এথা যশোদা-গমনে।
উদূখলে চড়ি শিকার ভাণ্ড ছেদ করি।
উর্দ্ধমুখে নবনীত পান কৈল হরি॥
এইখানে চুরি করি কৃষ্ণ খাইল ননী।
উদূখলে বান্ধে লৈয়া যশোদা জননী॥
যমল-অর্জ্জুন-ভঙ্গ কৈল এইখানে।
ধান্য দিয়া ফল খাইল দেব নারায়ণে॥

(১) 'উঁচরে' (২) 'সনে কথা আবরণ বচি'।

মহাবন-দক্ষিণে দেখ গোকুলনগর।
শিশু সঙ্গে বৎস রাখে এথা দামোদর॥
হের-দেখ গোপেশ্বর-মূর্ত্তি মনোহর।
সপ্তসমুদ্রক-কুণ্ড দেখহ সুন্দর (১)॥
আয়ানের ঘর দেখ গ্রামের পশ্চিমে।
সুন্দরগোপের (২) ঘর তাহার (৩) দক্ষিণে॥
উপনন্দের ঘর এই গ্রামের মধ্যখানে।
পশ্চিমে দেখহ রাবণের তপোবনে॥ (৪)
দেখহ দুর্ব্বাসাশ্রম ইহার উত্তর—।
নিকটে দেখহ লোহবন মনোহর॥
অপরূপ কহিব এই হের বিল্ববনে।
কৃষ্ণ কোলে করি নন্দ আছিলা এখানে॥
রাধাকে দেখিয়া নন্দ কহিল উত্তর—।
কোলে করি লেহ কৃষ্ণ থোও লঞা ঘর॥
নন্দের আদেশে রাধা কৃষ্ণ কৈল কোলে।
চুম্বন করয়ে বাল্য-আচরণ-ছলে॥
কাজ নাহি বুঝে রাধা লঞা যায় পথে।
গাঢ়-আলিঙ্গনে কুচ চিরে নখাঘাতে॥
দেখিয়া চরিত্র রাধার বিস্ময় লাগিল।
হিয়া উপজিল প্রেম—বেকত না কৈল॥
হের আর দেখ পুন কৃষ্ণের চরিত।
মরয়ে সকল শিশু তৃষ্ণায় পীড়িত॥
পাঁচনী-খনিল কুণ্ড (৫) দেখ বিদ্যমান।
শুনি মাত্র গৌরচন্দ্র নাহি বাহ্যজ্ঞান॥
(ক্ষণেক্ষণে গৌরচন্দের হইল ত বাহ্য।
প্রভু কহে—কৃষ্ণদাস কি হইল কার্য্য॥)
এইখানে দেখ উপনন্দ-আদি যত।
যুগতি করিল সব গোয়ালা-সম্মত॥
অসহ্য এ রাজশীঘ—নিতাই সঙ্কট।
রজনীপ্রভাতে (৬) সভে সাজিল শকট॥
(গোপীগণ শকটে করিয়া গোপগণ।
নিকট বসতি করিবারে বৃন্দাবন॥)
হৈ হৈ রবে যায় গোধন চালাইয়া।
পায়ে বাধা হাতে নড়ি মাথে পাগ দিয়া॥
ভদ্র-ভাণ্ডীর-বনে ছিলা দুইমাস।
আনন্দে কহে গুণ এ লোচনদাস॥

(১) 'তাহার উত্তর'।
(২) 'আনন্দা গোপীর' বা 'আনন্দ গোপের'
(৩) 'নন্দগোপের গ্রাম অওরানের'।
(৪) 'পশ্চিমে দেখহ রাবণের তপোবন।
যাহা তপ করি হইল লঙ্কার রাবণ॥
(৫) 'কূপ'। (৬) 'প্রবেশ'।

তবে পার হৈলা সে নিকট বৃন্দাবনে।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শকট রাখিল এইখানে (১)॥
কপিত্থ-গাছের মূলে বৎসক বধিল।
পুচ্ছ-পদ ধরি তারে তুলি আছাড়িল॥
গিলি উগারিল কৃষ্ণ এথা বকাসুর।
দুই ঠোঁটে ধরি চিরি প্রাণ কৈল (২) দূর॥
এই গোঠে বিহরে বালক সব সঙ্গে।
শিঙ্গা বেণু বেত্র হাথে নানাবিধ রঙ্গে॥
কেহো কোন জন্তু-ছলে সেই শব্দ করে।
উড়িতে পক্ষের ছায়া চাহে ধরিবারে॥
এ বোল শুনিঞা গৌর বিহ্বল হিয়া।
বালকের হেন (৩) সেই ইতস্তত ধায়॥
ময়ূরের শব্দ করে—ধরয়ে কেকন।
পুলকে পূরল অঙ্গ—অরুণ নয়ন।
ভাই ভাই বলি ডাকে হৈ হৈ বোলে।
শ্রীদাম সুদাম বলি গাছ কৈল কোলে॥ (৮)
(সখাভাবে ব্যাকুল হইলা গৌররায়।
প্রেমায় আকুল হঞা চারিদিগে ধায়॥)
কালী ধবলী বলি ডাকে ঘনেঘন।
কতি গেল ধেনুকাসুর—মারিব এখন॥
ইহা বলি কান্দে—বাহ্য নাহিক শরীরে।
কৃষ্ণদাস বোলে—এই (৫) সেই অবতারে॥
সঙ্গের সঙ্গতিগণ—তারাও কেমন (৬)।
গোরা-মুখ নেহারয়ে—নাহি সম্বেদন॥
কথোক্ষণে গৌরচন্দ্রের হইল ত বাহ্য।
পুনরপি কৃষ্ণদাসে কহে—কহ (৭) কার্য্য।
বৎসক-কনিষ্ঠ সর্প—নাম অঘাসুর।
এইখানে কৃষ্ণ তার প্রাণ কৈল দূর॥
এইখানে যমুনা ছিল—নাহি ত এখন।
এইখানে হরিলা ব্রহ্মা বৎস-শিশুগণ॥
বৎসরেক ছিলা গোবর্দ্ধনের ভিতরে (৮)।
সেই বৎস-শিশু দেখি ব্রহ্মা স্তব করে।
ধেনুক মারিয়া তাল খাইল বলরাম।
যমুনাতে দেখ কালীদহ এই ঠাম॥

কদম্বতরু আরোহণ কৈল এইখানে।
ঝাঁপ দিয়া কৈল কালীনাগের দমনে॥
শীতে আর্ত্ত হঞা কৃষ্ণ এ ঘাটে উঠিলা।
দ্বাদশ-আদিত্য তবে গগনে উদিলা॥
দ্বাদশ-আদিত্য-ঘাট তেঞি বোলে লোকে।
কালীদমন-মূর্ত্তি দেখ পরতেখে॥
এইখানে বালক বৎস পোড়ে দাবানলে।
দাবানল পান করি রাখিল সভারে॥
শ্রীদামের কান্ধে কৃষ্ণ চড়িলা এখানে।
প্রলম্ব হারিয়া (১) কান্ধে করে বলরামে॥
অসুরের মায়া ব্যক্ত হৈল বলরামে।
মস্তকে মারিল মুষ্টি—ছাড়িল পরাণে॥
ভাণ্ডীর-বনেতে অঘাসুরের মরণ।
নিকটেতে দেখ গোসাঞি হের বৃন্দাবন॥
ঈষীকা-মুঞ্জাটবী দেখ পরম-মোহন।
এইখানে আচম্বিতে না দেখে গোধন॥
ধেনু না দেখিয়া সে বাঁশীতে দিল ফুক।
ঊর্দ্ধ কাণ করি ধেনু আইসে ঊর্দ্ধমুখ॥
(তৃণ মুখে ধেনু ধায় বৎস স্তনমুখী।
মুরলীর গানেতে মোহিত মৃগ-পাখী॥)
পুন দাবানলে ব্যগ্র ভেল শিশুগণ।
দাবানল পান শিশু মুদিল নয়ন॥
এইমতে কৃষ্ণের বিহার স্থানেস্থানে।
আনন্দে দেখয়ে গৌর—কহয়ে লোচনে॥

(শ্রীরাগ ॥

(আরে মোর অপরূপ গোরা
লোকে বোলেরে কাঁচাসোনার কিশোরা॥ ধ্রু॥)
গোপকুমারিকা ব্রত কৈল এইখানে।
কাম্য কৈল—দাসী হব কৃষ্ণের চরণে॥
বস্ত্র আভরণ তারা (২) থুঞা এই ঘাটে।
জলে নামি স্নান তারা করয়ে লাঙ্গটে॥
আচম্বিতে বস্ত্র-আভরণ লইয়া হরি।
নীপতরুপরে উঠি হাসে ধীরিধীরি॥
গোপীগণ কৈলা স্তুতি অনেক যতনে।
তুষ্ট হঞা দিল তারে বস্ত্র-আভরণে॥
বৃন্দাবনে প্রশংসয়ে শিশু সম্বোধিয়া।
যজ্ঞপত্নী-স্থানে অন্ন খাইল মাগিয়া॥

(১) 'কৈল শকট-ভঞ্জন'।
(২) 'গোসাঞি'　　(৩) 'বালক সংহতি'
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"সুবল বলিয়া বনে ফুকরিয়া কান্দে।
নয়ন অশ্রুমুখ বলি স্থির নাহি বান্ধে॥"　(৫) 'তুমি'
(৬) 'যারা আর তেন বল'।　　(৭) 'লক্ষ'।
(৮) 'গহ্বরে' বা 'শিখরে'।

(১) 'মারিয়া'।　　(২) 'সব'।

কংসের উৎপাতে সব গোপ ভয় পাঞা (১)।
নন্দীশ্বরগিরিতে আশ্রয় কৈল গিয়া॥
বসতি করিল মানসগঙ্গার কূলে (২)।
বিলাস (৩) করিল গোবর্দ্ধনের-শিখরে (৪)॥
ইন্দ্র-সনে বাদ করি এ পর্ব্বত ধরে (৫)।
তুলিলেক মহাগিরি সপ্তম-বৎসরে॥ (৬)
মানসগঙ্গার ধারা পর্ব্বত-ঈশানে (৭)।
স্থল নাহি পার হৈতে নারে গোপীগণে॥
নৌকা পারাবার করি বাঢ়ায় কৌতুক।
জলে ভাসি দেহ গোপী (৮) দিলেক যে তুক॥
পর্ব্বতের মধ্য দিয়া আছে রাজপথ।
গোকুল-মথুরার লোক করে গতাগত॥
পর্ব্বত-উপরে হের দেখ (৯) রম্য স্থান।
এইখানে গোপিকার সাধে' মহাদান॥
বসিয়া সাধিত দান এই ত পাষাণে।
এই দানচৌতারা প্রভু (১০) দেখ বিদ্যমানে।
পাষাণ দেখিয়া প্রভু গদগদস্বর।
অরুণবরণ ভেল সব কলেবর॥
নিজ কর দিয়া প্রভু মাজয়ে পাষাণ।
একদৃষ্টে চাহে প্রভু বসিবার স্থান॥
ক্ষণে বুক দেই ক্ষণে করে নমস্কার।
ক্ষণে বোলে—রাধা দান দেহনা আমার।
অবশ-শরীর প্রভু পড়ে ভূমিতলে।
ক্ষণেকে উঠিয়া সে পাথর করে কোলে॥
কৃষ্ণদাস বোলে—গোসাঞি শুন মোর বোল।
দেখিবে ত সব স্থান—নহ উতরোল॥
পর্ব্বতের পূর্ব্বে দেখ এ কুসুমবন। (১১)
তাহার দক্ষিণে রাসমণ্ডলের স্থান॥
এ বোল বলিতে গোরা বোলে—রহ রহ।
'শ্রীরাসমণ্ডল-কথা ভালমতে কহ॥
রাধাকৃষ্ণ রাস কৈল—সেই এই (১২) স্থান।
এ বোল বলিতে গোরার ঝরে দু-নয়ান॥
হা হা কৃষ্ণ হা হা রাধা বোলে বারবার।
অরুণ-নয়ানে ঝরে সাত-পাঁচ ধার॥

'শ্রীরাসমণ্ডল' বলি পাড়ে গড়াগড়ি।
ক্ষণে উভ বাহু করি হুহুঙ্কার ছাড়ি॥
জানু' উপরে জানু—ত্রিভঙ্গিম রহে।
'শুন শুন' বলি রাধাকৃষ্ণ-কথা কহে॥
'পুন কি কহিব' বলি (১) অট্ট-অট্ট হাস।
এইখানে হয়ে রাধাকৃষ্ণ কৈল রাস (২)॥
বিহ্বল দেখিয়া গোর (৩) বোলে কৃষ্ণদাস—।
পর্ব্বত-উপর রাধা কানু- (৪) বিলাস॥
দেখ ইন্দ্র-আরাধন—অন্নকূট স্থান।
ইন্দ্রপূজা বাধ কৃষ্ণ (৫) কৈল এই স্থান॥
অভিমানে আপনা পাশরে ইন্দ্ররাজ।
ঝড় (৬) বরিষণ কৈল গোয়ালা-সমাজ॥
সেইরূপ মূর্ত্তি দেখি পর্ব্বতশিখরে।
'হরিদেব' নাম মূর্ত্তি পর্ব্বত-উপরে॥
গোবর্দ্ধন-উপরে দক্ষিণভাগে বাস।
'গোপালরায়' নাম হেথা কৃষ্ণের বিলাস॥
ইন্দ্রদর্প হরি চড় পর্ব্বত-শিখরে।
এথা ইন্দ্র-অভিষেক রাজরাজেশ্বরে (৭)॥
সর্ব্ব-পাপহর কুণ্ড পর্ব্বত দক্ষিণে।
তাহার উপরে দেখ শিলা উবটনে (৮)॥
আর পাঁচ কুণ্ড দেখ পর্ব্বত-উপর।
ব্রহ্মকুণ্ড রুদ্রকুণ্ড—সর্ব্বতীর্থসার॥
ইন্দ্রকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড মোক্ষকুণ্ড নামে।
পৃথিবীতে যত তীর্থ—ইহাতে বিশ্রামে॥
এইখানে দ্বাদশী-পারণা-স্নানকালে।
বরুণে হরিল নন্দ—কৃষ্ণ দেখিবারে॥
ব্রহ্মকুণ্ডমজ্জন এই দেখ বৃন্দ বন
কৃষ্ণের বিভব (৯)-শিশু দেখহ নয়ন॥
অশোক-বন দেখ এই কুণ্ডের উত্তরে।
এক আশ্চর্য্য কথা শুনহ ইহারে॥
কার্ত্তিক-পূর্ণিমা-তিথি দিবসের মাঝে।
কুসুমিত হয় তরু দেখে সর্ব্বলোকে॥(১০)
এ বোল শুনিঞা প্রভু নেহারয়ে বন।
অকালে পুষ্পিত তরু ভৈগেল তখন॥

---

(১) 'প্রতাপভয়ে উৎপাত দেখিয়া'।
(২) 'সভে মানসগঙ্গার কূলে'। (৩) 'বিশ্রাম' বা 'বিহার'।
(৪) 'উত্তরে' বা 'উপরে'। (৫) 'পর্ব্বত ধরিল'।
(৬) 'এথাতে সুরভি কৃষ্ণের অভিষেক কৈল'।
(৭) 'বহে এইখানে'। (৮) 'জলে গোপী দেহ'।
(৯) 'এক আছে'। (১০) 'দেখ'
(১১) 'পর্ব্বত-উপরে দেখ মণ্ডপ পুরাণ'

(১) 'পুলকিত সব অঙ্গ'।
(২) 'কৈল রাধাকৃষ্ণ পূর্ণরাস' বা 'হয় রাধাকৃষ্ণের বিলাস'
(৩) 'হইলা গোর'। (৪) 'কানুর'।
(৫) 'দেখ কৃষ্ণপূজা গোপ'। (৬) '[illegible]'।
(৭) 'করে রাজেশ্বরে'।
(৮) 'উপবনে' বা 'উপটনে'। (৯) 'বৈভব'
(১০) 'কুসুমিত সব তরু দেখে রসরাজে'।

অপ্রাকৃত তরু লতা ফল-ফুল কানে।
অদ্ভুত দেখিয়া কৃষ্ণদাস কিছু বোলে॥
অদভুত গন্ধ গোরা-অঙ্গের বাতাস।
কৃষ্ণদাস বোলে—তোমার (১) কপট সন্ন্যাস॥
দণ্ডবত করে ভূমে—স্তব্ধ হঞা রহে।
কহ কহ কহ—গৌর কৃষ্ণদাসে কহে॥
কৃষ্ণদাস বোলে—গোসাঞি শুনহ বচনে।
রাসক্রীড়া কৈল কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে॥
এই কল্পতরু-মূলে পূরে বংশীনাদ।
যোলক্রোশ পথে গোপীর ভেল উনমাদ॥
বিগত (২) চেতন গোপী (৩) কৃষ্ণ-আকর্ষণে।
উপেখিল কুল-শীল-লাজ-ভয় মানে॥
(ব্যস্ত-বস্ত্র-অভরণ হৈল সভাকার।
কৃষ্ণগতচিত্ত-প্রাপ্ত মদন-ঝঙ্কার॥
অপ্রাকৃত-কামেতে মুগধ ব্রজবালা।
কৃষ্ণের নিকটে আসি সভাই মিলিলা॥)
এইখানে দেখ বামে (৪) এ গোবিন্দ রায়।
শুনিমাত্র গোরাচান্দ বিভোর হিয়ায়॥
হইল আবেশ পুন পরবশ (৫) অঙ্গ।
এ ভূমি-আকাশ জোড়ে প্রেমের তরঙ্গ॥
হুহুঙ্কারনাদে বন-আমরা বরষে।
পশু-পক্ষ উনমাদ মদন-হরষে॥
অকালে পুষ্পিত ভেল সব তরুবর।
কোকিল সুস্বর নাদে—মাতিল ভ্রমর॥
'বংশী' বলি ডাকে প্রভু বাম (৬) প্রপদে সখা।
ভালি রে ভালি রে বোলে মুচকি (৭) হাসিয়া॥
কোন গোপী বোলে—শোর রহ এইখানে।
কেহো কথা কহে যেন নিদের স্বপনে॥
ক্ষণেকে চমকি নিজ অঙ্গ করে কোল।
দ্রবময় ভেল দেহ—সব অঙ্গ ঝরে॥
ক্ষণে বাল্যাবেশে (৮) নাচে অট্ট-অট্টহাস।
বিহ্বল চরণে পড়ি কান্দে (৯) কৃষ্ণদাস॥
মোর ভাগ্যে তিন লোকে নাহি কোন জন।
বড় ভাগ্যে পাইনু মুঞি হারাইল-ধন (১০)॥

এ বোল বলিতে প্রভুর বাহ্য হৈল যবে।
কহ কৃষ্ণদাসে পুছে—কি হৈল (১) তবে॥
এইখানে গোপীকে বুঝায় কুলাচার।
গোপীর নিগূঢ় ভক্তি ভাব বুঝিবার॥
কিবা অনুরাগ কি প্রকার তরে।
রস বিপরীত ভাব বচায় অন্তরে।
দুর্মদ নাগর কেনে বাজে কুঞ্জমাঝে।
ভয় না করিলে এবা অকালে (২) কোন কাজে॥
পরপতি-গমন-পরণ হেতু তোরা।
পরনারী-রমণ-পরণ নাহি মোরা॥
আপনার ঘরে গিয়া পতি-সেবা কর।
নারী নিজপতি ভজে—এই ধর্ম সার॥
কিবা কর্ম কিবা দুঃখ দরিদ্র কুরূপ।
নিজপতি-সেবা (৩) পরধর্মের স্বরূপ॥
চল-চল-নিজগৃহে চল ব্রজবালা।
সতী নারী করে (৪) নিজধর্মে অবহেলা॥
মম বিশ্বে—কভু না করি অধর্ম।
বুঝ অন্তরে মন কেনে কোন কর্ম॥
শুনিঞা রমণীগণ হৈলা মুরছিতে।
শুষ্ক হইলা রহে যেন চিত্র রহে ভিতে॥
ঘন-ঘন শ্বাস হেল—বাক্য নাহি কারে।
মদন জ্বরেতে জারিলেক কলেবরে॥
কভু ঘন শ্বাস হয় বিরহের তাপে।
কভু নেত্র ঝরে—কভু সর্ব অঙ্গ কাঁপে॥
কভুকভু কৃষ্ণপানে নিরখিয়া চাহে।
কভুকভু মদনভাবেতে থির নহে॥
ভাব ভরে কি বোল বলিতে কিবা কহে।
সভারে (৫) মনের কথা আপনে কহয়ে॥
জগত-মোহন যার করেরূপ-গুণে
অবলা ধৈরয তবে ধরব কেমনে॥
মোরা কুলবতী—কুলব্রত মাত্র জানি।
কুলব্রত-ভঙ্গ কৈল মুরলীর ধ্বনি॥
তুমি কিছু নাহি জান—মোরা নাহি জানি।
জগত-মোহন-গুণে আনিল রমণী॥
পতির পরম পতি—তুমি আত্মারাম।
তোমারে ছাড়িলে (৬) পতি অগতি প্রমাণ॥

---

(১) 'গোরা'। (২) 'বিগত' বা 'বিস্তব'।
(৩) 'উন্মত্ত চিত্ত গোপীর' (৪) 'বাম'।
(৫) 'ভাব অবসন্ন'। (৬) 'রুম' (৭) 'চমকি'।
(৮) 'বাল্যাবেশে'। (৯) 'কহে'
(১০) 'হারাইল ধন' বা '...'

(১) 'রাস কৃষ্ণ কি কৈল'।
(২) 'কারণি তোরা আইলি'। (৩) 'সেবে'।
(৪) 'ধর্ম না করিবে'।
(৫) 'সঙ্গিনী'। (৬) 'তোমা না' ভজিলে

মোর আত্মারাম তুমি রমহ আমা সনে।
তবে পরপতি কোথা দেখিলে ভজিতে॥
অহে পতিগতি পতি সভার আশ্রয়।
আনন্দ পরমানন্দ সর্ব্বসুখময়॥
ভাবভরে ভাবিনীর গণ সত্য কহে।
ভাবকথা শুনি কৃষ্ণ হৈলা ভাবময়ে॥
চাহিলা সরসহাস্যে সব গোপীপানে।
যত সুখ গোপী পাইল—কেহো নাহি জানে॥
বেড়িলেক সব গোপী প্রভু যদুমণি।
মেঘেতে ঝলকে যেন থির-সৌদামিনী॥
এইখানে অপরূপ এ রাসবিহার।
এক গোপী এক কৃষ্ণ মণ্ডলী তাহার॥
(কনকচম্পক আর মরকতমণি।
গাঁথিল যেমন মালা—মণ্ডলী তেমনি॥
যত গোপী তত কৃষ্ণ এ রাসমণ্ডলে।
পড়িল রাসের হাট বৃন্দাবন-স্থলে॥
কল্পবৃক্ষস্থানে রাধাকৃষ্ণ দুইজন।
গোপীর অর্থশনী রাধা রসের কারণ॥
কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ তথা হইল অপার।
যত রাধা তত কৃষ্ণ হৈলা এ বিচার।
রাস হাট উপরে পতাকা শশধরে।
কোকিল ঘোটাল হঞা ডাগায় কামে॥
ভ্রমরা হাটের বাদ্য—পসার যৌবন
গরাক রসিকবর মদনমোহন॥
গোপিকার শুদ্ধ প্রেম জানিঞা শ্রীহরি।
ভকত-বৎসল-গুণ প্রকাশ সে করি॥
যূথে-যূথে পাটোয়ার নটিনী গোপিনী।
নাটুয়া তাহার মাঝে প্রভু যদুমণি॥
বলয়া-নূপুর-মণি-কিঙ্কিণীর রোল
মুরলী-মধুরধ্বনি তাহাতে উজোর॥
রবাব উপাঙ্গ স্বর-মণ্ডলের-গান।
মৃদঙ্গ মান্দিরা ডম্ফ পাখোয়াজ সুতান।
আর অপরূপ হের (১) দেখ সেইখানে।
রাই-রাজা কৈল কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে॥
দিব্য চন্দন মালা দিল রাধার অঙ্গে।
আপনে করয়ে স্তুতি গোপীগণসঙ্গে॥
অভিষেক করি কেহ—শুন গোপীগণে।
আজি হৈতে রাধা রাজা হৈল বৃন্দাবনে॥
হেনমতে রাস বিহরে যদুরায়।
আচম্বিতে সব গোপী দেখিতে না পায়॥

(১) 'কথা' বা 'হাব'।

এক গোপী লঞা গেলা সভারে এড়িয়া।
কান্দএ এথনে গোপী অঙ্গ আছাড়িয়া॥
সঙ্গের গোপিকা সঙ্গ আদরেই তয় (১)।
হাসিয়া কহয়ে—মুঞি চলিতে কাতর॥
যেনমতে পার—তেনমতে লহ তুমি।
কানু কহে—আইস কান্ধে করি নিব আমি॥
কোলে করি লঞা গেল আর কথোদূর।
আচম্বিতে তাহাকেও তেজিলা নিঠুর॥
এইখানে অন্তর্দ্ধান হইলা তাহারে।
ব্যাকুলিতা সেই গোপী কান্দে একেশ্বরে (২)॥
কৃষ্ণ হারাইয়া আর গোপী সব যত।
এথানে বুলে তারা চরিত উন্মত॥ (৩)
বিরহে ব্যাকুল গোপী কান্দে উভরায়।
এ কথা শুনিতে দুখ বড়য়ে হিয়ায়॥
এইখানে গোপী-কৃষ্ণ-চরিতে তন্ময়।
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ—তেনমত হয়॥
সেই আভনয় করে—সেই সব রীত।
উনমত গোপী সব কৃষ্ণময়চিত॥
হেনমতে মূর্চ্ছা যাই পাইল গোপীগণ।
এইখানে কৃষ্ণ তবে দিল দরশন॥
পুনরপি কৈল তবে এ রাস-বিলাস।
পুন রাসোৎসবে গোপী-আনন্দ-উল্লাস॥
এইমতে আনন্দ-কৌতুকে রাত্রিশেষ।
অলসে অবশ অঙ্গ—শ্রম ভেল বেশ॥ (৪)
যমুনা-পুলিন গেলা সব গোপী লঞা।
গোপী কোলে নিদ্রা যায় শ্রমযুক্ত হঞা॥
এথানে যমুনাজল (৫) সুশীতল বায়।
কৃষ্ণকোলে সব গোপী সুখে নিদ্রা যায়॥
এইমতে শুভরাত্রি সুপ্রভাত হৈল।
প্রণতি করিয়া গোপী নিজঘর গেল॥
এইমতে স্থানেস্থানে দেখে গোরারায়।
আনন্দে লোচনদাস গোরাগুণ গায়॥

(১) 'আকুল অন্তরে'। (২) 'উচ্চ স্বরে'।
(৩) অতঃপর একথা ন পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"মল্লিকা মালতী যূথী তোমারে সুধাই।
এ পথে দেখেছ কি যেতে হলধরের ভাই॥"
(৪) 'আলসে অঙ্গ শ্রম ভেল সব বেশ' বা 'শ্রমজলে (?) হৈলা গোপী আর হৃষীকেশ'।
(৫) 'এই ধামে যমুনার'।

(বিভাস রাগ ॥)

হরি এইবার বারেক দয়া কর গোরারায় বে ॥ ধ্রু ॥)
ইহার ভিতরে দেখ এই খদিরবন (১)।
দধি-দুগ্ধ বেচিবারে রাধার গমন ॥
এইখানে শিশু লঞা কৃষ্ণের মন্ত্রণা—।
ভর দরশাহ—রাধা পাউক যন্ত্রণা ॥
বনে লুকাইয়া শিশু মহ শব্দ করে।
ডরে ডরাইয়া রাধা কৃষ্ণ চাপি ধরে ॥
রাধা কোলে করি কৃষ্ণ বোলে—হায়-হায়।
চুম্বন করয়ে—প্রিয়বাণীতে বুঝায় ॥
কৃষ্ণের পিরিতি পাঞা রাধিকা বিভোর।
মদন-আলসে রাধা (২) পাশরিল ঘর ॥
এইখানে নিকুঞ্জেতে বিনোদ (৩) বিলাস।
প্রেমায় মুগধ দোঁহে ভেল মহারাস ॥
এইখানে নাম হৈল—মদনগোপাল।
শুনিঞা আনন্দে গোর' বোলে—ভাল ভাল ॥
দেখহ কুমুদবনে কৃষ্ণের চরিত।
এইখানে খেলা খেলে বালক-সহিত ॥
শ্রীদাম (৪) সুবল—গোঠে মুখ্য দুইজন।
বালকে-বালকে খেলা ক্রন্দন তপন ॥
'কোন্দলিয়' নাম স্থান হৈঞা ত ইহার।
কহিল কুমুদ-নাম-বনের (৫) বিহার ॥
অম্বিকার (৬) বন দেখ সরস্বতী তীরে।
এথ হরগৌরী গোপ-গোপী পূজা করে ॥
অঙ্গিরাপুত্রেরে উপহাসের কারণ।
সর্পদেহ ছিল বিদ্যাধর সুদর্শন ॥
শাপান্ত-কারণে সে নন্দকে গিলিল।
উগারিল নন্দে—কৃষ্ণচরণে ছুইল (৭) ॥
কুবেরের চর শঙ্খচূড়ের মরণ।
মাথায়ে মুষ্টিকা (৮) ঘাতে মণির গ্রহণ ॥
অরিষ্টবৃষভ-শৃঙ্গ চরণে ধরিয়া।
বুকে রক্ত তোলে গোঠে মাইল (৯) আছাড়িয়া ॥
নারদবচনে কংস চিন্তায়ে বিমন।
বসুদেব-দেবকীর নিগড়-বন্ধন ॥
অশ্বরূপ ধরে কেশী কংস-অনুচর।
মহাতেজ কৃষ্ণবর্ণ—দেখ লাগে ডর ॥
বায়ু বন্ধ করি তার মুখে ভরি হাথ
এইখানে কেশি-বধ কৈল গোপীনাথ ॥
মেষরূপে শিশু চুরি (১) করয়ে অসুর।
পাথর আচ্ছাদি রাখে পর্বতগহ্বর ॥
আনিলেন শিশু ব্যোম আছাড়ি মারিয়া।
আনন্দে খেলায় খেলা তুষ্ট নিবারিয়া ॥
তবে ত নন্দের ঘর ছিল নন্দীশ্বর।
ইহার পশ্চিমে দেখ কাম্যবন আর ॥ (২)
পিছলিপাথর দেখ এ গোপ-ছাওয়ালে।
পিছলি খেলয় এথা বিহান-বিকালে ॥ (৩)
পাবন-সরোবর নন্দীশ্বরের উত্তরে।
চৌদিগে দেখহ খুটা বান্ধিতে বাছুরে ॥
মথুরাতে অক্রূরকে কংসের আদেশ।
সেইখানে (৪) সন্ধ্যাকালে নগরপ্রবেশ ॥
পথেতে আসিতে নানা মনঃকথা ছিল।
পদারবিন্দের চিহ্ন দেখি (৫) সিদ্ধ হৈল ॥
এই গোঠে রামকৃষ্ণ দুঁহাকে দেখিয়া।
দণ্ডবত করে ভূমে চরণে পড়িয়া ॥ (৬)
ঘর লঞা গেলা তারে করিয়া আদর।
রজনীতে কংসমন্ত্র কহিল সকল (৭) ॥
প্রভাতে ঘোষণা নন্দ দিলেন সভারে (৮)।
ঘোষণা পড়িল -যাব কংসে ভেটিবারে ॥ (৯)
এইখানে রামকৃষ্ণ চড়িলা ত রথে।
রাজ দরশনে চলে অক্রূরসাহতে ॥
এইখানে গোপীগণ মরয়ে কান্দিয়া।
কৃষ্ণের বিরহে কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে—আউলাইল কেশ।
বসন-ভূষণ সব ব্যস্ত ভেল বেশ ॥

(১) 'শুন এক বিবরণ'।
(২) 'বিলাস রঙ্গে'। (৩) 'রাধার'।
(৪) 'সুবল' বা 'অর্জুন'। (৫) 'বন কৃষ্ণের'।
(৬) 'অম্বালিকা'। (৭) 'পুন সুদর্শন হইল'।
(৮) 'মুষ্টি'। (৯) 'ভূমি মারে ভূমে'।

(১) 'ব্যোমাসুর শিশু হরি'
(২) 'নিকটে দেখহ কাম্যবন মনোহর'।
(৩) একখানি পুঁথিতে এই পংক্তিটী নাই, কিন্তু ইহার পরিবর্তে 'বাছুরের পারে—'তবে কৃষ্ণ লইতে পাঠায় কংসোহরে'—'এইটুকু আছে
(৪) 'পথে'। (৫) 'অরবিন্দ পাদ দেখি সব'।
(৬) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"তুলিয়া ত কৃষ্ণ তারে কৈল আলিঙ্গন।
পিতার সমান করি করয়ে করুণ ""
(৭) 'কার্য কহিল গোচর'।
(৮) 'উঠিয়া নন্দ দিলেন ঘোষণা'।
(৯) 'কংস ভেটিবারে যব যেতি সর্বজনা।

তাহার কান্দনা মুখে কহনে কি যায়।
প্রাণহীন দেহ যেন রহে হাথ-পায়॥ (১)
এখানে গোয়ালা সব শকটে চড়িল।
মানসগঙ্গার ঘাটে সভাই স্নিয়াইল॥
যমুনার ঘাটে গেলা খাড়াই-প্রহর।
স্নান-জলাহার কৈলা গোয়ালা সকল॥
অক্রূরপ্রসাদ-স্থানে বিভূতি দেখায়ে। (২)
বিকালে নন্দাদি আগে (৩) পাছে কৃষ্ণ যায়ে॥
এইখানে হাহাকার কৈল সব লোক।
এ মল্লের যোগ্য নহে—এ অতি বালক॥
অযোগ্য করয়ে কংস করয়ে বিরূপ।
যার যেন হিয়া কৃষ্ণে দেখে তেনরূপ॥ (৪)
চাণুর-মুষ্টিক দুইভাই করে রণ।
দেখিয়া চমকে রাজা তখনে (৫) তখন॥
চাণুর মারিলা কৃষ্ণ—ঘুচিল উৎপাত।
মুষ্টিক মারিলা রাম—শবদ নির্ঘাত॥
পুন আর মুষ্টিকিতে (৬) কোটিমল্ল মারে।
শাল্ব-নামে মল্ল কৃষ্ণ মারিল আছাড়ে (৭)॥
ভাঙ্গিলেন এক মঞ্চ চরণের ঘায়ে।
কৃষ্ণের বিক্রমে মল্ল চৌদিগে পলায়ে॥
শীঘ্র আজ্ঞা করে কংস এ সব দেখিয়া।
রাম-কৃষ্ণ বাড়ীর বাহির কর নিঞা।

নন্দ-আদি যতেক গোয়ালা বন্দী কর।
উগ্রসেন-বসুদেব-দেবকীরে মার॥
হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র সময় বুঝিয়া।
ম হাদর্পে (১) উঠি গা মঞ্চেতে লাফ দিয়া॥
অ স্তব্যস্তে কংস খড়্গ ধরিবার কালে।
হুহুঙ্কার দিয়া কৃষ্ণ ধরে তার চুলে॥
চুলে ধরি মঞ্চ হৈতে ফেলিলেন ভূমে।
বিশ্বরূপ বুকে চড়ে মঞ্চের পশ্চিমে॥
ছাড়িলেক প্রাণ কংস বিশ্বরূপের ভরে।
ধন্য কংসরাজ—কৃষ্ণ বুকের উপরে॥
কংসবধ কৈলা—লোকে বোলে (২) জয়জয়।
আনন্দে দেবতা সব পুষ্প বরিষয়॥
ছেঁচুড়ি আনিল কৃষ্ণ (৩) চুলেতে ধরিয়া।
কথোদূরে ফেলাইয়া তুলি (৪) আছাড়িয়া॥
কঙ্ক-আদি করি কংসের অষ্ট সহোদর।
ভ্রাতৃ-শোকে উনমত—সভে ধরে বল (৫)॥
রামকৃষ্ণ মারিবারে আইসে সাতজনে।
ভ্রূক্ষেপে মারিলা তাহা একা বলরামে॥
কংসেরে ছেঁচুড়ি এই গ্রামমধ্য দিয়া।
'কংসখাল' বলি এই—(৬) শুন মন দিয়া॥
শ্রমশান্তি কৈ সে (৭) বিশ্রান্তিঘাট নাম।
কংসনারী প্রলাপে'—(৮) প্রবোধে' বলরাম।
তবে নি মাতাপিতা করিল মোক্ষণ।
আনন্দে বিহ্বল তারা করয়ে চুম্বন॥
উগ্রসেনে র জা কৈল নন্দকে বিদায়।
এ ক া আমার শক্ত্যে কহনে না যায়॥
কৃষ্ণের নিঠুরপনা শুনিতে তরাস।
কহিতে মরয়ে কাহে এ লোচনদাস॥

(ভাটিয়ালী রাগ॥

আইস আইস মনে
কোলে করি কানাইবলাই রে॥ ধ্রু॥)
তবে বসুদেব পিতা—দেবকী জননী।
এ দোঁহার প্রেমসুখে ভরিল ধরণী॥
পুত্রে উপবীত দিয়া গায়ত্রী শিখায়।
কথোদিন মথুরাতে বিলাসে গোঙায় (৯)॥

---

(১) অতঃপর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ,—
"দূত হাথে (?) কৃষ্ণ সে আপনে শান্ত করে।
আসিতেছি আমি কথো দিবস ভিতরে॥
তোমরা সকল মোর প্রাণের সমান।
প্রাণ ছাড়া দেহ রহে এ নহে সে প্রমাণ॥
দুষ্টগণ নাশ করি শীঘ্র সে আসিব।
দুঃখ না ভাবিহ জান স্বরূপে এ সব॥"
(২) 'অক্রূরে প্রসাদ স্থাপি বিভূতি দেখায়'।
(৩) 'নন্দ-আদি আগে গেলা'।
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"চমকিত হৈল কংস মথনে ভরম।
কৃষ্ণবলরামে দেখে মূর্ত্তিমন্ত যম॥
মল্লগণ দেখে যেন বজ্রনির্ম্মাণ।
যোগিগণ দেখে সেই পূর্ণ ভগবান্॥
যদুগণ দেখে যেন কুলের দেবতা।
অবিদুষগণ দেখে বিরাট বিধাতা॥
গোপগণ দেখে সেই স্বজনসমান।
নারীগণ দেখয়ে কন্দর্প মূর্তিমান্॥
রণস্থলে শোভাইল যবে দুই ভাই।
যার যেই অনুভব দেখিল সে-ঠাঞি॥"
(৫) 'চমকিত রাজা হইল'। (৬) 'মুষ্টিঘাতে'।
(৭) 'এক কৃষ্ণ তারে মারে'।

(১) 'লম্ফে'। (২) 'কৈলা কৃষ্ণ লোকে'।
(৩) কংস'। (৪) 'ভূমে'
(৫) 'উনমত বোলে ধরধর'। (৬) 'ক্ষেত্রি'।
(৭) 'ক্ষেত্রি'। (৮) 'সবে সে'। (৯) 'বিলাসে ভবায়'।

কহিতে কৃষ্ণের কথা আছয়ে অপার।
সম্বরণ নহে—পুথি হয় ত বিস্তার॥ (১)
অক্রূর যতন করে নিজঘর নিতে।
বলিল তাহারে—যায় লেউটি আসিতে॥
কৃষ্ণের বিলম্বে গোপ মথুরা-নিকটে।
সরস্বতী-তীরে তথা রাখিল শকটে॥
নন্দ-আদি গোপ যত রাখি এইখানে।
আগেতে জানায় কংসে অক্রূর (২) আপনে॥
বুঝি এইখানে স্থিতি (৩) হৈব কথোক্ষণ।
মথুরা দেখিতে দুইভাইর গমন॥
দেখিল রজক এক দুর্ম্মুখ তার নাম।
দেখিয়া কাপড় মাগে কৃষ্ণবলরাম॥
দুর্ম্মুখ পাপিষ্ঠ সেই বোলে দুরক্ষর।
করাগ্রে কাটি। তার ফেলিল কন্ধর॥
সেই দিব্য বস্ত্র পরি সুখে হরষিতে।
সুদামা-মালির ঘর ভেল উপনীতে॥
সুদামা উঠিয়া কৈল চরণবন্দন।
দিব্য মালা গলে দিয়া করয় স্তবন॥
তার পূজা লইয়া চলিলা দুইভাই।
ত্রিবক্রা কুবুজী এক দেখিল তথাই॥
ত্রিবক্রা দেখিয়া মনে হাস্য উপজিল।
উপহাস করি তারে 'আইস আইস' বৈল॥
আদরে দোঁহারে কুব্জী নিজঘর নিল।
দিব্য গন্ধ অগুরু শ্রীঅঙ্গে লেপিল॥ (৪)

---

(১) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"কহিতে কহিতে বৃন্দাবনের বেহার।
ডুবিল কাতর হিয়া আরতি পাথার॥
কৃষ্ণকথা কহিবারে জিহ্বা থলবল।
সম্বরণ নহে চিত্তে—বড়ই চঞ্চল॥
কৃষ্ণের গুণেতে কিবা কহয়ে ঐশ্বর।
কহিতে তাহার গুণ না যায় কথন।
পঙ্গু হইয়া গিরি লঙ্ঘিবারে করে আশ।
বামন হইয়া হাথ বাড়ায় আকাশ।
আপনে না হয় কিছু—ইহা নাহি জানে।
সব পাসরায় কৃষ্ণচরিত্রের গুণে॥
(২) 'কংস হুজুর' (?)। (৩) 'বুঝিল বিলম্ব এথা'।
(৪) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"একেক সুন্দর রূপ অধিক হইল।
ফটিকের বর্ণ থলাই কস্তরি পারিল॥
কৈলাসপর্ব্বতে যেন পার্ব্বতী শোভিল।
তার-অঙ্গে কানাইব কুঙ্কুম লেপিল॥
নীল মেঘে চিকুর যেন আকাশে হইল।
গন্ধ পরি রামকৃষ্ণ আনন্দিত ভেল॥

বড় তুষ্ট হঞা কুব্জ সোসর করিল।
শ্রীঃ অপরশে কুব্জী দিব্যমূর্ত্তি হৈল॥
কামে অচেতন কুব্জী চাহে কানু-পানে।
লজ্জা পরিহরি কহে বেকত-বদনে॥
আশ্বাসবচনে তারে তুষ্ট কৈল হরি।
চলিলা ত দুইভাই নটবেশ ধরি॥
তবে ধনুর্যজ্ঞ স্থানে ধনুক ভাঙ্গিলা।
কংস-অনুচর সব মারিতে ধাইলা॥
ভগ্নধনু হাথে করি কংস-চর মারি।
সন্ধ্যায় চলিলা যথা নন্দ অধিকারী॥
সেই ত রজনী কংস কুস্বপ্ন দেখিল।
অতি উচ্চতর করি এ মঞ্চ বাঁধিল॥
ইহার দক্ষিণে হের ওই মঞ্চ আর।
বসুদেব-দেবকীর তরে বাসবার॥
কালি এথা রামকৃষ্ণ মরিব আসিয়া (১)।
পুত্র-মৃত্যু দেখে যেন এখানে বসিয়া॥
চৌদিগে পাত্র-মিত্র সঙ্গে কৈল (২) মঞ্চ।
অবিকলে (৩) মল্লযুদ্ধ দেখিতে সুসজ্জ॥
পশ্চিমে খনিল কূপ সেই ত পাথরে।
দুইভাই মারি তাথে ফেলিবার তরে॥
প্রভাতে উঠিয়া মঞ্চে বৈসে (৪) কংসরাজ।
আনহ গোয়ালা সব—দেউক রাজ (৫)-কাজ॥
তার দুই পুত্র আন—কৃষ্ণবলরাম।
ভাল শুনিঞাছি তার দেখিব সংগ্রাম॥
ধাইল সে ধাওয়া সব (৬) রাজার আজ্ঞায়।
সংগ্রামের শব্দ শুনি রামকৃষ্ণ ধায়॥
সত্বরে চলিয়া গেলা গড়ের দুয়ার।
গড়দ্বারে গজ আছে পর্ব্বত-(৭) আকার।
রাম-কৃষ্ণ দেখি ক্রোধ আইসে মারিবার।
রুষিয়া রহিলা (৮) কৃষ্ণ সম্মুখে তাহার॥
শুণ্ডে ধরি ঠেলাঠেলি (৯) চড়ে তার কান্ধে।
মাতঙ্গ মারিয়া টান দিল দুইদন্তে॥
দন্ত উপাড়িয়া পুচ্ছ ধরিয়া ঘুরায়।
আকাশে তুলিয়া চারি-যোজন ফেলায়॥

দুই ভাই পরম শোভিত বড় ভেল।
বড় তুষ্ট রামকৃষ্ণ তখন হইল॥"
(১) 'মারিব আনিঞা'। (২) 'বাঁধে আর'।
(৩) 'দুইনিকটে'। (৪) 'তবে সেই'।
(৫) 'দেখুক সব'।
(৬) 'ভাহারা সেই' বা 'সে আহুতে'। (৭) 'অদ্ভুত'
(৮) 'এইখানে রহে'। (৯) 'টানাটানি'।

পড়িল ত মহাগজ—শুনে কংসরায়।
কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ—তরাস হিয়ায়॥
তবে রামকৃষ্ণ গেলা রাজার সম্মুখে।
তরাসে গোয়ালা সব হালে কাঁপে বুকে (১)॥
চাণূর-মুষ্টিক শুনে কংসের (২) বচন—।
'মল্লযুদ্ধ দেখিবারে ভেল মোর মন'॥
এইখানে মল্লযুদ্ধ ভেল মহারণে। (৩)
চাণূর সহিতে কৃষ্ণ—মুষ্টিক বলরামে॥
সেই বৃন্দাবন-পুরন্দর কলিযুগে।
তখনে যে কৈল গাথা (৪)—কহি শুন এবে॥
প্রবেশ কৈল গোরা মথুরামণ্ডল।
মহাজন কৃষ্ণদাস জানায়া (৫) সকল॥
প্রভুরে বিনয় করে চরণে পড়িয়া—।
মো অতি কাতর—মোরে না যাহ ছাড়িয়া (৬)॥
তুমি সেই কৃষ্ণ—এই জানিল নিশ্চয়।
পরসাদ কর মোরে—শুন গোরারায়॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু বোলয়ে বচন—।
তোর পরসাদে (৭) মোর শুদ্ধ হৈল মন॥
মথুরা দেখিব বলি বড় ছিল সাধ।
দেখিল রহস্যস্থান তোর পরসাদ॥
আমার যেমন হিয়া হইল উল্লাস।
কৃষ্ণ পরসন্ন তোরে হউ কৃষ্ণদাস॥
মথুরামণ্ডলবাসী যত সর্ব্বলোক।
গৌরচন্দ্র দেখিবারে ভেল একমুখ॥

বারেক দেখয়ে যেই—নারে পাসরিতে।
প্রেমায় বিহ্বল সেই—নারে সম্বরিতে॥
বাল বৃদ্ধ কিবা যুবা এ নারী পুরুখ।
কৃষ্ণ এই কৃষ্ণ এই' বোলয়ে পুরুখ (১)॥
এতদিনে কৃষ্ণ এই আইলা মথুরাবে।
পুরুষ-রহস্যস্থান দেখিবার তরে॥
(কেহো বোলে—ত্রিভঙ্গ হইয়া কেনে থাকে।
নাই না হৈলে কেনে রাধা বলি ডাকে॥)
রাত্রি দিবা থাকে লোক—না ছাড়য়ে কাছ।
একে-একে দেখে প্রভু বৃন্দাবনের গাছ॥
একে-একে সব স্থান নিরিখে ঠাকুর।
এইখানে বনে সব প্রেম পরিপূর (২)॥
মথুরামণ্ডলে ঘরে-ঘরে পরকাশ।
কেহো শিশু দেখে কেহো যুবক-বিলাস॥
কেহো আচম্বিতে ঘরে শুনে বংশী-নাদ।
কারু স্বামি-কোলে কৃষ্ণরসের-উন্মাদ॥
কারু পরবুদ্ধি নাহি সভে বোলে নিজ।
সভার হৃদয়ে উপজিল প্রেমবীজ॥
বন বেড়াইতে বনে প্রভু নাহি বাধ।
সে বনের তরুলতা ভাসে প্রেম (৩) দবে॥
কোকিল ভ্রমর মোর বুলে (৪) সাথে-গে ঠে (৫)।
ধাওয়া-ধাই আইসে রহে প্রভুর নিকট॥ (৬)
ঊর্দ্ধমুখে সবজন প্রভুমুখ দেখে।
সভারে সমান নেহ—প্রেমময় (৭) আঁখি।
সবজন জানিল এ কপটসন্ন্যাসী।
চলিলা ত মহাপ্রভু নীলাচলবাসী।
মথুরামণ্ডল কথা কাহিনী না যায়।
আনন্দে লোচনদাস গোরাগুণ গায়॥

(সুহই রাগ॥)

নীলাচলে চলে প্রভু হরিষ-হিয়ায়।
হা হা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ধায়॥
প্রেমানন্দে চলে প্রভু সিংহের গমনে।
সংহতি চলিতে নারে সঙ্গের যত জনে॥

(১) 'ডরে হালে কাঁপে'।
(২) 'শুন আমার'। (৩) 'সনে হইল সংগ্রামে'।
অমিয়া অধিক মিঠা লাগয়ে হিয়ায়।
কহিতে সে পরাপর সব পাসরায়॥
সম্বরিতে নারি হিয়া আপনার শক্তি
কিবা করো কিবা বলো মনেমন যুক্তি।
অনুমান করি হিয়া চড়াইনু সার।
রূপ সনাতন গোসাই পবিত্র উদার।
লোক নিস্তারিতে তাঁর বড়ই প্রকাশ।
বর্ণন করিয়া তাহা কহে কৃষ্ণদাস।
সেই বৃন্দাবনপুরন্দর কলিযুগে
কৌতুক যে ক্রীড়া কৈল—বলিল সভাকে॥
রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী করি নিজ সাথে।
দোঁহাকার প্রয়োজন দোঁহার সহিতে॥
সেই মহাপ্রভু হৈলা চৈতন্য ঠাকুর।
কহএ লোচনদাস আনন্দ প্রচুর।
(৪) 'নিত্য নূতন গাথা' বা 'করিল নূতন গাথা'।
(৫) 'জানএ'। (৬) 'ছাড়িয়া'।
(৭) 'তোমা হৈতে আজি'।

(১) 'বলি সভে বোলয়ে সম্মুখ' বা 'কহে সভে হঞা উন্মুখ'।
(২) বোলে প্রভু প্রেম পরচুর বা 'এইখানে প্রেম ভরিপুর'। (৩) 'সঙ্গে প্রেমে'।
(৪) 'বোলে' বা 'বনে'। (৫) 'গাহে'।
(৬) 'ধাঞা ধাঞা সব যায় প্রভুর কাছে কাছে'।
(৭) 'দয়া নেহ ময়ে' বা 'নেহ চাহে প্রেম'।

সঙ্গে যাইতে নারে সঙ্গী দূরে পাছু আইল।
অরণ্যভিতরে প্রভু একলা চলিল॥
অরণ্যভিতরে এক আছয়ে নগর।
ঘোল বেচিবারে যায় গোয়ালা-কোঙর॥
ঠাকুর দেখিল (১) তারে আবেশ-আওয়াস।
ঘোল দেহ গোপ—মোর লাগিল পিয়াস॥
এ বোল শুনিঞা গোপ পড়িল চরণে (২)।
নেহ ঘোল—খাও গোসাঞি—যত লয় মনে॥
ঘোল পান কৈল—হৈল শূন্য কলসী।
ঘোল খাঞা চলি যায় কপটসন্ন্যাসী॥
গোয়ালাকে বৈল—তুমি থাক এইখানে।
পাছু যে আইসে—কড়ি নিহ (৩) তার স্থানে॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
সেইখানে রহি গোপ চিন্তয়ে অন্তর॥
কথোক্ষণে সন্ন্যাসির সঙ্গী যতজন।
সেই পথে আইসে তারা প্রভুগত মন॥
পুছিল—গোয়ালা পথে দেখিলে সন্ন্যাসী।
গোপ কহে—ঘোল খাইল একটি-কলসী॥
কড়ি নিতে বৈল মোরে তোমা-সভার ঠাঞি।
জুয়ায় ত (৪) কড়ি দেহ—আমি ঘরে যাই॥
এ বোল শুনিয়া সভে সভা-পানে চাই।
সভে কহে—কড়ি কোথা আমা সভার ঠাঞি॥ (৫)
গোয়ালা কহিল—চল তবে নাহি (৬) দায়।
মোর সেবা জানাইবা সন্ন্যাসির পায়॥
এ বোল বলিয়া সে কলসী ধরে হাথে।
ভারি বড় কলসী—তুলিতে নারে মাথে॥
ঢাকন ঘুচাই রত্ন এক যে (৭) কলসী।
ধাইয়া চলিল হা হা করিয়া সন্ন্যাসী॥
কথোদূরে সঙ্গির বিলম্বে আছে পহু।
গোয়ালা দেখিয়া সে মুচকি (৮) হাসে পহু॥ (৯)
সঙ্গের যতেক জন আইল তখন।
দেখিলা—গোয়ালা প্রভুর পাঞাছে চরণ॥ (১০)

(১) 'দেখিয়া'।
(২) 'বোলয়ে বচনে'। (৩) 'চাহিহ'। (৪) 'চাবি পণ'।
(৫) অতঃপর মুদ্রিত গ্রন্থের অতিরিক্ত পাঠ,—
"জলপাত্র নাহি সঙ্গে নাহি বহির্ব্বাস।
অঞ্জলিতে খাই জল লাগিলে পিয়াস॥"
(৬) 'গোলাকি নাহি করিহ'।
(৭) 'দেখে রতন'। (৮) 'চমকি'।
(৯) 'গোয়ালাকে দেখি প্রভু হাসে লহলহ'।
(১০) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"প্রভু বলে—গোপ তুমি আইলা কি কারণে।
কড়ি বুঝি পাও নাই বৈষ্ণবের স্থানে॥"

প্রভু বোলে—গোপ তুমি চলি যাহ ঘর।
তোরে অনুগ্রহ কৃষ্ণ কৈল—পাইলে বর॥
সেইটি আসিতে গোপ পাইল পরসাদ।
নাচিয়া বুলয়ে গোপ প্রেমায় (১) উন্মাদ॥
গোয়ালা দেখিয়া সভার বাঢ়িল উল্লাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস॥

(শ্যামগড়া রাগ॥

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গসুন্দরে।
নবীন-প্রেমের ভরে চলিতে না পারে॥ ধ্রু॥)
এইমনে ক্রমেক্রমে পথে চলি আইসে।
সঙ্গতি-সহিত উত্তরিলা গৌড়দেশে॥
গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া।
ক্রমেক্রমে উত্তরিলা নগর ভুলিয়া॥
পূর্ব্বাশ্রম দেখিব—এ (২) সন্ন্যাসির ধর্ম্ম।
নবদ্বীপ-নিকটে গেলা—এই তার (৩) মর্ম্ম॥
প্রভু-আগমন শুনি নবদ্বীপের লোক।
পুন উঠিলা সভে পাশরিল শোক॥
হা হা গোরাচাঁদ বলি অনুরাগে ধায়।
কুলবধূ ধায়—তারা পাছু নাহি চায়॥
বিহ্বলচেতন (৪) শচী ধায় ঊর্দ্ধমুখে।
আউলাইল কেশ—বস্ত্র নাহি দেয় (৫) বুকে॥
কোথা মোর বিশ্বম্ভর দেখ মো (৬) নয়ানে।
পুন চক্ষু দিব সেই সুন্দরবদনে॥ (৭)
নদিয়া নগরে আইল আমার নিমাই।
ধরিয়া রাখহ লোক—কিছু (৮) দোষ নাই॥
সভাকার প্রাণ সেই—সেই মাত্র জীউ।
প্রাণ বিনা ধর্ম্মরক্ষা কোন রীতে হউ॥
এইমনে কহিতে-কহিতে গেলা তথা।
দেখিল সে গৌরচন্দ্র বসি আছে যথা॥
প্রভুরে দেখিয়া বোলে—শুন রে নিমাই।
ঘর আও—আমার সন্ন্যাসে কাজ নাই॥
সন্ন্যাস করিয়া ধর্ম্ম রাখিবি তো পাছু। (৯)
মোর বধ আগে লাগে—আর সর্ব্ব আছু॥

(১) 'প্রেমের'।
(২) 'জন্মস্থান দেখিব ত'।
(৩) 'নদীয়ানিকটে গেলা প্রভুর এ'।
(৪) 'হইয়া'। (৫) 'কেশবাস বস্ত্র নাহি'।
(৬) 'দেখিব'।
(৭) 'হিয়া বলি শচীদেবী উৎকণ্ঠিত মনে'।
(৮) 'ইথে কভু'। (৯) 'পাছু'।

বিহ্বলচেতন (১) শচী কান্দে উভরায়।
সকল শরীরখানি একদৃষ্টে চায়॥
'বাপু বাপু' বলি অঙ্গ পরশিতে চায়।
আর সব থাকু বাপ হাথ দেও (২) গায়॥
শ্রীঅঙ্গে লাগ্যাছে ধূলা ফেলাঙ ঝাড়িয়া।
এ বোল বলিয়া পড়ে (৩) অঙ্গ আছাড়িয়া॥
পুন উঠি বলে—বাপু শুন মোর বোল।
পালাউ হিয়ার সাধ—ধরি দেও (৪) কোল॥
শচীর কান্দনা দেখি পৃথিবী (৫) বিদরে।
আছুক মানুষের কাজ এ পাষাণ ঝুরে (৬)॥
চৌদিগে সকল লোক কান্দিয়া ফাঁপর।
কাছ না ছাড়য়ে কেহো—পাশরিল ঘর॥
লোকের কান্দনা দেখি মায়ের ব্যগ্রতা।
মনে অনুমানে প্রভু—কি কহিব কথা॥
মায়ে প্রবোধিতে প্রভু মনেমনে গুণে।
না কান্দ না কান্দ বোলে শুনহ বচনে॥
সন্ন্যাস করিতে আজ্ঞা করিলা আপনে।
এখন বিহ্বল হঞা কান্দ কি কারণে॥
পুত্র বলি মিছা মায়া না ঘুচিল তোর।
ঐছন দুস্ত্যজ মায়া এ সংসার ঘোর॥
ঘুচিলে না ঘুচে—মায়া ঐছন দারুণ।
শচী বোলে—মোর বোল শুন নিকরুণ॥
মোর পুত্র বলি জন্ম লৈলে পৃথিবীতে।
জগতের লোক মোরে করিল পূজিতে॥
তুমি সব-লোকবন্ধু—ত্রিজগতে পূজি।
তোমারে সে স্নেহ-মায়া শাস্ত্রে ভাল বুঝি॥ (৭)
যে হউ সে হউ মোর—তুমি হয়্য পুত্র।
জন্মে-জন্মে রহু মোর এই কর্ম্মসূত্র॥
মায়ের বচনে প্রভু অন্তব্যস্ত হঞা।
মায়ায়ে জিনিতে নারে—উভারয়ে দয়া॥
যে তোর আছয়ে ইচ্ছা—কর নিজসুখে।
একমাত্র শেষ আমি নিবেদিব (৮) তোকে॥
শচী বোলে—নবদ্বীপ ছাড়ি (৯) যাহ তুমি।
নবদ্বীপে তুষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া আর (১০) আমি॥

(১) 'হইয়া'। (২) 'দি তোর'। (৩) 'কান্দে'।
(৪) 'দুঃখ চড় মোর' বা 'সাধ ভরি দেহ'।
(৫) 'হৃদয়'।
(৬) 'অন্যের কাজ পাষাণ মাজুরে'।
(৭) 'তুমি লোকবন্ধু সর্ব্বজগতে পূজিত।
তোরে যেই স্নেহ করে শাস্ত্র সে উচিত॥"
(৮) 'সুবিশেষ নিবেদিল'।
(৯) 'ছাড়ি' বা 'চল'। (১০) 'সবে বিষ্ণুপ্রিয়া'।

মায়ের বচনে পুন গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণা-ঘাট নিজবাড়ীর সমীপ॥
শুক্লাম্বরব্রহ্মচারি-ঘরে ভিক্ষা কৈল।
মায়ে নমস্করি প্রভু প্রভাতে চলিল॥
মায়েরে কহিল—মুঞি বন্দী তোর গুণে।
পূরুব-রহস্যকথা পাশরিলে কেনে॥ (১)
কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা তুমি।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ—তার কোলে আছি আমি॥
মায়ে নমস্করি প্রভু বোলে বারবার—।
না ছাড়িহ কৃষ্ণ—না ভজিহ (২) এ সংসার॥
শচীর অন্তর-হিয়া করে দপদপ (৩)।
চলিল ঠাকুর—পাছে ধায় (৪) ভক্ত সব॥
শান্তিনগরে গেলা আচার্য্যের ঘর।
কীর্ত্তনবিলাসে গেল সে অষ্টপ্রহর॥
পুন পরভাতে প্রভু চলিলা সত্বরে।
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল জগন্নাথ দেখিবারে॥
সভারে কহিলা প্রভু—সভে যাহ ঘর।
নীলাচলে আছি আমি—কহিল উত্তর॥
যে যায় তথায় জগন্নাথ দেখিবারে।
তথায় আমার দেখা হইব সভারে॥
এ বোল বলিয়া প্রভু বোলে হরিবোল।
চলিলা ঠাকুর—উঠে ক্রন্দনের রোল॥
ক্রমেক্রমে তমোলুকে (৫) উত্তরিলা গিয়া।
যে পথে আসিয়াছেন (৬) পূর্ব্বে সেই পথ দিয়া।
পথে চলি যায় প্রভু প্রেমানন্দসুখে।
প্রেমবরিষণে ভাসে সে পথের (৭) লোকে॥
হাসিতে-খেলিতে যায়—নাহি পথশ্রমে।
পুরুষোত্তমে উত্তরিলা পথ ক্রমেক্রমে॥
দেখিব ত জগন্নাথ নীলাচলরায়।
হা হা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ধায়॥

(১) অতঃপর মুদ্রিতগ্রন্থের অতিরিক্ত পাঠ,—
"রামকৃষ্ণ বামন কপিল আদি আমি।
সর্ব্বজন্মে দেখ সব বিচারিয়া তুমি॥
সর্ব্বকাল আমার সে এই মত কর্ম।
তোমার নিকটে আছি—জান ইহা মর্ম॥
সম্প্রতি ত ভক্তিরসে মোর অবতার।
কৃষ্ণচন্দ্র বহি কিছু না বলিব আর॥"
(২) 'কর্ম মিথ্যা' বা 'ভক্তি অনিত্য'।
(৩) 'আকুল বিভব'। (৪) 'ধায়'।
(৫) 'তাম্রলিপ্তে', 'তমোলোক' বা 'তম্র লিপ্তে'।
(৬) 'গিয়াছেন'।
(৭) 'প্রেমার বিলাসে ভাসে পথের সব'।

সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু ছাড়ে হুহুঙ্কার।
ধাইল সকল লোক আনন্দ অপার॥
জগন্নাথ দেখ তুষ্ট হৈলা গোরারায়।
তাহারে দেখিয়া লোক বড় সুখ পায়॥
হরিহরি বোলে লোক উচ্চ-উচ্চ-রায় (১)।
আনন্দিত দিবানিশি হরিগুণ গায়॥
রাত্রিদিন করে প্রভু কীর্ত্তনবিলাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

ললিত রাগ। দিশা॥

(গোরাগুণ গাওরে গাওরে সব ভুবনমঙ্গল॥)
আনন্দিত মহাপ্রভু আছে নীলাচলে।
হরিগুণসঙ্কীর্ত্তন করে ভক্তমেলে॥
অনেক ভকতগণ মিলিলা তথায়।
নিত্যই নূতন প্রকাশয়ে (২) গোরারায়॥
হেনই সময়ে কথা কহিব এখনে।
প্রতাপরুদ্রের কৃপা হৈল যেনমনে॥
লোকমুখে শুনি (৩) মহাপ্রভুর গুণ।
আশ্চর্য্য মানয়ে সে না কহে কিছু পুন॥
এক দিন গেলা জগন্নাথ দেখিবারে।
জগন্নাথ না দেখয়ে—দেখে ন্যাসিবরে॥
কি কি বলি মনে গুণে বিস্মিত হিয়ায়।
পড়িছাকে পুছে রাজা—কি দেখি রায়॥
পড়িছা কহয়ে—দেব জগন্নাথ দেখি।
রাজা কহে—তোসভাকে ব্যর্থ আমি রাখি॥
জগন্নাথস্থানে (৪) ন্যাসী বসি আছে ভিতর।
মোর দণ্ডভয়ে কিছু না দেখয়ে বোল॥
আঁখি ভাঙিমু যেন হেন নহে (৫) কভু।
নহে বা কি দেখ সত্য করি কহ তভু (৬)॥
এ বোল শুনিঞা পড়িছা বোলে পুনর্ব্বার—।
জগন্নাথ বহি মোরা নাহি দেখি আর॥
তবে ত প্রতাপরুদ্র গুণে মনে মনে—।
সন্ন্যাসিকে কেনে দেখি আমার নয়নে॥
শুনিঞাছি সন্ন্যাসীর মহিমা অপার।
ইহার কারণ তভু করিব বিচার॥

এতেক গুণিঞা (১) রাজা চলিল সত্বর।
আপনি চলিলা যথা আছে ন্যাসিবর॥
দেখল টোটায়ে ন্যাসী আছে নিজমেলে।
বৃন্দাবনকথা কহে—হরিহরি বোলে (২)॥
পুনরপি জগন্নাথ দেখি (৩) আরবার।
দেখিল সন্ন্যাসী সেই সুমেরু (৪) আকার॥
দেখিয়া রাজার ভেল হিয়া-চমৎকার।
এই জগন্নাথ সেই ন্যাসি-অবতার॥
প্রতাপরুদ্রের মনে বাঢ়ে অনুরাগ।
সত্বরে চলিলা যথা আছে মহাভাগ॥
টোটায় নাহিক কেহো—ভাঙিল দেওয়াল।
গোবিন্দেরে কহে রাজা কাতর বয়ান—॥
কোন মতে দেখোঁ মুঞি গোসাঞিঞর চরণ।
ইহার উপায় মোরে কহ মহাজন॥
গোবিন্দ কহয়ে—রাজা না হও কাতর।
এখানে না পাবে দেখা—হৈল অনবসর॥ (৫)
কখন আসিব মুঞি (৬) কহ মহাভাগ।
কাতরবয়ান রাজা বাঢ়ে অনুরাগ॥
সেদিন চলিল রাজা সহিত নাগর।
সঙ্গিগণ দেখি কাকু করয়ে সভারে॥
পুরীগোসাঞি আদি করি যত ভক্তগণ।
গোসাঞির গোচর করিবারে হৈল মন॥
এইমনে দিন দুই-চারি গেল যবে।
কাশীমিশ্র-ঘরেতে একত্র হৈলা সভে॥
সকল ভকত মেলি যুগতি করিল।
সভে মেলি গোচরিব—এই যুক্তি কৈল॥
আর-দিন মহাপ্রভু কাশীমিশ্রঘরে।
আনন্দিতে (৭) বসে আছে নিজ ভক্ত-মেলে (৮)॥

---

(১) 'স্বরে রায়'। (২) 'নিত্য নৌতুন প্রেম প্রকাশে'।
(৩) 'শুনে'। (৪) 'কোলে' বা 'কোথা'।
(৫) 'আমি ভাঙিব যেন নাহি বলে'।
(৬) 'প্রভু বা বন্ধু (?)'

(১) তবে প্রতাপরুদ্র' বা 'এতেক শুনিঞা'।
(২) দেখ কথা কহেন বিশেষে।
(৩) 'মহারাজ দেখি'। (৪) 'ভাবরূপ'।
(৫) 'টোটায় হইতে 'অনবসর' পর্য্যন্ত স্থলে পাঠান্তর পরিবর্ত্তিত পাঠ,—
"টোটাতে নাহিক কেহ ভাঙিয়া দেখিয়াম (?)।
বিহ্বল হইয়া রাজা হরিষ দেয়াল।
গোবিন্দেরে কহে রাজা কাতর যে মনে।
কেমতে দেখিব আমি গোসাঞি চরণে॥
কোথা গেলে পাব মহাপ্রভুর চরণ।
এখানে না পাবে দেখা শুনহ রাজন॥"
(৬) 'মেরে' বা 'মুঞি'।
(৭) 'মনাবেশে'। (৮) 'আমার ভিতরে'।

রাজার ব্যগ্রতায় সভার কাতর-অন্তর।
পুরীগোসাঞি কহিল সে প্রভুর গোচর— ॥
এক নিবেদন গোসাঞি কহিতে ডরাঙ।
নির্ভয়ে কহোঁ তবে যদি আজ্ঞা পাঙ ॥
ঠাকুর কহয়ে—শুন পুরী যে গোসাঞি।
মোর ঠাঞি তোর ডর কোনকালে নাঞি ॥
কি কহিবে কহ শুনি হৃদয় তোমার।
পুরীগোসাঞি বোলে—বোল রাখিবে আমার ॥
কাশী মিশ্র-আদি করি যত ভক্তগণ।
সভার বচনে মুঞি বলিএ বচন ॥
শ্রীজগন্নাথদেব (১) নীলাচলে বাস।
প্রতাপরুদ্র রাজা হয় তার নিজ দাস ॥
তোর পদ দেখিবারে সাধে মোন-সাধে।
আজ্ঞা পাইলে হয় সেই চরণগোচরে ॥
প্রভু বোলে—সবজন শুনহ বচন।
সন্ন্যাসির ধর্ম্ম নহে রাজ-দরশন ॥
আমি ত সন্ন্যাসী—সেই হয় (২) মহারাজ।
দোঁহার দরশনে দোঁহার কিছু নাহি কাজ ॥
পুরীগোসাঞি বোলে—প্রভু কর অবধান।
এ বোল শুনিলে রাজা ছাড়িব পরাণ (৩) ॥
যে দেখিল আমরা তাহার (৪) অনুরাগ।
এ কথা শুনিলে জীউ ছাড়িবে বিপাক (৫) ॥
আজি ত হইব রাজার দশ উপবাস।
সব ছাড়ি পড়ি আছে চরণপ্রত্যাশ (৬) ॥
কাতর হইয়া পুন বোলে সবজন—।
রাজার ব্যগ্রতা দেখি কান্দয়ে যতন ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু কহিছে বচন—।
আনহ রাজারে মুঞি হইলুঁ পরসন্ন ॥
এ বোল শুনিঞা সভার ভেল উল্লাস।
আনিল রাজারে—প্রভু করে পরকাশ ॥
প্রভুরে দেখিয়া রাজা পরণাম করে।
প্রেমায় বিহ্বল রাজা আপনা পাশরে ॥
পুলকে ভরিল অঙ্গ ছলছল আঁখি।
প্রেমে গরগর ভেল গোরা অঙ্গ দেখি ॥
রাজারে দেখিয়া প্রভু লহলহু হাস।
ষড়ভুজশরীর রাজা দেখে পরকাশ ॥

ষড়ভুজ দেখিয়া দণ্ডপরণাম করে।
টলমল করে অঙ্গ অনুরাগ ভরে ॥
অবশ শরীর—নীর ঝরে দুনয়নে।
চৌদিগে হরিধ্বনি পরশে (১) গগনে ॥
ষড়ভুজশরীর দেখি শ্রীপ্রতাপরুদ্র।
আনন্দে বিহ্বল ভাসে প্রেমা সমুদ্র ॥
কণ্টকিত সব অঙ্গ আপাদমস্তকে।
গদগদ যে 'প্রভু প্রভু' বলি ডাকে ॥
উভবাহু করি নাচে—বোলে হরিবোল।
জনম সফল প্রভু পরসন্ন মোর ॥
আনন্দে ভাসয়ে চৌদিগে ভক্তজন।
প্রভু বোলে—রাজা হের শুনহ বচন ॥
প্রজার পালন তোর এই বড় ধর্ম্ম।
প্রজা পুত্র—রাজা পিতা—কহিল এ মর্ম্ম ॥
কৃষ্ণের কেবল দয়া সম (২) সর্ব্বজীবে।
দেহের স্বভাব নিজ (৩) জানি অনুভবে ॥
কিবা রাজা কিবা প্রজা—সম সুখ দুখ। (৪)
কর্ম্ম-অনুসারে জীব হয় গৌণ-মুখ্য (৫) ॥
নিজ অনুমান করি (৬) যে জানে সভাবে।
সেই সে কৃষ্ণের দাস—কহিল তোমারে ॥
এতেক উত্তর প্রভু কৈল উপদেশ।
পরণাম করে রাজা আনন্দ বিশেষ ॥
শুন সর্ব্বজন গোরাচাঁদ দেব প্রকাশ।
আনন্দে কহয়ে শুন এ লোচনদাস ॥

(বরাড়ি রাগ ।)

আর অপরূপ কথা কহিব এখন।
গৌরচন্দ্র-গুণ যথা নিত্যই নূতন ॥
কহিব নিগূঢ় কথা শুন একচিত্তে।
অধম-জনের মনে না হয় প্রতীতে ॥
বৈষ্ণবজনের মনে পরম উল্লাস।
পরমনিগূঢ় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥
জাতিতে ব্রাহ্মণ এক আছে 'রাম' নাম।
পরমদুঃখিত—অঙ্গ অস্থি আর চাম ॥
অন্নকষ্টে দহে সেই জঠর-অনলে।
রক্ত-মাংস নাহি তার শুষ্ক কলেবরে ॥

---

(১) 'জগন্নাথ মহাপ্রভু'। (২) 'তুই সেই' বা 'সেই মহা'।
(৩) 'তেজিব পরাণ'। (৪) 'দেখিল আমরা তার মহা'।
(৫) 'সে মরিব মহাভাগ'।
(৬) 'নিরাহারে আছে রাজা পদ প্রতিআশ'।

(১) 'প্রেমের তরঙ্গে ঢেউ উঠিল'।
(২) 'সভার দয়া হয়'।
(৩) 'এক গুন'। (৪) 'কিবা দুঃখী সুখী'
(৫) 'লোক হয় দুঃখী সুখী'।
(৬) 'ধর্ম্ম অনুসারে'।

দুরন্ত দরিদ্রদুখ কত সহা যায়।
মনেমনে চিন্তে' বিপ্র তরণ (১) উপায় ॥
পূর্ব্বজন্মে কৈলুঁ মুঞি অনেক অধর্ম্ম।
দরিদ্র হইলুঁ মুঞি সেই সব কর্ম্ম ॥
না ভুঞ্জিলে নাহি ঘুচে অদৃষ্ট লিখন।
দুরন্ত যন্ত্রণা দুখ ঘুচয়ে কেমন ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পাইল প্রতিকার—।
প্রভু বিনা নারে কেহো কর্ম্ম ঘুচাবার ॥
জগন্নাথ নীলাচলে আছয়ে সাক্ষাতে।
তার ঠাঞি জাত্ত মুঞি যাচিঞা করিতে ॥
অন্নকষ্টে মরো মুঞি ব্রাহ্মণ শরীর;
'বিপ্রপ্রিয়' বলি তারে বোলে সব ধীর ॥
মোর দোষে মোরে যে না করে অবধান।
তাহার উপরে বধ—ত্যজিব পরাণ ॥
এইমনে অনুমানি চলিলা ব্রাহ্মণ।
ক্রমে ক্রমে গেলা যথা কমললোচন ॥
জগন্নাথ দেখি করে নিজ নিবেদন—।
অন্নকষ্টে মরো মুঞি দরিদ্রব্রাহ্মণ ॥
তো বিনু নাহিক কেহো—রাখহ জীবন।
ঘুচাহ দারিদ্র-জ্বালা—দেহ মোরে ধন ॥
ইহা বলি সেদিন আছিলা সেই মনে (২)।
ভিক্ষায় পাইল যাহা—করিল ভোজনে ॥
তার-পর-দিন পুন করে নিবেদন—।
ঘুচাহ দারিদ্র্য প্রভু মরয়ে ব্রাহ্মণ ॥
ভারি (৩) করিয়া ধন দেহ ত আমারে।
এ দুখ না পাড্ড যেন আজন্মান্তরে ॥
ধন-বর মাগো প্রভু না হও বিমুখ।
নহিলে জীবন দিব তোমার সম্মুখ ॥
ইহা বলি উপবাস কৈল অনুবন্ধ।
এথা নিজ-মেলে আছে প্রভু গৌরচন্দ্র ॥
নিজজন-সঙ্গে বৃন্দাবনগুণ গায়।
আচম্বিতে দেখ উঠে প্রভুর হিয়ায় ॥
বিস্মিত হইয়া রহে—হিয়া ভেল আন।
যে রসে আছিলা তাহা কৈল সমাধান ॥
সভার হৃদয়ে দুখ বিস্ময় লাগিল।
আচম্বিতে প্রভু কেনে আনমন হৈল ॥
এথা তিন উপবাস করিল ব্রাহ্মণ।
জগন্নাথস্থানে কিছু না পায় বচন ॥

(১) 'স্মরণ' বা 'শরণ'।
(২) 'আইলা সেইখানে'।   (৩) 'ভূরি'।

তবে ত ব্রাহ্মণ কৈল সাত উপবাস।
জগন্নাথদেব কিছু না করে আশ্বাস ॥
দুর্ব্বল হইল বিপ্র—ক্ষীণ উপবাসে।
সমুদ্রে মরিব বলি দড়াইল শেষে ॥
সমুদ্রের কূলে বিপ্র গেলা ধীরিধীরি।
'স্থান দেহ' সমুদ্রেরে বোলে নমস্কারি ॥
হেনকালে দেখে এক পুরুষ বিশাল।
সমুদ্রের মধ্যে আইসে পর্ব্বত আকার ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে চিন্তিতে লাগিল—।
সমুদ্রের মাঝ দিয়া এ কে না আইল ॥
দেখিতে দেখিতে কূলে দেখে সেই জন।
সামান্য মানুষ যেন হইল তখন ॥ (১)
বিপ্র বোলে—এই জগন্নাথ বিদ্যমান।
সমুদ্রের মাঝে আর কাহার পয়াণ (২) ॥
ইহা বলি তার পাছু গোড়াইয় (৩) যায়।
কথোদূর গিয়া পাছু চাহে মহাশয় (৪) ॥
দেখিল—ব্রাহ্মণ সেই আইসে পাছেপাছে।
'কোথা যাবে' বলিয়া বিপ্রেরে কিছু পুছে ॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে—শুনশুন মহাশয়।
কে তুমি—কোথারে যাবে—কহনা নিশ্চয় ॥
সাত-উপবাসী আমি ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল।
তোমারে দেখিল আজি জনম সফল ॥
নিশ্চয় করিয়া কহ—না ভাণ্ডিহ মোরে।
নহে বা ব্রাহ্মণবধ লাগিব তোমারে ॥
এ বোল শুনিঞা তবে বোলে মহাজন—।
আমা জানিবারে তোমার কি কাজ যতন ॥
যে হই সে হই আমি—তোর কিবা দায়।
কেনে উপবাসী মর দুরন্ত হিয়ায় ॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে—দুঃখদারিদ্র্যের জ্বরে (৫)।
জর্জ্জর কারণ মোর সব কলেবরে (৬) ॥
ব্রাহ্মণের ধরম নাহিক আমা ছারে (৭)।
এ দিবারজনী যায় অন্ন-হাহাকারে (৮) ॥

(১) 'সমুদ্রের মধ্যে ভাব দেখি হাট্ট-পানী।
এ সব দেখিঞা বিপ্র মনেমনে গণি ॥'
(২) 'আইসে কাহার পরাণ'।
(৩) 'পাছু চলে'।   (৪) 'তেঁহ পাছু পানে চায়'।
(৫) 'দারিদ্র্যযন্ত্রণা'।
(৬) 'শরীর মোর সকল কর্ম্ম'।
(৭) 'ধর্ম্ম নাহি আমার শরীরে'।
(৮) 'মোর যায় অনাহারে'।

নিজকুলে আদর নাহিক কোনখানে।
না জানিএ কোন্ ঠাঞি নাহি অপমানে॥ (১)
জীবন-অধিক সে মরণ ভাল বাসি।
কহিল তোমারে তেঞি মরোঁ উপবাসী (২)॥
এ বোল শুনিঞা চৈতন্য প্রিয় মহাজন।
'বিভীষণ' নাম মোর—শুনহ ব্রাহ্মণ॥
(তোমারে কহিএ আমি সত্য নিবেদন—।)
দেখিবারে যাই জগন্নাথের চরণ॥
(পুন বিভীষণ বোলে করি নিবেদন—।)
কর্ম্মদোষে দুখ পাও—শুনহ ব্রাহ্মণ॥
কর্ম্মবন্ধে বন্দী (৩) লোক সুখদুখ লাভ।
ভুঞ্জিলে সে ঘুচে সেই কর্ম্ম পুণ্য (৪) পাপ॥
জগন্নাথমুখ দেখ করিয়া পিরিতি।
জন্মান্তরে নহে যেন দুখ-উপনীতি॥
ইহা বলি চলিলেন রাজা বিভীষণ।
পাছেপাছে যায় তভু দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
বসি আছে গোরাচাঁদ নিজজন-মেলে।
'দুয়ারে কে আছে দেখ' গোবিন্দেরে বোলে॥
দুয়ারে দাঁড়াঞা আছে বিভীষণ রায়।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া অঙ্গুলি দিল নাসিকায়॥
কালে গেলা গোবিন্দ টোটার দুয়ার।
দেখিল দ্বারে দুই ব্রাহ্মণ-কুমার॥
দেখিয়া গোবিন্দ গেলা প্রভু বিদ্যমান।
কিছু না কহিতে ডাকে ব্রাহ্মণ দুইজন॥
আইস-আইস বলি হাসি (৫) সম্ভাষে ঠাকুর।
একে বসাইল পাশে—আর রহে (৬) দূর॥
সব ছাড়ি প্রভু তারে সম্ভাষে আদরে।
কাছে যত ছিল বিস্ময় লাগিল সভারে॥
ঠাকুর কহয়ে—চিরদিনে দরশন।
অনুরাগে দোঁহাকার ঝরয়ে নয়ন॥
শ্রীহস্ত দিয়া অঙ্গ পরশে তাহার।
'কুশল কুশল' (৭) পুছে ইঙ্গিত-আকার॥
সে দোঁহার কথা আর না বুঝয়ে কেহো।
গৌরচন্দ্র বোলে—বিপ্র দুঃখিত বড় এহো॥
দারিদ্র্য-জ্বালায় জ্ঞান হরিল ইহার।
জগন্নাথ-উপরে এ করয়ে প্রহার।

আপনার দোষ জীব না দেখয়ে কিছু।
আপনি করিয়া দোষ প্রভুরে দোষে পাছু॥
আপনে করয়ে নিজ-ভাল-মন্দ বাদ।
ভুঞ্জিবার বেলে দোষ প্রভুর উপরি॥
সুখ সে ভুঞ্জিতে গুণ কহে আপনার।
প্রভুরে দোষ দেয় দুঃখে ভুঞ্জিবার (১)॥
সাত-উপবাসে বিপ্র মৃত্যু কৈল সার।
বিপ্র-প্রিয়-জগন্নাথ কি করিব আর॥
তোমার দর্শনে ইহার ঘুচল দারিদ্র্য।
ধন দেহ— যেন হয় ধনের সমুদ্র॥
'ভাল ভাল' বলি তেঁহো উঠিলা সত্বর।
যে ছিল সেখানে সবে পড়িলা ফাঁপর॥
দণ্ডবত করি তার চলে দুইজন।
পথে যাইতে বিভীষণে পুছয়ে ব্রাহ্মণ—॥
তুমি বোল—আমি সেই রাজা বিভীষণ।
সন্ন্যাসিরে নমস্করি চলিলা এখন॥
জগন্নাথদেব তুমি না দেখিলে কেনে।
স্বরূপ করিয়া কহ দুঃখিত ব্রাহ্মণে॥
সন্ন্যাসির আজ্ঞা তুমি কৈলা শিরোপরি।
সন্ন্যাসী বা কে বা কহ—না কর চাতুরী॥
রাজা কহে—শুন আরে অবোধ ব্রাহ্মণ।
জগন্নাথ দেখ এই সাক্ষাৎ চেতন॥
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ—ধন (২) পাইলে তুমি।
দ্রাবিড়ে তোমারে ধন দিব লঞা আমি॥
এ বোল শুনিঞা বিপ্র শিরে হানে ঘা।
আরতি করিয়া ধরে বিভীষণের পা॥
পুন চল যাই সেই প্রভু-সন্নিধার (৩)।
অজ্ঞান ব্রাহ্মণ মুঞি—কর মোর তরে (৪)॥
অনেক যতন কৈল (৫) এড়াইতে নারি।
পুন লেউটিয়া যায় প্রভু-বরাবরি॥
প্রভুর সম্মুখে (৬) গেলা আদরে তরাস।
পুন দোঁহা দেখি প্রভুর উপজিল হাস॥
প্রভু বোলে—লেউটয়া আইলা কি কারণে।
রাজা কহে—যে কারণ—পুছহ ব্রাহ্মণে॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে—গোসাঞি আমি ত অবুধ।
কতকত জীব আছে অর্ব্বুদ-অর্ব্বুদ॥

---

(১) 'না জানি কখন কে না করে অপমানে' বা 'বন্ধু স্থানে অপমান হয় প্রতিদিনে।'
(২) আমি শুন গুণরাশি। (৩) 'দোষে দুখী'।
(৪) 'কহি পূর্ব্ব' বা 'কর্ম্মকৃত'। (৫) 'ডাকে'।
(৬) 'একজন আইল পাশ এক'। (৭) 'মঙ্গল'।

(১) 'দোষ দিয়া কহে দুঃখ আপনার'।
(২) 'তোর কার্য্য সিদ্ধ হৈল বর' বা 'তোমার অভীষ্ট ধন বর'।
(৩) 'দেখিবারে'। (৪) 'গোসাঞি মো তারয়ে'।
(৫) 'করি', 'করে' বা 'তার'। (৬) 'নিকটে'।

সভাকার প্রাণ তুমি সভাকার নাথ।
তো বহি নাহিক কেহো—তুমি জগন্নাথ॥
আমি মহাধম ছার মঃ (১) অপরাধী।
নিজকর্ম্ম-দোষে মো দারিদ্র্য-রোগ ব্যাধি। (২)
ব্যাধি-পীড়ায়ে মো কুপথ্য কর্ঁো আশা।
ঔষধ না রুচে মুখে—কুপথ্যে প্রত্যাশা॥
বুঝিয়া ঔষধ দেহ—তুমি ধন্বন্তরি।
কর্ম্মদোষে ভবব্যাধে আমি ছার মরি॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু হাসিতে লাগিলা॥
জগন্নাথদেব তোমার সব ভাল কৈলা॥
আগাও ঈপ্সিত তুমি ভুঞ্জিবে (৩) এখন।
শেষকালে পাবে জগন্নাথের চরণ॥
এ বোল বলিতে বিপ্র দণ্ডবত করে।
চৌদিকে সকল লোক হরিহরি বোলে॥
শুন সর্ব্বজন যে (৪) অপূর্ব্ব কথন।
বর গাঞা চলি গেলা (৫) দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
হরিষে হইলা দেহে বাড়ীর বাহির।
ভক্তজন প্রভুরে পুছয়ে ধীরেধীর॥
পুরীগোসাঞি বোলে—প্রভু দয়া কর যদি।
ইহার কারণ কহ—সভে কর শুদ্ধি (৬)॥
সুধাইতে নারে কেহো—মন বড় ইচ্ছা।
সাহস করিয়া মুঞি সুধাইল পুছা (৭)॥
ঠাকুর কহয়ে—শুন শুনহ গোসাঞি।
এ কথা তোমরা-সভে কিছু (৮) বুঝ নাঞি॥
দ্রাবিড়ে আছিল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
অনেক যন্ত্রণা-দুখ পাঞাছে তখন॥
দারিদ্র্য জ্বালায় দগ্ধ অইল এই দেশে।
জগন্নাথ- পরে প্রহার করে শেষে॥
দুঃখিত দেখিয়া তুষ্ট হৈলা জগন্নাথ।
আচম্বিতে বিভীষণ-সঙ্গে কৈল (৯) সাথ॥
বিভীষণ এই—যে বসিল মোর পাশে।
ধন দান কৈল তেঁহো ব্রাহ্মণ-উদ্দেশে॥

(১) 'মো অতি অধম ব্যাধিযুক্ত'।
(২) 'মোর পথ্য নাহি মোর—শুন গুণনিধি'।
(৩) 'ভোগী হইয়া ধন তুমি ভুঞ্জহ' বা 'আগাও ঈপ্সিত ধন ভুঞ্জিবে'।
(৪) 'শুন শুন সর্ব্বজন'।
(৫) 'পরম অর্থ পাঞা চলে'।
(৬) 'কহ মোর শুদ্ধি' বা 'কহ বুঝি' (?)
(৭) 'ইচ্ছা'। (৮) 'কেহো'।
(৯) 'পাইল দিলা'।

এ বোল শুনিঞা সর্ব্বজনের উল্লাস।
প্রেমায় ভাসিল (১) সব এ ভূমি-আকাশ॥
সর্ব্বজন নাচে—সভে বোলে হরিবোল।
আনন্দে সভাই সভে ধরি দেই কোল॥
শুন সর্ব্বজন গোরাচান্দের প্রকাশ।
শেষ খণ্ড সায় (২) কহে এ লোচনদাস॥ (৩)

---

(১) 'ভরিল' (২) 'আনন্দ হৃদয়ে'।
(৩) 'একখানি (সংস্কৃতকলেজ-লাইব্রেরীর) পুঁথিতে এবং ১৭৭৪ শকাব্দায় মুদ্রিত পুস্তকে এইখানেই গ্রন্থসমাপ্তি হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদাগুলি কেবলমাত্র মুদ্রিতগ্রন্থে এবং একখানি আধুনিক হস্তলিখিত পুঁথিতেই স্থান পাইয়াছে। বঙ্কনীমধ্যগত পদাগুলি আবার পুঁথিখানিতে নাই। মুদ্রিতগ্রন্থের পাঠের সহিত পুঁথিখানির পাঠের কিছু অনৈক্যও আছে। পদাগুলি যথা,—

"ধানশী রাগ॥
প্রভু আরে জয় জয় গোরাচান্দ।
বান্ধিলে জীবের মন দিয়া প্রেমফান্দ॥ ধ্রু।
অবনি মণ্ডলে গোরা রূপের অবধি।
বিলাইল প্রেমধন আচণ্ডাল আদি॥
বাখান করয়ে গোরাগুণে মুক জন।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধে দেখে তারাগণ
কহিতে কহিতে নাহি জানি নিজপর।
যে উঠয়ে তাহা বলি না উঠয়ে স্বর।
(গোরাঙ্গ বিনু শুন অপরূপ কথা
অ.ময় ব বিনে বিশ্বম্ভর-গুণগাথা॥
লোক বেদ অগোচর গৌরাঙ্গচরিত।
শ্রবণমঙ্গল এই সভার চরিত॥
শিব শুক নারদ ও লাখিমা অনন্ত
যার সুখে আপনাকে বলে ভাগ্যবন্ত
আমি ছার কি বলিব অতি বুদ্ধিহীন।
জ্ঞান মধ্য নাহি জ্ঞান নাহি দিন দিন
পশুবৎ চরিত্র মোর আচরণ এবে।
তাহাতে অধম বলি লেখে আমাকে)
সদা ভাবে তারা সদা চৈতন্যগোসাঞি।
এ হেন করুণা নাহি আর কেহো নাঞি॥
বিনু কৃষ্ণ আর কেহো নাহিক ঈশ্বর।
সত্য কিবা আর ত্রেতা এ কলি দ্বাপর
একমাত্র প্রভু সেই নাম করে ভেদ।
লোক বুঝাবারে করে মায়া মতভেদ (মতে বেদ)॥
যত যত অবতার সেই সব যুগে।
করুণা কারণ ছোট বড় বলে লোকে॥
চৈতন্যগোসাঞি এই করুণাতে বড়।
তেঞি অবতার-শিরোমণি বলি দৃঢ়॥
হেন অবতার কেহো না বুঝয়ে লোকে।
অমৃত ঢাকিয়া যেন রাখে দুগ্ধ লোকে।

হেন অবতার কথা কহিল অশোক।
হেন গোরাচান্দ প্রভু ভজ ছাড়ি শোক॥
করুণাসাগর প্রভু প্রেমে উনমত।
ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবনলীলা অবিরত॥
এই মতে মহাপ্রভুর উৎকলবিহার।
উৎকলবিহার কথা অনেক বিস্তার॥
বিস্তারিতে পুস্তক সে হয়েত অনেক।
সংক্ষেপে কহিল কথা শুন সর্ব্বলোক
হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র-ঘরে।
বৃন্দাবনকথা কহে বসিত অন্তরে॥
নিবাস ছাড়িয়া সে চলিলা মহাপ্রভু।
এমত ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কভু॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরলা সিংহদ্বারে॥
সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিল।
সত্বরে যাঞি ভিতরে উতরিল।
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেই খানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায়।
তখনে দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট।
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন
কলিযুগ আইল এই দেহ তুয়া শরণ।
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত-রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইল তখন
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পাড়িছা।
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা॥
ভক্ত-আর্ত্তি দেখি পড়িছা কহয়ে তখন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥
এ বোল শুনিঞা ভক্ত করে হাহাকার
শ্রীমুখ-চন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর॥
শ্রীবাসপণ্ডিত আর দত্ত যে মুকুন্দ।
গৌরিদাস বাসুদত্ত আর শ্রীগোবিন্দ॥
কাশীমিশ্র সনাতন আর হরিদাস।
উৎকলের সভে কান্দি ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে।
পরিবার সহ রাজা হরল চেতনে॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অনুজ সহায়।
প্রভু প্রভু বলি ডাকে শুন গৌররায়॥

অনেক রোদন কৈল সব ভক্তগণ।
ইহা বা লিখিব কত মো অধমজন
(অবোধ লোচন)।
সম্যক্ প্রভুর গুণ করিল বিস্তার।
এবে না দেখিয়া মোর হৈল অন্ধকার
মিনতি করিয়া বলি শুন সব জন।
দিবা নিশি ভজ ভাই গৌরাঙ্গচরণ।
নির্ম্মল হইয়া সভে শুন গোরাগুণ।
ভবব্যাধি নাশিবার এই সে কারণ॥
এত শোকে বিলপয় করয়ে লোচন।
শেষখণ্ড সায় হৈল প্রভুর কীর্ত্তন॥
গৃহব্যবহার কথা শুন সর্ব্বজন।
হেনই সময়ে করো শ্রীহরি স্মরণ
(করে হরি কীর্ত্তন)।
সভে সভাকার চিত্ত কর আরাধন।
সত্য করি জানিহ শ্রীবৈষ্ণব-চরণ॥
(গৌরপদ কমলে মো করিয়ে প্রণতি।
তিলেক করুণা-দিঠে কর অবগতি॥
শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার।
বিশেষ কহিব কিছু চরিত্র তাঁহার॥
তাঁহার চরিত্র আমি কি কহিতে জানি।
আপন বুদ্ধির শক্তে যেরূপ অনুমানি।
অভিমান কেহ কিছু না করিহ মনে।
প্রণতি করয়ে নিজগুরুর চরণে
যার পদ-পরসাদে আমি হেন ছার।
তো সব ঠাকুর গুণ কহোঁ তো সভার
শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার।
বৈদ্যকুলে মহাকুল প্রকাশ যে হৈল
অনুকূলে কৃষ্ণপ্রেমা কৃষ্ণময়-তনু।
অনুগত জনে না বুঝয়ে প্রেমা বিনু
অনাথজনে যে দয়া কত বা হৃদয়।
কৃষ্ণ-অনুরাগে সদা অন্তর আশয়॥
রাধাকৃষ্ণ-রসে তনু গড়িয়াছে যেন
ভাবের উল্লাসে বলি যখন যে হেন
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণেকে শ্রীরাধার আবেশে
রাধা-কৃষ্ণ বলি মাতে মত্ত পরবশে॥
চৈতন্য সঙ্গে থাকে না শুদ্ধিবিচার।
অনুপম নরহরি তবে সব অবতার।
সকল বৈষ্ণবে যোগ্য সমান পিরিতি।
সকল সংসারে যাঁর নির্ম্মল কিরিতি॥
তার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর।
সকল সংসারে যে যশ ঘোষয়ে প্রচুর॥
কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগমন চাহে
নাহি ভিন্নাভিন্ন সমান সিঞ্চেহে॥
সর্ব্বদা মধুর বাণী বলয়ে বদনে।
সর্ব্বকাল না দেখিল উৎকট কথনে॥
চাতুরী মাধুরী লীলা বিলাস লাবণ্য।
রসময় দেহ সেই কলাপের ধন্য॥

পিতা যাঁর মহামতি শ্রীমুকুন্দদাস।
চৈতন্যমঙ্গল পথে মধুর বিলাস॥
কি কহিব আর অন্য পারিষদ যত।
পৃথিবীতে আইলা সভে নাম লব কত॥
সমুদ্রের জল যবে কলসী করি মাপি।
পৃথিবীর রেণু যবে একে একে গণি॥
আকাশের তারা যবে গণিবারে পারি।
তভু গোরা অবতার লিখিবারে নারি॥
মুঞি অতি অল্পবুদ্ধি কি কহিব আর।
মূরখ হইয়া করি বেদের বিচার॥
অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিবারত্ন চাহি।
খর্ব যেন চাঁদ ধরিবারে যেলে বাহু
পঙ্গু যেন লঙ্ঘিবারে করে অহঙ্কার।
ক্ষুদ্র পিপীলিকা চাহে গিরি বাহিবার
ঐছন আমার আশা হৃদয়ে বিশাল।
গোরা অবতার কথা কহিতে বিচার॥
কর যোড় করি বলি শুন সর্বজন।
পাগল কহয়ে গোরাগুণে যুক্ত জন।
নির্জিহ্ব কহয়ে সে প্রকট পটুবাণী
না পাঠ মূরখ কহে ব্রহ্মের কাহিনী
পৃথিবী জনম যৈছে মহাভাগবত।
বৈষ্ণব গোপন্ত কথা কহয়ে বকত
অকারণে করুণা ধরয়ে সর্বজনে
মাতা যেন দুরন্ত তনয় পালয়েবে
ঐছন প্রভুর দয়া দেখিয়া অবাধ।
অধম হইয়া অমৃতেরে করে সাধ
শ্রীনরহরিদাস দয়াময় দেহে
কি দোষ্য করে মোরে অবাধ দিয়েছে॥
দুরন্ত পাতকী অন্ধ অতি অনাচার
অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমার
তার প্রভাবেতে আর বৈষ্ণব প্রসাদে
এই ভরসায়ে পুথী হইল অবাধে॥)
বৈষ্ণব-প্রসাদে কিছু যে জানি প্রকাশ।
প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরিদাস
তাঁর পদ-প্রসাদে এ পথের প্রতি আশ।
গৌরগুণ কহিব যে করো অভিলাষ
শ্রীখণ্ড মধ্যেতে যাঁর প্রভুর অন্তরঙ্গ।
সকল জানয়ে সেই ভকত প্রবীণ॥
যাঁর সম্পর্কেতে হৈল চৈতন্য মন্ত্র।
যাহার প্রসাদে হৈল সংসার পবিত্র।
প্রাকৃত কৈল গৌরগুণের কবিত্র।
তাহাই হইল এবে সকলের সূত্র॥
শুনিয়া মধুরালাপে চিত্ত উতরোল।
নিজদোষ না দেখি লুব্ধ হইল ভোল॥
পাঁচালী-প্রবন্ধে আমি রচিল এবন।
দোষ না লইবে কেহ মো অতি অধম।
অধিকারী নহোঁ তভু কাব্য লাইলা।
বৈষ্ণবকরুণা মোর মনের ভরসা॥"

সূত্রখণ্ড আদিখণ্ড অপূর্ব ব্রহ্মাণ্ডে।
জন্মাদি-রহস্যকথা কহিল মধ্যখণ্ডে॥
মধ্যখণ্ডকথা কহিল করুণার ঘর।
শেষখণ্ডকথা তিনখণ্ডের যে পর॥
চারি-খণ্ড পুঁথি হৈল বৈষ্ণব-কৃপায়।
সমাধা করিতে ব্যথা লাগয়ে হিয়ায়॥
গৌরগুণকথা এই অমৃতসমুদ্র।
কহিতে না পারে প্রভু (১) প্রজাপতি রুদ্র॥
আমি কি কহিব—গুণ কি জানি কতেক।
বৈষ্ণব কৃপা য় বলে বলিল যতেক॥ (২)
চারিখণ্ড পুঁথি সায় করিল প্রকাশ।
বৈদ্যকুলে জন্ম যে র কোগ্রাম নিবাস॥
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী (৩) নাম।
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম॥
কমলাকরদাস নাম (৪) পিতা জন্মদাতা।
যাহার প্রসাদে কহি গোরাগুণগাথা॥
সংসারেতে জন্ম দিল সেই মাতাপিতা।
মাতামহ-কুল তার শুন (৫) কিছু কথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে একগ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়া-দাসী নামে॥
মাতামহের নাম—শ্রীপুরুষোত্তম (৬) গুপ্ত।
নানাতীর্থ-পূত তেঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি মাত্র (৭) পুত্র।
সহোদর নাহি মাতামহের যে সূত্র (৮)॥
যথ-তথা যাই সে দুর্লভ (৯) বরে মোরে।
দুর্লভ লাগিয়া কেহো পঢ়াইতে নারে॥

---

(১) 'গুরু'।
(২) অতঃপর মুদ্রিতগ্রন্থের অতিরিক্ত পাঠ -
"করযোড় করি 'সে' কাকুর-বায়াণ
আত্ম নিবেদিত মুঞি বৈষ্ণবচরণে॥
মো অধিক অধম নাহিক মহীমণ্ড
বৈষ্ণবকৃপায় বলে সিদ্ধ হইল কাজ॥
চৈতন্যচরিত্র-কথা কহিতে কে জানে।
সম্বরিতে নারি কিছু কহিল বদনে॥"
(৩) 'সতী শুদ্ধমতি অরুন্ধতী'। (৪) 'মোর'।
(৫) 'কুলের কহিএ'।
(৬) 'মাতামহ হয় মোর পরমানন্দ'।
(৭) 'একমাত্র'।
(৮) 'নাহি নাহি মাতামহের সূত্র' বা 'নাহি মোর মাতামহের পুত্র'।
(৯) 'যথা যাই তথা যাই দুলালা'।

মারিয়া-ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর।
ধন্য পুরুষোত্তমগুপ্ত চরিত্র তাহার॥
তাহার চরণে মুঞি ক.রোঁ নমস্কার।
চৈতন্যচরিত্র লিখি প্রসাদে তাহার॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে কহিল মো (১) কথা।
নরহরিদাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥
তাহার প্রসাদে যে বা শুনিল প্রকাশ।
আনন্দে গাইল গুণ এ লোচন দাস॥ (২)

---

(১) বড় কৃপা করিলেন গুরু তাঁর।
(২) অতঃপর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,—
"এই সব লীলা গৌর করেন সদাই।
ভক্তজন দেখে—অভক্ত দৃষ্ট নাই॥
চৈতন্যলীলার কভু না হয় বর্ণন।
গ্রন্থের সমাপ্ত মাত্র কৈল নিবেদন॥
বৈষ্ণবগণে সাক্ষিব পাদপদ্ম করি আশ।
পুঁথির সমাপ্তি কহে এ লোচন দাস॥"
অতঃপর মুদ্রিতগ্রন্থের অতিরিক্ত পাঠ,—
"অন্ত্য-মঙ্গলাচরণম্।
নমো গুরুভ্যঃ করুণার্ণবেভ্য-
শ্চাদ্বৈত-শ্রীবাস-গদাধরেভ্যঃ।
স্বভক্তবৃন্দৈঃ পরিবেষ্টিতেভ্য
শ্চৈতন্যদেবেভ্য ইহাস্তু মে নমঃ॥
শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবস্য লীলাকুল মনাসিতঃ।
চৈতন্যমঙ্গলং শশ্বৎ স্মরতাং ভক্তচেতসি॥"

ইতি শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর-বিরচিত শ্রী চৈতন্যমঙ্গলে
শেষখণ্ড সমাপ্ত॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল সম্পূর্ণ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু॥

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে-
র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়স্য॥